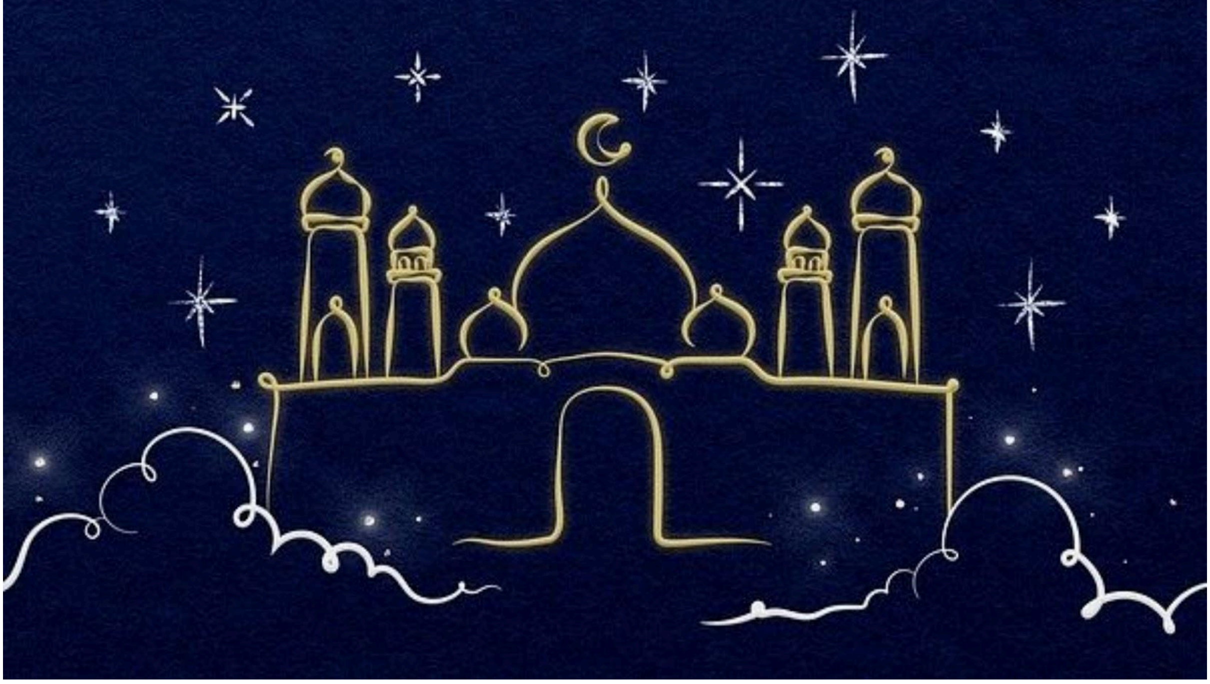
রামাদানের
৩০ দিনের দুআ

এভরিডে মুসলিমাহ লার্নিং



প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়া'লার জন্য, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষমতা রাখেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দিশারী, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, যিনি আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন।

আমরা মুসলিম হিসেবে, আমাদের জীবনের প্রতিটি বাঁকে আল্লাহ তায়া'লার সাহায্য ও করুণা কামনা করি। আর এই চাওয়াকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো দুআ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দুআ-ই হল ইবাদত। আল্লাহর কাছে দুআর চেয়ে উত্তম কোনো ইবাদত নেই।" (আবু দাউদ, তিরমিজী ও ইবনু মাজাহ)। এই হাদিসটি দুআর গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। দুআ কেবল একটি প্রার্থনা নয়, বরং এটি আল্লাহর সাথে বান্দার এক গভীর সংযোগ, তাঁর প্রতি বিনয় ও নির্ভরতার এক অনন্য প্রকাশ।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা অনেকেই দুআর প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে পারি না। দুআকে আমরা প্রায়শই কেবল কয়েকটি আরবি শব্দ পাঠ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখি, রিডিং পড়ার মতো করে পড়েই চলে যাই। অথচ দুআ কবুল হওয়ার জন্য প্রয়োজন দৃঢ় বিশ্বাস, একাগ্রতা এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা। রাসূল (ﷺ) আমাদের সতর্ক করে বলেছেন, "তোমাদের কারো দুআ কবুল করা হয়, যতক্ষণ না সে তাড়াতাড়ি করে। বলে, 'দুআ করলাম কিন্তু কবুল হল না।'" (বুখারী ১১/১৪০, মুসলিম ৪/২০৯৫)। তিনি আরও বলেন, "বান্দার দুআ কবুল হয়েই থাকে, যতক্ষণ সে কোন পাপের অথবা জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করার জন্য দুআ না করে এবং (দুআর ফল লাভে) তাড়াহুড়ো না করে।" (মুসলিম ৪/২০৯৬)। এই হাদিসগুলো আমাদের শেখায় যে, দুআয় তাড়াহুড়ো করা বা নিরাশ হওয়া অনুচিত। বরং ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে দুআ করে যেতে হবে।

দুআ কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো আন্তরিকতা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর নিকট দুআ কর কবুল হবে এই দৃঢ় প্রত্যয় রেখে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ উদাসীন ও অন্যমনস্কের হৃদয় থেকে দুআ মঞ্জুর করেন না।" (তিরমিযী ৫/৫১৭)। তাই দুআ করার সময় আমাদের মনকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ রাখতে হবে, পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে যে তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি আমাদের অভাব পূরণ করতে পারেন।

এছাড়াও, সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে দুআ করার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহর রসুল (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, দুঃখে ও বিপদে আল্লাহ তার দুআ কবুল করবেন, সেই ব্যক্তির উচিত, সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে অধিক অধিক দুআ করা।" (তিরমিযী ৫/৪৬২)।

সর্বোপরি, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সকল চাওয়া ও সকল সাহায্যের কেন্দ্রবিন্দু একমাত্র আল্লাহ তায়া'লা। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "যখন কিছু চাইবে, তখন আল্লাহর নিকটই চাও। যখন সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর নিকটেই চাও।" (তিরমিযী ৪/৬৬৭, মুসলিম ১/২৯৩)।

এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটি কুরআন ও হাদিসের আলোকে সংকলিত দুআগুলোকে এক মলাটে আনার একটি বিনীত চেষ্টা। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, মুসলিম ভাই-বোনদের দুআর প্রতি আরও মনোযোগী করে তোলা, যাতে তারা একমাত্র আল্লাহর কাছেই নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য দুআ করতে পারেন এবং এর মাধ্যমে একটি বরকতময় জীবন লাভ করতে পারেন। আমরা আশা করি, এই সংকলনটি আপনাদের দুআর গুরুত্ব অনুধাবনে এবং সেগুলোকে সঠিকভাবে চর্চায় সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

এখানে উল্লেখিত দুআ গুলো কুরআনের বিভিন্ন আয়াত, হাদিস, মুনাজাতে মকবুল, হিসনুল মুসলিম, আরো বিভিন্ন সূত্র থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে অনেকের নিজস্ব ভাষার দুআও অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গার দুআ একত্রিত করে দেয়ার কারনে কোথাও কোন রেফারেন্স ব্যবহার করা হয় নি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের তরফ থেকে এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমাদের ভুল ত্রুটি মাফ করে দিন। যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। বারাকাল্লাহু ফিকুম। জাযাকুমুল্লাহু খাইরন ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ। আস্তাওদিউল্লাহ। আস্তাওদিয়ুল্লাহ অর্থ আল্লাহর কাছে নিরাপত্তার লক্ষ্যে সোপর্দ করা। আমিন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া আরহামার রাহিমীন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

EVERYDAY MUSLIMAH
LEARNING
LET'S LEARN TOGETHER

তারিখ: ৬ জিলহজ্জ,১৪৪৬ হিজরি || ৩ জুন,২০২৫
Everyday Muslimah Learning

সূচীপত্র

দুআর আদব

১) দুআ করার সময় তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে দুআ করা

২) বিনয় ও একাগ্রতার সঙ্গে দুআ করা এবং আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ ও তার শাস্তি থেকে বাঁচার প্রবল আগ্রহ নিয়ে দুআ করা

৩) নিজের দুর্বলতা, অসহায়ত্ব ও বিপদের কথা আল্লাহর কাছে প্রকাশ করা

৪) দুআয় আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরূদ পড়া

৫) আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ও তাঁর মহৎ গুণাবলি দ্বারা দুআ করা

৬) পাপ ও গুনাহ স্বীকার করে প্রার্থনা করা

৭) প্রার্থনাকারী নিজের কল্যাণের দুআ করবে নিজের বা কোনো মুসলিমের অনিষ্টের দুআ করবে না

৮) নিজের সৎকাজের উসীলা দিয়ে দুআ করা

৯) বেশি বেশি করে ও বার বার দুআ প্রার্থনা করা

১০) সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় দুআ করা

১১) দুআর বাক্য তিনবার করে উচ্চারণ করা

১২) দুআয় উচ্চস্বর পরিহার করা

১৩) দুআ- প্রার্থনার পূর্বে অযু করা

১৪) দুআয় দুহাত উত্তোলন করা

১৫) কিবলামুখী হওয়া

দুআ কবুলের সময়

১)আযানের সময় এবং যুদ্ধের ময়দানে যখন মুজাহিদগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান

২)আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়

৩)সিজদাহর মধ্যে

৪)ফরজ সালাতের শেষে

৫)জুমআর দিনের শেষ অংশে(আসরের পর থেকে মাগরিবের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত)

৬)রাতের শেষ তৃতীয়াংশে

৭)দুআ ইউনুস দ্বারা প্রার্থনা করলে

৮)মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দুআ করা

৮)সিয়ামপালনকারী, মুসাফির, মজলুমের দুআ

৯)সন্তানের জন্য মাতা-পিতার দুআ

১০)আরাফা দিবসের দুআ

১১)বিপদগ্রস্ত অসহায় ব্যক্তির দুআ

১২)হজ্ব ও উমরাকারীর দুআ এবং আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণকারীর দুআ

প্রশ্নঃ দুআ করার সময় কিভাবে আল্লাহর নাম যুক্ত করে দুআ করব?

উত্তরঃ দুআ করার সময় দুআর সাথে সম্পর্কিত আল্লাহর নাম যোগ করে দুআ করবেন। যেমনঃ

১) বিয়ের জন্য যখন দুআ করবেন তখন এ নাম ব্যবহার করবেন- আল ওয়াদুদ الودود (অর্থঃ বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল)

আপনি আমার জন্য চক্ষুশীতল কারী স্বামী/স্ত্রী /সন্তান সন্ততি, পরিবার পরিজন /উত্তম সঙ্গ, পরিবেশ মিলিয়ে দিন। আপনি আমাদের মধ্যে ভালবাসা বাড়িয়ে দিন।

২) সৌন্দর্যের জন্য- আল জামিল

(অর্থঃ অতিশয় সুন্দর)

আল্লাহ আপনি সুন্দর, আপনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন, আমাকে শারীরিক মানসিক ও আত্মিকভাবে সুন্দর করে দিন।

৩) যেকোন বিপদে বা প্রয়োজনে - আল আযীয العزيز (মহা সম্মানিত, সবার উপর বিজয়ী), আর রহীম الرحيم (অতিশয় দয়ালু)

আল্লাহ আপনি আল আযীয,আর রহীম আপনি আমাকে এই সমস্যা থেকে মুক্ত করুন।

৪) ভাঙ্গা কিছু কে জোড়া লাগাতে এ নাম ব্যবহার করুন- আল জাব্বার الجبار (দুর্নিবার, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত)

আল জাব্বার আপনি আমার ভেঙে যাওয়া আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিন। আপনি আমার ভেঙে যাওয়া অন্তর জোড়া লাগিয়ে দিন। আপনি আমাদের ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক গুলো জোড়া লাগিয়ে দিন।

৫) আমরা যখন কোন জিনিস চাইব, সেটার ক্ষতি থেকে বাঁচতে চাইব তখন এ নাম ধরে দুআ করব।

আর রউফ(দয়াশীল, কোন ক্ষতি /কষ্ট হতে দিবেন না) Highest Level এর Mercy. কোন ধরনের Discomfort Allow করেন না।

আর রউফ الرؤوف আপনি আমাকে এই এই নিয়ামত দান করুন। (এখানে যে নিয়ামত চেয়েছেন তার ক্ষতি থেকে আল্লাহ রক্ষা করবেন, কোন ক্ষতি তিনি হতে দিবেন না)

৬) যদি মনে হয় কোন বিষয় অসম্ভব /হচ্ছেই না। এই নাম ব্যবহার করে দুআ করুন।

আল ফাত্তাহ الفتاح(প্রারম্ভকারী), আল ক্বদীর القادر(মহা ক্ষমতাধর)

আল মুজিব المجيب (দুআ কবুলকারী)

যেমনঃ ইয়া ফাত্তাহ! আপনি আমার হজ্জের ব্যবস্থা করে দিন। আপনি আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন। আপনি আমার হালাল ও সম্মানজনক রিযিকের ব্যবস্থা করে দিন। আপনার কাছে অসম্ভব কিছু নেই ইয়া ক্বদীর। আপনি আমার দুআ কবুল করুন ইয়া মুজিব।

প্রশ্নঃ দুআতে কিভাবে আল্লাহর নাম বলব?

উত্তরঃ নামের আগে "ইয়া" বলে দুআ করব। "আর" বলব না। যেমন; আর রহমান না বলে, বলবো "ইয়া রহমান"।

আল্লাহর সর্বোত্তম নামের মধ্যে কিছু নাম হল

১)আল্লাহ الله

২)আল আহাদ الأحد (একমাত্র)

৩)আল ওয়াহিদ الواحد (এক ও অদ্বিতীয়)

৪)আল মান্নান (অত্যধিক উপকারী)

৫)আছ ছমাদ الصمد (স্বয়ং সম্পূর্ন)

৬)বাদিউস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ

"بديع السموت والارض"

অর্থঃ আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিনের নির্মাতা

৭)আল যাল যালালি ওয়াল ইকরাম

ذو الجلال والإكرام

অর্থঃ মহিমান্বিত ও দয়াবান সত্তা, মহা মর্যাদাবান, মহা মহত্ব ও মহা সম্মানিত

৮)আল হাইয়্যু الحي

অর্থঃ চিরঞ্জীব, যার কোন শেষ নেই

৯)আল ক্বাইয়্যুম القيوم

অর্থঃ সমস্তকিছুর ধারক ও সংরক্ষণকারী

১০)আর রহীম الرحيم

অর্থঃ অতিশয়-মেহেরবান, অতি দয়ালু

১১)আর রহমান الرحمن

অর্থঃ পরম দয়ালু, পরম করুণাময়, সবচেয়ে দয়ালু, কল্যাণময়

১২) যে কোন দোয়া কবুল হওয়ার জন্য ইসমে আ'যম' সহ দো'আ করলে সেই দোয়া নিশ্চিতভাবে কবুল হয়-

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

উচ্চারনঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নাকা আনতাল্লা-হুল আহাদুছ ছামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি; কেননা তুমি আল্লাহ। তুমি একক ও মুখাপেক্ষীহীন। যিনি কাউকে জন্ম দেননি ও যিনি কারো থেকে জন্মিত নন এবং যাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

এক ব্যক্তিকে এটা পড়তে শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে তাঁর 'ইসমে আযম' (মহান নাম) সহ দো'আ করেছে। যে ব্যক্তি উক্ত নাম সহকারে প্রার্থনা করবে, তাকে তা দেওয়া হবে। আর যখন এর মাধ্যমে দো'আ করা হবে, তা কবুল করা হবে'।

(ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫৭ 'দো'আ' অধ্যায়-৩৪, 'আল্লাহর ইসমে আযম' অনুচ্ছেদ-৯; আবু দাঊদ হা/১৪৯৩; 'আওনুল মা'বূদ হা/১৪৮২-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ এই দোয়া পড়ার পর দুআ করবে এতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'লা দোয়া কবুল করে নিবেন ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহর ৯৯ নাম: অর্থ ও দোয়া সহকারে

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বই নাম আছে, এক কম একশত নাম। যে ব্যক্তি এ (নাম) গুলোর হিফাযাত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্ বিজোড়। তিনি বিজোড় পছন্দ করেন। [সহীহ বুখারী হাদিসঃ ৬৪১০]

১. আল্লাহ (الله) - আল্লাহ

* ইয়া আল্লাহ, আপনার রহমত ও বরকত দিয়ে আমাদের জীবন ভরে দিন।

* ইয়া আল্লাহ, আপনার ইচ্ছাই পূরণ হোক, আমাদের সকল কাজে সাহায্য করুন।

* ইয়া আল্লাহ, আপনার উপর ভরসা করে আমাদের সকল ভয় দূর করে দিন।

২. আর-রাহমান (الرحمن) - পরম দয়ালু, পরম করুণাময়

* হে আর-রাহমান, আপনার অসীম দয়ায় আমাদের গুনাহ মাফ করে দিন।

* হে আর-রাহমান, আমাদের প্রতি আপনার করুণা বর্ষণ করুন এবং আমাদের সকল বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

* হে আর-রাহমান, আপনার দয়ায় আমাদের অন্তরকে আলোকিত করুন।

৩. আর-রাহীম (الرحيم) - অতিশয়-মেহেরবান, অতি দয়ালু

* হে আর-রাহীম, আপনার বিশেষ মেহেরবানী দ্বারা আমাদের জীবনকে শান্তিময় করে দিন।

* হে আর-রাহীম, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার রহমত কামনা করছি।

* হে আর-রাহীম, আমাদের প্রতি দয়াবান হন এবং আমাদের জন্য সহজ করে দিন।

৪. আল-মালিক (الملك) - সর্বকর্তৃত্বময়, অধিপতি, মালিক

* হে আল-মালিক, আপনিই সকল কিছুর অধিপতি, আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করুন।

* হে আল-মালিক, আপনার রাজত্বে আমাদের জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করুন।

* হে আল-মালিক, আপনার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধীনে আমাদের রাখুন।

৫. আল-কুদ্দুস (القدوس) - নিষ্কলুষ, অতি পবিত্র

* হে আল-কুদ্দুস, আমাদের অন্তরকে সকল অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করুন।

* হে আল-কুদ্দুস, আপনার পবিত্রতার উসিলায় আমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করুন।

* হে আল-কুদ্দুস, আমাদের সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দিন।

৬. আস-সালাম (السلام) - নিরাপত্তা-দানকারী, শান্তি-দানকারী, ত্রাণকর্তা, দোষমুক্ত

* হে আস-সালাম, আমাদের সকল ভয় ও বিপদ থেকে নিরাপত্তা দিন।

* হে আস-সালাম, আমাদের অন্তরকে শান্তি ও স্থিরতা দান করুন।

* হে আস-সালাম, আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করুন।

৭. আল-মু'মিন (المؤمن) - নিরাপত্তা ও ঈমান দানকারী, জামিনদার, সত্য ঘোষণাকারী

* হে আল-মু'মিন, আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করুন এবং সকল শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করুন।

* হে আল-মু'মিন, আমাদের জন্য ঈমানের নিরাপত্তা দান করুন।

* হে আল-মু'মিন, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দিন।

৮. আল-মুহাইমিন (المهيمن) - পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণকারী, রক্ষক, অভিভাবক, প্রতিপালনকারী

* হে আল-মুহাইমিন, আপনিই আমাদের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণকারী, আমাদের সর্বদা রক্ষা করুন।

* হে আল-মুহাইমিন, আপনার হেফাজতে আমাদের জীবনকে রাখুন।

* হে আল-মুহাইমিন, আমাদের অভিভাবক হয়ে আমাদের সকল বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

৯. আল-আ'জীজ (العزيز) - পরাক্রমশালী, অপরাজেয়, সর্বাধিক সম্মানিত, মহাসম্মানিত

* হে আল-আ'জীজ, আপনার পরাক্রমশালী ক্ষমতা দিয়ে আমাদের শত্রুদের উপর বিজয় দান করুন।

* হে আল-আ'জীজ, আমাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।

* হে আল-আ'জীজ, আপনার অসীম ক্ষমতা দিয়ে আমাদের সকল কঠিন কাজ সহজ করে দিন।

১০. আল-জাব্বার (الجبار) - দুর্নিবার, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত

* হে আল-জাব্বার, আপনার মহাপ্রতাপ দ্বারা সকল অন্যায় ও অত্যাচার দূর করুন।

* হে আল-জাব্বার, আমাদের সকল দুর্বলতা দূর করে শক্তি দান করুন।

* হে আল-জাব্বার, আপনার মহিমায় আমাদের সকল অভাব দূর করে দিন।

১১. আল-মুতাকাব্বিইর (المتكبر) - নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ, গৌরবান্বিত, অহংকারী

* হে আল-মুতাকাব্বিইর, আপনার শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের উপলব্ধি করার তৌফিক দিন।

* হে আল-মুতাকাব্বিইর, আমাদের অন্তর থেকে অহংকার দূর করে বিনয় দান করুন।

* হে আল-মুতাকাব্বিইর, আপনার গৌরব ও মহত্বের উসিলায় আমাদের সকল আশা পূরণ করুন।

১২. আল-খালিক্ব (الخالق) - সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিকারী

* হে আল-খালিক্ব, আপনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমাদের জন্য যা কল্যাণকর তা সৃষ্টি করুন।

* হে আল-খালিক্ব, আমাদের জীবনকে আপনার সৃষ্টি হিসেবে সুন্দর করে দিন।

* হে আল-খালিক্ব, আপনার সৃষ্টি রহস্য বোঝার ক্ষমতা দিন।

১৩. আল-বারী (البارئ) - সঠিকভাবে সৃষ্টিকারী

* হে আল-বারী, আপনিই সবকিছু সঠিকভাবে সৃষ্টিকারী, আমাদের জন্য সঠিক পথ নির্ধারণ করুন।

* হে আল-বারী, আপনার নিখুঁত সৃষ্টি দেখে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করুন।

১৪. আল-মুছউইর (المصور) - আকৃতি-দানকারী

* হে আল-মুছউইর, আপনি আমাদের সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। আপনি আমাদের চরিত্রকে সুন্দর করে দিন।

১৫. আল-গফফার (الغفار) - পরম ক্ষমাশীল, অতি ক্ষমাশীল

* হে আল-গফ্ফার, আপনার পরম ক্ষমাশীলতার দ্বারা আমাদের সকল গুনাহ মাফ করে দিন।

* হে আল-গফ্ফার, আমাদের প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

* হে আল-গফ্ফার, আমাদের তওবা কবুল করুন এবং আমাদেরকে পবিত্র করে দিন।

১৬. আল-ক্বাহার (القهار) - কঠোর, মহাপ্রতাবশালী, দমনকারী

* হে আল-ক্বাহার, আপনার প্রতাপ দ্বারা সকল জুলুম ও অন্যায়কে দমন করুন।

* হে আল-ক্বাহার, আমাদের শত্রুদের উপর আপনার ক্ষমতা প্রদর্শন করুন।

* হে আল-ক্বাহার, আমাদের সকল বাধাকে পরাভূত করুন।

১৭. আল-ওয়াহহাব (الوهاب) - সবকিছু দানকারী, দানশীল, স্থাপনাকারী

* হে আল-ওয়াহহাব, আপনিই সবকিছু দানকারী, আমাদের সকল অভাব পূরণ করুন।

* হে আল-ওয়াহহাব, আমাদের উপর আপনার অসীম দান বর্ষণ করুন।

* হে আল-ওয়াহহাব, আমাদের দানশীলতা বৃদ্ধি করুন।

১৮. আর-রজ্জাক্ব (الرزاق) - রিযিকদাতা

* হে আর-রজ্জাক্ব, আপনিই আমাদের রিযিকদাতা, আমাদের জন্য হালাল ও বরকতময় রিযিকের ব্যবস্থা করুন।

* হে আর-রজ্জাক্ব, আমাদের সকল অভাব দূর করে আমাদের রিযিক বৃদ্ধি করুন।

* হে আর-রজ্জাক্ব, আপনার রহমত ও বরকতে আমাদের রিযিককে প্রশস্ত করুন।

১৯. আল ফাত্তাহ (الفتاح) - বিজয়দানকারী, শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, প্রারম্ভকারী

* হে আল ফাত্তাহ, আমাদের জন্য সকল কল্যাণের দ্বার উন্মোচন করুন।

* হে আল ফাত্তাহ, আমাদের সকল সমস্যা ও জটিলতার সুষ্ঠু সমাধান করে দিন।

* হে আল ফাত্তাহ, আমাদের সকল কাজে সফলতা ও বিজয় দান করুন।

২০. আল-আ'লীম (العليم) - সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী

* হে আল-আ'লীম, আপনিই সর্বজ্ঞ, আমাদের অজানা সকল বিষয়ে সঠিক জ্ঞান দান করুন।

* হে আল-আ'লীম, আপনার জ্ঞান দিয়ে আমাদের অন্তরকে আলোকিত করুন।

* হে আল-আ'লীম, আপনার সর্বজ্ঞতা আমাদের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করুক।

২১. আল-ক্বিদ্ব' (القابض) - নিয়ন্ত্রণকারী, সরল পথ প্রদর্শনকারী

* হে আল-ক্বিদ্ব', আপনিই নিয়ন্ত্রণকারী, আমাদের অন্তরকে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

* হে আল-ক্বিদ্ব', আমাদের সকল দুশ্চিন্তা ও কষ্টকে সঙ্কুচিত করে দিন।

* হে আল-ক্বিদ্ব', সরল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

২২. আল-বাসিত (الباسط) - প্রশস্তকারী

* হে আল-বাসিত, আমাদের রিযিক ও জীবনকে প্রশস্ত করে দিন।

* হে আল-বাসিত, আমাদের সকল বাধা দূর করে আমাদের জন্য সুযোগের দ্বার উন্মোচন করুন।

* হে আল-বাসিত, আমাদের অন্তরকে প্রসারিত করুন এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।

২৩. আল-খফিদ্বু (الخافض) - অবনতকারী (কাফির ও মুশরিকদের, অবিশ্বাসীদের অপমানকারী)

* হে আল-খফিদ্বু, অহংকারীদের ও অত্যাচারীদেরকে অবনত করুন।

* হে আল-খফিদ্বু, যারা আপনার পথে বাধা দেয়, তাদের ক্ষমতা হ্রাস করুন।

* হে আল-খফিদ্বু, আপনার ক্রোধ থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

২৪. আর-রফীই' (الرافع) - উন্নতকারী, উঁচুকারী

* হে আর-রফীই', আমাদের মর্যাদা ও সম্মানকে উন্নত করুন।

* হে আর-রফীই', আমাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে বৃদ্ধি করুন।

* হে আর-রফীই', আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমাদের আমলকে উন্নত করুন।

২৫. আল-মুই'জ্ব (المعز) - সম্মান-দানকারী

* হে আল-মুই'জ্ব, আপনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, আমাদেরকেও সম্মানিত করুন।

* হে আল-মুই'জ্ব, আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান দান করুন।

* হে আল-মুই'জ্ব, আপনার সম্মান দান করার ক্ষমতা দিয়ে আমাদের জীবনকে মহিমান্বিত করুন।

২৬. আল-মুদ্বি'ল্লু (আল-মুযিল্ল) (المذل) - (অবিশ্বাসীদের) বেইজ্জতকারী, সম্মান হরণকারী।

* হে আল-মুদ্বি'ল্লু, আমাদের শত্রুদের অপমানিত করুন।

* হে আল-মুদ্বি'ল্লু, আমাদের পাপের কারণে যেন আমরা অসম্মানিত না হই।

২৭. আস্-সামিই' (السميع) - সর্বশ্রোতা

* হে আস্-সামিই', আপনি আমাদের সকল দোয়া শোনেন, আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন।

২৮. আল-বাছীর (البصير) - সর্ববিষয়-দর্শনকারী, সর্বদ্রষ্টা

* হে আল-বাছীর, আপনি আমাদের সকল কর্ম দেখেন, আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

* হে আল-বাছীর, আপনার দৃষ্টিতে আমাদের সকল দুর্বলতা দূর করে দিন।

* হে আল-বাছীর, আমাদের সকল কাজে আপনিই সাক্ষী, তাই আমাদের কাজগুলো সুন্দর করে সম্পাদন করার তৌফিক দিন।

২৯. আল-হা'কাম (الحكم) - অটল বিচারক, মহা বিচারপতি, হুকুমদাতা

* হে আল-হা'কাম, আপনার অটল বিচারে আমাদের প্রতি ন্যায় বিচার করুন।

* হে আল-হা'কাম, সকল বিবাদ ও সমস্যার সঠিক ফয়সালা করে দিন।

* হে আল-হা'কাম, আপনার হুকুম মেনে চলার তৌফিক দিন।

৩০. আল-আ'দল (العدل) - পরিপূর্ণ-ন্যায়বিচারক, নিখুঁত, ন্যায় বিচারক

* হে আল-আ'দল, আপনার নিখুঁত ন্যায়বিচারে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।

* হে আল-আ'দল, সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের ন্যায় বিচার করুন।

* হে আল-আ'দল, আপনার ন্যায় দ্বারা আমাদের অন্তরকে আলোকিত করুন।

৩১. আল-লাতীফ (اللطيف) - সকল-গোপন-বিষয়ে-অবগত, সূক্ষ্মদর্শী, অমায়িক

* হে আল-লাতীফ, আপনি আমাদের সকল গোপন বিষয়ে অবগত, আমাদের সকল কঠিন কাজকে সহজ করে দিন।

* হে আল-লাতীফ, আপনার সূক্ষ্মদর্শিতা দিয়ে আমাদের জীবনকে সুন্দর করে দিন।

* হে আল-লাতীফ, আপনার অমায়িকতা দিয়ে আমাদের অন্তরকে নরম করে দিন।

৩২. আল-খ'বীর (الخبير) - সকল ব্যাপারে জ্ঞাত, সর্বজ্ঞ

* হে আল-খ'বীর, আপনি সকল ব্যাপারে জ্ঞাত, আমাদের জন্য যা কল্যাণকর তা নির্ধারণ করুন।

* হে আল-খ'বীর, আপনার জ্ঞান দিয়ে আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

* হে আল-খ'বীর, আমাদের সকল গোপন ইচ্ছা ও প্রয়োজন পূরণ করুন।

৩৩. আল-হা'লীম (الحليم) - অত্যন্ত ধৈর্যশীল, মহা সহনশীল, প্রশ্রয়দাতা

* হে আল-হা'লীম, আপনার ধৈর্যশীলতার উসিলায় আমাদের গুনাহ মাফ করুন।

* হে আল-হা'লীম, আমাদের প্রতি আপনার সহনশীলতা বর্ষণ করুন।

* হে আল-হা'লীম, আমাদের অন্তরকে ধৈর্য দান করুন।

৩৪. আল-আ'জীম (العظيم) - সর্বোচ্চ-মর্যাদাশীল, মহা মর্যাদাপূর্ণ, অতি বিরাট

* হে আল-আ'জীম, আপনার সর্বোচ্চ মর্যাদার উসিলায় আমাদের সম্মান বৃদ্ধি করুন।

* হে আল-আ'জীম, আপনার বিশালত্ব আমাদের অনুভব করার তৌফিক দিন।

* হে আল-আ'জীম, আপনার মহত্ত্বের সামনে আমাদের সকল দুর্বলতা দূর করুন।

৩৫. আল-গফুর (الغفور) - পরম ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী, অতীব ক্ষমাশীল

* হে আল-গফুর, আপনি পরম ক্ষমাশীল, আমাদের সকল ত্রুটি ও বিচ্যুতি ক্ষমা করুন।

* হে আল-গফুর, আমাদের তওবা কবুল করুন এবং আমাদেরকে পবিত্র করে দিন।

৩৬. আশ্-শাকুর (الشكور) - গুনগ্রাহী, সুবিবেচক

* হে আশ্-শাকুর, আপনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তৌফিক দিন।

* হে আশ্-শাকুর, আমাদের ক্ষুদ্র আমলকে আপনার কাছে বৃহৎ করে দিন।

* হে আশ্-শাকুর, আমাদের সকল ভালো কাজের প্রতিদান বৃদ্ধি করুন।

৩৭. আল-আ'লিইউ (العلي) - উচ্চ-মর্যাদাশীল

* হে আল-আ'লিইউ, আপনি উচ্চ-মর্যাদাশীল, আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।

* হে আল-আ'লিইউ, আপনার উচ্চতার দিকে আমাদের অন্তরকে ধাবিত করুন।

* হে আল-আ'লিইউ, আপনার উচ্চমর্যাদা আমাদেরকে আপনার পথে অটল রাখুক।

৩৮. আল-কাবিইর (الكبير) - সুমহান, অতি বিরাট

* হে আল-কাবিইর, আপনি সুমহান, আপনার মহিমা আমাদের অনুভব করার তৌফিক দিন।

* হে আল-কাবিইর, আপনার বিশালতা আমাদের অন্তরকে আপনার প্রতি ভীত করুক।

৩৯. আল-হা'ফীজ (الحفيظ) - সংরক্ষণকারী

* হে আল-হা'ফীজ, আপনি আমাদের সংরক্ষণকারী, আমাদের সকল বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

* হে আল-হা'ফীজ, আমাদের ঈমান ও আমলকে রক্ষা করুন।

* হে আল-হা'ফীজ, আমাদের পরিবার ও সম্পদকে হেফাজত করুন।

৪০. আল-মুক্বীত (المقيت) - সকলের জীবনোপকরণ-দানকারী, সংরক্ষণকারী, লালনপালনকারী

* হে আল-মুক্বীত, আপনিই সকলের জীবনোপকরণ দানকারী, আমাদের প্রয়োজন পূরণ করুন।

* হে আল-মুক্বীত, আপনার রিজিক দিয়ে আমাদের লালনপালন করুন।

* হে আল-মুক্বীত, আমাদের সুস্থ ও সবল রাখুন।

৪১. আল-হাসীব (الحسيب) - হিসাব-গ্রহণকারী, মহা মীমাংসাকারী

* হে আল-হাসীব, আপনার হিসাবে আমাদের সকল আমল কবুল করুন।

* হে আল-হাসীব, কিয়ামতের দিন আমাদের হিসাব সহজ করে দিন।

৪২. আল-জালীল (الجليل) - পরম মর্যাদার অধিকারী, গৌরবান্বিত

* হে আল-জালীল, আপনি পরম মর্যাদার অধিকারী, আমাদের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করুন।

* হে আল-জালীল, আপনার গৌরবে আমাদের জীবনকে আলোকিত করুন।

* হে আল-জালীল, আপনার মহত্ত্বের সামনে আমাদের বিনয়ী করে দিন।

৪৩. আল-কারীম (الكريم) - সুমহান দাতা, মহা সম্মানিত, মহা দয়ালু

* হে আল-কারীম, আপনি সুমহান দাতা, আমাদের সকল প্রার্থনা কবুল করুন।

* হে আল-কারীম, আপনার দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

* হে আল-কারীম, আমাদের প্রতি দয়া করুন এবং আমাদেরকে আপনার দান থেকে বঞ্চিত করবেন না।

৪৪. আর-রক্বীব (الرقيب) - তত্ত্বাবধায়ক

* হে আর-রক্বীব, আপনিই আমাদের তত্ত্বাবধায়ক, আমাদের সকল কাজ ও নড়াচড়া দেখেন।

* হে আর-রক্বীব, আপনার তত্ত্বাবধানে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করুন।

* হে আর-রক্বীব, আমাদের সকল কাজের উপর আপনার নজর রাখুন।

৪৫. আল-মুজীব (المجيب) - জবাব-দানকারী, সাড়া দানকারী, উত্তরদাতা, দো'আ কবুলকারী

* হে আল-মুজীব, আপনিই জবাব-দানকারী, আমাদের দোয়া কবুল করুন।

* হে আল-মুজীব, আমাদের সকল প্রার্থনা সাড়া দিন।

* হে আল-মুজীব, আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করুন।

৪৬. আল-ওয়াসি' (الواسع) - সর্ব-ব্যাপী, অসীম, ব্যাপক

* হে আল-ওয়াসি', আপনার জ্ঞান ও রহমত সর্বব্যাপী, আমাদের জন্য তা প্রশস্ত করুন।

* হে আল-ওয়াসি', আপনার অসীম রহমত দিয়ে আমাদের সকল বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

* হে আল-ওয়াসি', আমাদের অন্তরকে উদার ও প্রশস্ত করুন।

৪৭. আল-হাকীম (الحكيم) - পরম-প্রজ্ঞাময়, সুবিজ্ঞ, সুদক্ষ

* হে আল-হাকীম, আপনি পরম-প্রজ্ঞাময়, আমাদের সকল সিদ্ধান্তে সঠিক প্রজ্ঞা দান করুন।

* হে আল-হাকীম, আপনার প্রজ্ঞা দিয়ে আমাদের সকল কাজ সহজ করে দিন।
* হে আল-হাকীম, আমাদের জ্ঞান ও বুঝ বৃদ্ধি করুন।

৪৮. আল-ওয়াদুদ (الودود) - (বান্দাদের প্রতি) সদয়, প্রেমময়, পরম স্নেহশীল
* হে আল-ওয়াদুদ, আমাদের প্রতি আপনার সদয়তা ও প্রেম বর্ষণ করুন।
* হে আল-ওয়াদুদ, আপনার ভালোবাসায় আমাদের অন্তরকে ভরে দিন।
* হে আল-ওয়াদুদ, আমাদের আপনার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

৪৯. আল-মাজীদ (المجيد) - সকল-মর্যাদার-অধিকারী, মহিমান্বিত, সম্মানিত
* হে আল-মাজীদ, আপনি সকল মর্যাদার অধিকারী, আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।
* হে আল-মাজীদ, আপনার মহিমায় আমাদের জীবনকে সুন্দর করে দিন।
* হে আল-মাজীদ, আপনার সম্মানে আমাদের সকল কাজকে মহিমান্বিত করুন।

৫০. আল-বাই'ছ' (الباعث) - পুনুরুজ্জীবিতকারী
* হে আল-বাই'ছ', আপনিই পুনরুজ্জীবিতকারী, আমাদের জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করুন।
* হে আল-বাই'ছ', আমাদের বিশ্বাস ও কর্মকে নতুন করে জাগিয়ে দিন।
* হে আল-বাই'ছ', কিয়ামতের দিন আমাদের পুনরুজ্জীবিত করে জান্নাত দান করুন।

৫১. আশ্-শাহীদ (الشهيد) - সর্বজ্ঞ-সাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী
* হে আশ্-শাহীদ, আমাদের সকল ভুল ত্রুটি থেকে রক্ষা করুন।

৫২. আল-হা'ক্ব (الحق) - পরম সত্য
* হে আল-হা'ক্ব, আপনি পরম সত্য, আমাদের সর্বদা সত্যের পথে রাখুন।
* হে আল-হা'ক্ব, আপনার সত্যকে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দিন।
* হে আল-হা'ক্ব, আমাদের জীবনকে আপনার সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন।

৫৩. আল-ওয়াকিল (الوكيل) - পরম নির্ভরযোগ্য কর্ম-সম্পাদনকারী, তত্বাবধায়ক, সহায় প্রদানকারী, আস্থাভাজন উকিল

* হে আল-ওয়াকিল, আপনি পরম নির্ভরযোগ্য কর্ম-সম্পাদনকারী, আমাদের সকল কাজ আপনার উপর সোপর্দ করছি।

* হে আল-ওয়াকিল, আপনার তত্ত্বাবধানে আমাদের রাখুন এবং আমাদের সহায় হোন।

* হে আল-ওয়াকিল, আমাদের সকল বিপদ থেকে আপনিই রক্ষা করুন।

৫৪. আল-ক্বউইউ (القوي) - পরম-শক্তির-অধিকারী

* হে আল-ক্বউইউ, আপনি পরম-শক্তির-অধিকারী, আমাদের দুর্বলতা দূর করে শক্তি দান করুন।

* হে আল-ক্বউইউ, আপনার শক্তি দ্বারা আমাদের সকল বাধা দূর করুন।

* হে আল-ক্বউইউ, আমাদের অন্তরকে আপনার শক্তি দিয়ে পূর্ণ করুন।

৫৫. আল-মাতীন (المتين) - সুদৃঢ়, সুস্থির

* হে আল-মাতীন, আপনি সুদৃঢ়, আমাদের বিশ্বাস ও কর্মকে সুদৃঢ় করুন।

* হে আল-মাতীন, আমাদের জীবনে স্থিরতা ও স্থায়িত্ব দান করুন।

* হে আল-মাতীন, আপনার পথে আমাদের অবিচল রাখুন।

৫৬. আল-ওয়ালিইউ (الولي) - অভিভাবক ও সাহায্যকারী

* হে আল-ওয়ালিইউ, আপনিই আমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী, আমাদের সর্বদা সাহায্য করুন।

* হে আল-ওয়ালিইউ, আপনার সাহায্য ছাড়া আমরা অসহায়, আমাদের প্রতি দয়া করুন।

* হে আল-ওয়ালিইউ, আমাদের সকল কাজে আপনার অভিভাবকত্ব দান করুন।

৫৭. আল-হা'মীদ (الحميد) - সকল প্রশংসার অধিকারী, সকল প্রশংসার দাবীদার, মহা প্রশংসনীয়

* হে আল-হা'মীদ, আপনি সকল প্রশংসার অধিকারী, আপনার প্রশংসা করার তৌফিক দিন।

* হে আল-হা'মীদ, আমাদের সকল ভালো কাজের জন্য আপনার প্রশংসা গ্রহণ করুন।

৫৮. আল-মুহ্ছী (المحصي) - সকল সৃষ্টির ব্যপারে অবগত

* হে আল-মুহছী, আপনি সকল সৃষ্টির ব্যাপারে অবগত, আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করুন।

* হে আল-মুহছী, আপনার জ্ঞান দ্বারা আমাদের জীবনকে পরিচালিত করুন।

* হে আল-মুহছী, আমাদের সকল কর্মের হিসাব আপনার কাছে সুন্দর হোক।

৫৯. আল-মুব্দি' (المبدئ) - প্রথমবার-সৃষ্টিকর্তা, অগ্রণী, প্রথম প্রবর্তক

* হে আল-মুব্দি', আপনিই প্রথমবার সৃষ্টিকর্তা, আমাদের জন্য নতুন পথের সূচনা করুন।

* হে আল-মুব্দি', আমাদের জীবনে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসুন।

* হে আল-মুব্দি', আপনার সৃষ্টি রহস্য আমাদের কাছে উন্মোচন করুন।

৬০. আল-মুঈ'দ (المعيد) - পুনরায়-সৃষ্টিকর্তা

* হে আল-মুঈ'দ, আপনি পুনরায় সৃষ্টিকর্তা, আমাদের জীবনকে নতুন করে সাজান।

* হে আল-মুঈ'দ, আমাদের জীবনের সকল দুঃখ দূর করে নতুন সুখের সূচনা করুন।

৬১. আল-মুহ'য়ী (المحيي) - জীবন-দানকারী

* হে আল-মুহ'য়ী, আপনিই জীবন-দানকারী, আমাদের সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন দান করুন।

* হে আল-মুহ'য়ী, আমাদের অন্তরকে ঈমানের জীবন দান করুন।

* হে আল-মুহ'য়ী, আমাদের জীবনকে আপনার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন।

৬২. আল-মুমীত (المميت) - মৃত্যু-দানকারী

* হে আল-মুমীত, আপনিই মৃত্যু-দানকারী, আমাদের মৃত্যু যেন ঈমানের সাথে হয়।

* হে আল-মুমীত, আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো শান্তিময় করে দিন।

* হে আল-মুমীত, আপনার ইচ্ছায় আমাদের জীবন ও মৃত্যু পরিচালিত হয়, তাই আমাদের জন্য যা ভালো হয়, সেটাই করুন।

৬৩. আল-হাইয়্যু (الحي) - চিরঞ্জীব, যার কোন শেষ নেই

* হে আল-হাইয়্যু, আপনি চিরঞ্জীব, আপনার জীবন আমাদের জীবনকে বরকতময় করুন।

* হে আল-হাইয়্যু, আমাদের অন্তরকে জীবিত রাখুন আপনার স্মরণ দিয়ে।

* হে আল-হাইয়্যু, আমাদের জীবনের সকল দুঃখ-কষ্ট দূর করুন।

৬৪. আল-ক্বাইয়্যুম (القيوم) - সমস্তকিছুর ধারক ও সংরক্ষণকারী

* হে আল-ক্বাইয়্যুম, আপনি সমস্তকিছুর ধারক ও সংরক্ষণকারী, আমাদের সকল অভাব পূরণ করুন।

* হে আল-ক্বাইয়্যুম, আমাদের জীবনকে আপনার সংরক্ষণে রাখুন।

* হে আল-ক্বাইয়্যুম, আপনার উপর ভরসা করে আমাদের সকল ভয় দূর করে দিন।

৬৫. আল-ওয়াজিদ (الواجد) - অফুরন্ত ভান্ডারের অধিকারী

* হে আল-ওয়াজিদ, আপনি অফুরন্ত ভান্ডারের অধিকারী, আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করুন।

* হে আল-ওয়াজিদ, আপনার অফুরন্ত ভান্ডার থেকে আমাদের রিজিক বৃদ্ধি করুন।

* হে আল-ওয়াজিদ, আমাদের জীবনে বরকত দান করুন।

৬৬. আল-মুহীত (المحيط) - পরিবেষ্টনকারী, সর্ব বেষ্টনকারী

* হে আল-মুহীত, আপনি সর্ব বেষ্টনকারী, আমাদের সকল দিকে আপনার সুরক্ষা দিন।

* হে আল-মুহীত, আপনার জ্ঞান ও শক্তি দিয়ে আমাদের পরিবেষ্টন করুন।

* হে আল-মুহীত, আমাদের সকল বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

৬৭. আল-ওয়াহি'দ (الواحد) - এক ও অদ্বিতীয়

* হে আল-ওয়াহি'দ, আপনি এক ও অদ্বিতীয়, আমাদের অন্তরকে শিরকমুক্ত রাখুন।

* হে আল-ওয়াহি'দ, আপনার একত্ববাদের উপর আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করুন।

* হে আল-ওয়াহি'দ, আপনার প্রতি আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করার তৌফিক দিন।

৬৮. আছ্-ছমাদ (الصمد) - অমুখাপেক্ষী, অবিনশ্বর, চিরন্তন, স্বয়ং সম্পূর্ণ

* হে আছ্-ছমাদ, আপনি অমুখাপেক্ষী, আমরা আপনার মুখাপেক্ষী, আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করুন।

* হে আছ্-ছমাদ, আপনার উপর আমাদের নির্ভরতা বৃদ্ধি করুন।

* হে আছ্-ছ্মাদ, আপনি অবিনশ্বর, আমাদের জীবনকে চিরন্তন শান্তিময় করে দিন।

৬৯. আল-ক্বদির (القادر) - সর্বশক্তিমান, মহা ক্ষমতাধর

* হে আল-ক্বদির, আপনি সর্বশক্তিমান, আপনার ক্ষমতা দিয়ে আমাদের সকল কঠিন কাজ সহজ করে দিন।

* হে আল-ক্বদির, আপনার মহা ক্ষমতা দ্বারা আমাদের সকল বাধা দূর করুন।

* হে আল-ক্বদির, আপনার শক্তি দিয়ে আমাদের অন্তরকে দৃঢ় করুন।

৭০. আল-মুক্ব্তাদির (المقتدر) - নিরঙ্কুশ-সিদ্ধান্তের-অধিকারী

* হে আল-মুক্ব্তাদির, আপনার ইচ্ছার উপর আমাদের সন্তুষ্টি দান করুন।

৭১. আল-মুক্বদ্দিম (المقدم) - অগ্রসারক, সর্বাগ্রে সহায়তা প্রদানকারী

* হে আল-মুক্বদ্দিম, আপনিই অগ্রসারক, আমাদের সকল ভালো কাজে এগিয়ে রাখুন।

* হে আল-মুক্বদ্দিম, আমাদের উন্নতির পথে সর্বাগ্রে সহায়তা প্রদান করুন।

৭২. আল-মুয়াক্খির (المؤخر) - অবকাশ দানকারী, বিলম্বকারী

* হে আল-মুয়াক্খির, আপনি অবকাশ দানকারী, আমাদের গুনাহ মাফের জন্য অবকাশ দিন।

* হে আল-মুয়াক্খির, আমাদের উপর আপনার অনুগ্রহ বিলম্ব করবেন না।

* হে আল-মুয়াক্খির, আমাদের তওবা কবুল করতে বিলম্ব করবেন না।

৭৩. আল-আউয়াল (الأول) - অনাদি, প্রথম

* হে আল-আউয়াল, আপনি অনাদি, আমাদের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার রহমত বর্ষণ করুন।

* হে আল-আউয়াল, আপনার শুরুহীনতা আমাদের জ্ঞানকে বৃদ্ধি করুক।

* হে আল-আউয়াল, আপনার মহিমা আমাদের জীবনে প্রকাশিত হোক।

৭৪. আল-আখির (الأخر) - অনন্ত, সর্বশেষ

* হে আল-আখির, আপনি অনন্ত, আমাদের শেষ জীবনকে শান্তিময় করে দিন।

* হে আল-আখির, আপনার অনন্তকাল যেন আমাদের জন্য জান্নাতের পথ খুলে দেয়।

* হে আল-আখির, আমাদের জীবনের শেষ যেন আপনার সন্তুষ্টির উপর হয়।

৭৫. আজ-জ'হির (الظاهر) - সম্পূর্ণরূপে-প্রকাশিত, প্রকাশ্য

* হে আজ-জ'হির, আপনি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত, আপনার নিদর্শনগুলো আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দিন।

* হে আজ-জ'হির, আপনার প্রকাশ্য নিদর্শনগুলো দেখে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করুন।

* হে আজ-জ'হির, আপনার মহিমা আমাদের জীবনে প্রকাশিত হোক।

৭৬. আল-বাত্বিন (الباطن) - দৃষ্টি হতে অদৃশ্য, গোপন

* হে আল-বাত্বিন, আপনি দৃষ্টি হতে অদৃশ্য, আমাদের সকল গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত।

* হে আল-বাত্বিন, আমাদের সকল গোপন গুনাহ মাফ করুন।

* হে আল-বাত্বিন, আপনার গোপন রহমত আমাদের উপর বর্ষণ করুন।

৭৭. আল-ওয়ালি (الوالي) - সমস্ত কিছুর অভিভাবক

* হে আল-ওয়ালি, আপনি সমস্ত কিছুর অভিভাবক, আমাদের সকল দায়িত্ব আপনার উপর সোপর্দ করছি।

* হে আল-ওয়ালি, আমাদের সকল কাজে আপনার অভিভাবকত্ব দান করুন।

* হে আল-ওয়ালি, আমাদের জীবনকে আপনার পথে পরিচালিত করুন।

৭৮. আল-মুতাআ'লি (المتعالي) - সৃষ্টির গুণাবলীর ঊর্ধ্বে

* হে আল-মুতাআ'লি, আপনি সৃষ্টির গুণাবলীর ঊর্ধ্বে, আপনার মহিমা আমাদের উপলব্ধি করার তৌফিক দিন।

* হে আল-মুতাআ'লি, আপনার পবিত্রতা আমাদের অন্তরকে পবিত্র করুক।

* হে আল-মুতাআ'লি, আপনার মহিমা আমাদের সকল দুর্বলতা দূর করুক।

৭৯. আল-বার্ (البر) - পরম-উপকারী, অনুগ্রহশীল, কল্যাণকারী

* হে আল-বার্, আপনি পরম-উপকারী, আমাদের সকল কাজে আপনার অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

* হে আল-বার্, আমাদের জন্য যা কল্যাণকর, তাই করুন।

* হে আল-বার্, আপনার উপকার ও কল্যাণ আমাদের প্রতি সর্বদা থাকুক।

৮০. আত্-তাওয়াব (التواب) - তাওবার তাওফিক দানকারী এবং কবুলকারী, ক্ষমাকারী

* হে আত্-তাওয়াব, আপনি তাওবার তাওফিক দানকারী, আমাদের তাওবা কবুল করুন।

* হে আত্-তাওয়াব, আমাদের গুনাহ মাফ করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

* হে আত্-তাওয়াব, আমাদের অন্তরকে তাওবার দিকে ধাবিত করুন।

৮১. আল-মুনতাক্কিম (المنتقم) - প্রতিশোধ-গ্রহণকারী

* হে আল-মুনতাক্কিম, আপনি প্রতিশোধ-গ্রহণকারী, জালেমদের উপর আপনার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

* হে আল-মুনতাক্কিম, আমাদের উপর যারা জুলুম করেছে, তাদের কাছ থেকে আমাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

* হে আল-মুনতাক্কিম, আপনার ক্ষমতা দিয়ে সকল অন্যায় দমন করুন।

৮২. আল-আ'ফউ (العفو) - পরম-উদার, শাস্তি মউকুফকারী, গুনাহ ক্ষমাকারী, পাপ মোচনকারী

* হে আল-আ'ফউ, আপনি পরম-উদার, আমাদের সকল গুনাহ ও পাপ মোচন করুন।

* হে আল-আ'ফউ, আমাদের শাস্তি মউকুফ করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

* হে আল-আ'ফউ, আপনার উদারতা আমাদের প্রতি সর্বদা থাকুক।

৮৩. আর-রউফ (الرؤوف) - পরম-স্নেহশীল, সদয়, সমবেদনা প্রকাশকারী, দয়াশীল

* হে আর-রউফ, আপনি পরম-স্নেহশীল, আমাদের প্রতি আপনার দয়া ও স্নেহ বর্ষণ করুন।

* হে আর-রউফ, আমাদের সকল দুশ্চিন্তা ও কষ্ট দূর করুন।

৮৪. মালিকুল-মুলক (مالك الملك) - সমগ্র জগতের বাদশাহ্

* হে মালিকুল-মুলক, আপনি সমগ্র জগতের বাদশাহ্, আপনার রাজত্বে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করুন।

* হে মালিকুল-মুলক, আপনার রাজত্বে আমাদের জীবনকে সফল করুন।

৮৫. যুল-জালালি-ওয়াল-ইকরাম (ذو الجلال والإكرام) - মহিমান্বিত ও দয়াবান সত্তা, মহা মর্যাদাবান, মহা মহত্ব ও মহা সম্মানিত

* হে যুল-জালালি-ওয়াল-ইকরাম, আপনার মহিমা ও দয়ার উসিলায় আমাদের সকল আশা পূরণ করুন।

* হে যুল-জালালি-ওয়াল-ইকরাম, আমাদের প্রতি আপনার দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

৮৬. আল-মুক্বসিত (المقسط) - হকদারের হক-আদায়কারী

* হে আল-মুক্বসিত, আপনি হকদারের হক-আদায়কারী, আমরা যেন সব হক আদায় করতে পারি, আমাদের সে তৌফিক দিন।

* হে আল-মুক্বসিত, আপনার ন্যায় দ্বারা আমাদের জীবনকে পরিচালিত করুন।

৮৭. আল-জামিই' (الجامع) - একত্রকারী, সমবেতকারী

* হে আল-জামিই', আপনি একত্রকারী, আমাদের সকল ভালো গুণাবলী একত্রিত করুন।

* হে আল-জামিই', কিয়ামতের দিন আমাদের আপনার রহমতের ছায়ায় একত্রিত করুন।

* হে আল-জামিই', আমাদের পরিবারকে জান্নাতুল ফেরদৌসে একত্রিত রাখুন।

৮৮. আল-গণিই' (الغني) - অমুখাপেক্ষী ধনী

* হে আল-গণিই', আপনি অমুখাপেক্ষী ধনী, আমাদের সকল অভাব দূর করে দিন।

* হে আল-গণিই', আমাদের অন্তরকে আপনার উপর ধনী করুন।

* হে আল-গণিই', আপনার দান থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

৮৯. আল-মুগণিই' (المغني) - পরম-অভাবমোচনকারী, সমৃদ্ধকারী, উদ্ধারকারী

* হে আল-মুগণিই', আপনি পরম-অভাবমোচনকারী, আমাদের সকল অভাব দূর করুন।

* হে আল-মুগণিই', আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করুন।

* হে আল-মুগণিই', সকল বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করুন।

৯০. আল-মানিই' (المانع) - অকল্যাণরোধক, প্রতিরোধকারী, রক্ষাকর্তা, নিষেধকারী, বারণকারী

* হে আল-মানিই', আপনি অকল্যাণরোধক, আমাদের সকল অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন।

* হে আল-মানিই', আমাদের উপর সকল বিপদ প্রতিরোধ করুন।

* হে আল-মানিই', আমাদের পাপ থেকে বারণ করুন। আমাদেরকে আপনি গুনাহ থেকে বাঁচান।

৯১. আয্-যর (الضار) - ক্ষতিসাধনকারী, যন্ত্রণা দানকারী, উৎপীড়নকারী

* হে আয্-যর, আপনি ক্ষতিসাধনকারী, আমাদের শত্রুদের ক্ষতিসাধন করুন।

* হে আয্-যর, আপনার ক্ষমতা দিয়ে সকল অন্যায়কে যন্ত্রণা দিন।

* হে আয্-যর, আমাদের সকল উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করুন।

৯২. আন্-নাফিই' (النافع) - কল্যাণকারী, অনুগ্রাহক, উপকারকারী, হিতকারী

* হে আন্-নাফিই', আপনি কল্যাণকারী, আমাদের জন্য যা কল্যাণকর তাই করুন।

* হে আন্-নাফিই', আপনার অনুগ্রহ আমাদের উপর বর্ষণ করুন।

* হে আন্-নাফিই', আমাদের সকল কাজে আপনার উপকার ও হিত কামনা করছি।

৯৩. আন্-নূর (النور) - পরম-আলো, আলোক

* হে আন্-নূর, আপনি পরম-আলো, আমাদের অন্তরকে ঈমানের আলো দিয়ে আলোকিত করুন।

* হে আন্-নূর, আমাদের জীবনকে আপনার আলো দিয়ে উজ্জ্বল করুন।

* হে আন্-নূর, আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

৯৪. আল-হাদী (الهادي) - পথ-প্রদর্শক, হেদায়েতকারী

* হে আল-হাদী, আপনি পথ-প্রদর্শক, আমাদের সঠিক পথে হেদায়েত করুন।

* হে আল-হাদী, আমাদের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করে সঠিক পথ দেখান।

* হে আল-হাদী, আপনার হেদায়েত আমাদের জন্য যথেষ্ট।

৯৫. আল-বাদীই' (البديع) - অতুলনীয়

*হে আল-বাদীই', আপনার অতুলনীয়তা আমাদের জীবনে এমনভাবে প্রকাশিত হোক, যেন আমরা প্রতিটি কাজে আপনার ব্যতিক্রমী সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করতে পারি।

*হে আল-বাদীই', আপনি অতুলনীয়। আপনার সৃষ্টির রহস্য আমাদের জন্য উন্মোচন করুন এবং সেগুলোর মাধ্যমে আপনার সীমাহীন কুদরত উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন।

৯৬. আল-বাক্বী (الباقي) - চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর

* হে আল-বাক্বী, আপনি চিরস্থায়ী, আমাদের আমলকে স্থায়ী করুন।

* হে আল-বাক্বী, আমাদের জীবনকে আপনার পথে চিরস্থায়ী করুন।

* হে আল-বাক্বী, আপনার কাছে আমাদের আশ্রয় দান করুন।

৯৭. আল-ওয়ারিস' (الوارث) - উত্তরাধিকারী

* হে আল-ওয়ারিস, আপনিই প্রকৃত উত্তরাধিকারী; আপনার অপার নেয়ামত ও বরকত আমাদের ওপর বর্ষণ করুন।

* হে আল-ওয়ারিস, আপনার সকল নেয়ামত আমাদের কাছে পৌঁছে দিন।

* হে আল-ওয়ারিস, আপনার ক্ষমা ও অনুগ্রহ আমাদের ওপর সর্বদা বজায় রাখুন।

৯৮. আর-রাশীদ (الرشيد) - সঠিক পথ-প্রদর্শক, বিচক্ষণ, সচেতন

* হে আর-রাশীদ, আপনি সঠিক পথ-প্রদর্শক, আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

* হে আর-রাশীদ, আমাদের বিচক্ষণতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করুন।

* হে আর-রাশীদ, আপনার পথে আমাদের অবিচল রাখুন।

৯৯. আস-সবুর (الصبور) - অত্যধিক ধৈর্যধারণকারী

* হে আস-সবুর, আপনি অত্যধিক ধৈর্যধারণকারী, আমাদের অন্তরকে ধৈর্য দান করুন।

* হে আস-সবুর, আমাদের সকল বিপদে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দিন।

* হে আস-সবুর, আপনার অসীম ধৈর্যশীলতার মাধ্যমে আমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

কোর্সঃ ভিশনারী রামাদান(এর কতিপয় শিক্ষনীয় বিষয়)

ইন্সট্রাক্টরঃ মরহুম শায়েখ মুহাম্মদ আল শরীফ

১)Destiny- আপনি কিভাবে জানেন যে এটা আপনি পাবেন না? কে আপনাকে বলে দিয়েছে যে আপনি এটা পাবেন না? কে আপনাকে আপনার তাকদীরের এত এত নাম্বার পৃষ্ঠা পড়তে দিয়েছে যে "আপনি এটা পাবেন না?"

২)দুআর সিরিয়াসনেস- যাকারিয়া আঃ এর মত দুআ করেছেন? বলতে পাবেন যে আপনি ১০০ বছর ধরে একটা জিনিসের জন্য দুআ করেছেন?

৩)Cake Snake - আপনি কিভাবে আশা করেন আপনি আল্লাহর কাছে Cake চাইবেন আর আল্লাহ আপনাকে Snake দিবেন? এটা আল্লাহর প্রতি কোন পর্যায়ের খারাপ ধারনা চিন্তা করতে পারেন?

৪)Believe - আপনি আল্লাহর উপর বিশ্বাস করতে পারেন না সেটা প্রথমে স্বীকার করা উচিত। সমস্যা চিহ্নিত না করলে সমাধান কখনোই পাবেন না।

৫)সুধারনা- আল্লাহর উপর সুধারনা রাখবেন। তাহলে দুআ করার জন্য মন স্থির করতে পারবেন।

৬)ডিলিট দুআ- দুআ লিস্ট থেকে দুআটা রিমুভ করে দিন। তারপর নিজের অনুভুতি নিয়ে Honest থাকুন। এটা আপনার Dream দুআ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। যদি দুআ লিস্ট থেকে দুআটা রিমুভ করার পর আপনি শান্তি অনুভব করেন তার মানে আপনি কখনোই সেটা চান নি। যদি আপনার অস্থির লাগে/খারাপ লাগে, আপনি এ দুআ ছাড়া থাকতে পারবেন না তার মানে দুআটার প্রতি আপনি আন্তরিক। যার জন্য আপনি দুআ করছেন সেটা আসলেই আপনি চান। এটা আপনাকে আপনার ড্রিম দুআ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

৭)একশন- দুআ করার পর কাজ শুরু করুন,As if দুআ কবুল হয়ে গেছে। যেমনঃ আপনি দুআ করেছেন, আল্লাহ আমি যেন পরীক্ষায় 4 out of 4 পাই। আপনি টেনশন ঝেড়ে ফেলে পড়তে থাকুন। প্রস্তুতি নিতে থাকুন।4 আপনি পাবেন, সেটা নিয়ে চিন্তা করবেন না।আপনি কাজ করে যান।

৮)ভাষার পরিবর্তন- একঘেয়ে দুআ করবেন না। একই দুআ বারবার,একই কথা বারবার বলবেন না। ভাষায় পরিবর্তন আনুন। যেমনঃ সন্তান চাই সন্তান চাই বলে দুআ না করে দুআ করুন আল্লাহ আমি আমার মেয়েকে হাফিজা, আলিমা হিসেবে দেখে যেতে চাই,মেয়ের বিয়ে দেখে যেতে চাই। অথচ আপনার কিন্তু সন্তান নেই। দুআর ভাষা পরিবর্তন দুআ করতে Inspire করে। দুআর একঘেয়ে ভাব দূর করে।

৯)নিজের অন্তরের কথা বুঝতে চেষ্টা করা, আসলে কি চাই। মানুষ কি বলল, সমাজ কি Standard সেট করে দিল সেসব দেখার, চিন্তা করার দরকার নেই। আপনি কি চান সেটার প্রতি Honest থাকুন। নিজেকে জানুন।

১০) দুআর সাথে ছবি যুক্ত করা- এটা স্কিপ করলে অনেক কিছুই বাদ পড়ে যায়। ছবি যুক্ত করলে সত্যিকার অনুভূতি কাজ করে দুআ করার জন্য, সেটাকে পাওয়ার জন্য।

১১)ক্যানসার - একজন ক্যানসার পেশেন্ট,বয়স ২৩। তার দুআ আল্লাহ কবুল করেছেন। স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে শরীয়াহ ডিগ্রি শেষ করেছেন বিয়ের পর, মক্কায় থাকেন। ড্রিম ওয়াইফ, ড্রিম জব, ড্রিম হোম সবকিছু তিনি পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

১২)বাসা- একজন ভদ্রমহিলা ডিসেন্ট জায়গায় ভাল পরিবেশে ভাল প্রতিবেশীসহ বাসা চাচ্ছিলেন। আল্লাহ মিলিয়ে দিয়েছেন সবকিছু সহ। সুবহানাল্লাহ! অথচ তিনি দুআ করার আগে ভাবছিলেন স্বামীর একজনের ইনকাম দিয়ে কিভাবে সম্ভব? কিভাবে সম্ভব সে চিন্তা বাদ দিয়ে যখন মনখুলে বিশ্বাস করে দুআ করলেন তখনই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা অবিশ্বাস্য ভাবে পথ খুলে দিলেন।

শায়েখ মুহাম্মদ আল শরীফ এর প্রিয় ২ টি উক্তি

1) **Who Stands Before a King and Asks for a Penny?**
2) **Don't Lower Your Standard, Raise Your Dua.**

দুআ কবুলের পূর্বশর্তই হলো দুআ করা। আল্লাহ তায়া'লার কাছে আমরা যখনই দুআ করব, তখনই তা কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। তবে এর জন্য দুআয় আন্তরিক হওয়া এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা অত্যন্ত জরুরি। শুধু মুখে দুআ উচ্চারণ করলেই হবে না, বরং হৃদয় থেকে চাইতে হবে এবং দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে যে, আল্লাহ আমাদের দুআ অবশ্যই কবুল করবেন। মনে রাখবেন, আল্লাহ কখনোই বান্দার দুআ ফিরিয়ে দেন না, যদি না সে তাড়াহুড়ো করে নিরাশ হয়ে পড়ে।

🔸 রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সাবধান! আমি তোমাদের মাঝে দু'টো ভারী জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। তন্মধ্য থেকে একটি আল্লাহর কিতাব এটি আল্লাহর রশি, যে এর অনুসরণ করবে হিদায়াতের উপর থাকবে আর যে একে ছেড়ে দেবে সে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হবে। (সহীহ মুসলিম | ৬১২২, আন্তর্জাতিক নাম্বার ২৪০৮)

১.আজকের দিনের দুআ

হে আল্লাহ! আমাদের দুনিয়াতে কল্যান দান করুন, আখিরাতেও কল্যান দান করুন। আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আমাদের ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা দান করুন। আমাদের কদম অবিচলিত রাখুন আর কাফির কওমের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী করুন।

আমরা যদি ভুল করি বা ভুলে যাই আপনি আমাদের পাকড়াও করবেন না। আল্লাহ আপনি আমাদের হিদায়ত দান করার পর অন্তরকে বক্র করে দিবেন না। আমাদের দ্বীনের উপর অটল রাখুন। আমাদেরকে শেষ বিচারের দিন অপমানিত করবেন না। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপর সবর বর্ষন করুন। ইসলামের উপর আমাদের মৃত্যু নসীব করুন।

আপনি আমাদের জালিম কওমের জুলুমের শিকার করবেন না। যতদিন তাদের শাসন নির্ধারিত তারা যেন আমাদের উপর জুলুম না করতে পারে। তাদের শাসন থেকে আমাদের নিষ্কৃতি দিন।

হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা! দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক।আপনি আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং নেককারদের সাথে আমাকে যুক্ত করুন। আমাদের জন্য আপনার রহমতের দরজা খুলে দিন।

২.আজকের দিনের দুআ

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ও আমার বংশধরদের উত্তম সালাত কায়েমকারী বানান। নামাযকে আমাদের জন্য চক্ষুশীতলকারী বানিয়ে দিন। যেদিন হিসাব কায়েম হবে সেদিন আমাকে, আমার মাতা পিতাকে ও সকল মুমিনদের মাফ করে দিন।

আমার মাতা পিতার উপর রহম করুন। তাদের হিদায়ত দান করুন। তাদের এমনভাবে জীবন পরিচালিত করার তৌফিক দিন যাতে আপনি তাদের উপর দুনিয়া আখিরাতে সন্তুষ্ট থাকেন। আল্লাহ আপনি আমাকে সম্মানজনকভাবে প্রবেশ এবং সম্মানজনকভাবে বের করুন। আমার জন্য সাহায্যকারী নির্ধারন করে দিন। আপনি আমাদের জন্য রহমত দান করুন।আমাদের কর্মকান্ডকে সঠিক করে দিন।

আমার অন্তরকে প্রশস্ত করে দিন। আমার কাজ সহজ করে দিন। আমার জড়তা দূর করে দিন। তারা যেন সহজে আমার কথা বুঝতে পারে। আমার ইলম বাড়িয়ে দিন, সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন। আমার ইলম যেন আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী না হয়। আমাকে দ্বীনের পাণ্ডিত্য দান করুন। আমাকে আপনার দ্বীনের খেদমত করার সুযোগ দিন এবং কবুল করুন। আল্লাহ আপনি আমাকে একা রাখবেন না। দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম ও বরকতময় সঙ্গ, পরিবেশ মিলিয়ে দিন। আমি আপনার কাছে শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও তাদের উপস্থিতি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

৩.আজকের দিনের দুআ

হে আল্লাহ আপনি আমাদের জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আমাদের গুনাহ সমূহ এমনভাবে আমাদের আমলনামা থেকে মুছে দিন যেন সেগুলোর অস্তিত্বই ছিল না কোনদিন। আল্লাহ আপনি ক্ষমা করতে ভালবাসেন, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের চক্ষুশীতলকারী স্বামী/স্ত্রী, সন্তান সন্ততি, পরিবার পরিজন, পরিবেশ,রিযিক দান করুন। আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য ইমাম বানান। আমাকে ও আমার বংশধরদেরকে একমাত্র আপনার অনুগত ও প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

আমাদের মধ্য থেকে একজন ও যেন পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত না হয় ইয়া রব! আমাদের অন্তরকে একমাত্র আপনার দিকেই ধাবিত করে দিন। যে পথ একমাত্র আপনার দিকে নিয়ে যায় সে পথ অনুসরণ করার তৌফিক দিন। আল্লাহ আপনি আমার জন্য যে কল্যান নাযিল করবেন আমি তারই মুখাপেক্ষী। আপনি আমাকে আপনার সব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়কারী বানান। নিজ করুনায় আমাকে আপনার নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনি আমাকে, আমার পিতা মাতাকে, পরিবার পরিজন ও প্রিয়জনদের জান্নাতুল ফেরদৌসে একত্রিত করুন। আপনি আমার হিসাব সহজ করুন।

৪.আজকের দিনের দুআ

নিরাপত্তার জন্য/বিপদের সময় এভাবে দুআ করা যায়। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। হে আল্লাহ! আপনি এদের বিপরীতে আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান; যেভাবে আপনার ইচ্ছা হয়, সেভাবে। হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে এদের (শত্রুদের) গলদেশে রাখছি এবং এদের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী!

আপনি সম্মিলিত (শত্রু)-বাহিনীকে পরাভূত করুন। হে আল্লাহ! আপনি এদের পরাজিত করুন এবং কাঁপিয়ে দিন।

🔶ইয়া 'হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়ূম

অর্থ: হে চিরঞ্জীব! হে চিরসংরক্ষক/চিরস্থায়ী!

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ও আমাদের ভাইদের ক্ষমা করুন যারা ঈমানের সাথে আমাদের আগে চলে গিয়েছে। আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি বিদ্বেষ দিয়েন না। আমাদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিন। হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে নূর প্রদান করুন। আমার কানে নূর দিন। আমার চোখে নূর দিন। আমার সম্মুখে নূর দিন। আমার পশ্চাতে নূর দিন। আমার ডানে নূর দিন। আমার বামে নূর দিন। আমার ওপরে নূর দিন। আমার নিচে নূর দিন। আর হে সৃষ্টিকুলের রব, আমার নূরকে আপনি প্রশস্ত করে দিন।

৫.আজকের দিনের দুআ

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়ার ফিতনা, জাহান্নামের ফিতনাহ থেকে আশ্রয় চাই, জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় চাই, কবরের ফিতনাহ, কবর শাস্তি ও ধন-সম্পদের ফিতনাহ এবং অসচ্ছলতার ফিতনার খারাবী হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আমি আপনার নিকট মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার বিভ্রান্তির অপকারিতা থেকে আশ্রয় চাই।

হে আল্লাহ আমার গুনাহসমূহ বরফ ও কুয়াশার স্নিগ্ধ-শীতল পানি দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিন। আমার অন্তর পবিত্র করে দিন যেভাবে আপনি সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিষ্কার করে দেন। আমি ও আমার গুনাহসমূহের মাঝে দূরত্ব করে দিন যেমন আপনি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই সম্পদের কুফল ও সম্পদহীনতার অনিষ্ট, অন্তরের কাঠিন্য, উদাসীনতা, নিঃস্বতা অপদস্ততা, কুফুরি, ফাসেকী, জেদাজেদি, লোক দেখানো কাজ থেকে, কৃপণতা ও লালসা, খ্যাতির লোভ, বধিরতা, মুকতা, মস্তিষ্ক বিকলন, কুষ্ঠ, সব ধরনের খারাপ ও কষ্টকর রোগব্যাধী থেকে।

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুশ্চিন্তা ও দুঃখ, কৃপণতা, ঋনের ভার, অপারগতা, অলসতা, অতি বার্ধক্য, গুনাহ ও ধার-কর্জ, মানুষের দমন পীড়ন হতে আশ্রয় চাই।

আল্লাহ আপনি আমার স্বত্তাকে পরহেজগারি দান করুন। আপনি তাকে পরিশুদ্ধ করুন। আমি আপনার কাছে সেসব কল্যান চাই ও অকল্যান হতে আশ্রয় চাই যা নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেয়েছেন।

আল্লাহ আমি আপনার কাছে মাগফিরাতের উপায়সমূহ ও নাজাতদানকারী আমলসমূহ চাই। আমি আপনার কাছে সকল গুনাহ থেকে মুক্তি ও সকল ভাল কাজের তৌফিক চাই। প্রার্থনা করি জান্নাতুল ফেরদৌস এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই।

৬.আজকের দিনের দুআ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী ইলম,হালাল জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার হালাল দ্বারা পরিতুষ্ট করে আপনার হারাম থেকে ফিরিয়ে রাখুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আপনি ছাড়া অন্য সকলের থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দিন।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সুস্থতা, পবিত্রতা, আমানতদারিতা, চরিত্রমাধুর্য এবং তাকদিরের প্রতি সন্তুষ্টি কামনা করি। হে আল্লাহ! আপনি আমার ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য, সীমালঙ্ঘন ভ্রান্তি মুর্খতা যা কিছু আপনি আমার চেয়ে অধিক অবগত সকল গুনাহ মাফ করে দিন।

হে অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর প্রতির্ষ্ঠিত রাখুন। হে আল্লাহ! আমার দ্বীনদারী সঠিক করে দিন যা আমার রক্ষাকবচ। আমার দুনিয়া সঠিক করে দিন যেখানে আমার অবস্থান, আমার আখিরাত সঠিক করে দিন যেখানে আমার প্রত্যাবর্তন। আমার জীবন যেন হয় সকল কাজের অগ্রসরতা। আমার মৃত্যু যেন হয় সকল অকল্যান থেকে মুক্তি।

আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে শারীরিক মানসিক সুস্থতা,নিরাপত্তা দান করুক। আমার রিযিকে বারাকাহ দিন। আমার উপর রহম করুন। আল্লাহ আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই সে জ্ঞান থেকে যার কোন উপকার নেই, সে মন থেকে যা তৃপ্ত হয় না, সে অন্তর থেকে যাতে বিনয় নম্রতা নেই, আর সে দুআ থেকে যা কবুল হয়না।

৭.আজকের দিনের দুআ

হে আল্লাহ! আপনার যিকর করার, আপনার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার এবং আপনার ইবাদত সঠিক ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করার কাজে আমাকে সহায়তা করুন। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি কৃপণতা থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি কাপুরুষতা থেকে। আর আশ্রয় চাচ্ছি বার্ধক্যের চরম পর্যায় থেকে। দুনিয়ার ফিতনা-ফাসাদ ও কবরের আযাব থেকে।

হে আল্লাহ, আমি আমার নিজের উপর অনেক বেশি জুলুম করেছি আর আপনি ছাড়া গুনাহসমূহ কেউই মাফ করতে পারে না। সুতরাং আপনি আপনার নিজ গুণে মাফ করে দিন এবং আমার প্রতি রহম করুন। আপনি তো ক্ষমাকারী ও দয়ালু।

হে আল্লাহ! ঈমানকে আমাদের নিকট সুপ্রিয় করে দিন এবং তা আমাদের অন্তরে সুশোভিত করে দিন। কুফর, অবাধ্যতা ও পাপাচারকে আমাদের অন্তরে ঘৃণিত করে দিন, আর আমাদেরকে হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দিন। আমাদের মুসলমান হিসেবে বাঁচিয়ে রাখুন। লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত না করে আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের সাথে সম্পৃক্ত করুন।

হে আল্লাহ! আপনারই রহমতের আকাঙ্ক্ষী আমি। সুতরাং এক পলকের জন্যও আপনি আমাকে আমার নিজের ওপর ছেড়ে দিয়েন না। আপনি আমার সমস্ত বিষয় সুন্দর করে দিন। আপনি ছাড়া কোনো মা‘বুদ নেই।

হে আল্লাহ! আপনি প্রথম, আপনার পূর্বে কিছু নেই। আপনিই সর্বশেষ, আপনার পরে কিছু নেই। আপনি সবার ওপর, আপনার ওপরে কিছুই নেই। আপনি সবচেয়ে কাছের, আপনার চেয়ে নিকটবর্তী কিছুই নেই; আপনি আমার ঋণ পরিশোধ করে দিন আমাকে দারিদ্র্যমুক্ত করে অমুখাপেক্ষী করুন।

হে আল্লাহ! আপনি আপনার হারাম বস্তু হতে বাঁচিয়ে আপনার হালাল বস্তু দিয়ে আমার প্রয়োজন মিটিয়ে দিন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা সমৃদ্ধ করে আপনি ছাড়া অন্য সবার থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দিন। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিপদের কষ্ট, নিয়তির অমঙ্গল, দুর্ভাগ্যের স্পর্শ ও বিপদে শত্রুর উপহাস হতে। হে আল্লাহ! আমি সকল বিরোধ, কপটতা-মুনাফেকি এবং বদ চরিত্র হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হে আল্লাহ! আপনি যাদেরকে হেদায়েত করেছেন, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনি যাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করুন। আপনি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন, আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করুন। আপনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে বরকত দিন।

আপনি যে অমঙ্গল নির্দিষ্ট করেছেন তা হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন। কারণ আপনিই তো ফয়সালা কারী। আপনার ওপরে তো কেউ ফয়সালা করার নেই। আপনি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন, সে কোনো দিন অপমানিত হবে না এবং আপনি যার সাথে শত্রুতা করেছেন, সে কখনো সম্মানিত হতে পাবে না। হে আমাদের রব! আপনি বরকতময় ও সুমহান।

৮.আজকের দিনের দুআ

হে আল্লাহ! আপনি আমার জবানকে সুন্দর করে দিন।আপনি আমাকে উত্তম আখলাক সম্পন্ন করে দিন।হে আল্লাহ! আমাকে আমার নফসের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।আমার সব ভুল ত্রুটি আপনি সংশোধন করে দিন।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের বিপদ থেকে মুক্তি চাই।

হে আল্লাহ! কুরআনকে আপনি আমার হৃদয়ের বসন্তকাল, আমার অন্তরের নূর বানিয়ে দিন, এবং কুরআনকে আমার দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তা দূর করার মাধ্যম বানিয়ে দিন।

🔸হে আল্লাহ! আমাকে সৎ কাজ করা, অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা ও দরিদ্রদের ভালোবাসার তাওফীক দান করুন। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার উপর দয়া করুন। আর আপনি যখন কোন জাতিকে কোন ফিতনাহতে (পরীক্ষা) ফেলার ইচ্ছা করেন, তখন আমাকে ফিতনাহ-মুক্ত মৃত্যু দান করুন।

হে আল্লাহ! আমি আপনার ভালোবাসা প্রার্থনা করি। যাঁরা আপনাকে ভালোবাসে,তাঁদের ভালোবাসাও প্রার্থনা করি। এবং এমন আমলের ভালোবাসা প্রার্থনা করি, যেই আমল আমাকে আপনার ভালোবাসার কাছে পৌঁছে দিবে।

হে আল্লাহ! আপনার ভালোবাসাকে আমার নিজের জান-মাল, পরিবার-পরিজন ও ঠান্ডা পানির চেয়েও বেশি প্রিয় করে দাও।

হে আল্লাহ! এমন কোনোদিকে আমার মস্তিষ্ক জুড়ে দিয়েন না যা তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলবে। এমন কারো পানে আমার হৃদয় ঝুঁকিয়ে দিয়েন না যে তার প্রতি দয়ামায়া দেখাবে না। এমন কোনো কাজে আমার সময় ব্যয় করতে দিয়েন না যা আমার কোনো কাজে আসবেনা। হে আমার রব! আমার হয়ে যান। আমার সঙ্গে থাকুন। আপনার বলে বলীয়ান করে দিন।

হে আল্লাহ! আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন। আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন।আপনি আমাকে সেসব বিষয়কে ভালবাসার তৌফিক দিন যা আপনি ভালবাসেন, আর সেসব বিষয়ে ঘৃনা করার তৌফিক দিন যা আপনি ঘৃনা করেন।

আপনি আমাকে আল্লাহওয়ালা, কুরআন ওয়ালা মানুষ বানিয়ে দিন ইয়া রব! যেসব গুন নিজের মধ্যে থাকলে একজন আল্লাহ ওয়ালা হতে পারে সেসব গুন আমাকে দান করুন।

আমাকে আপনি দুনিয়াবি ব্যস্ততা থেকে অবসর দিন, আপনার কাজের জন্য আমাকে সুযোগ করে দিন। আমার দুনিয়ার জীবনকে সহজ করে দিন যেন আমি এ জীবনকে শুধুমাত্র আখিরাতের পাথেয় অর্জনের জন্য কাজে লাগাতে পারি। আমাকে অহেতুক কাজ থেকে বাঁচান।

হে আল্লাহ! আপনি যা সহজ করেছেন তা ছাড়া কোনো কিছুই সহজ নয়। আর যখন আপনি ইচ্ছা করেন তখন কঠিনকেও সহজ করে দেন।

৯.আজকের দিনের দুআ

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে শারীরিক সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ! আমার শ্রবণে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করুন। আমার দৃষ্টিতে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করুন। আপনি ব্যতিত কোনো ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি কুফুরী ও দারিদ্র্য থেকে। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই কবরের আজাব থেকে। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

হে চিরঞ্জীব, হে সৃষ্টিকুলের নিয়ন্ত্রক! আপনার রহমতের দোহাই দিয়ে আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, আপনি আমার সকল বিষয় শুদ্ধ করে দিন, এক মুহূর্তের জন্যও আপনি আমাকে আমার উপর ছেড়ে দিয়েন না।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাচ্ছি, আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদে।

হে আল্লাহ! আমার গোপন ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখুন। আমার উদ্বিগ্নতাকে রূপান্তরিত করুন নিরাপত্তায়। আমাকে হেফাযত করুন সামনে থেকে, পেছন থেকে, ডান থেকে, বাম থেকে, উপর থেকে; এবং আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিচ হতে হঠাৎ আক্রান্ত হওয়া থেকে।

হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে কাজ ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা এবং সঠিক কাজে অবিচলতা চাই। আমি আপনার কাছে চাই, যেন নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি এবং উত্তমভাবে আপনার ইবাদত করতে পারি।

হে আল্লাহ! আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাই।

হে আল্লাহ! আপনি কষ্ট দূর করে দিন ও সুস্থতা দান করুন। আপনি রোগ থেকে সুস্থতা দানকারী। আপনার সুস্থতা দানই হচ্ছে প্রকৃত সুস্থতা দান। আপনি এমনভাবে সুস্থতা দান করুন, যাতে তা রোগকে নির্মূল করে দেয়।

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে উত্তম মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মৃত্যুর পূর্বে খাটি দিলে তওবা করার সুযোগ দিয়েন।

হে আমার রব! আপনার নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি ঘর বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ আমার প্রতি আপনার ভালবাসার খাতিরে আমার সকল গুনাহ মাফ করে দিন।

১০.আজকের দিনের দুআ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি অটল ঈমান, অশেষ নিয়ামত, জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গ। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার দৃষ্টিতে ছোট ও মানুষের দৃষ্টিতে বড় বানিয়ে দিন।(মানুষের দৃষ্টিতে বড় হলে যে ক্ষতির আশংকা থাকে বান্দা যখন নিজেকে ছোট মনে করবে তখন তা আর থাকবে না। তবে কল্যানের সম্ভবনা অবশ্যই থাকবে)

হে আল্লাহ! আমাদের দেশে বরকত দিন, শান্তি ও নিরাপত্তা দিন। যা কিছু আমাকে দান করেছেন তাতে বরকত দিন, যা থেকে আমাকে দূরে রেখেছেন সেসবের প্রতি আমার অন্তরকে দূরে রাখুন, কোনরূপ আকর্ষন সৃষ্টি থেকে দূরে রাখুন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যেরূপ সুন্দর আকৃতিতে তৈরি করেছেন, আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দিন। যতদিন আমাকে জীবিত রাখবেন আমাকে ততদিন পথভ্রষ্টকারী ফিতনা থেকে দূরে রাখুন।

হে আল্লাহ! আমাকে এই দিনের প্রথম অংশ পূন্যময় করুন। মাঝের অংশ সফল ও শেষের অংশ সার্থক করুন। যা কিছু আমাকে গুনাহের সাথে আবদ্ধ করে রেখেছে সেসব থেকে মুক্ত করুন। আমার আমলের পাল্লা ভারী করে দিন। আমাকে আল্লাহর মকবুল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনি আমাকে দুআ কবুলকারী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাদের দুআ আপনি সর্বাবস্থায় কবুল করেন।

হে আল্লাহ! আপনি আমার ঘরে প্রশস্ততা দিন, রিযিকে বারাকাহ দিন। রিযিকের উপায়সমূহ আমাদের জন্য সহজ করে দিন। আপনি আমাকে অল্প তুষ্ট করে দিন। আমি আপনার নিকট স্থায়ী আবাসস্থলে দুষ্ট প্রতিবেশি থেকে আশ্রয় চাই।

আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অনাহার থেকে, খিয়ানত করা থেকে, ফিতনায় নিপতিত হয়ে দ্বীন থেকে বিচ্যুত হওয়া থেকে, খারাপ দিন রাত, খারাপ মুহূর্ত, খারাপ সঙ্গী থেকে। আপনি আমাকে শয়তান ও নিজের নাফস এর কুফল থেকে নিরাপদে রাখুন।

১১.আজকের দিনের দুআ

হে আল্লাহ! আপনার জন্য আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার সব কাজ, আমার জীবন মরন। আপনার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন এবং আমার রেখে যাওয়া সবকিছু আপনারই। আপনি আমার নিয়তকে সর্বাবস্থায় পরিশুদ্ধ রাখুন যেন আমার সবকিছু একমাত্র আপনার জন্যই করার সুযোগ হয় এখানে নিজের খায়েশাত বা লোকদেখানো কোন বিষয় যেন না আসে কখনো।

আমাদের সবকিছু আপনার নিয়ন্ত্রণে। আপনি আমাদের আপনার পথে চলার জন্য সাহায্য করুন। আপনি আমাকে তাকওয়া দান করুন। নাফরমানী থেকে রক্ষা করুন।

ইয়া আল্লাহ! আমার অন্তরকে নিফাক থেকে, আমলকে রিয়া থেকে, জবানকে মিথ্যা থেকে, চোখকে খিয়ানত থেকে রক্ষা করুন। আপনার ভয়ে কান্না করে যে চোখ তা আমাকে দান করুন।

ইয়া আল্লাহ! আমাকে আপনার কুদরত দ্বারা শান্তি ও নিরাপত্তা দিন, আমাকে আপনার রহমতের মাঝে প্রবেশ করান। আমার জীবন আপনার আনুগত্যের মধ্যে অতিবাহিত করুন। সর্বোত্তম আমল যেন হয় জীবনের শেষ আমল। আমাকে বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অপ্রত্যাশিত কল্যান প্রার্থনা করি, অতর্কিত অকল্যান থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ্! আপনি শান্তিময়, আপনার কাছ থেকেই শান্তি অবতীর্ণ হয়। আপনি বরকতময়, হে পরাক্রমশালী ও মর্যাদা প্রদানকারী।

আপনি আমার জন্য যা দেরী করেছেন তাতে যেন দ্রুততা অবলম্বন না করি,যা আপনি আমার জন্য দ্রুত চাচ্ছেন তাতে আমি যেন দেরী না করি। যারা ভাল কাজে খুশী ও খারাপ কাজে কষ্ট পায় ও ইস্তেগফার করে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে এমন ঈমান দিন যা অটল থাকবে, এমন ইয়াকীন দিন যার পর আর কুফর হবে না। এমন রহমত দান করুন যার দ্বারা আমি দুনিয়া আখিরাতে আপনার

পক্ষ থেকে মর্যাদাপ্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করব। আপনি আমাকে সৌভাগ্যবানদের জীবন মরন দান করুন। আপনি আমাকে, আমাদের দুনিয়া আখিরাতে সম্মানিত করুন।

১২.আজকের দিনের দুআ

ইয়া আল্লাহ! আপনি আমার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করুন। আমার জন্য আমার কাজ সহজ করুন। (হারাম বিষয়ে লিপ্ত থাকলে এভাবে দুআ করবেন। সহজ করার মানে হালালের মাধ্যমে উত্তম ব্যবস্থা করা)। ইয়া আল্লাহ! কেয়ামতের দিন আপনার আরশের ছায়ার নিচে স্থান দিন। শেষ দিবসে সব দুশ্চিন্তা হতে মুক্তি দান করুন। এমনভাবে জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দিন যেন বিচারদিবসে কোন বিপদের সম্মুখীন না হতে হয়। আমাকে দুনিয়া আখিরাতে উভয় জায়গায় সফল করুন।

ইয়া আল্লাহ! আপনার নেক বান্দাদের আপনি যা দান করেন,তার সর্বোত্তম বস্তু আমাকে দান করুন।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে তৌফিক চাই হিদায়তপ্রাপ্তদের মত। আমল চাই ইয়াকীন ওয়ালাদের মত। ইখলাস চাই তাওবাকারীদের মত। মনোবল চাই ধৈর্য্যশীলদের মত। প্রচেষ্টা চাই খোদাভীরুদের মত। আর চাই আশিকদের প্রার্থনা পরহেজগারদের বন্দেগি, ইলমওয়ালাদের মারেফাত আপনার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত।

ইয়া আল্লাহ! আমার কবরে ভীতির পরিবর্তে অন্তরঙ্গতা দিয়েন। কুরআনের উসিলায় আমার উপর রহম করুন। কুরআনকে আমার জন্য করুন পথপ্রদর্শক, আলো ও রহমত।আমি তার যে অংশ ভুলে গিয়েছি তা স্মরণ করিয়ে দিন, যা জানি না তা শিখিয়ে দিন। দিন রাত তিলাওয়াত করার তৌফিক দিন। কুরআনকে আমার পক্ষে দলিল করুন।আমার বিপক্ষে করবেন না।

ইয়া আল্লাহ! আমার দুনিয়া যেন দ্বীনের কাজে আসে, তাকওয়া যেন আখিরাতে আমার নিরাপত্তার উপায় হয়। আমার ভিতরকে বাইরে থেকেও সুন্দর করে দিন।আর বাহিরকেও করুন সুস্থ সুন্দর।

আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের দিকে ধাবিত করুন। নিজ রহমতে সর্বদিক থেকে রক্ষা করুন। আমাকে দৃঢ়পদ রাখুন যেন পা পিছলে না যাই। আমাকে হিদায়ত দিন যেন গোমরাহ হয়ে না যাই।

হে আল্লাহ! যেভাবে আপনি আমার ও আমার অন্তরের মধ্যে পর্দা হয়েছেন সেভাবেই আমার ও শয়তানের মাঝে, তার কর্মের মাঝে পর্দা হয়ে থাকুন।

১৩.আজকের দিনের দুআ

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সেসব মানুষের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা আপনার উপর ভরসা করেছে এবং আপনি তাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছেন। যারা আপনার কাছে হিদায়ত চেয়েছে আর আপনি তাদের হিদায়ত দিয়েছেন। যারা আপনার সাহায্য প্রার্থনা করেছে আর আপনি তাদের সাহায্য করেছেন। যেখানে আমার কোন কিছু বাছাই করতে হবে সেখানে আমার হয়ে আপনি বাছাই করে দিন। আমার জন্য শুধুমাত্র সহজ সহজ বিষয় বাছাই করুন ইয়া রব! কঠিন বিষয় না।

ইয়া আল্লাহ! আপনার কাছে আশ্রয় চাই খারাপ বন্ধু থেকে, ইবলীসের বাহিনী থেকে, চরম দারিদ্র্য ও অতি মুখাপেক্ষীতা থেকে, নারী/ পুরুষের ফিতনা থেকে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কিয়ামতের দিন আমার দিক থেকে আপনার মুখ ফিরিয়ে নেয়া থেকে। আমি আশ্রয় চাই লাঞ্ছনাকারী কর্ম থেকে, কষ্টদানকারী সঙ্গী থেকে, গাফিলকারী দীর্ঘ আশা হতে, দারিদ্র্য থেকে, উদ্ধতকারী ধনাঢ্যতা থেকে, দুশ্চিন্তাকারী মৃত্যু থেকে, আফসোসকারী মৃত্যু থেকে।

হে ছোট শিশুর রিযিকদাতা! হে বিচূর্ন হাড়ে জোড়াদানকারী! কুরআনকে আমার অন্তরে ধারন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন।

ইয়া আল্লাহ! আমার উপর যেন কোন বদকারের অনুগ্রহ না থাকে যার প্রতিদান আমাকে দুনিয়া আখিরাতে দিতে হবে।

ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই ইচ্ছা অনিচ্ছাকৃত শিরক থেকে। আমি আপনার শরন নিচ্ছি কারো বদদোয়া থেকে যার হক আমি নষ্ট করেছি। আমি আশ্রয় চাই বুকের উপর ভর দিয়ে চলা প্রানীর অনিষ্ট থেকে, দুপেয়ে জীবজন্তুর অনিষ্ট থেকে।

আমি আপনার কাছে সে নারী/পুরুষ থেকে আশ্রয় চাই যা বার্ধক্যের আগেই বৃদ্ধ বানিয়ে দেয়। ঐ স্বামী/স্ত্রী, সন্তান সন্ততি পরিবার পরিজন প্রতিবেশি, পরিচিত অপরিচিত থেকে যারা আমার বিপদের কারন, শারীরিক মানসিক কষ্টের কারন হবে। সে সম্পদ ও দারিদ্র্যতা থেকে আশ্রয় চাই যা আযাবের কারন হবে। আমি আশ্রয় চাই সত্য বিষয়ে বিশ্বাস এর পর সন্দেহ করা থেকে।

আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান থেকে, বিচার দিবসের কঠিনতা থেকে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই হঠাৎ মৃত্যু থেকে, সাপের কামড়ে মৃত্যু থেকে,হিংস্র প্রানী থেকে, পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে, আগুনে পোড়া থেকে, উপর থেকে পড়ে যাওয়া থেকে, যুদ্ধক্ষেত্রে পলায়নের সময় মৃত্যু থেকে। ইয়া রব! আমি যেন ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরন করতে পারি।

১৪.আজকের দিনের দুআ

হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে।

হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর সর্ব শক্তিমান।

হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে গোনাহগার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত করবেন না।হে আমার পালনকর্তা, দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।

হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি, এবং হে আমার পালনকর্তা! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।হে আল্লাহ!পূনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না,যে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন উপকারে আসবে না।

হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।

হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন।

ইয়া রব! আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম।

হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে-তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন।

১৫.আজকের দিনের দুআ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনি শান্তিদাতা, আপনি কল্যানময়, বরকতময়। আপনার কাছ থেকেই শান্তি অবতীর্ণ হয়। আপনি মহিমা ও মর্যাদার অধিকারী।

হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত আর কোন হক উপাস্য নেই। আপনি একক, আপনার কোন শরীক নেই। রাজত্ব আপনার, যাবতীয় প্রশংসা আপনার। আপনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাশালী। আপনি যা দান করেন তা ঠেকানোর ক্ষমতা কারো নেই। আপনি যা দেন না সেটা দেয়ার ক্ষমতাও কারো নেই। কোন ক্ষমতাধারীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আপনার নিকট কোন কাজে আসবে না। প্রকৃত ক্ষমতা আপনারই।

আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করি না। নিয়ামত তাঁরই,করুনা তাঁরই এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আমরা কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্য একনিষ্ঠভাবে দ্বীন মান্য করি, যদিও কাফেররা এতে অসন্তুষ্ট হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার যিকির করার, শোকর করার ও সুন্দরভাবে আপনার ইবাদত করার জন্য সাহায্য করুন।

আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার শক্তি কারো নেই। আল্লাহ আপনি আমাকে সব ধরনের পাপ কাজ থেকে দূরে রাখুন, সব ধরনের পুন্যের কাজ করার তৌফিক দিন। হে আল্লাহ! যেদিন আপনি আপনার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন সেদিনকার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, হালাল ও সম্মানজনক জীবিকা এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।

হে আমার রব! আপনার সুউচ্চ মর্যাদা ও বিশাল রাজত্ব অনুপাতেই আপনার জন্য প্রশংসা। আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, তাঁর মাখলুকের সংখ্যার পরিমাণ, তাঁর নিজের সন্তুষ্টির পরিমাণ, তাঁর আরশের ওজন পরিমাণ ও তাঁর কালিমাসমূহের (কালির) সংখ্যার পরিমাণ।

হে আল্লাহ! আপনি আমার দুআ কবুল করুন। আমাকে এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন যাদের দুআ আপনি কবুল করেন। আমাকে কল্যানকর দুআ করার তৌফিক দান করুন। আমাকে আপনি মাফ করে দিন। আপনার অনুগ্রহে বিনা হিসাবে আমাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন।

১৬.আজকের দিনের দুআ

হে আল্লাহ! কুরআনকে আপনি আমার হৃদয়ের বসন্তকাল, আমার অন্তরের নূর বানিয়ে দিন,এবং কুরআনকে আমার দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তা দূর করার মাধ্যম বানিয়ে দিন।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে যাবতীয় কল্যাণ ভিক্ষা করছি, যা তাড়াতাড়ি আসে, যা দেরিতে আসে, যা জানা আছে, যা জানা নেই। আর আমি যাবতীয় মন্দ হতে আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করছি- যা তাড়াতাড়ি আগমনকারী আর যা দেরিতে আগমনকারী আর যা আমি জানি আর যা অবগত নই। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে ঐ মঙ্গলই চাচ্ছি যা চেয়েছেন- আপনার (নেক) বান্দা ও আপনার নবী, আর আপনার কাছে ঐ মন্দ বস্তু থেকে পানাহ চাচ্ছি যা হতে আপনার বান্দা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানাহ চেয়েছেন।

হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে জান্নাত চাচ্ছি এবং ঐসব কথা ও কাজ চাচ্ছি যেগুলো আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে। আর আমি জাহান্নাম হতে আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি এবং ঐসব কথা ও কাজ হতেও পানাহ চাচ্ছি যেগুলো আমাকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দেবে। আর আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমার জন্য যেসব ফায়সালা করে রেখেছেন তা আমার জন্য কল্যাণকর করে দিন।

আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তাঁর উপরই আমি ভরসা করছি। তিনি মহান আরশের রব। আমি আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, আপনি আমার সকল বিষয় শুদ্ধ করে দিন, এক মুহূর্তের জন্যও আপনি আমাকে আমার উপর ছেড়ে দিয়েন না।

হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতিপালক, আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা। আমি আমার সাধ্যমত আপনার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্টতা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আমার ওপর আপনার অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমার পাপও স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি ব্যতিত কোনো ক্ষমাকারী নেই।

হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে কাজ ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা এবং সঠিক কাজে অবিচলতা চাই। আমি আপনার কাছে চাই, যেন আপনার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি এবং উত্তমভাবে আপনার ইবাদত করতে পারি।

হে আল্লাহ আমার প্রতি আপনার ভালবাসার খাতিরে আমার সকল গুনাহ মাফ করে দিন।

১৭.আজকের দিনের দুআ

হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে এমন কথা ঢেলে দিন যা আমার জন্য কল্যানকর। আমি যা ভালবাসি তা আমাকে দান করুন এবং সেসবের মধ্যে কোন অকল্যান থাকলে সেসবকে কল্যানে পরিবর্তিত করে দিন। সেসবের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। আমার দুনিয়া আখিরাতের জন্য কল্যানকর সবকিছুকে ভালবাসার তৌফিক দিন।

আমাকে এমন ঈমান ও বিশ্বাস দান করুন যার পর আর কোন কুফর থাকে না। এমন রহমত দান করুন যা আমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করবে।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ফয়সালা ও সিদ্ধান্তের বিশুদ্ধতা, শহীদদের ন্যায় মেহমানদারী, ভাগ্যবানদের ন্যায় জীবন, শত্রুর মোকাবিলায় আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি।

হে আল্লাহ! যে কল্যান পর্যন্ত আমার জ্ঞান বুদ্ধি, নিয়ত পৌঁছাতে পারে নি, আমার আমল সেটা অর্জন করতে দুর্বল, আমি আপনার কাছে সে কল্যান আবেদনও করিনি যা আপনি আপনার কোন বান্দাকে দিয়েছেন বা দেয়ার ইচ্ছা করেছেন আমিও আপনার কাছে আপনার রহমতের উসিলায় সেই কল্যান প্রত্যাশা করি। (আমার জ্ঞানের অভাবে যে কল্যান আমি চাইতে পারি নি,সে কল্যানও আমি আপনার কাছে প্রত্যাশা করি ইয়া রব।)

হে আল্লাহ! আমাদেরকে অন্যদের জন্য হিদায়াতের পথ প্রদর্শক, নিজেদের হিদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন। আমরা যেন নিজেরা পথভ্রষ্ট ও অন্যদের জন্য পথভ্রষ্টকারী না হই। আপনার বন্ধুদের আমরা যেন ভালবাসতে পারি এবং আপনার শত্রুদের আমরা যেন ঘৃনা করতে পারি।

হে আল্লাহ! আপনি আমার এমন কোন গুনাহ বাদ রাখবেন না, যা আপনি ক্ষমা করবেন না। আপনি এমন কোন দুশ্চিন্তা, বিপদ, রোগ শোক বাদ রাখবেন না যা আপনি মুক্ত করবেন না, এমন কোন ঋন বাদ রাখবেন না যা আপনি পরিশোধ করবেন না। দুনিয়া আখিরাতের এমন কোন প্রয়োজন বাদ রাখবেন না যা আপনি পূরন করবেন না। হে আল্লাহ! আপনি আমার সব আশা আকাঙ্খার একমাত্র আশ্রয়স্থল। আমার সাথে দুনিয়া আখিরাতে যখন যাই ঘটে যাক সবকিছু যেন কল্যানকর হয়।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আমাদের দেশের জন্য, সারা পৃথিবীর জন্য শান্তি, নিরাপত্তা, কল্যান প্রার্থনা করছি। আপনি আমাদের দুনিয়া আখিরাতের জন্য সবধরনের কল্যানকর দুআ করা সহজ করে দিন। দুআ করার তৌফিক দিন। আপনার উপর সুধারনা রাখার তৌফিক দিন।

১৮.আজকের দিনের দুআ

ইয়া রহমান! ইয়া রহিম! ইয়া রব্বুল আলামীন! আমি আপনাকে ডাকছি আপনার সুন্দর সুন্দর নামগুলো ধরে। আপনার যে নামগুলো আপনি প্রকাশ করেছেন, আপনার কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং আপনার সৃষ্টিকে শিখিয়েছেন অথবা যে নামগুলো আপনি গায়েবের জ্ঞানের মাধ্যমে অপ্রকাশিত রেখেছেন, সেই প্রতিটি নাম ধরে আজ আমি আপনার কাছে ফরিয়াদ করছি ইয়া রব!

আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়্যীনাহ মুহাম্মদ (দরুদ পাঠ) ।

ইয়া রব্ব, আমাকে এই দু'আতে আন্তরিক এবং সত্য রাখুন।

আমার জিহ্বায় শাহাদাত সহকারে আমাকে মৃত্যু দিন। আমাকে সর্বাবস্থায় আপনার প্রতি সুধারণা রাখার তাওফিক দিন। আমার জন্য কবরকে প্রসারিত করুন, আলোকিত করুন। আমার কবরের সওয়াল-জওয়াব সহজ করুন।

কিয়ামতের দিন আমাকে ভয়, উদ্বেগ ও ত্রাস থেকে মুক্ত রাখুন।আমাকে মিজানের দাঁড়িপাল্লায় সফল করুন। আমার হিসাব নিয়েন না। যার হিসাব নিবেন সেই তো ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের তাদের দলভুক্ত করবেন না আল্লাহ।

আমাকে বিদ্যুতের মতো সীরাত পার করিয়ে দিন। বিচারের দিন আমার দোষ অন্যের সামনে প্রকাশ হতে দিয়েন না ইয়া আল-গফুর!

ইয়া আ'ফু, আমি যে পাপগুলির কথা ভুলে যাই এবং যে পাপগুলি আমি পাপ হিসেবে বিবেচনাও করিনা, সেই পাপগুলোর প্রত্যেকটি ক্ষমা করে দিন। আমাকে ডানহাতে আমার

হিসাবের কিতাব লাভের তাওফিক দিন। আমাকে প্রশান্তিতে ভরপুর হৃদয় দান করুন। আমাকে অন্যকে ক্ষমা করার ক্ষমতা দিন।

আমাকে কল্যাণকর বাক্য উচ্চারণের তাওফিক দিন। আমার জিহ্বাকে মিথ্যা, গীবত এবং অন্যকে আঘাত করা থেকে রক্ষা করুন। ইয়া রব! আমার দ্বারা যেন কখনো আপনার বান্দার হক নষ্ট না হয়।

আমি যেন চুপ থাকতে পারি। আপনার যিকির,দাওয়াতি কার্যক্রম ব্যতীত কোন অপ্রয়োজনীয় কথা যেন আমার মুখ থেকে বের না হয়। আমাকে সুন্দর ধৈর্য (সবরুন জামীল) দান করুন।

আমাকে সহীহ আকীদাহ, সুষ্ঠ দলিলের সহিত দ্বীনের জ্ঞান দান করুন। আমার মুখস্থ করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিন এবং কুরআনের কথার গভীরতা উপলব্ধি ও আমলের তাওফিক দিন।

আমার আব্বু-আম্মুকে হেফাজত করুন, তাদেরকে নেক হায়াত দিন, তাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন। তাদের সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করুন এবং তাদের জন্য আমাকে সুসন্তান হিসেবে সাদাকায়ে জারিয়াহ করে কবুল করুন।

আমার ভাই-বোনদেরকে হেফাজত করুন। তাদেরকে দ্বীনের পথে অটল রাখুন। তাদের বৈবাহিক জীবনে আপনার রহমত এবং বারাকাহ দিন। শয়তানকে কখনো আমাদের পারিবারিক বন্ধন ভাঙতে দিয়েন না আল্লাহ।

আমাদেরকে নেক সন্তান দান করুন এবং তাদেরকে মুসলিম উম্মাহর বীর হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করুন, আমাদের সন্তান যেন আমাদের জন্যে সাদাকায়ে জারিয়াহ হয়।

আমার নিজস্ব ক্রটিগুলি বুঝার এবং সংশোধনের তাওফিক দিন। আমাকে ধন-সম্পদ দান করুন এবং তার পুরোটাই আপনার পথে ব্যয় করার তাওফিক দিন। ইয়া রব! কোন বান্দা যেন আমাকে অপমান, অবমাননা, নিপীড়ন এবং উপহাস করতে না পারে। আপনি অত্যাচারীকে আমার উপর সবল হতে দিয়েন না আল্লাহ! আমাকে সাহসী, আত্মবিশ্বাসী এবং একটি প্রজ্ঞাবান মুসলিম হতে সাহায্য করুন যে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যারা জীবিত এবং মৃত আছে, তাদের সবাইকে ক্ষমা করুন ইয়া রব। মুসলিম উম্মাহর উপর রহম করুন ইয়া আল্লাহ এবং নিপীড়িতদের বিজয় দান করুন। আমাদের সবাইকে আপনি এক করে দিন, নেক করে দিন ইয়া আল্লাহ!

আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ, তাদের সুস্থ করে দিন ইয়া আশ-শাফিই। আমাদের মধ্যে যারা নিঃসন্তান, তাদের আপনি নেক সুসন্তান দিন ইয়া আল-খলিক। আমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদেরকে প্রকৃত দ্বীনদার, উত্তম আখলাক সম্পন্ন, চক্ষু শীতলতাকারী জীবন-সঙ্গী দিন ইয়া আল-ওয়াদুদ! আমাদের মধ্যে যারা হিদায়াত থেকে অনেক দূরে, তাদের অন্তরকে আপনার হিদায়াতের আলো দিয়ে ভরিয়ে দিন ইয়া আন-নূর।

ইয়া আল্লাহ! আমাকে এমন ভাবে পরিবর্তন করে দিন, যেভাবে থাকলে আপনি আমার উপর সবচেয়ে খুশি হবেন। ইয়া আল্লাহ আমার ঈমান, তাওয়াক্কুল, ইয়াকিন বাড়িয়ে দিন। আমাকে তাকওয়া, জ্ঞান এবং উত্তম আখলাকে বৃদ্ধি করুন। আমাকে নিফাকী, রিয়াহ এবং কুফর থেকে হেফাজত করুন।

আমাকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের পরীক্ষাগুলো ঈমানী শক্তি দিয়ে পার করার তাওফিক দিন। আমাকে আপনার বিধিবিধান এবং কদরের উপর সচেতন হৃদয় এবং সন্তুষ্টি দান করুন। আমাকে মুহসীনীনদের মধ্যে রাখুন, মুত্তাকিন, মুখলিসীনদের, সালিহিন, সদিকিনদের অন্তর্ভুক্ত করুন। ইয়া আল্লাহ! আমাকে উপকারী জ্ঞান এবং পবিত্র রিযিকে বৃদ্ধি করুন।

ইয়া আল্লাহ আমাকে হৃদয়ের অসুস্থতা থেকে রক্ষা করুন (হিংসা, অহংকার, লোক-দেখানো প্রবণতা, রাগ, দুনিয়ার অত্যাধিক মায়া থেকে হেফাজত করুন)। ইয়া আল্লাহ আমাকে আপনার ইবাদত করার জন্যে আপনার ঘরের মেহমান হিসেবে নিয়ে যান।

ইয়া আল্লাহ আমাকে ইয়াওমুল কিয়ামতের দিন আপনার আরশের ছায়া দান করুন। আল্লাহ আমাকে হালাল এবং সম্মানজনকভাবে মক্কা মদিনার অধিবাসী করুন। কল্যান ও আফিয়াহর সাথে আমার মৃত্যু মদীনায় নসীব করুন।

১৯.আজকের দিনের দুআ

ইয়া আল্লাহ! আমাদের স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যকার ভালবাসা এবং বারাকাহর সম্পর্ককে রক্ষা করুন। আমার পরিবারের সদস্যদের একে অপরের সাথে আচরণকে আরও উন্নত করুন। আমার পার্টনারকে তার প্রচেষ্টার জন্য সর্বোত্তম প্রতিদান দিন। ইয়া আল্লাহ আমাদের পরিবারকে জান্নাতুল ফিরদৌসে পরম সুখে একত্রিত করুন।

ইয়া আল্লাহ, আমাদের বাচ্চাদের জন্যে উত্তম পিতা-মাতা এবং উদাহরণ হবার তাওফিক দিন। ইয়া আল্লাহ আমাদের সন্তানদের আমাদের ভুল শিক্ষা থেকে হেফাজত করুন। ইয়া আল্লাহ আমাদের বাচ্চাদেরকে সকল ক্ষতি, অসুস্থতা, কুফরী, হারাম ও ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করুন।

ইয়া আল্লাহ আমার প্রিয়জনদের কে শয়তানের ওয়াসওয়াসা, মানুষ ও জ্বিনদের মধ্য থেকে সকল অশুভ শক্তি ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন।ইয়া আল্লাহ আমাদের পুরো বংশকে জান্নাতুল ফিরদৌসে এক করুন।

ইয়া আল্লাহ আমার পিতা-মাতা, আমার বোন এবং ভাই, আমার প্রবীণ এবং সমগ্র উম্মাহকে মর্যাদায় উন্নীত করুন। ও আল্লাহ আমাকে এবং আমার প্রিয়জনদের ক্যান্সার, দুরারোগ্য, কষ্টকর সব রোগ ব্যাধি থেকে রক্ষা করুন। খারাপ বার্ধক্য এবং অলসতা থেকে আমাদের বাঁচান। আমাদের জমিন থেকে এসব রোগ এবং আযাব উঠিয়ে নিন। অসহায় অসুস্থতা থেকে আমাদের রক্ষা করুন রব্বে কারিম।

হে আল্লাহ আপনি আমাকে অন্তরের লালসা ও কার্পন্য থেকে রক্ষা করুন।

দাজ্জাল, ইয়াজুজ ও মাজুজ এবং শেষ দিবসের ভয়ানক পরীক্ষা থেকে আমাদেরকে বাঁচান ইয়া রব।আমাদেরকে হিদায়াত দিন, আ'ফিয়া দিন এবং সুন্দর মৃত্যু দিন (হুসনুল খাতিম)।

🔶🔶আয়েশা (রাঃ) সূরা তূর এর আয়াত ২৭ বেশি বেশি পড়তেনঃ

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ

উচ্চারণ: ফামান্নাল্লাহু আ'লাইনা ওয়া ওয়াক্বনা আ'যাবাস সামূম।

অর্থ: "অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে রক্ষা করেছেন জাহান্নামের বিষাক্ত বাতাস (বা লেলিহান আগুন) থেকে।" (সূরা তূর: ২৭)

ইয়া রব, আমাকে আপনি মূমিনদের ভালোবাসা পাইয়ে দিন। আমায় একা রাখবেন না। আমায় নেক সোহবত দিন। আমায় জান্নাতি ভালোবাসা দুনিয়ায় দিন। এবং বিনা হিসাবে জান্নাত দান করুন। জাহান্নামের আগুনে এক মুহূর্তের জন্য ও নিয়েন না।

হে আল্লাহ আমার প্রতি আপনার ভালবাসার খাতিরে আমার সকল গুনাহ মাফ করে দিন।

🔸 হে আল্লাহ, আমার জীবনের শেষ অংশ কে সর্বোত্তম মুহূর্ত, শেষ কাজকে সর্বোত্তম কাজ, জীবনের শেষ দিন কে সর্বোত্তম দিন, আপনার সাথে সাক্ষাৎ এর দিনকে সর্বোত্তম দিন বানিয়ে দিন।

হে আল্লাহ! আমাকে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত বানাবেন না। আপনি আমাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন তা থেকে আমার থেকে বেশি অন্য কাউকে উপকৃত করবেন না।

হে আল্লাহ আমার জবান যেন শুধু আপনার কথা বলতে পড়তে পারে, চোখ যেন শুধু আপনার নিদর্শন দেখতে পায়, আমার হাত, পা, অন্তর, সবকিছু যেন আপনার কাজে লিপ্ত থাকে। আমার কৃত পাপ যেন আপনার রহমত থেকে আমাকে বঞ্চিত না করে, ইয়া রব।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এমন ঈমান চাই কখনো বিন্দুমাত্র শিথিল হবে না, এমন আনন্দ চাই যা কোনদিন শেষ হবে না, চিরস্থায়ী জান্নাতে সর্বোচ্চ স্তরে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সান্নিধ্য দান করুন। সত্য মিথ্যার পার্থক্য বোঝার তৌফিক দিন।

হে আল্লাহ আমাকে হিদায়ত দিন, যেন আমার কাজ কর্ম সহজ হয়ে যায়। আমার মধ্যে এমন জ্ঞান বাড়িয়ে দিন যা আমার উপকারে আসবে।

আল্লাহুম্মা সাল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়ীনাহ মুহাম্মদ। ইয়া আল্লাহ, আমাদের সকল দুয়ার উত্তর দিন প্রভু! আপনি সামিউল বাসীর, আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

সুবহানা রব্বিকা রব্বিল 'ইজ্জাতী আম্মা ইয়াসিফুন। ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন।

২০.আজকের দিনের দুআ

হে আল্লাহ! আমি জানি আমি অনেক গুনাহগার। আমি অযোগ্য, কিন্তু আমি যেভাবে হোক আপনার দ্বীনের খেদমত করতে চাই। দ্বীনের খাদেমা হয়ে শহীদ হয়ে মৃত্যু চাই। আমি উপকারী ইলম (জ্ঞান) চাই। পরিপূর্ণ মুমিন মুসলিম নারী হতে চাই।

হে আল্লাহ! আমি দ্বীনদার স্বামী/ স্ত্রী চাই যিনি স্বামী/ স্ত্রীর কাছে উত্তম হবেন। যিনি তাকওয়াবান হবেন। উত্তম আখলাকের অধিকারী হবেন। আল্লাহওয়ালা নেক সন্তানদের যোগ্য বাবা/ মা হতে পারবেন।

হে আল্লাহ! আমি স্বামীর এমন অনুগত স্ত্রী হতে চাই যার ব্যাপারে আপনি কুরআনে বলেছেন। যে স্ত্রীকে হাদিসে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, যে স্ত্রীকে হাদিসে উত্তম নারী বলা হয়েছে, এমন উত্তম প্রেমময়ী স্ত্রী হতে চাই।

আমি এমন চরিত্রবান নেককার নারী হতে চাই যাকে হাদিসে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়েছে। আমি এমন একজন উত্তম স্বামী হতে চাই যার বিষয়ে বলা হয়েছে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। (স্বামী স্ত্রী একে অপরের ক্ষেত্রে)

হে আল্লাহ! আমি একজন দ্বীনদার আদর্শ অভিভাবক হতে চাই। এমন আল্লাহভীরু আলিম/দাঈ ছেলে/ মেয়েদের জন্ম দিতে চাই যাদের প্রত্যেকেই দ্বীনের খেদমতে জীবন উৎসর্গ করবেন। হে আল্লাহ! আমার তো যোগ্যতা নেই কিছুই হবার। কিন্তু আপনি চাইলে তো আমাকে যোগ্য বানিয়ে দিতে পারেন। আমাকে তাওফীক দিতে পারেন।

হে আমার রব! আমি আপনার কাছেই সাহায্য চাই, তাওফীক চাই। হে আল্লাহ! যে অধম বান্দী আপনার দ্বীনের খেদমতের জন্য, আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই আপনার কাছে সাহায্য ভিক্ষা চায় আপনি কি তাকে ফিরিয়ে দিবেন? আমার বিশ্বাস আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না।

হে আল্লাহ! শাইত্বান আমাকে ওয়াসওয়াসা দেয়, শাইত্বান আমাকে বুঝাতে চায় যে, আমার দ্বারা হবেনা। কিন্তু আমি কেন নিরাশ হবো?

আমি তো জানি ই আমি অযোগ্য, অধম। আমি তো আমার উপর আস্থা রাখিনি। আমি তো আমার সর্বশক্তিমান রবের উপর ভরসা করেছি। যে রবের সন্তুষ্টি পেতে আমি এসব চাই তাওফীক তো তিনি ই দিবেন। সাহায্য তো তিনি ই করবেন। আমি দোয়া এবং চেষ্টা করে যেতে চাই। আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েন না ইয়া রব!

يا أرحَمَ الرَّاحمين

"ইয়া আরহামার রাহিমিন "

(হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান)

🔶হে আল্লাহ আপনি আমাদের বুঝিয়েছেন কিন্তু আমরা কেউ বুঝি নি, আপনি আমাদের বারন করেছেন আমরা কেউ তা শুনিনি। হে আমার মালিক, নিষ্পাপ শিশু মা বাবার থেকে দূরে হারিয়ে গেলে প্রতিনিয়ত কষ্ট পায়, আপনার কাছ থেকে দূরে হারিয়ে গিয়ে আমাদের অবস্থাও তেমন হয়ে গিয়েছে।

হে আমার মালিক, না কোন রাস্তা চোখে পড়ে, না কোন অভিভাবক চোখে পড়ে। আপনার কাছে এসে আপনার রহমতের উসিলায় আপনার সামনে হাত উঠিয়েছি, নিজেদের ঝুলি বিছিয়ে দিয়েছি আমাদেরকে আপনার প্রিয় বানিয়ে নিন। আপনার ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্যতা আমাদের এই অন্তর রাখে না। আমরা তো সে উপযুক্ত নই। কিন্তু আল্লাহ আপনার অসীম রহমত তো এই সামর্থ্য রাখে যে এসব দূষিত অন্তরকে আপনি পবিত্র করে দিবেন, এই অন্তরগুলোকে আপনার মোহাব্বত এর জন্য কবুল করে নিবেন।

হে আমার মালিক! নেক হওয়ার রাস্তায় হোঁচট খেতে খেতে সময় যাচ্ছে। হে মাওলা! অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু যেভাবে আপনি চেয়েছেন সেভাবে নিজেকে গড়তে পারি নি। হে আমাদের মালিক! আমাদের এই দুআ আপনি কবুল করুন। আমাদের যুগ আপনার নবীর থেকে অনেক অনেক পরের যুগ। তারা তো সকল ক্ষেত্রে তাকওয়াকে প্রাধান্য দিতেন। আমাদের সময়ের দিকে দেখুন মালিক। সমগ্র দুনিয়ায় কি হচ্ছে। সর্বত্র গুনাহ বিস্তার লাভ করছে।

হে আল্লাহ! এক পা আপনার দিকে এগিয়ে যাই, তো দশ পা আবার পিছনে চলে যাই। সকালে তওবা করি সন্ধ্যায় আবার ভেঙে যায়। সন্ধ্যায় তওবা করি, সকালে আবার ভেঙে যায়।

কিন্তু হে পরম করুনাময় রব, আপনার রহমতের সামনে আমাদের গুনাহের কি কোন অবস্থান আছে?

হে আমার মালিক! বিচার দিবসে প্রথম যুগের লোকদের নিকট তাকওয়া থাকবে, অনেক আমল থাকবে, অনেক নেকী থাকবে। কিন্তু আল্লাহ যখন আমাদের বিচারের সময় আসবে, তখন তো আমরা খালি হাতে থাকব। আমাদের ঝুলিও ছেড়া থাকবে। কোথাও লুকানোর জায়গায় ও থাকবে না যে লুকিয়ে পার হয়ে যাব।

হে অসীম দয়ালু রব! আমাদের বাঁচার একমাত্র সম্বলঃ "আপনার রহমত ও নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাফায়াত। "নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, " আমার ভাই তারা যারা আমার পরে আসবে কিন্তু আমাকে না দেখেই আমার উপর ঈমান আনবে ও কালিমার সাক্ষ্য দিবে।

হে আমার রব! আমরা দেখিনি আপনার প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে, আমরা দেখিনি কুরআন অবতীর্ণ হতে। আমরা তো চারপাশে শুধু নগ্নতা আর নগ্নতা দেখেছি। চারদিকে গুনাহের আস্তানা সাজানো দেখেছি।

হে আল্লাহ! আপনার প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ভাই বলেছিলেন। আপনি তো আপনার প্রিয় নবীকে ওয়াদা করেছিলেন, "আপনার উম্মতের বিষয়ে আপনাকে খুশি করে দিব।"

আমরা নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত ও ভাই উভয়ই। হে আল্লাহ আমাদের কাছে কিছুই নেই। কিন্তু আপনি যদি আমাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন তাহলে আপনার নবীর কষ্ট হবে। আপনার নবীকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে হলেও আমাদের মাফ করে দিন ইয়া আল্লাহ।

হে আল্লাহ! আমাদের তুলনা সেই শিশুর মত যে কাগজে এলোমেলো আঁকিবুঁকি করে নিজের মাকে জিজ্ঞেস করে, "মা দেখো, কী সুন্দর করে আমি লিখেছি, বাবা দেখ, কী সুন্দর করে আমি লিখেছি।" মা বাবা জানে, এগুলো এলোমেলো আঁকিবুঁকি। তবুও বলে, "আমার প্রিয় তুমি তো দারুণ করেছ,তুমি তো অনেক সুন্দর লিখেছ।"

হে আমার মালিক, জীবনভর চেষ্টা করেছি, নিজ আমলনামায় কিছু কাজ লিপিবদ্ধ করার জন্য। কিন্তু স্মৃতিচারন করলে কাজগুলো ত্রুটিপূর্ন আমল ছাড়া কিছুই না। আপনি যদি সে

আমলগুলো সুষ্ঠ বিচার করেন, তাহলে আমাদের অবস্থা বিপদজনক হবে। আপনি পরীক্ষায় ফেললে আমরা তা সহ্য করতে পারব না। হে আমার মালিক! আপনি মা এর চেয়েও বেশি ভালবাসেন, বাবার চেয়ের অধিক দায়িত্বশীল। জীবনভর করা ক্রুটিপূর্ন আমগুলো দেখে দয়া করে আপনিও বাহবা দিয়েন এবং আমাদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করবেন।

আমাদের কাছে জান্নাতে যাওয়ার মত একটিও আমল নেই,একটি আমলও না। একমাত্র সম্বলঃ "আপনার রহমত ও নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাফায়াত।"

এই দুই সম্বল ব্যতীত আমরা অভাবগ্রস্থ ফকীর। আমাদের নারী,পুরুষ, শিশু সন্তান, আরব অনারব, শ্বেত নিগ্র সকলেই ফকীর। আপনার হাবীবের উম্মতের মাঝে আজ গর্ববোধ চলে এসেছে। না আপনাকে জেনেছে, না আপনার হাবীবকে জেনেছে।

হে আমাদের রব! মেহেরবানী করে আজকে ফয়সালা করে দিন, বলে দিন যে আপনি মাফ করে দিয়েছেন। এতে আপনার অনুগ্রহের ভান্ডার থেকে তো কিছুই কমবে না। আপনার জান্নাত তো এত বিশাল যে কোন এক কোনায় আমাদের থাকতে দিলেও কেউ জানবে না। কেউ বলবেও না যে এমন গুনাহগারও এসে গেছে।

আল্লাহ আপনার উপরে কথা বলার ক্ষমতাই বা কার আছে! আপনাকে প্রশ্ন করার সাহসই বা কার আছে! আপনি প্রথমে বিচার করবেন মানুষদের তাকওয়া ও আমলের প্রেক্ষিতে। আমাদের অনুগ্রহ করে বিচারহীন ভাবেই জান্নাতের ফয়সালা করে দিন হে রব্বে কারীম। আমাদেরকে আপনার দয়ার বদৌলতে মাফ করে দিন না হে আল্লাহ।

হে মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রব,হে মূসা (আঃ) এর রব, হে ইব্রাহীম (আঃ) এর রব, হে ঈসা (আঃ) এর রব, হে সমস্ত জগতের প্রতিপালক, কোন একটি ফোঁটা অশ্রু তো পছন্দ করে নিন। কোন একটি ফোঁটা অশ্রু তো পছন্দ করে নিন। কোন এক অন্তরের অস্থিরতাকে কবুল করে নিন। আর তার উসীলায় পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন, হে মালিক।

আমাদের তো আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। প্রথম যুগের মানুষদের তো আপনিই ছিলেন, তারা ছিলই বড় মুত্তাকী। কিন্তু আমাদের তো শুধু আপনিই আছেন। ইয়া আর হামার রাহীমিন। আমিন। (মাওলানা তারিক জামিল)

◆ ও আরশের আজিমের মালিক, আমি চাইলেই মুত্তাকী হতে পারবো না। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন। আপনি আমাকে একটু রহমত করুন। আপনি আমাকে একটু অনুগ্রহ করুন। আপনার কত বান্দা যারা খারাপ মানুষ ছিল তারা ভাল হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ আপনি আমাকে একটু ভাল মানুষ বানিয়ে দিন। আমি যেন ভালো হতে পারি। (শায়েখ আহমাদুল্লাহ)

◆ হে আল্লাহ, ফিলিস্তিনে এবং সমগ্র বিশ্ব আমাদের নির্যাতিত ভাই বোনদের পাশে থাকুন। হে আল্লাহ, তাদের সহায় হোন। হে আল্লাহ, মসজিদ আল আকসার রক্ষাকারী হয়ে যান। হে আল্লাহ, তাদের দুশ্চিন্তা দূর করুন। হে আল্লাহ, তাদের বিজয় দান করুন। হে আল্লাহ, তাদের কষ্ট দূর করুন। হে আল্লাহ, আহতদের ক্ষত আরোগ্য করুন। হে আল্লাহ, যারা কষ্টে আছে তাদের সুস্থ করে দিন। হে আল্লাহ, যারা অসুস্থ তাদের সুস্থ করে দিন। হে আল্লাহ, তাদের মৃতদের প্রতি রহম করুন। হে আল্লাহ, আপনি শহীদদের কবুল করুন। হে আল্লাহ, তাদের সাহায্য এবং বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ, প্রতিশোধদাতা হে সর্বশক্তিমান, যারা তাদের প্রতি অন্যায় করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। হে আল্লাহ, তাদের শত্রুদের মোকাবেলা করুন। হে আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, যিনি ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ করেন, যিনি মেঘকে সরিয়ে দেন, যিনি দলগুলোকে পরাজিত করেন, তাদের শত্রুদের পরাজিত করুন এবং তাদের আঘাত করুন। হে আল্লাহ, সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ, মসজিদুল আকসাকে মুসলমানদের কাছে ফিরিয়ে দিন। হে আল্লাহ, মসজিদ আল আকসাকে মুক্ত করুন। হে আল্লাহ, মৃত্যুর আগে আমাদেরকে সেখানে নামাজ পড়ার তৌফিক দান করুন।আমিন ইয়া রব্বুল আলামীন। (ফিলিস্তিন এর জন্য দুআ)

২১.আজকের দিনের দুআ

ইয়া রব, ক্ষমা করে দিন আমাদের সকল অহংকার, গাফিলতিকে। ইয়া রহিম, ক্ষমা করে দিন আমাদের সকল সগীরা, কবীরা গুণাহকে। ইয়া কারীম, ক্ষমা করে দিন আমাদের সকল রিয়া, গীবত, শিকায়েতকে। ইয়া গফুরুর রহিম, ক্ষমা করে দিন আমাদের ইবাদত বিমুখতাকে।

ইয়া মুহাইমিন, ক্ষমা করে দিন মজলুমের আর্তনাদের প্রতি আমাদের অবহেলাকে। ইয়া জব্বার, ক্ষমা করে দিন বারবার আপনার নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতাকে। ইয়া রহমান, ক্ষমা করে দিন আমাদের দূর্বলতা আর নামাজ বিমুখতাকে। ইয়া মান্নান, গ্রহণ করে নিন আমাদের রোনাজারি আর তওবাকে।

ইয়া মালিক, গ্রহণ করে নিন আমাদের এই অশ্রুঝরা আকুতিকে। ইয়া গফফার, শক্তি দিন যেন থাকতে পারি অটল আপনার পথে। ইয়া সাত্তার, সামর্থ্য দিন যেন নবীজির (সাঃ) সুন্নতকে আঁকড়ে ধরতে পারি। ইয়া আজীজ, আমাদের পরিচালিত করুন সে পথে যে পথে গিয়েছেন সফলকামীরা।

ইয়া কুদ্দুস, আমাদের কবুল করুন সে পথে যে পথে গণ্য হয়েছেন অনেকেই শহীদ। ইয়া হাকাম, আমাদের কবুল করুন যেন ঈমানের সাথে শহীদী মৃত্যুর স্বাদ পাই। ইয়া মুনতাকিম, আমাদের কবুল করুন সারা বিশ্বের আনাচে কানাচে দ্বীনের রাহবার হিসেবে। ইয়া রশিদ, আমাদের শক্তি দিন যেন কায়েম করতে পারি আপনার দুনিয়ায় আপনারি দ্বীন।

ইয়া ওয়াহহাব, আমাদের আপনি ক্ষমা না করলে আমরা কার কাছে যাবো? ইয়া মু-ঈদ, আমাদের হালাল রিজিকের অন্বেষণ এবং হারাম থেকে বাঁচিয়ে দিন। ইয়া মুকতাদির, আমাদেরকে কাল কিয়ামতের ময়দানে আপনার আরশের ছায়ায় স্থান দিন।ইয়া নূর, আমাদের ক্বলবকে ঈমানের নূরে আলোকিত করে দিন।

ইয়া হাকীম, আমাদেরকে সঠিক বিচার আর সবক্ষেত্রে ইনসাফের তাওফিক দিন। ইয়া আল্লাহ, এমন ধৈর্য্য দিন যেমন দিয়েছিলেন আইয়ুব (আঃ) কে। ইয়া গফুর, সর্বোপরি ক্ষমা করে আমাদের উপর আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

২২.আজকের দিনের দুআ

হে আল্লাহ! জীবনে যত গুনাহ করেছি মানুষ জানলে মুখ দেখাতে পারবো না। বাসার মানুষ জানলে হয়তো,বাসায় রাখবে না। পৃথিবীর সব মানুষ জানলে, সবাই মুখ ফিরিয়ে নিবে। আপনি সব জানার পরেও মুখ ফিরিয়ে নেননি আল্লাহ। আপনি ইচ্ছা করলে অপমান, অপদস্ত করাতে পারতেন, তারপরও সেটা করান নি।

তারপরও আপনার অশেষ রহমত, আপনি আমাদের এত নিয়ামত দান করে রেখেছেন। যার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবো না। তারপরও শুকরিয়া আদায় করি না।

পৃথিবীর সবার আড়ালে গুনাহ করতে পেরেছি, কিন্তু আপনার আড়ালে গুনাহ করতে পারি নি আল্লাহ। গুনাহ করতে করতে আমলনামা বরবাদ করে ফেলেছি।

দুনিয়া চাইতে চাইতে আখিরাত বরবাদ করে ফেলেছি। যেই গুনাহ করেছি, সেই গুনাহ নিয়ে যদি কবরে যাই,তাহলে কবরের মাটি দুই পাশ দিয়ে যেই চাপ দিবে সেটাতো সহ্য করতে পারবো না আল্লাহ। তারপরেও কবরের ভয় নাই। জাহান্নামের ভয় নাই। গুনাহ করতে করতে জাহান্নামের ভয়কে জয় করে ফেলেছি।

যদি জাহান্নামের ভয় থাকতো, তাহলে কি আমলের এমন অবস্থা হতো! আজ আমি অধম বান্দা, গুনাহ নিয়ে আপনার সামনে হাজির হয়েছি।আমার এত এত গুনাহ আপনি মাফ করে দিন। আমাদের গুনাহের দিকে না তাকিয়ে, আপনার রহমতের দিকে তাকিয়ে, আমাদের গুনাহ গুলো আপনি মাফ করে দিন।

যে ব্যক্তি রমজান মাস পেলো, কিন্তু তাঁর পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করতে পারলো না, তার মতো হতভাগ্য আর নেই।ইয়া রব! আপনি আমাদের হতভাগার দলে রাখবেন না। আমাদের গুনাহের দিকে না তাকিয়ে, আপনার রহমতের দিকে তাকিয়ে,আমাদের গুনাহ গুলো আপনি মাফ করে দিন।

আপনি তো রমজানের প্রতিদিন মানুষকে মাফ করে দেন। প্রতিদিন জাহান্নাম থেকে জান্নাতের কাতারে নাম লিখান। আমাদের নামটাও জান্নাতের কাতারে লিখে দিন ইয়া রব! আপনি তো ইয়া রহমান, ইয়া রহিম, ইয়া রহমাতুল্লিল আ'লামীন। হে আল্লাহ আপনি আমাদের পরীক্ষা নিয়েন না। আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবো না। যদি পরীক্ষা নেন তবে আমাদেরকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্য করে নেন।

হে আল্লাহ আমাদেরকে সব ধরনের দুরারোগ্য, কষ্টকর রোগ ব্যাধি,বিপদ আপদ সহ অন্যান্য সব ধরনের আযাব হতে পানাহ দান করুন। আমাদের এমন কোন আমল নাই যে তার উসিলায় পানাহ চাওয়া যায়। তবে হাত তুলে আপনার কাছে ক্ষমা তো আমরা চাইতেই পারি। আর এই আমলের উসিলায় আমাদের পানাহ দান করুন।

আজ কারো দুয়ারে যাই নি আল্লাহ আজ আপনার শাহী দরবারে কান্না নিয়ে আপনার সামনে হাজির হয়েছি আপনি দয়া করে আমাদের মাফ করে দিন ইয়া রব!

আমি ছাড়া আপনার তো আরও অনেক বান্দা আছে। কিন্তু আপনি ছাড়া আমার তো আর কোন রব নাই। আমার আর কোন চাওয়ার জায়গা নাই। আর কোন পাওয়ার জায়গা নাই। আপনি ছাড়া আমার তো কেউ নাই ইয়া রব! আপনি তো বলেছেন, অভাবীকে তাড়িয়ে দিও না। আজ আমি অভাবী, ইয়া রব। তাহলে এই অভাবীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিবেন? আপনি

তো সব সময়, আমাকে সাহায্য করেন। শুধু মাঝে মাঝে পরীক্ষা নেন। এমন পরীক্ষা নিয়েন না। যেই পরীক্ষায় পাশ করতে পারব না।

আপনার সামনে এত গুনাহ নিয়ে কেমন করে দাঁড়াবো? এত গুনাহ নিয়ে আপনার সামনে দাঁড়াতে চাই না। আমার দ্বীন পালনের জন্যে সবকিছু সহজ করে দিন। আপনার সন্তুষ্টির পথ আমার জন্য সহজ করে দিন। আমাদের মাফ করে দিন ইয়া রব!

🔶শবে কদরের দো'আ/সব সময় পড়তে পারবেন এ দুআঃ

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আফুউন কারী-মুন তুহিব্বুল আফওয়া, ফা'ফু আন্নী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল (মহানুভব), ক্ষমাকে পছন্দ কর। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।(কমপক্ষে সাত বার)(তিরমিজি শরীফঃ৩৫১৩)

ইস্তেগফারঃ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ القَيّوُمُ وَأَتُوبُ إِلَيهِ.

উচ্চারণঃ আস্তাগফিরুল্লা-হাল ‘আযী-মাল্লাযী- লা ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কায়্যূমু ওয়া আতূবু ইলাইহি। (কমপক্ষে ৩বার)

অর্থঃ আমি মহামহিম আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাই, যিনি ছাড়া আর কোনো হক্ক ইলাহ নেই, তিনি চিরস্থায়ী, সর্বসত্তার ধারক। আর আমি তাঁরই নিকট তওবা করছি।(তিরমিজি শরীফঃ৩৫৭৫)

মা বাবার জন্য দুআঃ

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

উচ্চারণঃ রব্বির হামহুমা কামা রব্বাইয়া নী সগী-র।

অর্থঃ হে আমার রব,(মা-বাবা)তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন। (সূরাঃআল-ইসরাঃ২৪)

আমাদের পূর্ন হেদায়েত দান করুন। আমাদের আমলে পরিপূর্ন করে দিন। যতটা পূর্ণতা থাকলে আপনি খুশি হবেন ততটা পূর্ন বানিয়ে দিন। আমাদের গুনাহ গুলোকে নেক আমলে পরিবর্তন করে দিন।

২৩.আজকের দিনের দুআ

হে আল্লাহ! আমাকে এমন দৃষ্টিশক্তি দান করুন, যেন প্রতিটি পরীক্ষার পিছনে আমি প্রতিদান দেখতে পাই। আমার জীবনে, আমলে, আমার প্রতিটি বিষয়ে বরকত কামনা করছি। আপনি আমাকে উদাসীনতায় ছেড়ে দিবেন না, অসতর্ক অবস্থায় পাকড়াও করবেন না এবং হঠাৎ মৃত্যু দিবেন না।

আমার সম্পূর্ন জীবন, সম্পূর্ন সময় আপনার সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় করার তৌফিক দিন। আপনি যার সাথে সম্পর্ক রাখতে ও ছিন্ন করতে আদেশ করেছেন সেটা করার তৌফিক দিন।

হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দাদের ক্ষমা করে দিলাম, আমার জন্য আপনি এমন পথ বের করে দিন যেন আপনার বান্দারা আমাকে ক্ষমা করে দেয়। আমি আপনার কাছে এমন ঈমান চাই যা আমার অন্তরকে স্পর্শ করবে, এমন বিনয় চাই যা আমার দেহকে শামিল করবে, এমন শরীর চাই যা আপনার ইবাদত করতে সক্ষম এবং বিনয়কে সংযোগ করবে।

হে আল্লাহ! হিদায়ত এর পর পথভ্রষ্টতা থেকে, উদ্যমের পর অবসন্নতা থেকে, আনুগত্যের পর অবাধ্যতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমাদের বাড়িগুলো কুরআনের মাধ্যমে সৌন্দর্যমন্ডিত করুন এবং ভালবাসা ও প্রশান্তি দ্বারা তা ভরপুর করে দিন।

হে আল্লাহ! মানুষের মাঝে আমাকে প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ন করুন। মানুষের কাছে আমার গ্রহনযোগ্যতা বাড়িয়ে দিন, আমার জন্য মানুষের কাছে আপনার দ্বীনের দাওয়াত সঠিকভাবে সর্বোত্তম উপায়ে পৌঁছানো সহজ করে দিন।

আমার পরিবারের জন্য আমাকে সর্বোত্তম স্বামী/স্ত্রী /সন্তান বানিয়ে দিন। আমার বাড়ির দিকে শয়তানের জন্য কোন পথ রাখবেন না। আপনার ইবাদত পালনে আমার স্বামী/স্ত্রী

/সন্তান/পরিবারের জন্য আমাকে সহযোগী বানান। তাকে/তাদেরকে আমার জন্য সহযোগী বানিয়ে দিন।

হে আল্লাহ আপনি আমাদের অন্তরকে মূসা (আঃ) এর মায়ের অন্তরের মত দৃঢ়, প্রশান্ত করে দিন। আমরা যেন পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারি। আপনি আমাদের সুলাইমান (আঃ) এর মত দুআ করার তৌফিক দিন।

আপনি আমাদেরকে এমন মুসিবতে ফেলবেন না যাতে আমরা লাঞ্চিত হব। আর যখন পরীক্ষায় ফেলবেন তখন আমাদের অবিচল রাখবেন আমরা যেন আপনার দ্বীনে অটল অবিচল থাকতে পারি।

হে আল্লাহ! আমাদের ভাগ্যে আপনার এতটুকু ভয় দান করুন, যার মাধ্যমে আমাদের ও আপনার অবাধ্যতার মাঝে পর্দা তৈরি হবে এবং আমরা আপনার আনুগত্য করতে পারব যা আমাদের জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। যার মাধ্যমে আমাদের দুনিয়া আখিরাতের যাত্রা কল্যানের পথে সহজ হবে সেটা করার তৌফিক দিন।

হে আল্লাহ আমাদের চোখ, নাক, কান ও শক্তিকে আপনার প্রিয় জিনিস উপভোগে লাগিয়ে দিন। আমাদের শক্তিকে আমাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগবেন না, আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে কাজে লাগান।

হে আল্লাহ সকল মুসলিম দেশে আপনার দুর্বল বান্দাদের সাহায্য করুন। তাদের মুক্ত করে দিন। দুশ্চিন্তাগ্রস্তদের দুশ্চিন্তা দূর করে দিন, বন্দীদের বন্দীত্ব দূর করে দিন।যারা গুমের শিকার হয়েছে আপনিই তাদের উত্তম অভিভাবক হয়ে যান।

হে আল্লাহ আমাদের একাগ্রচিত্তে এমনভাবে সালাত আদায় করার তৌফিক দিন যেন সালাত আদায় করার সময় ক্ষনস্থায়ী দুনিয়ার চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত না হই, নোংরা চিন্তায় লিপ্ত না হই। প্রতিটি সালাতকে বিদায়ী সালাত ভেবে আদায় করার তৌফিক দিন।

২৪.আজকের দিনের দুআ

হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে পূর্ণ ও স্থায়ী সুস্থতা প্রার্থনা করছি এবং সুস্থতার উপর আপনার শোকর আদায় করছি। আপনার দেয়া নিয়ামতের মাধ্যমে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে পানাহ চাচ্ছি।

হে আল্লাহ আমাকে আমার স্বামী/স্ত্রীর আনুগত্য করা এবং তাকে সুখী করার ক্ষেত্রে সাহায্য করুন। আমার অন্তরে আমার স্বামী/স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা দান করুন এবং তাকে ভালবাসার তৌফিক দিন। আমাদেরকে আপনার আনুগত্যে একত্রিত করুন, আপনার আনুগত্যের জন্য পরস্পরের সহযোগী বানান। আমাকে তার দৃষ্টি হারাম থেকে বিরত রাখার সওয়াব দান করুন এবং হালালের মাধ্যমে তাকে হারাম থেকে বিরত রাখার সওয়াব দান করুন।

হে আল্লাহ আমার জন্য জীবনে যতক্ষণ কল্যান বাকী থাকবে ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখুন, যখন আমার মৃত্যুতে কল্যান তখন আমাকে মৃত্যু দান করুন। আমি আপনার কাছে মৃত্যুর পর সুখময় জীবন প্রত্যাশা করছি।

হে আল্লাহ আপনি আমাকে সৎ সঙ্গ, উত্তম পরিবেশ, দুনিয়া আখিরাতে প্রশান্তির আবাস মিলিয়ে দিন। যেখানে আমি আপনাকে কল্যান ও আফিয়াহর সাথে বেশি বেশি স্মরণ করতে পারব। মন্দ সঙ্গ, মন্দ পরিবেশ, মন্দ আবাস থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

হে আল্লাহ আপনি আমাদের মা বাবার খেদমত করার তৌফিক দিন এবং তাদের অবাধ্যতা থেকে আমাকে মুক্তি দিন। তাদের জীবনে বরকত দিন, মৃত্যুর পর তাদের প্রতি রহম করুন। তাদের সুস্থতা, হিদায়ত দিন।

জান্নাত লাভের পথে যেকোন বাঁধা অতিক্রমে আপনি যথেষ্ট হয়ে যান। মৃত্যুর আগে তাদের সব গুনাহ মাফ করে দিন। তাদেরকে সুন্দর জীবন, পবিত্র রিজিক, উত্তম আমলের তৌফিক দিন। অন্যের কাছে তাদের কোন প্রয়োজন বাকী রাখবেন না। তারা দুনিয়ায় যা চায় সেসবের কল্যানকর বিষয় দিয়ে আপনি তাদের চক্ষুশীতল করে দিন। তাদের জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন।

২৫.আজকের দিনের দুআ

হে আল্লাহ আমি যেন আপনাকে প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সর্ব অবস্থায় ভয় করতে পারি। আমাকে মানুষের মাঝে আপনার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত এবং আপনাকে সর্বাধিক ভয় পাওয়ার তৌফিক দিন। সে পর্যায়ের ভয় দান করুন, সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাকওয়া যার কারনে আমাদের ও আপনার অবাধ্যতার মাঝে পর্দা পড়ে যায়। (যারা আল্লাহ সম্পর্কে বেশি জানে তারাই তাঁকে ভয় করতে পারে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একমাত্র আলিম- জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।)

হে আল্লাহ আমার অন্তরকে আপনার আশার মাধ্যমে পূর্ন করে দিন এবং অন্যদের থেকে আমার আশা দূর করে দিন। আমাকে শুধুমাত্র আপনার মুখাপেক্ষী করুন। স্বল্প ঘুম, স্বল্প আহারকে আমার জন্য যথেষ্ট করে দিন।

হে আল্লাহ মীযানের পাল্লায় আমার ভাল কাজগুলো যেন সবচেয়ে বেশি ওজনদার হয়। আমি যেন ডানহাতে আমলনামা প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। আপনি আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, যারা ভালো কাজে প্রতিযোগীতা করে, অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকে, জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে অবস্থানকারী, যাদের আপনি গুনাহের কাজ থেকে হেফাজতে রেখেছেন।

হে আল্লাহ আপনি আমাকে নিরাপদে রাখুন আমার সামনের, পিছনের, ডানের, বামের, উপরের, নিচের বিপদ থেকে। আপনার মহত্বের দোহাই দিয়ে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিম্নদেশ থেকে আগত বিপদ ও আকস্মিক মৃত্যু থেকে।

২৬.আজকের দিনের দুআ

হে আল্লাহ আমাদের ও আমাদের উত্তরসূরিদের উপযুক্ত ইসলামিক পরিবেশে থাকার তৌফিক দিন। আমরা যেন দ্বীনি পরিবেশ, সঙ্গ পাই। আমাদের সন্তানেরা যেন নেক, ঈমানদার ও সুস্থ হয়। তাদেরকে নেক হায়াত ও উত্তম রিযিক দান করুন। আমাদের সন্তানদের বিশুদ্ধ ক্বলব দান করুন। তারা যেন কুরআন, হিজাব, ইসলামি বিধিবিধান ভালবেসে নিজের মধ্যে ধারন করতে পারে ইয়া হাফিজ।

তাদের কে দুনিয়া আখিরাতে ভালো রাখুন। এই জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সহজতা দিয়েন যেন পরবর্তীতে Door of Gratitude দিয়ে আপনার দরবারে প্রবেশ করতে পারে ইয়া কাইয়্যুম। ইয়া হাদী তারা যেন সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে অটল থাকতে পারে। তাদের জন্য তাদের নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত কবুল করে নিন।

তারা যেন সত্যকে সহজে চিনে নিতে পারে এবং সেটাকে অন্তরে ধারন করতে পারে। ইয়া মুহাইমিন তাদেরকে সবধরনের অশ্লীলতা ও হারাম থেকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করুন। ইয়া আজীজ তাদেরকে Diseases,Calamities, Accidents,Bullying, Islamophobia থেকে রক্ষা করুন। আপনি তাদের সবধরনের খারাবী,এডিকশন থেকে দূরে রাখুন।

তারা যেন দ্বীনের দায়ী হতে পারে সে তৌফিক দিন। তাদেরকে নেককার, চক্ষুশীতলকারী জীবনসঙ্গী দান করুন। তাদের পরিবার ও যেন নেককার,ভাল হয়। তাদেরকে যেন আপন করে নেয়। তাদেরকে এমন বন্ধুবান্ধব দান করুন যারা তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও ভাল কাজে উৎসাহ দিবে, আপনার কথা মেনে চলতে সাহায্য করবে। প্রথমে আল্লাহ ও তারপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সবচেয়ে বেশি ভালবাসার তৌফিক দিন।

আমাদের সন্তানেরা যেন নামায কায়েমকারী ও কুরআন হিফাজতকারী হয়। তারা যেন কুরআন বুঝতে ও সে অনুযায়ী আমল করতে পারে। তারা যেন দ্বীনের বিষয়ে দৃঢ় হয়,কোন কনফিউশান যেন না থাকে।

আপনি তাদের সবধরনের ঋণমুক্ত রাখুন। তারা যেন সবসময় দিতে পারে। তাদেরকে সবসময় উপরের হাত বানান, যারা দিতে পারে। তাদেরকে নিচের হাত বানাবেন না যারা অন্যের থেকে নেয়। Make them Givers, Not Takers. আমাদের সন্তানদের আমাদের ভুল শিক্ষা হতে হেফাজত করুন।

হে আল্লাহ আমাদের সকল পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীদের জান্নাতুল ফেরদৌসে একত্রিত করুন। আমাদের সাথে আমাদের সন্তানদের পারষ্পরিক সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ, ভালবাসা, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব যেন থাকে। কখনো যেন আমাদের সম্পর্কে বিরুদ্ধাচরন, বিদ্রোহিতা, অবাধ্যতা, ঝগড়াবিবাদ, সম্পর্কচ্ছেদ না আসে।

আমাদের সন্তানেরা যেন তাকওয়াবান, উদার, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, সুন্দর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। তারা যেন সবার ভালবাসা ও সম্মান পায়। তাদেরকে সবার কাছে কল্যান ও আফিয়াহর সাথে গ্রহনযোগ্য করে দিন। তারা যেন সঠিকভাবে, সহজে ও সর্বোত্তম উপায়ে আপনার দ্বীনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে।

আমাদেরকে ভাল অভিভাবক হওয়ার তৌফিক দিন আমরা যেন তাদের জন্য আদর্শ হতে পারি। তাদেরকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার সবর, জ্ঞান, হিকমত দিন।

আমাদেরকে হক আদায় করার তৌফিক দিন। আমাদের জন্য সহজ ও বরকতময় করে দিন। আমাদের স্বামী/স্ত্রী, সন্তান সন্ততি, মা বাবা, পরিবার পরিজন, বন্ধু বান্ধব, প্রতিবেশী কেউ যেন আমাদের জন্য পরীক্ষার কারন না হয়। তারা যেন আমাদের জীবনে নিয়ামত হিসেবে থাকে। আমাদের দুনিয়ার এ জীবনের পথচলা আখিরাতের পাথেয় অর্জনের জন্য সহজ ও বরকতময় করে দিন।

২৭.আজকের দিনের দুআ

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ৪টি কাজ বেশি বেশি করতে বলেছেন। (সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস নং ১৮৮৭)

১) কালিমা পাঠ

২) ইস্তেগফার

৩) জান্নাত প্রার্থনা

৪) জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য দুআ

১। কালিমায়ে তায়্যিবা

لا إله إلا الله

উচ্চারনঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই।

২। ইস্তেগফার করা

أَسْتَغْفِرُ الله

উষ্চারনঃ আস্তাগফিরুল্লাহ।

অর্থঃ আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত ইস্তেগফারটি পড়বে তাকে মাফ করে দেওয়া হবে যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করে (অর্থাৎ ভয়াবহ কোন গুনাহ করলেও তাকে মাফ করে দেওয়া হবে)। –সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৫১৯; সুনানে তিরমিজী, হাদীস নং ৩৫৭৭

🔶 ইস্তিগফারটি এই-

أَسْتَغْفِرُ الله الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ

الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

উষ্চারনঃ আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুমু ওয়া আতু-বু ইলাইহি।

অর্থ: আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি – যিনি চিরস্থায়ী চিরঞ্জীব, আমি তাঁর কাছেই তওবা করছি।

৩। আল্লাহ তাআলার নিকট জান্নাত চাওয়াঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ

উষ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট জান্নাত চাই।

৪। আল্লাহর নিকট জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়া।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

উষ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনান্নার।

অর্থ: হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই।

উভয়টি একসাথে এভাবে বলা যায়-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আউযু বিকা মিনান্নার।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত কামনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

২৮.আজকের দিনের দুআ

১)উত্তম মৃত্যুর জন্য দুআঃ

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ

উচ্চারনঃ আল্লহুম্মা ইন্নি আসআলুকা হুসনাল খ-তিমাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উত্তম মৃত্যু চাই।

২)সবসময় পড়ার দুআঃ

اللهم إنّي أسئلك العافية

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফিয়াহ।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার কাছে আমি নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করছি।

🔶রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আব্বাস (রা.) একবার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একটি দোয়া শিখিয়ে দেয়ার অনুরোধ করলেন।

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে যে দোয়াটি শিখালেন, তা হলো, اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ

“আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফিয়াহ”।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ‘আফিয়াহ’ (দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত থাকা) চাই।

🔶কী অর্থ 'আফিয়ার'?

আফিয়াহ অর্থ দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত থাকা। আপনি আফিয়াহতে আছেন, যদি আপনি সুস্থ থাকেন। আপনি আফিয়াহতে আছেন, যদি প্রয়োজন মাফিক রিযিক থাকে আপনার। যদি জীবনকে আপনি উপভোগ করতে পারেন, যদি আপনার সন্তানেরা সুরক্ষিত থাকে সবধরনের অনিষ্টতা থেকে, আপনি আফিয়াহতে আছেন। যদি আপনাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যদি দেয়া না হয় কোনো শাস্তি বা আযাব, আপনি আফিয়াহতে আছেন।

সুবহানাল্লাহ! কত সংক্ষিপ্ত দোয়া, অথচ কী ব্যাপক অর্থবোধক! আপনি আফিয়াহ চাচ্ছেন, তার মানে আপনি আল্লাহকে বলছেন, তিনি যেন আপনাকে বাঁচিয়ে রাখেন যে কোনো যন্ত্রনা, কষ্ট, অসচ্ছলতা, ক্ষতি ও পরীক্ষা থেকে। দুনিয়া আখিরাতের যাবতীয় মুসিবত থেকে।

আব্বাস (রা.)-কে যখন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়াটির কথা বললেন, তিনি বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! এত ছোট দোয়া! আমি তো আরো বড় কিছু চেয়েছিলাম।"রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিয়েছিলেন, "প্রিয় চাচা! আল্লাহর কাছে আফিয়াহ চান। দোয়ার মধ্যে আফিয়ার চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারে না।" (সুনান তিরমিযি, ২৬৭৫ ও রিয়াদুস সালেহীন।)

৩)হেদায়াতের পর অন্তরের বক্রতা হতে মুক্তি চাওয়াঃ

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

উচ্চারনঃ রব্বানা-লা-তুযিগ্ কুলূবানা- বা'দা ইয্ হাদাইতানা-অহাবলানা-মিল্ লাদুন্কা রহমাহ , ইন্নাকা আন্তাল্ অহহা-ব্।

অর্থঃ হে আমাদের রব, আপনি হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। (সুরা আল ইমরান – আয়াত ৮)

৪)গুনাহ মাফের দুআ/শবে কদর+অন্যান্য সবসময় ও পড়া যাবেঃ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওয়ুন; তুহিব্বুল আফওয়া; ফাফু আন্নি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল; ক্ষমা করতে ভালো বাসেন; অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিজি, মিশকাত)

🔶আফু' শব্দটা দিয়ে এমন ধরনের ক্ষমাকে বুঝানো হয় যা দ্বারা গুনাহ আমলনামা থেকে এমনভাবে মুছে দেয়া হয় যেন সেটার অস্তিত্বই কখনো ছিল না।

৫)দ্বীনে অটল থাকার দুআঃ

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বেশি বেশি এই দোয়া করতেন;

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ

উষ্চারণঃ 'ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব,সাব্বিত কালবি আলা দ্বীনিক'।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আপনি আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন'।

যখন মনে হবে দ্বীন নিয়ে টিকে থাকতে পারছেন না,তখন এ দুআ পড়ুন।সবসময় এ দুআ পড়ুন।মানুষের অন্তর খুব দ্রুত পরিবর্তনশীল।

৬)স্বামী স্ত্রী সন্তানের জন্য দুআঃ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

উষ্চারনঃ রব্বানা হাবলানা-মিন্ আযওয়া-জিনা-অ যুরিয়্যা-তিনা-কুররতা আ'ইয়ুনিও অজ্ব'আলনা লিমুত্তাকীনা ইমা-মা।

অর্থঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর করুন এবং আমাদেরকে সংযমীদের আদর্শস্বরূপ করুন।" (সুরা ফুরকানঃ৭৪)

এই দুআর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি আল্লাহ যেন আমাদের জীবনসঙ্গীদের, আমাদের সন্তানদের কে আমাদের জন্য "চক্ষু শীতলতাকারী" বানিয়ে দেন। আমাদেরকে এমন স্বামী-স্ত্রী,সন্তান সন্ততি দান করেন যেন তাদের দিকে তাকালেই আমাদের চোখ, মন এবং অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়।

এই দুআর বিষয়বস্তু আমরা এভাবে বর্ননা করতে পারি। আরবের মরুভূমিতে প্রায়ই বালুর ঝড় হতো। সেই উত্তপ্ত বালুর ঝড়ে যদি চোখের মধ্যে বালুকনা প্রবেশ করে সেটা খুবই কষ্টকর।এমন অবস্থায় ঠান্ডা পানির ঝাপটা চোখ,অন্তর যেভাবে ঠান্ডা করে দেয় তার সাথে অন্য কোন কিছুরই তুলনা হয় না।

এই দুআর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অসম্ভব সুন্দর ভাবে এ বিষয়গুলো বুঝিয়েছেন যে, সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বামী স্ত্রী যেন একে অপরের জন্য চক্ষুশীতলকারী হয়,একে অপরের সাপোর্ট হয়।বিয়ের সাথে সাথে সন্তানের বিষয়ও চলে আসে। আমরা যেন

দুনিয়ায় নেককার সন্তান রেখে যেতে পারি যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবে, আমাদের জন্য সাদাকায়ে জারিয়ার উৎস হবে। এমন নেক সন্তান দুনিয়ায় রেখে যাওয়া যারা আমাদের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও উম্মাহর কল্যানের জন্য কাজ করবে, এবং আমাদের জান্নাতের উসিলা হবে।

শয়তান সবসময় পরিবার ভাঙতে চায়, কারন পরিবার হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেই দ্বীনের শিক্ষা,দ্বীন পালন মজবুত হয়। পরিবার ভাঙতে পারলেই শয়তান সবচেয়ে বেশি খুশি হয়।

এজন্য বিবাহিত, অবিবাহিত সবাই এই দুআ বেশি করে পড়বেন। বিয়ে হচ্ছে না, সংসারে অশান্তি, সন্তান কথা শোনে না ইত্যাদি সমস্যার জন্য এই দুআকে নিয়মিত আমলের অংশ করে নিন। আল্লাহর কাছে দুআ করুন।তিনিই আপনার অন্তরের প্রশান্তি দান করবেন।

৭)খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা দুআঃ

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

উচ্চারনঃ রব্বানাগফিরলি অলিওয়া লিদাইয়্যা অ- লিলমুমিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসা-ব্।

অর্থ: হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। (সূরা ইবরাহিম- আয়াত ৪১)

এখানে পিতামাতার পাশাপাশি অন্য মুমিনদের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে আর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাহলে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য একটি করে সওয়াব আল্লাহ তার আমল নামায় লিখে দেবেন (ত্বাবরানী, শাইখ আলবানী হাদীছটিকে হাসান সহিহ বলেছেন, সহীহুল জামে হা/৬০২৬)

৮)মা বাবার জন্য দুআঃ

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

উচ্চারনঃ রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বা ইয়ানি ছাগিরা।

অর্থঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমার পিতা-মাতার প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়া, মায়া, মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।"

৯)জান্নাত প্রার্থনা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির দুআঃ

اَللهُمَّ انَّ نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّار

উচ্চারনঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউজুবিকা মিনান নার।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাই।”

১০)দুনিয়া আখিরাতের কল্যানের জন্য দুআঃ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারনঃ রব্বানা আতিনা ফিদুনিয়া হাসানা, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানা, ওয়াকিনা আজাবান্নার।

অর্থ : হে আমার প্রভু! আমাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর, আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। (সূরা বাকারা : ২০১ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত এ দোয়াকে সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া বলা হয়।)

এ দুআর মাধ্যমে দুনিয়া আখিরাতের সকল কল্যান চাওয়া হয়ে যায়।

১১)সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়াঃ

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِر لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারনঃ আল্লাহুম্মা আনতা রব্বি লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, খালাক্কতানি ওয়া আনা আবদুক, ওয়া আনা আ'লা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাস্তা-তোয়া'ত, আ'উযুবিকা মিন শাররি মা ছানাআ'ত আবু-উ-লাকা বিনি'মাতিকা আলায়্যা ওয়া-আবু-উ-বি-যানবি, ফাগফিরলী, ফা-ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা আনতা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আর আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে যে ওয়াদা করেছি তা পূরণ করার চেষ্টায় রত আছি, আমি আমার কর্মের অনিষ্ট থেকে পানাহ্ চাই, আমি স্বীকার করছি আমার প্রতি তোমার প্রদত্ত নিয়ামতের কথা এবং আমি আরো স্বীকার করছি আমার পাপে আমি অপরাধী, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি ছাড়া ক্ষমা করার আর কেউ নাই।

১২)মূসা (আঃ) এর জীবিকার জন্য যে দুআ করেছিলেনঃ

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِير

উচ্চারণ : 'রাব্বি ইন্নি লিমা আনজালতা ইলাইয়্যা মিন খাইরিন ফাকির।'

অর্থ : 'হে আমার প্রভু! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাজিল করবে, নিশ্চয় আমি তার মুখাপেক্ষী।' (সূরা কাসাস : আয়াত ২৪)

যখন মনে হবে কি করবেন,কি দুআ করবেন, কি করা উচিত কোন কিছুই বুঝতে পারছেন না তখন এই দুআটা পড়ুন।আপনার কি প্রয়োজন সেটা আপনি না জানলেও আল্লাহ জানেন।আল্লাহ সে অনুযায়ী সর্বোত্তম ব্যবস্থা করে দিবেন।

মূসা (আঃ) ভূলবশত মিশরে একটা হত্যার ঘটনার পর জীবন বাঁচাতে মাদইয়ানে চলে আসেন। রাজপুত্র থেকে এক মুহূর্তে পথের ফকীর। সাথে কোন কিছুই নেই, না কোন জামা কাপড় না কোন বাড়তি টাকা পয়সা। তিনি গাছের নিচে বসে এই দুআটা পড়েছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মুহূর্তের মধ্যেই মূসা (আঃ) এর রিযিক, কর্মসংস্থান, বিয়ে, পরিবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ!

২৯.আজকের দিনের দুআ

১)রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদের সময় এ দুআ পড়তেনঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

উচ্চারনঃ লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল আজিমুল হালিম, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রব্বুস সামাওয়াতে ওয়াল আরদি রুব্বুল আরশিল আজিম।

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। যিনি মহান ও ধৈর্যশীল। আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই আসমান যমীনের প্রতিপালক ও মহান আরশের প্রভু।(ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৭৯২)

২)বিপদের সময় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুআ পড়তেনঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

উচ্চারনঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আজিমুল হালিম; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আজিম; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদি ওয়া রাব্বুল আ’রশিল কারিম।

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, যিনি অতি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ও অশেষ ধৈর্যশীল, আরশে আযীমের প্রভু। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। আসমান যমীনের প্রতিপালক ও সম্মানিত আরশের মালিক। আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই।(ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৭৯৩)

৩)দুরুদে ইব্রাহিমঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি (আপনার নিকটস্থ উচ্চসভায়) মুহাম্মাদকে সম্মানের সাথে স্মরণ করুন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকে, যেমন আপনি সম্মানের সাথে স্মরণ করেছেন ইবরাহীমকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনদেরকে। নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত প্রশংসিত ও মহামহিমান্বিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপর বরকত

নাযিল করুন যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত প্রশংসিত ও মহামহিমান্বিত।

উষ্চারনঃ আল্লা-হুম্মা সাল্লি ‘আলা মুহাম্মাদিউওয়া ‘আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া ‘আলা আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বারিক ‘আলা মুহাম্মাদিউওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা বা-রাকতা ‘আলা ইব্রাহীমা ওয়া ‘আলা আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

🔶 হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাসমূহ মাফ করে দিন এবং আমার জন্য আপনার দয়ার দরজাগুলো খুলে দিন। হে আল্লাহ, আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে হেফাযত করুন।

হে আল্লাহ! জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রব্ব, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, গায়েব ও প্রকাশ্য সব কিছুর জ্ঞানী, আপনার বান্দাগণ যেসব বিষয়ে মতভেদে লিপ্ত আপনিই তার মীমাংসা করে দিবেন। যেসব বিষয়ে মতভেদ হয়েছে তন্মধ্যে আপনি আপনার অনুমতিক্রমে আমাকে যা সত্য সেদিকে পরিচালিত করুন। নিশ্চয় আপনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।

৩০.আজকের দিনের দুআ

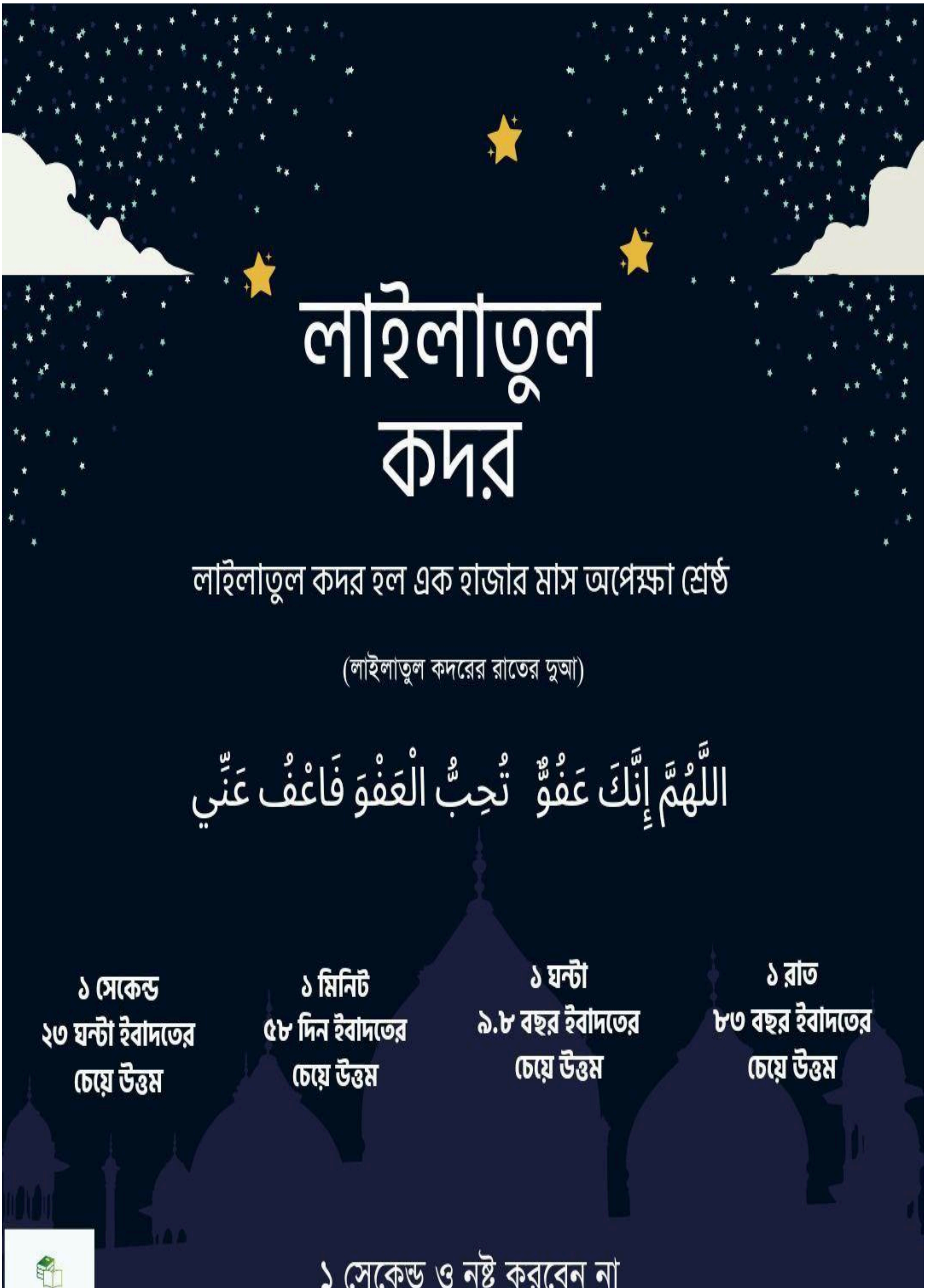
হে আমাদের রব! আমাদের তরফ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

উষ্চারনঃ রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস সামিউল আলীম।(সুরা বাকারাঃ আয়াত ১২৭)

🔶যখন ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন তখন তারা বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ করুন; নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।

কোন আমল আমাদের উপকার করতে পারবে যখন সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কবুল করবেন। ইব্রাহিম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) কাবাঘরের ভিত্তি স্থাপনের মত এত মর্যাদাপূর্ন কাজ করার সময়ও সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে কবুলের জন্য বারবার দুআ করেছেন। এ থেকে আমরা এর গুরুত্ব বুঝতে পারি যে আমল করে গেলেই হবে না, সেটা আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছে কিনা সেটা গুরুত্বপূর্ণ। আমল যেন কবুল হয় এজন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে।


লাইলাতুল
কদর
লাইলাতুল কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
(লাইলাতুল কদরের রাতের দুআ)
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
১ সেকেন্ড
২৩ ঘন্টা ইবাদতের
চেয়ে উত্তম
১ মিনিট
৫৮ দিন ইবাদতের
চেয়ে উত্তম
১ ঘন্টা
৯.৮ বছর ইবাদতের
চেয়ে উত্তম
১ রাত
৮৩ বছর ইবাদতের
চেয়ে উত্তম
১ সেকেন্ড ও নষ্ট করবেন না

কোন রাতটি লাইলাতুল কদর?

এ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ হাদীসে নিম্নবর্ণিত বাণী রয়েছে :

[১] এ রাতটি রমযান মাসে। আর এ রাতের ফযীলত কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে।

[২] এ রাতটি রমাযানের শেষ দশকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :
تَحَرُّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
“রমাযানের শেষ দশদিনে তোমরা কদরের রাত তালাশ কর।” (বুখারী : ২০২০; মুসলিম : ১১৬৯)

[৩] আর এটি রমযানের বেজোড় রাতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :
تَحَرُّوْا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
“তোমরা রমাযানের শেষ ১০ দিনের বেজোড় রাতগুলোতে কদরের রাত খোঁজ কর।” (বুখারী : ২০১৭)

[৪] এ রাত রমযানের শেষ সাত দিনে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :
فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرِّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ
“যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদর (কদরের রাত) অন্বেষণ করতে চায়, সে যেন রমাযানের শেষ সাত রাতের মধ্য তা অন্বেষণ করে।” (বুখারী : ২০১৫; মুসলিম : ১১৬৫)

[৫] রমাযানের ২৭ শে রজনী লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

ক উবাই ইবনে কাব হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন যে,
وَاللهِ إِنِّيْ لأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِقِيَامِهَا هِىَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ
আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যতদূর জানি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যে রজনীকে কদরের রাত হিসেবে কিয়ামুল্লাইল করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হল রমাযানের ২৭ তম রাত। (মুসলিম : ৭৬২)

(খ) আব্দুল্লাহ বিন ‘উমার থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :
مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرِّهَا لَيْلَةَ السَّبْعِ وَالْعِشْرِيْنَ
“যে ব্যক্তি কদরের রাত অর্জন করতে ইচ্ছুক, সে যেন তা রমাযানের ২৭শে রজনীতে অনুসন্ধান করে। (আহমাদ : ২/১৫৭)

[৬] কদরের রাত হওয়ার ব্যাপারে সম্ভাবনার দিক থেকে পরবর্তী দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল ২৫ তারিখ, তৃতীয় হল ২৯ তারিখে। চতুর্থ হল ২১ তারিখ। পঞ্চম হল ২৩ তারিখের রজনী।

[৭] সর্বশেষ আরেকটি মত হল- মহিমান্বিত এ রজনীটি স্থানান্তরশীল। অর্থাৎ প্রতি বৎসর একই তারিখে বা একই রজনীতে তা হয় না এবং শুধুমাত্র ২৭ তারিখেই এ রাতটি আসবে তা নির্ধারিত নয়। আল্লাহর হিকমত ও তাঁর ইচ্ছায় কোন বছর তা ২৫ তারিখে, কোন বছর ২৩ তারিখে, কোন বছর ২১ তারিখে, আবার কোন বছর ২৯ তারিখেও হয়ে থাকে।

🔶ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহ) একটি বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে বলেছেন,
যদি রামাদান মাস ৩০ দিনে হয়, তবে শেষ দশকের জোড় রাতগুলোতেও কদর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাসুল (সঃ) বলেন, ‘(শেষ দশকের) অবশিষ্ট নবম রাতে, অবশিষ্ট সপ্তম রাতে, অবশিষ্ট পঞ্চম রাতে এবং অবশিষ্ট তৃতীয় রাতে (লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করো)।’
[আবু দাউদ ত্বয়ালিসি, আল-মুসনাদ: ৯২২; আলবানি, সহিহু সুনানিত তিরমিযি: ৬৩৬; হাদিসটি সহিহ]

এ হাদিস থেকে আমরা দেখতে পারি যে, যদি কোনো রামাদান মাস ৩০ দিনের হয়, তাহলে অবশিষ্ট নবম রাতটি হবে রামাদানের ২২ তম রাত, অবশিষ্ট সপ্তম রাতটি হবে ২৪ তম রাত, অবশিষ্ট পঞ্চম রাতটি হবে ২৬ তম রাত এবং অবশিষ্ট তৃতীয় রাতটি হবে ২৮ তম রাত। আর এভাবেই বিশিষ্ট সাহাবি আবু সাঈদ খুদরি (রা) কদরের রাত সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন।
(এই গণনা শেষ দিক থেকে করা হয়েছে। হাসান বাসরি (রাহ) থেকেও এভাবে গণনার পক্ষে দলিল রয়েছে)

যদি রামাদান মাস ২৯ দিনের হয়, তাহলে উক্ত হাদিস অনুযায়ী কদরের রাত পড়বে শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে। ঈমানদারদের উচিত, রামাদানের শেষ দশকের প্রতিটি রাতেই লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করা।
[মাজমু‘উ ফাতাওয়া: ২৫/২৮৪-২৮৫]

কদর যে জোড় রাতেও হতে পারে, তার একটি প্রমাণ হলো সাহাবি ইবনু আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য। তাবি‘ঈ ইকরামা (রাহ) ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘তোমরা ২৪ তম রাতে (কদর) তালাশ করো।’
[বুখারি, আস-সহিহ: ২০২১]

২৪ তম রাতের ব্যাপারে হাসান সনদের একটি মারফু হাদিসও সংকলন করেছেন ইমাম আহমাদ ও তাবারানি (রাহিমাহুমাল্লাহ)।

প্রখ্যাত ফকিহ ও মুহাদ্দিস ইমাম ইবনু উসাইমিন (রাহ)-ও বলেছেন, জোড়-বেজোড় যেকোনো রাতেই কদর হতে পারে।
[আশ-শারহুল মুমতি': ৬/৪৯২]

এজন্য আমরা হাদিসে দেখি, নবিজি শুধু বেজোড় রাতে নয়, শেষ দশকের প্রতিটি রাতেই ইবাদত করতেন। আয়িশা (রা) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রমাদানের) শেষ দশকে যে পরিমাণ আমল করতেন, অন্য কোনো সময়ে সে পরিমাণ আমল করতেন না।'
[মুসলিম, আস-সহিহ: ১১৭৫]

তবে, কোনো সন্দেহ নেই যে, কদরের রাত বেজোড় রাতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এ প্রসঙ্গে অনেক হাদিস এসেছে। তাই, আমরা বেজোড় রাতগুলো বেশি গুরুত্ব দেবো, তবে জোড় রাতগুলোতে অবহেলা করবো না। কারণ জোড় রাতগুলোতেও কদর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

লাইলাতুল কদরে পাঠ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সাতটি সহিহ যিকর ও তাসবিহ

❖ [যিকর নং: ০১] সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ও আল্লাহু আকবার—প্রতিটি ১০০ বার করে পড়া।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

► "যে ব্যক্তি ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে, সে ১০০ ক্রীতদাস মুক্ত করার সওয়াব পাবে;

► যে ব্যক্তি ১০০ বার 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলবে, সে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য ১০০ টি সাজানো ঘোড়ায় মুজাহিদ প্রেরণের সওয়াব পাবে;

► যে ব্যক্তি ১০০ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে, সে ১০০টি মাকবুল (কবুলকৃত) উট কুরবানির সওয়াব পাবে;

► যে ব্যক্তি ১০০ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, সে এত সওয়াব পাবে, যার ফলে আসমান ও যমিন পূর্ণ হয়ে যাবে।" [ইবনু মাজাহ: ২/১২৫২, মুসনাদ আহমাদ: ৬/৩৪৪, হাদিসটি হাসান]

❖ [যিকর নং: ০২] একটি গুরুত্বপূর্ণ তাসবিহ কমপক্ষে ১০০ বার পড়ার চেষ্টা করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার পড়বে—

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

[মোটামুটি উচ্চারণ: লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।]

অর্থ: আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো সার্বভৌম সত্তা নেই। তিনি এক; তাঁর কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব এবং প্রশংসা কেবল তাঁরই; তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

► সে ১০টি গোলাম মুক্ত করার সওয়াব পাবে;
► তার জন্য ১০০ সওয়াব লেখা হবে;

► তার ১০০ গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে;
► ওই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে এবং (সন্ধ্যায় বা রাতে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে)
► ওই দিনের হিসেবে কেউ তার চেয়ে উত্তম সওয়াবের কাজ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, ওই ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে বেশি পড়বে।" [সহিহ বুখারি: ৩২৯৩, আবু দাউদ: ৫০৭৭]

অন্য হাদিসে এসেছে, "যে ব্যক্তি প্রত্যেকটি দশবার করে বলবে, সে ইসমাঈল (আ)-এর বংশের চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দেওয়ার নেকি পাবে।" [সহিহ বুখারি: ৬৪০৪]

❖ [যিকর নং: ০৩] লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ খুব বেশি পরিমাণে পড়তে থাকা।

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" ' [তিরমিযি: ৩৩৮৩, হাদিসটি হাসান]

❖ [যিকর নং: ০৪] 'সুবহানাল্লাহিল আযীমি ওয়া বিহামদিহি' বেশি পরিমাণে পাঠ করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি—
سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وبِحَمْدِهِ

(সুবহানাল্লাহিল আযীমি ওয়া বিহামদিহি) পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুরগাছ রোপণ করা হয়।" [তিরমিযি: ৩৪৬৪, হাদিসটি হাসান সহিহ]

❖ [যিকর নং: ০৫] 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম' বেশি করে পড়া।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "দুটি বাক্য এমন রয়েছে, যা উচ্চারণে সহজ, আমলের পাল্লায় অনেক ভারী এবং আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। তা হলো—
سُبْحَانَ اللّٰهِ وبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ

[উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহি ওয়া বি'হামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম।" [সহিহ বুখারি: ৬৪০৬]

❖ [যিকর নং: ০৬] 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' ১০০ বার বা আরো বেশি পাঠ করা।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যদি কেউ দিনের মধ্যে ১০০ বার পড়ে—
سُبْحَانَ اللّٰهِ وبِحَمْدِهِ

(সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি) তার সকল (সগিরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।" [সহিহ বুখারি: ৬৪০৫]

❖ [যিকর নং: ০৭] লা 'হাউলা ওয়া লা কুও-ওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ' বেশি বেশি পাঠ করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ওহে আব্দুল্লাহ ইবন কায়েস! আমি কি জান্নাতের এক রত্নভাণ্ডার সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করবো না?" আমি বললাম, নিশ্চয়ই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন, "তুমি বলো—
لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

[উচ্চারণ: লা 'হাউলা ওয়ালা ক্বুও-ওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ]

অর্থ: আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় নেই এবং (নেক আমল করার) কোনো শক্তি কারো নেই।" [সহিহ বুখারি: ৪২০৬; সহিহ মুসলিম: ২৭০৪]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা রামাদানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর তালাশ করো।" [সহিহ বুখারি: ২০২০]

লাইলাতুল কদরের শ্রেষ্ঠ ১২ টি সহজ আমল, যেগুলো তুলনামূলক সহজ ও গোছানো। ইনশাআল্লাহ্ সকলেই আমল করতে পারবেন।

❖ (০১) আট/দশ রাকাত তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় পড়া (বিশেষত শেষ রাতে)

লাইলাতুল কদরের প্রধান আমল হলো, কিয়াম তথা নামাজে দণ্ডায়মান হওয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় কদরের রাতে (ইবাদতের জন্য) দণ্ডায়মান হবে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" [সহিহ বুখারি: ১৯০১, সহিহ মুসলিম: ৭৬০]

❖ (০২) পনেরো/বিশ বার সূরা ইখলাস পাঠ করা
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই এই সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।" [সহিহ বুখারি: ৫০১৩]

অন্য হাদিসে এসেছে, "যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস ১০ বার শেষ করবে, তার জন্য জান্নাতে আল্লাহ্ একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।" [সিলসিলা সহিহাহ: ৫৮৯, হাদিসটি সহিহ]

❖ (০৩) সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ও আল্লাহু আকবার—প্রতিটি ১০০ বার করে মোট ৪০০ বার পড়া।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—
► "যে ব্যক্তি ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে, সে ১০০ ক্রীতদাস মুক্ত করার সওয়াব পাবে;

► যে ব্যক্তি ১০০ বার 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলবে, সে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য ১০০ টি সাজানো ঘোড়ায় মুজাহিদ প্রেরণের সওয়াব পাবে;

► যে ব্যক্তি ১০০ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে, সে ১০০টি মাকবুল (কবুলকৃত) উট কুরবানির সওয়াব পাবে;

► যে ব্যক্তি ১০০ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, সে এত সওয়াব পাবে, যার ফলে আসমান ও যমিন পূর্ণ হয়ে যাবে।" [ইবনু মাজাহ: ২/১২৫২, মুসনাদ আহমাদ: ৬/৩৪৪, হাদিসটি হাসান]

❖ (০৪) একটি গুরুত্বপূর্ণ তাসবিহ কমপক্ষে ১০০ বার পড়ার চেষ্টা করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার পড়বে—

لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

[মোটামুটি উচ্চারণ: লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।]

অর্থ: আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো সার্বভৌম সত্তা নেই। তিনি এক; তাঁর কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব এবং প্রশংসা কেবল তাঁরই; তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

► সে ১০টি গোলাম মুক্ত করার সওয়াব পাবে;
► তার জন্য ১০০ সওয়াব লেখা হবে;
► তার ১০০ গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে;

► ওই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে এবং (সন্ধ্যায় বা রাতে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে)

► ওই দিনের হিসেবে কেউ তার চেয়ে উত্তম সওয়াবের কাজ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, ওই ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে বেশি পড়বে।” [সহিহ বুখারি: ৩২৯৩, আবু দাউদ: ৫০৭৭]

অন্য হাদিসে এসেছে, “যে ব্যক্তি প্রত্যেকটি দশবার করে বলবে, সে ইসমাঈল (আ)-এর বংশের চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দেওয়ার নেকি পাবে।” [সহিহ বুখারি: ৬৪০৪]

❖ (০৫) কদরের রাতের বিশেষ দু‘আটি মনোযোগের সাথে ৩০/৪০ বার পড়া।

আয়িশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি বুঝতে পারি, কোন রাতটি লাইলাতুল কদর, তাহলে ওই রাতে কী বলব?’ নবীজি বলেন, তুমি বলো—

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

[আল্লাহুম্মা ইন্নাকা ‘আফুউ-উন, তু‘হিব্বুল ‘আফওয়া ফা’অ্ফু ‘আন্নী]

অর্থ: হে আল্লাহ্! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করতে পছন্দ করো। অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দাও। [মুসনাদ আহমাদ: ৬/১৮২, সহিহ]

❖ (০৬) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ইস্তিগফারটি বেশ কয়েকবার পড়া।

ইবনু মাস'ঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি এই দু'আ পড়বে, তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে—যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়নকারী হয়।"

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

[আসতাগফিরুল্লাহ আল্লাযি (অথবা আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযি) লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল 'হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহি]

অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোনো সার্বভৌম সত্তা নেই—তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী—এবং আমি তাঁর নিকট তাওবাহ্ করছি। [আবু দাউদ: ১৫১৭, তিরমিযি: ৩৫৭৭, হাদিসটি বিশুদ্ধ]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, "আসতাগফিরুল্লাহাল 'আযীম, আল্লাযি (বাকি অংশে কোনো পরিবর্তন নেই)।" [তিরমিযি: ৩৫৭৭, হাসান]

❖ (০৭) কয়েকবার সাইয়িদুল ইসতিগফার পড়া।

অর্থাৎ এই ইস্তিগফারকে হাদিসে বলা হয়েছে 'ইস্তিগফারের নেতা'।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

[আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী ওয়া আনা 'আবদুকা, ওয়া আনা 'আলা 'আহিদকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতা ত'তু আ'উযুবিকা মিন শাররি মা সনা'তু আবূ-উ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া ওয়া আবূ-উ বিযানবী, ফাগফিরলি ফা ইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা] (অবশ্যই আরবি দেখে শিখুন, বাংলা উষ্চারণ সঠিক হয় না)

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমিই আমার রব। তুমি ছাড়া কোনো সার্বভৌম সত্তা নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছো আর আমি তোমারই গোলাম। তুমি আমার কাছ থেকে যে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি নিয়েছো, সাধ্যানুযায়ী আমি তার ওপর চলবো। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নিয়ামত দিয়েছো তা স্বীকার করছি এবং আমার গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। অতএব, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। কারন তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি দিনের বেলায় এ দু‘আটি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পড়বে, অতঃপর সেদিন সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এটি পড়বে, অতঃপর সকাল হওয়ার আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” [সহিহ বুখারি: ৬৩০৬]

❖ (০৮) নিজের জন্য, বাবা-মার জন্য এবং যেকোনো জীবিত ও মৃত মুসলিমের জন্য দু‘আ করা।

মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহিম (আ)-এর চমৎকার দু‘আ (ইসতিগফার)। এর মাধ্যমে একই সাথে নিজের জন্য, বাবা-মার জন্য এবং সকল জীবিত ও মৃত ঈমানদারের জন্য দু‘আ করা হয়। খুবই গুরুত্বপূর্ণ দু‘আ।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيَنْ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

“হে আমাদের রর! যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিয়ো।” [সূরা ইবরাহিম, আয়াত: ৪১]

❖ (০৯) গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপক অর্থবোধক দু‘আ বেশি করে পড়া।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

[উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আ-ফিয়াতা ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আ-খিরাহ।]

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। [আল-আদাবুল মুফরাদ: ১২০০, হাদিসটি সহিহ (হাদিসটি আরো দীর্ঘ)]

❖ (১০) দ্বীনের উপর টিকে থাকার দু‘আ, এটিও বেশি করে পড়া উচিত এই রাতে।

উম্মে সালামা (রা) বলেন—রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দু'আটি সবচেয়ে বেশি পড়তেন, তা হলো–

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلٰي دِيْنِكَ

[মোটামুটি উচ্চারণ: ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলূব! সাব্বিত ক্বালবী ‘আলা দীনিকা]

[অর্থ: হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আপনি আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের (ইসলামের) উপর অটল রাখুন।]

[তিরমিযি, হাদিস: ৩৫২২, হাসান]

❖ (১১) কিছু দান-সদাকাহ্ করা।

যদি সম্ভব হয়, তবে রাতেই করুন। এটাই উত্তম। এক টাকা দান করলে হাজার মাস (৮৪ বছর) ধরে এক টাকা দান করার নেকি পাবেন। এই রাতের প্রতিটি আমল এভাবেই বৃদ্ধি পাবে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "কদরের রাতটি (মর্যাদার দিক থেকে) হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।" [সূরা ক্বাদর, আয়াত: ০৩]

যদি রাতে দিতে না পারেন, তবে রাতেই কিছু টাকা সাদাকাহ করার জন্য আলাদা করে রেখে দিন। এগুলো দিনের বেলা দিবেন গরিবদেরকে।

❖ (১২) বেশি করে দরুদ পড়বেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। শ্রেষ্ঠ দরুদ সেটিই, যা আমরা নামাজের শেষ বৈঠকে পড়ি।

বেশি বেশি আমল করতে গিয়ে কোয়ালিটির দিকে উদাসীন হবেন না। আল্লাহর কাছে আন্তরিকতাপূর্ণ আমলের মূল্য অনেক বেশি।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন। (আমিন)

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।
যা করবো ৮৩ বছর দিয়ে গুন হবে! সুবহানআল্লাহ!

১) ফরজ সালাহ অনেক মনোযোগ সহকারে, যত্ন নিয়ে পড়া।

২) তিনবার সুরা ইখলাস =১বার কুরআন খতমের সওয়াব!যা গুন হবে ৮৩ বছর দিয়ে মানে ৮৩ বছর ধরে আমি একবার করে কুরআন খতম দিচ্ছি!

৩) দশবার সুরা ইখলাস =জান্নাতে ১ টি বাড়ি নির্মান হবে!×৮৩ বছর!

৪) শুকুরানার সিজদা (দীর্ঘ করে) = আল্লাহর শোকরগোজারী বান্দার অন্তর্ভুক্ত ×৮৩ বছর!

৫) আল্লাহর ৯৯ নাম পড়তে পারি =৮৩ বছর ধরে পড়ছি!

৬) সুরা মুলক= ৮৩ বছর ধরে কবরের ফিতনা থেকে বাঁচার চেষ্টা!

৭) সুরা কাহাফ(১ম ১০ আয়াত) =৮৩ বছর ধরে দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাচার চেষ্টা!

৮) সুরা বাকারার শেষ ২ আয়াত=ঐ রাতের জন্য যথেষ্ট আমল!

৯) মিনিমাম ১ টা কুরআনের আয়াত মুখস্থ /হিফয করা=৮৩ বছর ধরে হিফয করার চেষ্টার সওয়াব!

১০) মিনিমাম ১ টা হাদিস পড়া=৮৩ বছর ধরে হাদিস পড়ার (তালিবে ইলম) সওয়াব!

১১) সাদাকা করা= ৮৩ বছর ধরে করছি!

১২) দুই রাকাত তওবার সালাহ=৮৩ বছর ধরে তওবা করছি!

১৩) যিকির করা=৮৩ বছর ধরে করছি! (বিশেষ করে কালেমা, দুরুদ,ইস্তেগফার,সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার, সুবহানআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ,আল্লাহু আকবার)

১৪) কদরের দুয়া শুদ্ধভাবে পড়ব=৮৩ বছর ধরে পড়ছি!

১৫) সুরা বাকারার ১২৭ নং দুয়াটা পড়তে পারি,ইবাদতে কোন ভুল ত্রুটি থাকলে আল্লাহ মাফ করবেন ইনশাআল্লাহ!

(ইব্রাহিম (আ:) কাবাঘর যখন পুনঃস্থাপন করেন তখন এই দুয়া পড়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন) Dua of acceptance!

🟢প্রার্থনা কবুলের দুআ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

রাব্বানা- তাকাব্বাল্ মিন্না--- ইন্নাকা আন্তাস্ সামী-‘উল ‘আলী---ম্। ওয়াতুব্ ‘আলাইনা--- ইন্নাকা আন্তাত্ তাওওয়া-বুর্ রাহি---ম্।

হে আমাদের রব! আমাদের থেকে আপনি কবুল করুন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী। দয়ালু। [২:১২৭-১২৮]

১৬) মজলিস/বৈঠক শেষের দুয়াটা পড়তে পারি(রাসুল সাঃ সালাহ, কুরআন / যেকোনো আমলের শেষে কাফফারা হিসেবে এ দুয়াটা পড়তেন!)
হিসনুল মুসলিম এ্যাপ এ পাবেন ৮৫ নং দুয়া।

বৈঠকের কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ)

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

(সুব্‌হা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা)।

“হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা সহকারে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি ছাড়া হক্ক কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার নিকট তওবা করি।”

[হাদীসটি সুনান গ্রন্থকারগণ সবাই সংকলন করেছেন। আবু দাঊদ, নং ৪৮৫৮; তিরমিযী, নং ৩৪৩৩; নাসাঈ, নং ১৩৪৪। আরও দেখুন, সহীহুত তিরমিযী ৩/১৫৩। তাছাড়া এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে,

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো মজলিসে বসেছেন, অথবা কুরআন তেলাওয়াত করেছেন, অথবা সালাত আদায় করেছেন, তখনই একে কিছু বাক্যের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন। ...। হাদীসটি নাসাঈ তাঁর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ গ্রন্থে নং ৩০৮ এ বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে আহমাদ, ৬/৭৭, নং ২৪৪৮৬। আর ড ফারুক হাম্মাদাহ, ইমাম নাসাঈ এর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ গ্রন্থের তাহকীকের সময় এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। পৃ ২৭৩।]

ইয়া যুলফাদ্বলিল আযীম! আমাদের সকলকে কবুলযোগ্যভাবে শেষ ১০ দিন অন্তরের তৃপ্তি মিটায়, ইবাদাতের স্বাদ নিয়ে নিয়ে আমল করার তৌফিক দিন। এমন স্বাদ এই অন্তরে বাকি দিনগুলোতে দিন, যাতে করে রামাদানের চলে যাওয়া দিন,সময় ও মুহূর্তগুলার জন্য আর এতটুকুও আফসোস না হয়!

ইয়া আরহামুর রহিমীন! এই রামাদানে কদর রাত আমাদের কবুলযোগ্যভাবে পাওয়ায় দিন,সেই রাতে পৃথিবীতে যতটুকু কল্যাণ আপনি নাযিল করবেন তার সবটুকু আমাদের পাওয়ায় দিন,স্বাদ নিয়ে যেন জীবনের সর্বোওম ইবাদাত যা আপনার অনেক পছন্দ হবে,করতে করতে যেন সেই রাত অতিবাহিত করতে পারি সেই তৌফিক দিন আপনার অনুগ্রহে। আমীন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মা আয়েশা রা কে শিখিয়েছিলেন।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যদি জানতে পারি যে, কোন রাতটি লাইলাতুল কদর তাহলে তখন কোন দুয়াটি পাঠ করব? তিনি বললেন, তুমি বল:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

"আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওয়ুন; তুহিব্বুল আফওয়া; ফাফু আন্নি।"

এখানে এই "আফু" শব্দটা দিয়ে এমন ধরনের ক্ষমাকে বুঝানো হয়েছে যে গুনাহ আমাদের আমল নামা থেকে মুছে ফেলা হবে।এমন ভাবে মুছে ফেলা হবে যেন আমরা সে গুনাহ কখনো করি নি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল; ক্ষমা করতে ভালবাসেন; অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিজি, মিশকাত)

শেষ মুহূর্তে করনীয়

শেষ দশকে কারো যদি মাসের বিশেষ সময় থাকে/যেকোন সমস্যা থাকে সেসব নিয়ে মন খারাপ করবেন না।কে কি করবেন আমল যদি এখনো ডিসাইড না করতে পারেন সব একসাইডে রেখে শুধুমাত্র এই দুআটা পড়তে থাকুন। ইনশাআল্লাহ শেষ দশকের জন্য এই দুআটা যথেষ্ট।

আ'ফু শব্দটা দিয়ে এমনভাবে গুনাহ মাফ করা বুঝায় যা আমলনামা থেকে গুনাহ এমনভাবে মুছে দেয় যেন সেটার অস্তিত্বই কখনো ছিল না।

এই দুআটা ১০০/২০০/৩০০ বার যে যত বার পারেন পড়তে থাকেন ইনশাআল্লাহ।

🔶আগামী এক বছরের মধ্যে কি কি চান আল্লাহর কাছে তার ছোট্ট একটা লিস্ট তৈরি রাখতে পারেন। ডেমো লিস্টঃ

১) হে আল্লাহ আমার কুরআন শেখা সহজ করে দিন। জীবন্ত কুরআন বানিয়ে দিন।
২) সুস্থতা (হে আল্লাহ আমাকে আগামী রামাদানের আগে এই অসুস্থতা থেকে মুক্তি দিন।)
৩) বিয়ে (হে আল্লাহ আমাকে আগামী রামাদানের আগে চক্ষুশীতলকারী জীবনসঙ্গীর ব্যবস্থা করে দিন।)
৪) সন্তান (হে আল্লাহ আমাকে আগামী রামাদানের আগে নেককার সন্তান দান করুন।)
৫) রিযিক (হে আল্লাহ আগামী রামাদানের আগে আমার হালাল সম্মানজনক রিযিকের দরজা খুলে দিন।)
৬) প্রশান্তি (হে আল্লাহ আমাকে শারীরিক মানসিক প্রশান্তি দান করুন।)

🔶রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “তোমরা রমাযানের শেষ ১০ দিনের বেজোড় রাতগুলোতে কদরের রাত খোঁজ কর।” (বুখারী : ২০১৭)

আমরা যে কাজগুলো করতে পারি ইনশাআল্লাহ:

১)মাগরিবের পর থেকে অহেতুক স্ক্রিনটাইম থেকে বিরত থাকা।

২)গীবত, পরনিন্দা থেকে বিরত থাকা।নজরের হেফাজত,জবানের হেফাজত,শ্রবনের হেফাজত,পাঠের হেফাজত, চিন্তার হেফাজত করা।

৩)সম্ভব হলে গোসল করে নেয়া।
৪)রাত ১২টার আগ পর্যন্ত কুর'আন পড়া।

🔶রাত ১-২টা পর্যন্ত যিকির করা।

🔹 আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউউন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু আন্নি, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার (১০০ বার করে)

🔹 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (১০০ বার)

🔹 আস্তাগফিরুল্লাহ (১০০ বার)

🔹 বেশি বেশি দুরুদ পাঠ(১০০ বার)

🔹 আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আ'উযু বিকা মিনান্নার। অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই।(১০০ বার)

🔹 সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী (১০০ বার)

🔹 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদির।(নূন্যতম ১০ বার)

🔹 দুয়া ইউনুস (১০০ বার)

🔹 লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ(১০০ বার)

🔹 সুরা ইখলাস পাঠ।(নূন্যতম ১০ বার)

🔹 সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার।

🔹 রাত ২-৩টা তাহাজ্জুদ পড়া।ধীরে সুস্থে রুকু সিজদা করা।

🔹 তাহাজ্জুদের পর বিতরের সালাত পড়া।

🔹 সাহরির পূর্বে দু'আ করা।সাহরি করা।ফজরের সালাত পড়া।ফরজ সালাতের পর দুআ করা।

🔹 দুনিয়া আখিরাতের জন্য যা যা প্রয়োজন সেগুলো ছোট লিস্ট আকারে তৈরি করে সে দুআগুলো করা ইনশাআল্লাহ। এমন যেন না হয় আশেপাশের সব দুআই করা হলো কিন্তু যা প্রয়োজন সেগুলোই আর করা হলো না। এজন্য শর্টলিস্ট প্রয়োজন। ৫/৬/৭ টা ছোট পয়েন্ট আকারে।

যে দোয়া ১ বার পাঠ করলে রাত দিন অনবরত জিকিরের চেয়েও বেশি সওয়াব পাবেন-

আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বসা অবস্থায় আমার ঠোঁট নাড়াচ্ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আসলেন। তিনি সা আমাকে বললেন: তোমার ঠোঁট নাড়াচ্ছো কেন? আমি বললাম, আল্লাহর যিকির করছি; হে আল্লাহর রাসূল!

তিনি সা বললেন আমি কি তোমাকে এমন কিছু জানাবো না, যখন তুমি তা বলবে তোমার রাত-দিনের অনবরত যিকির পাঠও এর সওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না? আমি বললাম, হাঁ, বলুন। রাসুল (সাঃ) তখন এই দোয়া শিখিয়ে দিলেন

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا فِي كِتَابِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى خَلْقُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَي ماَ فِي خَلْقِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا فِي كِتَابِهِ، وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى خَلْقُهُ، وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَي ماَ فِي خَلْقِهِ، وَ سُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ

اَللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا فِي كِتَابِهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا أَحْصَى خَلْقُهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَلَي ماَ فِي خَلْقِهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِلْءَ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ

উষ্চারনঃ “আলহামদুলিল্লাহি আদাদা মা আহস্ কিতাবুহ্, ওয়াল হামদুলিল্লাহি আদাদা মা ফী কিতাবিহ্, ওয়াল হামদুলিল্লাহি আদাদা মা আহস্ খলকুহ্, ওয়াল হামদুলিল্লাহি আ’লা মা ফী খলক্বিহ্, ওয়াল হামদুলিল্লাহি মিলআ সামাওয়াতিহি ওয়া আরদিহ্, ওয়াল হামদুলিল্লাহি আদাদা কুল্লি শাই-ই, ওয়াল হামদুলিল্লাহি মিলআ কুল্লি শাই-ই।

“সুবহানাল্লহী আদাদা মা আহস্ কিতাবুহ্, ওয়া সুবহানাল্লহী আদাদা মা ফী কিতাবিহ্, ওয়া সুবহানাল্লহী আদাদা মা আহস্ খলকুহ্, ওয়া সুবহানাল্লহী আলা মা ফী খলক্বিহ্, ওয়া সুবহানাল্লহী মিলআ সামাওয়াতিহি ওয়া আরদিহ্, ওয়া সুবহানাল্লহী আদাদা কুল্লি শাই-ই, ওয়া সুবহানাল্লহী মিলআ কুল্লি শাই-ই।

“আল্ল-হু আকবার আদাদা মা আহস্ কিতাবুহ্, অল্ল-হু আকবার আদাদা মা ফী কিতাবিহ্, অল্ল-হু আকবার আদাদা মা আহস্ খলকুহ্, অল্ল-হু আকবার আলা মা ফী খলক্বিহ্, অল্ল-হু আকবার মিলআ সামাওয়াতিহি ওয়া আরদিহ্, অল্ল-হু আকবার আদাদা কুল্লি শাই-ই, অল্ল-হু আকবার মিলআ কুল্লি শাই-ই।

অর্থঃ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য তার কিতাব যা গণনা করেছে সেই পরিমাণ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য তার কিতাব যা গণনা করেছে তা পূর্ণ করে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য তার সৃষ্টি যা গণনা করেছে সেই পরিমাণ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য তার সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু আছে তা পূর্ণ করে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য তার আসমান ও জমিন পূর্ণ করে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য সকল কিছুর সংখ্যার সমপরিমাণ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য সব কিছুর উপর।

“আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার কিতাব যা গণনা করেছে সেই পরিমাণ, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার কিতাব যা গণনা করেছে তা পূর্ণ করে, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার সৃষ্টি যা গণনা করেছে সেই পরিমাণ, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু আছে তা পূর্ণ করে, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার আসমান ও জমিন পূর্ণ করে, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সকল কিছুর সংখ্যার সমপরিমাণ, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সব কিছুর উপর।

“আমি আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করছি তার কিতাব যা গণনা করেছে সেই পরিমাণ, আমি আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করছি তার কিতাব যা গণনা করেছে তা পূর্ণ করে, আমি আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করছি তার সৃষ্টি যা গণনা করেছে সেই পরিমাণ, আমি আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করছি তার সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু আছে তা পূর্ণ করে, আমি আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করছি তার আসমান ও জমিন পূর্ণ করে, আমি আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করছি সকল কিছুর সংখ্যার সমপরিমাণ, আমি আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করছি সব কিছুর উপর।

(ত্ববারানী কাবীর হা/৭৫৮৭, ৮০৪৭, দুটি সানাদে হাদিসের শব্দাবলী তার। আলবানি হাদিসটিকে সহিহ লিগাইরিহি বলেছেন সহীহ্ আত তারগিব হা/১৫৭৫। আবু উমামাহ হতে হাদিসটা কিছুটা ভিন্ন শব্দে বর্ণীত হয়েছে আহমাদ, ইবনু আবুদ দুনিয়া, নাসায়ি, ইবনু খুজাইমা, ইবনু হিব্বান এবং হাকিমে।

ইমাম হাকিম বলেনঃ বুখারি ও মুসলিমের শর্তে সহিহ। আলবানি বলেছেন সহিহ, সহিহ আত তারগিব হা/১৫৭৫- আহসানউল্লাহ বিন সানাউল্লাহ রচিত- কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে ফাজায়েলে আমাল বইয়ের ৭৮২ নাম্বার হাদিস)

প্রতিদিন যে কোন সময় পড়তে পারেন, ১বার ই পড়তে হবে এমন নয়, যতবার খুশী পড়তে পারেন তবে দিনে কমপক্ষে ১ বারও যদি এটা পড়েন তবে সারাদিন অনবরত জিকিরের সওয়াব পেয়ে যাবেন ইন শা আল্লাহ তবে দিনে রাতে অন্য যেগুলো সুন্নাতি জিকির আজকার রয়েছে সেগুলো আবার ছেড়ে দিবেন না যেন, জান্নাত পাওয়ার জন্য যতবেশি পাথেয় যোগাড় করতে পারব ততই আমাদের জন্য ভালো সুতরাং প্রতিদিন ১বার অন্তত পড়ার চেষ্টা করুন। প্রথমে একটু কঠিন মনে হতে পারে সেখেত্রে দেখে দেখে পড়তে পারেন কয়েক দিনের মধ্যেই মুখস্ত হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ।

লাইলাতুল কদরে পড়তে পারেন শ্রেষ্ঠ ৭ টি ইস্তিগফার

❑ ইস্তিগফার: [০১]
আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে আর কাউকে এটি অধিক পরিমাণে পড়তে দেখিনি—

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتوبُ إِلَيْهِ
[আসতাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি]

অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাঁর নিকট তাওবাহ্ করছি। [সহিহ ইবনু হিব্বান: ৯২৮, হাদিসটি বিশুদ্ধ]

❑ ইস্তিগফার: [০২]
আয়িশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি বুঝতে পারি, কোন রাতটি লাইলাতুল কদর, তাহলে ওই রাতে কী বলব?’ নবীজি বলেন, তুমি বলো—

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

[আল্লাহুম্মা ইন্নাকা ‘আফুউ-উন কারীম, তু‘হিব্বুল ‘আফওয়া ফা’অ্ফু ‘আন্নী]

অর্থ: হে আল্লাহ্! তুমি ক্ষমাশীল, মহানুভব! তুমি ক্ষমা করতে পছন্দ করো। অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দাও। [তিরমিযি: ৩৫১৩, হাসান সহিহ]

(অন্য হাদিসে ‘কারীম’ শব্দটি নেই। মূলত দুটো হাদিসের বর্ণনাই সহিহ)

❑ ইস্তিগফার: [০৩]
ইবনু মাস‘ঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি এই দু‘আ পড়বে, তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে—যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়নকারী হয়।”

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

[আসতাগফিরুল্লাহ আল্লাযি (অথবা আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযি) লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল ‘হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহি]

অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোনো সার্বভৌম সত্তা নেই—তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী—এবং আমি তাঁর নিকট তাওবাহ্ করছি। [আবু দাউদ: ১৫১৭, তিরমিযি: ৩৫৭৭, হাদিসটি বিশুদ্ধ]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, "আসতাগফিরুল্লাহাল 'আযীম, আল্লাযি (বাকি অংশে কোনো পরিবর্তন নেই)।" [তিরমিযি: ৩৫৭৭, হাসান]

❑ ইস্তিগফার: [০৪]
সাইয়িদুল ইসতিগফার অর্থাৎ এই ইস্তিগফারকে হাদিসে বলা হয়েছে 'ইস্তিগফারের নেতা'।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

[আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী ওয়া আনা 'আবদুকা, ওয়া আনা 'আলা 'আহিদকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতা ত'তু আ'উযুবিকা মিন শাররি মা সনা'তু আবূ-উ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া ওয়া আবূ-উ বিযানবী, ফাগফিরলি ফা ইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা] (অবশ্যই আরবি দেখে শিখুন, বাংলা উচ্চারণ সঠিক হয় না)

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমিই আমার রব। তুমি ছাড়া কোনো সার্বভৌম সত্তা নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছো আর আমি তোমারই গোলাম। তুমি আমার কাছ থেকে যে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি নিয়েছো, সাধ্যানুযায়ী আমি তার ওপর চলবো। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নিয়ামত দিয়েছো তা স্বীকার করছি এবং আমার গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। অতএব, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। কারন তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি দিনের বেলায় এ দু'আটি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পড়বে, অতঃপর সেদিন সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এটি পড়বে, অতঃপর সকাল হওয়ার আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সহিহ বুখারি: ৬৩০৬]

❑ ইস্তিগফার: [০৫]

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ: হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। [সূরা আ~লে ইমরান, আয়াত: ১৬]

❑ ইস্তিগফার: [০৬]
আদম (আ) ও মা হাওয়া যখন ভুল করেন, তখন তাঁরা এই দু'আ (ইসতিগফার) করেন এবং আল্লাহ্ তাঁদের দু'আ কবুল করেন।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

"হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হহয়ে যাব।" [সূরা আল আ'রাফ, আয়াত: ২৩]

ইস্তিগফারের জন্য শ্রেষ্ঠ দু'আগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। অসাধারণ দু'আ!

❑ ইস্তিগফার: [০৭]

মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহিম (আ)-এর চমৎকার দু'আ (ইসতিগফার)। এর মাধ্যমে একই সাথে নিজের জন্য, বাবা-মার জন্য এবং সকল জীবিত ও মৃত ঈমানদারের জন্য দু'আ করা হয়। খুবই গুরুত্বপূর্ণ দু'আ।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

"হে আমাদের রর! যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিয়ো।" [সূরা ইবরাহিম, আয়াত: ৪১]

ইতিকাফ

ইতিকাফ এমন এক ইবাদত, যেটিকে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও গুরুত্ব দিয়ে পালন করতেন। কোনো বছর মিস হলে পরের বছর কাজা করতেন।

❑ ইতিকাফের পরিচয়:

আরবি ইতিকাফ শব্দের অর্থ হলো: নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা, একাকী অবস্থান ইত্যাদি। পরিভাষায় ইতিকাফ মানে, দুনিয়াবি সকল কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাসজিদে অবস্থান করা।

❑ ইতিকাফের বিধান:

উলামায়ে আহনাফ বলেন, রামাদানের শেষ দশ দিন মাসজিদে ইতিকাফ করা সুন্নাতে কিফায়া। অর্থাৎ, এক মহল্লার মধ্যে কমপক্ষে একজন ইতিকাফ করলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। না হয় সবাই গুনাহগার হবে। এটি দশ দিনই করতে হয়। ২০ রামাদানের সূর্যাস্তের পূর্বেই মাসজিদে প্রবেশ করতে হয়। কারণ সূর্যাস্ত থেকে ২১ তম রামাদান শুরু হয়ে যায়। সহজে বললে, রামাদানের ২০ তারিখে মাগরিবের ওয়াক্ত (সূর্যাস্ত) শুরু হওয়ার আগেই ইতিকাফের উদ্দেশ্যে মাসজিদে প্রবেশ করতে হবে। আর সেটি চলবে ঈদের চাঁদ ওঠা পর্যন্ত (১০ দিন)। এটা হলো সুন্নাত ইতিকাফের শর্ত।

আর, যারা নফল ইতিকাফ করতে চান, তাদের জন্য বিষয়টি খুব সহজ। তারা এক দিন, এক রাত, বা কয়েক দিন কিংবা কয়েক রাত অথবা কয়েক মুহূর্তের জন্যও ইতিকাফ করতে পারেন। কেউ চাইলে শুধু রামাদানের বেজোড় রাতগুলোতেও নফল ইতিকাফ করতে পারবেন। নফল ইতিকাফ রামাদানের বাইরেও করা যায়। যারা রামাদানে দশ দিনের সুন্নাত ইতিকাফ করতে পারবেন না, তারা অন্তত নফল ইতিকাফ করতে পারেন। নারী-পুরুষ সবার জন্য একই কথা।

❑ ইতিকাফের সূচনা:

ইতিকাফের সূচনা হয়েছিলো ইবরাহিম (আ)-এর সময় থেকে। আল্লাহ্‌ বলেন, "আমি ইবরাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ করলাম: তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকু-সিজদা আদায়কারীদের জন্য পরিচ্ছন্ন করো।" [সুরা বাকারাহ, আয়াত: ১২৫]

❑ ইতিকাফের উদ্দেশ্য:

ইতিকাফের উদ্দেশ্য হলো, সৃষ্টির সাথে যাবতীয় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে একান্ত নিভৃতে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকা, যাতে মানবমনের যাবতীয় চিন্তা জুড়ে কেবল আল্লাহর যিকর, তাঁর ভালোবাসা এবং আকর্ষণই প্রাবল্য লাভ করে। [ইমাম ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ: ২/৮৭]

সেজন্য, উত্তম হলো: এমন মাসজিদে ইতিকাফ করা, যেখানে মানুষ চিনবে না। ফলে কেউ তার সাথে কথা বলতে আসবে না। সে নিরবে আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকতে পারবে। তবে, এমনটি করা জরুরি নয়। সম্ভব না হলে পরিচিত মসজিদেই ইতিকাফ করবেন।

এছাড়া, ইতিকাফের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, লাইলাতুল কদর তালাশ করা। [ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ১১৬৭]

তাছাড়া ইতিকাফের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো: নিজের কামনা-বাসনার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, প্রবৃত্তিদমন এবং অহেতুক কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা।

❑ ইতিকাফ সুন্দর করতে করণীয়:

(১) মোবাইল ও অনলাইন থেকে দূরে থাকা উচিত। বিশেষ করে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল। খুব বেশি প্রয়োজন না হলে ইতিকাফ অবস্থায় অনলাইনে আসা একদম অনুচিত। কারণ মাসজিদের পরিবেশ ইবাদতময় আর অনলাইনের পরিবেশ গুনাহময়।
(২) আড্ডায় লিপ্ত হওয়া যাবে না। অধিকাংশ ইতিকাফকারী এই কাজটা করেন। কেউ আড্ডা দিতে আসলে তাকে সরিয়ে দিতে হবে।
(৩) অত্যধিক পরিমাণে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে। তাহলে ইবাদতে উৎসাহ পাওয়া যাবে।
(৪) যথাসাধ্য কম ঘুমানো উচিত। ঘুমের জন্য সারা বছর পড়ে আছে। অন্তত এই দিনগুলো ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে।
(৫) প্রস্রাব-পায়খানা ব্যতীত মাসজিদের বাইরে বা ইতিকাফের স্থান থেকে সরে যাওয়া যাবে না। গেলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই খুব সাবধান!
(৬) ইতিকাফের মাসয়ালাগুলো আগেই ভালো করে জেনে নিতে হবে। না হয় কোনো ভুলের কারণে এই কষ্টের ইবাদত বিফলে যেতে পারে।

কেন আমাদের ইতিকাফ করা উচিত? ইতিকাফে আমরা কীভাবে আমল করবো?

❑ ইতিকাফের গুরুত্ব ও উপকারিতা:

(১) আয়িশা (রা) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত প্রতি বছর রামাদানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। তাঁর (ইন্তিকালের) পর তাঁর স্ত্রীগণ ইতিকাফ করতেন।' [ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ২৬৭৪]

(২) রামাদানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ আদায় করলে লাইলাতুল কদরের সৌভাগ্য নসিব হয়। নবিজি এই উদ্দেশ্যেই ইতিকাফ করতেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমি (রামাদানের) প্রথম ১০ দিন ইতিকাফ করে এই (কদরের) রাতটি খুঁজলাম, এরপর দ্বিতীয় ১০ দিন ইতিকাফ করলাম। অতঃপর আমাকে বলা হলো, এ রাতটি শেষ ১০ দিনের (রাতের) মাঝে রয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই ইতিকাফ করতে চায়, সে যেন শেষ দশকে ইতিকাফ করে।" [ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ২৬৬১]

(৩) ইতিকাফের (দশ দিন দশ রাত) পুরো সময়টাই ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়।

ইবনু আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফকারী সম্পর্কে বলেছেন, "সে পাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং তার নেকির প্রতিদানের মধ্যে সর্বপ্রকার নেকি সম্পাদনকারীর ন্যায় নেকি অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।" [ইমাম ইবনু মাজাহ, আস-সুনান: ১৭৮১: হাদিসটির সনদে দুর্বলতা থাকলেও অর্থগত দিক থেকে হাদিসটি সঠিক]

(৪) ইতিকাফকারী বান্দাকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে হেফাজত করবেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এক দিন ইতিকাফ করবে, আল্লাহ তার ও জাহান্নামের মাঝে তিন পরিখা পরিমাণ দূরত্ব তৈরি করে দেবেন। প্রত্যেক পরিখার দূরত্ব দুই দিগন্তের চেয়েও বেশি।" [ইমাম বাইহাকি, শু'আবুল ঈমান: ৩৯৬৫; ইমাম হাকিমের মতে, হাদিসটি সহিহ; ইমাম হাইসামির মতে, এর সনদ হাসান]

(৫) গুনাহ থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ হয়।

আয়িশা (রা) বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, প্রতিদান লাভের আশায় ইতিকাফ করবে, আল্লাহ তার পূর্বের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন।" [শায়খ আলবানি, দ্বঈফুল জামি': ৫৪৪২; হাদিসটির সনদ দুর্বল]

(৬) ইতিকাফের মাধ্যমে মাসজিদের সাথে গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তির হৃদয় মাসজিদের সাথে আটকে থাকে, সে হাশরের দিন আরশের ছায়ায় স্থান পাবে।" [ইমাম বুখারি, আস-সহিহ: ৬৬০]

(৭) আল্লাহর প্রতিবেশী হওয়ার সুযোগ লাভ:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন "কোথায় আমার প্রতিবেশীরা?" বলে ডাকতে থাকবেন। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করবেন, 'ইয়া রব! কারা আপনার প্রতিবেশী?' আল্লাহ তা'আলা বলবেন, "দুনিয়াতে যারা মাসজিদ আবাদ রেখেছিলো।" [শায়খ আলবানি, সিলসিলা সহিহাহ: ২৭২৮; হাদিসটি সহিহ]

(৮) আল্লাহর সান্নিধ্যে জীবনের পরিবর্তন:

ইমাম ইবনুল জাওযি (রাহ) বলেন, 'দেখলাম কিছু লোক খুব নামাজ পড়ে, তিলাওয়াত করে ও রোজা রাখে; কিন্তু তাদের হৃদয় যেন ছুটন্ত ঘোড়া। আবার, কিছু লোক নামাজ পড়ে সামান্য, রোজাও রাখে পরিমিত, কিন্তু তাদের অন্তর অত্যন্ত নিবিড়, একান্ত এবং শান্ত ও স্থির। আমি বুঝলাম, আল্লাহকে পেতে হলে বেশি ইবাদত নয়, বরং অধিক নির্জনতার প্রয়োজন।' [ইমাম ইবনুল জাউযি, সইদুল খাতির, পৃষ্ঠা: ৩৫৫]

(৯) মাসজিদের পরিবেশে, একান্ত নিভৃতে ১০ দিনের এই সময়টা বান্দাকে ধৈর্যশীল, সহনশীল ও আল্লাহমুখী করে তোলে।

❑ ইতিকাফকারীর ইবাদত:

(১) ইতিকাফকারীর পুরো সময়টিই ইবাদত বলে গণ্য। তবুও সে বিভিন্ন ইবাদতে সময় ব্যয় করবে। মাঝে মধ্যে বিশ্রাম নিতে পারে, ঘুমাতে পারে আবার চুপ থাকতে পারে। তবে, সবসময় এগুলো করবে না। এটা ইতিকাফের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। বরং যথাসাধ্য ইবাদতে লেগে থাকবে।

(২) অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করবে।
নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন ৭০ বারের বেশি ইস্তিগফার পড়তেন। [ইমাম বুখারি, আস-সহিহ: ৬৩০৭]

(৩) অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করবে। হাদিসে এসেছে, "তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো, কারণ, কুরআন কিয়ামতের দিন তার সাথীর (তিলাওয়াতকারীর) জন্য সুপারিশ করবে।" [ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ১৭৫৯]

ধর্মীয় বই পড়া যাবে। যেমন: কুরআনের অনুবাদ, তাফসির, হাদিস ইত্যাদি।

(৪) বেশি বেশি যিকর করবে। একদিন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের সামনে বললেন, "মুফাররাদ বা একাকী মানুষেরা এগিয়ে গেলো।" সাহাবিগণ প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! মুফাররাদ বা একাকী মানুষ কারা?' তিনি বলেন, "আল্লাহর বেশি বেশি যিকরকারী নারী-পুরুষেরা।" [ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ৬৭০১]

(৫) দরুদ পাঠ করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার উপর দশ বার রহমত বর্ষণ করবেন।" [ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান: ৪৮৫; হাদিসটি সহিহ]

(৬) সাধ্যানুসারে নফল নামাজ পড়বে। একজন সাহাবি জান্নাতে নবিজির সান্নিধ্য লাভের জন্য তীব্র বাসনা ব্যক্ত করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, "তাহলে বেশি বেশি সিজদার মাধ্যমে (অর্থাৎ নামাজের মাধ্যমে) তুমি নিজের জন্যই আমাকে সাহায্য করো।" [ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ৯৮১]

ইতিকাফকারী গুরুত্বের সাথে তাহাজ্জুদ, চাশত (দোহা), যাওয়াল, তাহিয়্যাতুল অজু, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ইত্যাদি নামাজ আদায় করবে। ইতিকাফের দিনগুলোতে এগুলোতে অভ্যস্ত হওয়া ব্যক্তির জন্য খুবই সহজ।

(৭) দু'আ করবে। হাদিসে এসেছে, "যে আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হন।" [ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান: ৩৩৭৩; হাদিসটি হাসান]

অবশ্যই আন্তরিকভাবে তাওবাহ করবে। ইতিকাফের বরকতময় সময়ে নিজের গুনাহগুলো মাফ করিয়ে নিতে পারলে, জীবনে আর কী চাই! আল্লাহ কবুল করুন।

নারীদের ইতিকাফের বিধান এবং নারীদের ইতিকাফের স্থান (মাসজিদ নাকি নিজ ঘর) এবং এ বিষয়ে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর:

❑ নারীদের ইতিকাফের স্থান:

(ক) নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে তাঁর স্ত্রীগণ মাসজিদে ইতিকাফ করতেন। [ইমাম বুখারি, আস-সহিহ: ২০৩৩; ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ২৬৭৪]

সে সময় নারী সাহাবিগণ মাসজিদের বাইরে, নিজ বাড়িতে ইতিকাফ করেছেন মর্মে কোনো সহিহ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই, অধিকাংশ ইমামের মতে, নারী অথবা পুরুষ প্রত্যেকের জন্যই মাসজিদে ইতিকাফ করা আবশ্যক। ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম আহমাদ এই মত দিয়েছেন।

(খ) ইমাম আবু হানিফার মতে, নারীরা বাড়িতে ইতিকাফ করবে। তিনি কিয়াস করেছেন, হাদিসে যেহেতু নারীদের বাড়িতে নামাজ পড়া উত্তম বলা হয়েছে, সেহেতু ইতিকাফও বাড়িতে আদায় করাই যথার্থ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নারীদের বাড়িতে নামাজ পড়া বাড়ির বাইরে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম।" [ইমাম তাবারানি, মু'জামুল আওসাত: ৯১০১; হাদিসের রাবিগণ নির্ভরযোগ্য]

এ ব্যাপারে একাধিক সহিহ হাদিস আছে। আমরা সেগুলো আলোচনা করছি না।

আয়িশা (রা) বলেন, 'নারীরা নতুনভাবে যা করেছে, তা যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতেন, তবে তিনি তাদেরকে মাসজিদে যাওয়া নিষেধ করে দিতেন; যেভাবে বনি ইসরাইলের নারীদের জন্য মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো।' [ইমাম বুখারি, আস-সহিহ: ৮৬৯]

রাসুলের ইন্তিকালের পর আয়িশা (রা)-এর সময়ে পরিবেশ যথেষ্ট ভালো ছিলো। তবুও তিনি এমন শক্ত কথা বলেছেন। বর্তমানে তার ধারেকাছেও নেই। আর, নবিজির সময়ের মতো ভালো পরিবেশ তো এখন কল্পনাও করা যায় না। এই যামানায় একজন নারী মাসজিদে ২৪ ঘন্টা নিরাপত্তার সাথে থাকবেন, এমনটি নিশ্চিত করাও কঠিন। এসব কারণে ইমাম আবু হানিফা (রাহ) নারীদের বাড়িতে ইতিকাফের পক্ষে মত দিয়েছেন।

আমরা বলি: ইমাম আবু হানিফার মতামত অত্যন্ত যৌক্তিক এবং নিজ ঘরে নারীদের ইতিকাফ বৈধ। তবে, যদি কোনো মাসজিদে নারীদের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়, তাহলে সেই মাসজিদে ইতিকাফ করাই নারীদের জন্য উত্তম হিসেবে বিবেচিত হবে।

নারীরা তাদের ইতিকাফের জন্য সর্বোচ্চ একটি রুম বাছাই করতে পারবেন নিজ বাসায়। সেই রুমে তিনি স্বাধীন। অথবা এক রুমের মধ্যে পর্দা টানিয়ে আলাদা স্থানও করে নিতে পারেন। তো, সাধারণভাবে তিনি এই রুমটির বাইরে একদমই যেতে পারবেন না। শরিয়ত অনুমোদিত কোনো কারণ (যেমন: প্রস্রাব-পায়খানা) ছাড়া এই রুমটির বাইরে গেলে ইতিকাফ ভেঙে যাবে।

❑ নারীদের ইতিকাফ-সংক্রান্ত বিধানসমূহ:

(১) উলামায়ে আহনাফের মতে, রামাদানের শেষ দশকে ইতিকাফ করা পুরুষের জন্য সুন্নাতে কিফায়াহ। অর্থাৎ কোনো মহল্লার মসজিদে পুরুষদের মধ্যে একজনও যদি ইতিকাফ করে, তবে পুরো মহল্লার লোকজন দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর নারীদের জন্য ইতিকাফ করা মুস্তাহাব (উত্তম ও প্রশংসনীয়, তবে, জরুরি নয়)। রাসুলের স্ত্রীগণ ইতিকাফ করতেন। এমনকি তাঁর ইন্তিকালের পরও। [ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ২৬৭৪]

নারী তার ইতিকাফের স্থানে ২০ রামাদান মাগরিবের আগেই চলে যাবে। এরপর ঈদের চাঁদ দেখা গেলে ইতিকাফের স্থান ত্যাগ করবে। এটা হলো রামাদানের শেষ দশকের সুন্নাত ইতিকাফের বিধান।

(২) ইমাম আবু হানিফার মতে, নারীরা ঘরে তাদের নামাজ আদায়ের নির্ধারিত স্থানে ইতিকাফ করবে। কিংবা একটি রুম ইতিকাফের জন্য নির্দিষ্ট করে নেবে। প্রস্রাব-পায়খানা ও অজু ব্যতীত অন্য প্রয়োজনে সেই স্থান থেকে আর বের হতে পারবে না। এটাচড বাথরুম/ওয়াশরুম থাকলে এটিতেই প্রয়োজন পূর্ণ করতে হবে। দূরে যাওয়া যাবে না। বাথরুম/ওয়াশরুম দূরে হলেও সেখানে প্রয়োজন হলে যাওয়া যাবে। এরপর আর সময় ব্যয় না করে দ্রুত ইতিকাফের স্থানে চলে আসতে হবে। [হিদায়াহ: ১/২৩০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া: ১/২১১]

(৩) বিবাহিত নারী ইতিকাফ করতে চাইলে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। স্বামীর অনুমতি ছাড়া ইতিকাফ করা অনুচিত। আর স্বামীদের উচিত, যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া স্ত্রীদের ইতিকাফে বাধা না দিয়ে, তাদের ইতিকাফের সুযোগ করে দেওয়া। এতে উভয়েই সওয়াব পাবেন। স্বামী একবার অনুমতি দিলে পরে আর না করতে পারবে না। এই 'না' মানাও জরুরি নয়। [রাদ্দুল মুহতার: ২/৪৪১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া: ১/২১১]

(৪) যে নারীর স্বামী বৃদ্ধ বা অসুস্থ কিংবা তার ছোটো ছেলে-মেয়ে রয়েছে এবং তাদের সেবা করার কেউ নেই, সে নারীর জন্য ইতিকাফ করার চেয়ে তাদের সেবাযত্ন করা উত্তম। তবে, কেউ যদি দুটোর মাঝে সমন্বয় করতে চান, তাহলেও সমস্যা নেই। ইতিকাফরত নারী তার ইতিকাফের রুমের মধ্যে বাসার অতি জরুরি কোনো কাজ করতে পারবেন, যেটি না করলেই

নয়। যেমন: কোনো বৃদ্ধ মানুষকে ঔষধ খাওয়ানো, বাচ্চাকে খাওয়ানো ইত্যাদি। তবে, এসব কাজ অন্যকে দিয়ে করানো গেলে নিজে করবে না।

(৫) ইতিকাফ অবস্থায় রাতেও সহবাস করা যাবে না। করলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক চুম্বন, আলিঙ্গন ও উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করা বৈধ নয়। যদি এসবের কারণে বীর্যপাত ঘটে, তাহলে ইতিকাফ ভেঙে যাবে। [সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭; বাদায়িউস সানায়ে: ২/২৮৫; আদ্দুররুল মুখতার: ২/৪৫০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া: ১/২১৩]

(৬) জুমার দিনে গোসল করা সুন্নাহ। এ দিন ইতিকাফকারী নারী চাইলে কিছুটা সময় নিয়ে গোসল করতে পারবে। এটি কোনো কোনো আলিমের মত। আবার অনেক আলিম এটিরও বিরোধিতা করেছেন।

সপ্তাহের অন্যান্য দিনে এভাবে সময় নিয়ে গোসল করা যাবে না, ইতিকাফ ভেঙে যাবে। তবে, সর্বোচ্চ এটুকু সুযোগ রয়েছে যে, প্রস্রাব-পায়খানা করে ফিরে আসার সময় অজু করতে যে সময়টুকু লাগে এটুকু সময় পানি শরীরে দিয়ে দ্রুত ইতিকাফের স্থানে চলে আসবে। কাপড়-চোপড় ইতিকাফের স্থানে বদলাবে অথবা ওয়াশরুমে রেখে কাপড় পরে চলে আসবে। অন্য কেউ সেগুলো ওখানে ধৌত করবে। অথবা অন্য কোনো সময় প্রয়োজনে বাথরুমে গেলে দ্রুততার সাথে কাপড় ধুয়ে নিয়ে আসবে। গোসলে কোনো সাবান, শ্যাম্পু, ফেইসওয়াশ ইত্যাদি ব্যবহার করে আলাদা সময় ব্যয় করতে পারবে না। মোটকথা, গোসল একটি দুনিয়াবি কাজ। নামাজ বা ইতিকাফের জন্য গোসল শর্ত নয়, শুধু অজুই যথেষ্ট। সেজন্য গোসলে আলাদা সময় ব্যয়ের সুযোগ নেই। সর্বোচ্চ অজু করতে যে সময়টুকু লাগে, এটুকু সময়ে দ্রুত শরীরে পানি ঢেলে চলে আসতে পারবে। তবে, এই কাজটিও করবে বাথরুম বা ওয়াশরুম থেকে ফিরে আসার সময়। [রাদ্দুল মুহতার: ২/৪৪০; ২/৪৪৫; আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/৫১৫]

(৭) রামাদানে অধিকাংশ নারী ব্যস্ত সময় কাটান। আবার অনেকের পিরিয়ড (হায়েজ) থাকে। তাই, অনেকের পক্ষে টানা দশ দিন ইতিকাফ করা কষ্টকর হয়ে যায়। এক্ষেত্রে তারা নফল ইতিকাফ করতে পারেন, যে কয়দিন সম্ভব হয়। লাইলাতুল কদর তালাশে শুধু রাতের বেলাতেও নফল ইতিকাফ করা যাবে।

(৮) হায়েজ অবস্থায় ইতিকাফ করা বৈধ নয়। কেননা এ অবস্থায় রোজা রাখা যায় না। আর, সুন্নাত ইতিকাফের জন্য রোজা রাখা শর্ত। [সুনান বাইহাকি: ৪/৩১৭; বাদায়িউস সানায়ে': ২/২৭৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া: ১/২১১]

হায়েজ ব্যতীত ইস্তিহাজার সমস্যা থাকলেও ইতিকাফ করা যাবে। ইস্তিহাজা হলো, নারীরা মাঝেমধ্যে হায়েজের মতো বিভিন্ন রক্ত বা এ জাতীয় জিনিস দেখতে পান। এগুলো আবার

হায়েজের রক্তের মতো না। এমতাবস্থায় ইতিকাফ করতে সমস্যা নেই। কারণ এই অবস্থায় নামাজ বা রোজা দুটোই ফরজ। সহিহ বুখারিতে এসেছে, নবিজির একজন স্ত্রী ইস্তিহাজা অবস্থায় ইতিকাফ করেছিলেন। [ইমাম বুখারি, আস-সহিহ: ২০৩৭]

ইতিকাফ শুরু করার পর হায়েজ শুরু হয়ে গেলে ইতিকাফ ভেঙে যাবে। পরে কমপক্ষে একদিনের ইতিকাফ রোজাসহ কাজা করতে হবে। এটিই উলামায়ে আহনাফের মত। সেটি রামাদানেই হতে হবে, এমনটি জরুরি নয়; তবে রামাদানে হলে সেটিই ভালো। এই এক দিন ইতিকাফ কাজা করার নিয়ম হলো, একদিন সূর্যাস্তের আগে ইতিকাফ শুরু করতে হবে। পরবর্তী দিন রোজা থাকতে হবে। সূর্যাস্তের পর ইতিকাফ শেষ হবে। এভাবে একদিন রোজাসহ ইতিকাফ করলেই কাজা আদায় হয়ে যাবে। পুরো দশ দিনের ইতিকাফ কাজা করতে হবে না। তবে, অবশিষ্ট দিনগুলো কাজা করা সম্ভব হলে, সেটিই উত্তম। [ফাতাওয়া হিন্দিয়া: ১/২০৭; আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/৫০২]

ঔষধের মাধ্যমে হায়েজ বন্ধ রেখে রোজা বা ইতিকাফ পালন করা জায়েয। তবে, শারীরিকভাবে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে এমনটি করা যাবে না। তাই, ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে নেওয়া উত্তম।

(৯) বিশেষ প্রয়োজনে ইতিকাফের স্থান ছেড়ে বাইরে গেলে কারো সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলা যাবে না, তবে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাবে। হাঁটতে হাঁটতে মানে নিজের প্রয়োজন পূরণে চলতে-ফিরতে, নিজ প্রয়োজন পূরণ করতে করতে। আয়িশা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ অবস্থায় (প্রয়োজনে বাইরে গেলে) যখন কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে অতিক্রম করতেন, তখন হাঁটা অবস্থাতেই ঐ ব্যক্তির শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নিয়ে নিতেন। [ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান: ২৪৭২]

আর, ঘরে ইতিকাফ করলে, বাইরে যাওয়ার প্রয়োজনই পড়বে না। তবে, প্রাকৃতিক প্রয়োজন এবং অজু করতে যাওয়ার সময়ে কারও সাথে কথা বললে, এই নিয়ম মেনে চলতে হবে। কোনোভাবেই ইতিকাফের নির্ধারিত স্থানের বাইরে আলাদা সময় ব্যয় করে অপ্রয়োজনীয় আড্ডা বা আলাপ-সালাপে মত্ত হওয়া যাবে না।

(১০) ইতিকাফের স্থানে অল্প-স্বল্প বৈধ কথা-বার্তা বলা জায়েয আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী সাফিয়্যাহ (রা)-এর সাথে ইতিকাফ অবস্থায় কথা-বার্তা বলেছিলেন। [ইমাম বুখারি, আস-সহিহ: ২০৩৫ ও ২০৩৮]

(১১) খাবার পাকানোর জন্য নারী পাকঘরে যেতে পারবেন না। তবে, প্রয়োজন হলে তিনি ইতিকাফের নির্ধারিত স্থানে খাবার রান্না করতে পারবেন। অন্যরা এক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করবেন। তবে, খাবার পাকানোর কেউ থাকলে এই কাজ নিজে না করাই উত্তম। [ফাতাওয়া মাহমুদিয়্যাহ: ১০/২৫১]

এই ব্যাপারে অন্য অনেক আলিম বলেছেন, নারী দুনিয়াবি কাজ করলে ইতিকাফ ভেঙে যাবে। তাই, খাবার রান্না না করাই নিরাপদ।

🔶দুআ কবুলের বরকতময় মাস রামাদান চলে যাচ্ছে। আমরা যারা রামাদানের মত মাসেও দুআ করার তৌফিক পাচ্ছি না, তারা দুআ যেন করতে পারি এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে দুআ করি। দুআ করতে না পারা অন্তরের ব্যাধি।আল্লাহ আমাদের এই ব্যাধি থেকে মুক্তি দান করুন।

ইয়া রব! আমি তো দুআ করতেই পারছি না। আপনি আমাকে আপনার কাছে কল্যানকর, কবুলযোগ্য দুআ করার তৌফিক দিন। আপনি তৌফিক না দিলে আমি তো আপনার কাছে দুআও করতে পারব না। ইয়া রব! আপনি আমাকে আপনার কাছে চাওয়ার তৌফিক দিন। আপনার সাথে কথা বলার তৌফিক দিন।আপনার সাথে আমার সম্পর্ক মজবুত করার তৌফিক দিন। ইয়া আরহামার রাহিমীন। আমীন ইয়া রব্বাল 'আলামীন। আমীন ইয়া রব্বী।

আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়্যীনা মুহাম্মাদ।

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَۚ
وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَۚ
وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَم

দুআ হলো ইবাদত

১) ইয়া আল্লাহ! আমাকে ঈমানের সাথে ফিতনামুক্ত অবস্থায় সর্বোত্তম মৃত্যু দিন।
২)কিয়ামতের দিন আরশের নিচে ছায়া দিন।
৩)আমার অন্তর পরিশুদ্ধ করে দিন।
৪)কুরআন সহীহ শুদ্ধ করে পড়ার তৌফিক দিন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: এর মত দ্বীনের জ্ঞান প্রজ্ঞা দিন, সেভাবে কুরআন পড়ার তৌফিক দিন। ইলম অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন।
৫)সুস্থতা দান করুন শারীরিক মানসিক আত্নিক। ডাক্তার, হাসপাতাল, কাটাছেঁড়া, অপারেশন ইত্যাদি থেকে আমাকে আমার বংশধর, পরিবার পরিজন সবাইকে হেফাজত করুন।

৬)যাদেরকে রাইয়ান নামক জান্নাতের দরজা দিয়ে প্রবেশ করানো হবে আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং সেভাবে রোজা রাখার তৌফিক দিন।

৭)আমার সকল দুর্বলতা আপনি দূর করে দিন। আমাকে সব দিক থেকে কল্যান ও আফিয়াহর সাথে শক্তিশালী করে দিন। আমার জন্য তাকওয়াবান দল মিলিয়ে দিন,সাহায্যকারী মিলিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আমি যেখানেই থাকি বা যাই, সেখানে আমার একটি সম্মানজনক, কল্যাণকর ও সত্যনিষ্ঠ অবস্থান তৈরি করে দিন।

৮)আমাকে ভাষাগত দক্ষতা দান করুন। যা আপনার দ্বীনকে শক্তিশালী করে এমন সকল কল্যানকর দক্ষতা দান করুন কল্যান ও আফিয়াহর সাথে। কুরআনের ভাষা আরবি বুঝার তৌফিক দিন। উপকারী ইলম দান করুন, সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন। কিয়ামতের দিন তৃষ্ণার্ত হওয়া থেকে হেফাজত করুন।

৯)ইয়া রব! আপনি আমাকে অল্পে তুষ্ট করে দিন কল্যান ও আফিয়াহর সাথে। আপনার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার, আপনার ইবাদত করার তৌফিক দিন। আপনি আমার জিহ্বা ও লজ্জা স্থানের হেফাজত করুন। কারন, এই দুয়ের হেফাজত করতে পারলে জান্নাতের গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে সুবহানাল্লাহ।

১০)আল্লাহ আপনি আমাকে কল্যান ও আফিয়াহর সাথে সারা দুনিয়ার খবর ভুলিয়ে দিন, শুধুমাত্র আপনার খবর রাখার তৌফিক দিন।

১১)ইয়া রব! আপনি আমাকে তাকওয়াবান ও সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত করুন ও তাদের সাথেই রাখুন, তাদের সাথেই মৃত্যু দান করুন। ইয়া রব! আপনি সম্পূর্ন কুরআন আমার অন্তরে আমৃত্যু গেঁথে দিন। কুরআন অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন।

১২) আল্লাহ আপনি আমার জন্য নামাজকে চক্ষু শীতলকারী করে দিন।কুরআনকে অন্তরে গেঁথে দিন,সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন।

১৩) আল্লাহ আপনি আমাকে ও আমার পরিবার পরিজন, বংশধরদের আপনার সত্যিকারের খলিফা বানিয়ে দিন, যাদের কথা আপনি কুরআনে বলেছেন। আমরা যেন আপনার দ্বীন সেভাবেই প্রতিষ্ঠা করতে পারি যেভাবে আপনি বলেছেন। আল্লাহ আপনি আমাকে গুনাহ ও গাফেলতি থেকে বাঁচান। হে আল্লাহ আমাকে এমন জিন্দেগী দান করুন আমি যেন এক মুহুর্তও আপনার স্মরন থেকে গাফেল না হই। যতক্ষণ জাগ্রত ততক্ষণই যেন আপনার স্মরনে মশগুল থাকতে পারি। এরকম যোগ্যতা আপনি আমাকে দয়া করে দান করুন। আমাকে আপনি সময়ের যথাযোগ্য ব্যবহার করার তৌফিক দিন। সময় নষ্টের হাত থেকে বাঁচান। আপনার অসন্তুষ্টির সব কাজ থেকে বাঁচান।

১৪) আল্লাহ আপনি আমাকে কল্যান ও আফিয়াহর সাথে সম্পূর্ন কুরআন সহীহ শুদ্ধ করে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর মত হিফয, আমল, প্রজ্ঞা দান করুন। হে আল্লাহ আমি দুর্বল আমাকে শক্তিশালী করুন। আমি রূঢ় আমাকে নম্রতা দান করুন। আমি কৃপন আমাকে উদারতা দান করুন।

১৫) আপনি আমার অন্তরকে পাখির অন্তরের মত করে দিন যাকে আপনি জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশ করাবেন। পাখির অন্তর নরম, বিশ্বাসীদের অন্তরও নরম। আপনি আমার রুহকে ইল্লিয়ীনে জায়গা দিন যেখানে নেককারদের রুহ থাকবে।

আপনি আমাকে পাপকে ঘৃনা করার তৌফিক দিন,পাপীকে না। আল্লাহ আপনি আমাকে কল্যান ও আফিয়াহর সাথে নির্জনতা দান করুন যাতে আমি আপনার ইবাদত করতে পারি। নির্জতায় বা অন্য যেকোন সময় আমি যেন গুনাহ না করি। আমাকে আপনি আপনার সব ধরনের অবাধ্যতা থেকে হেফাজত করুন।

মুহসিসিন হতে হলে মাফ করতে হবে, রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মুহসিসিন মানে হলো The People of Excellence. আল্লাহ আপনি আমাকে উত্তম আখলাক সম্পন্ন বানিয়ে দিন যাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।রাগের সময় আমি যেন সেখান থেকে চলে যাই।এটা আমাকে মনে করিয়ে দিয়েন আল্লাহ। Just to leave that place and dont do anything. Ya Allah Calm me Down. আমাকে আপনি শান্ত করুন।

১৬) আবু বকর রা: রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।তিনি জান্নাতের সবগুলো দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে পারবেন কারন তার মধ্যে সব গুন বিদ্যমান ছিল। ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে ও আমার পরিবার পরিজন, বংশধরদের আবু বকর (রা) এর কল্যানকর সব গুনে গুণান্বিত করুন। জান্নাতের সব সাহাবীদের গুনে গুণান্বিত করুন।

১৭)আপনি আমাকে সুন্নাহ অনুযায়ী চুপ থাকার তৌফিক দিন।আপনি আমার রুহকে শান্ত ও স্থির করে দিন। যাদের অন্তর স্থির আমাকে তাদের সাথেই রাখুন। যারা বা যে পরিবেশ, এমন সবকিছু যা আমার রুহকে অশান্ত ও অস্থির করে দিবে সেসব থেকে আমাকে, আমার পরিবার পরিজন বংশধরদের কল্যান ও আফিয়াহর সাথে পূর্ব পশ্চিমের দুরত্ব তৈরি করে দিন।

আমি যদি Arrogant হই তাহলে আমি সত্যকে সত্য হিসেবে চিনতে পারব না,চিনতে পারলেও মানতে পারব না। If i am arrogant i do not have the Character of the Believer. অন্তরে যদি এ চিন্তা থাকে যে আমি তার চেয়ে উত্তম তাহলে এমন অন্তর নিয়ে কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে না। আপনি আমাকে এসব বিষয় থেকে হেফাজত করুন।

১৮)হে আল্লাহ আপনি আমাকে এমন জ্ঞান দান করুন আমাকে যখন কবরে প্রশ্ন করা হবে আমি যেন সেই প্রশ্নের উত্তর গুলো সঠিকভাবে দিতে পারি।

১৯)ইয়া রব! আপনি আমার, আমার পরিবার পরিজন বংশধরদের লেখনী, ভাষাগত দক্ষতা সহ আপনার দ্বীনের জন্য যত দক্ষতা সব দান করুন এবং আমাদের আপনার দ্বীনের জন্য কাজ করার সুযোগ দিন।

২০)আল্লাহ আপনি আমাকে শারীরিক মানসিক আত্মিক ভাবে শক্তি সামর্থ্য দান করুন আমি যেন আপনার ইবাদত করতে পারি ঠিক যেভাবে আপনি চান সেভাবেই। অলসতা সব সব অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন, যেসব থেকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানাহ চেয়েছেন। সকল কল্যান দান করুন যা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেয়েছেন।

২১)আল্লাহ আপনি বলেছেন যিনার ধারে কাছেও যেতে না।আপনি আমাকে ও আমার বংশধরদের এই যিনার সর্বপ্রকার ধরন থেকে আমৃত্যু মুক্ত রাখুন,হেফাজত করুন।নূর দান করুন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন তাঁর নূরের দিকে।আপনি আমাকে, আমার পরিবার পরিজন বংশধরদের সেই নূর দান করুন।এবং তাতে আমৃত্যু টিকিয়ে রাখুন।

২২)ইয়া রব! আপনি আমাকে কল্যান ও আফিয়াহর সাথে সারাজীবন রোজা রাখার তৌফিক দিন, সালাতে দাড়াঁনোর তৌফিক দিন,সব সালাতে,রাতের সালাতে।যেভাবে আপনি আপনার ইবাদত করতে বলেছেন সেভাবেই ইবাদত করার তৌফিক দিন।

২৩)হে আল্লাহ আমাকে আপনি কম খাওয়া,কম কথা বলা,কম মেলামেশা, কম ঘুমানোর তৌফিক দিন।বেশি বেশি আপনাকে স্মরণ করার তৌফিক দিন।

২৪)হে আল্লাহ আমাকে তাওফিক দিন, আমি যেন আপনার শোকরকে মহিমান্বিত করি,আপনার জিকিরে ব্যাপৃত থাকি,আপনার আনুগত্য করি এবং আপনার নির্দেশ মেনে চলি।

হে আল্লাহ আপনি আমাকে ও আমার পরিবার পরিজন, বংশধরদের কল্যান ও আফিয়াহর সাথে রিযিকে বরকত দিন। আপনার সন্তুষ্টির খাতে খরচ করার তৌফিক দিন। আমাদের উপরের হাত বানান। আপনি যেখানে সন্তুষ্ট হবেন না এমন কোন খাতে আমরা যেন এক পয়সাও খরচ না করি। আপনি যেভাবে বলেছেন শতভাগ সেভাবেই চলার তৌফিক দিন। নিজের মনগড়া কোন কিছু যেন না করি। আপনি আমাদের রক্ষা করুন সব অনিষ্ট থেকে।

২৫)ইয়া রব! আপনি আমাকে আল্লাহওয়ালা বানিয়ে দিন,তাদের সাথেই রাখুন,আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাদের জন্য খরচ করার তৌফিক দিন, সাথেই মৃত্যু দিন।এছাড়া আর সবার কাছ থেকে কল্যান ও আফিয়াহর সাথে পূর্ব ও পশ্চিমের দুরত্ব তৈরি করে দিন।আপনি আমাকে বাঁচান,আমার পরিবারকে,আমার বংশধরদের বাঁচান।মুসলিম উম্মাহকে বাঁচান।

২৬)ইয়া রব! আপনি আমাকে ও আমার পরিবার পরিজন বংশধরদের কল্যানও আফিয়াহর সাথে স্থায়ী ভাবে মদিনা শহরে থাকার ব্যবস্থা করে দিন আমৃত্যু, এবং সেখানেই মৃত্যু দান করুন। সেখান থেকে কোনদিন বের করবেন না দয়া করে।আমি এর যোগ্য না কিন্তু আপনার রহমতের উসিলায় আমি আপনার কাছে আমার, আমার পরিবার পরিজন বংশধরদের জন্য মদিনার রিযিক চাই ইয়া রব।ইয়া আরহামার রাহিমীন সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

২৭)আল্লাহ আমার কুরআন! আমি আটকে গেলাম।আপনিই শিখিয়ে দিন আপনার কালাম যেভাবে নাযিল করেছেন সেভাবেই, সে অনুযায়ী আমল করারও তৌফিক দিন। কুরআনের ধারক ও বাহক বানিয়ে দিন।কিয়ামতের দিন যেন কুরআনের সর্বশেষ আয়াত পাঠ করতে করতে সেই জান্নাতের ধাপে উঠতে পারি ইনশাআল্লাহ।

হে আল্লাহ আপনি আমাকে, আমার পরিবার পরিজন বংশধরদের বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কখনো যেন জাদুগ্রস্ত, বদনজরে বা ইত্যাদি পরীক্ষায় যেন পতিত না হয়,বর্তমানে আমরা যদি এতে আক্রান্ত থাকি আপনি এমন ভাবে সুস্থ করে দিন যেন আমৃত্যু আর কোন দিন এতে আক্রান্ত না হই।আপনি কল্যানও আফিয়াহর সাথে মুক্তি দিন, শয়তান, নাফসের অনিষ্ট, মানুষের অনিষ্ট, সৃষ্টি কুলের সবকিছুর একে অপরের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন।

হে আল্লাহ, আপনি আমাকে একজন আল্লাহ ওয়ালা, তাকওয়াবান, একজন কুরআন ওয়ালা বান্দা বানিয়ে দিন।

ইয়া রব! আমার পাপ অনেক বেশি। আপনার ক্ষমা তো তার চেয়েও বেশি। আপনার অফুরন্ত ক্ষমা দিয়ে আমার পাপরাশি আপনি আমার আমল নামা থেকে এমন ভাবে মুছে দিন যেন এর অস্তিত্বই ছিল না কোনদিন। ইয়া আরহামার রাহিমীন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

২৮) ইয়া রব! যারা ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন, তাদের আপনি মাফ করুন। তাদের কবরকে নূরে পরিপূর্ণ করে দিন। কবরের আযাব থেকে হেফাজত করুন। তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌসের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমাদের ভাল কাজের নেকী আপনি তাদের দান করুন, আমাদের কবরে সহ প্রত্যেকের কবরে পৌঁছে দিন, নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করুন। প্রত্যেকটা দুআ আপনি মুসলিম উম্মাহর সবার জন্য কবুল করুন।আমিন। ইয়া আরহামার রাহিমীন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

২৯)হে আল্লাহ! আপনি আমাকে, আমার পরিবার পরিজন, বংশধর, সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে উত্তমভাবে সালাত কায়েমকারী বানিয়ে দিন। নামাজকে আমার, আমাদের জন্য চক্ষু শীতল কারী বানিয়ে দিন। যেদিন হিসাব কায়েম হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা মাতাকে ও সকল মুমিনদের মাফ করুন।

৩০)হে আল্লাহ! আপনি আমাদের দুনিয়াতে কল্যান দান করুন, আখিরাতে কল্যান দান করুন। আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ আমার প্রতি আপনার ভালবাসার খাতিরে আমার, আমাদের সারাজীবনের গুনাহ মাফ করে দিন। আমাকে, আমাদের বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌসের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

হে আল্লাহ, আমার জীবনের শেষ অংশকে সর্বোত্তম মুহূর্ত, শেষ কাজকে সর্বোত্তম কাজ, জীবনের শেষ দিনকে সর্বোত্তম দিন এবং আপনার সাথে সাক্ষাৎ এর দিনকে সর্বোত্তম দিন বানিয়ে দিন।

ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের সকল দুআর উত্তর দিন। আপনি সামিউল বাসির। আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ইয়া মুজিব আপনি আমার দুআ কবুল করুন। ইয়া ক্বদির আপনি আমার দুআ কবুল করুন। ইয়া ফাত্তাহ আপনি আমার দুআ কবুল করুন।

সুবহানা রব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন। ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন। ওয়াল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন। (সূরা সফফাত: আয়াত ১৮০-১৮২)

ইয়া আরহামার রাহিমীন(৩ বার)
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

১)কুরআন
২)আরবি ভাষা শিক্ষা
৩)সুস্থতা, নিরাপত্তা, আফিয়াহ নিজের ও পরিবারের (শারীরিক মানসিক আত্নিক)
৪)পারিবারিক শান্তি সম্পর্ক, সাহাবীওয়ালা সিফাত,সাহাবী ওয়ালা টিম, কুরআন ওয়ালা হওয়ার দুআ,আল্লাহর দ্বীন নিজে মেনে চলা ও প্রতিষ্ঠা করা
৫)গুনাহ থেকে মুক্তি, আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে হেফাজত এর দুআ
৬)কল্যানও আফিয়াহর সাথে দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দিন,দুনিয়া বিমুখ করে দিন।কি প্রয়োজন,কিসের পর কি করতে হবে আল্লাহ আপনিই আমাকে পথ দেখান।এত চেক লিস্ট করা,মনে রাখা আমাকে দিয়ে কিছুই হয়না।সব ধরনের খারাবি থেকে আমাকে ও আমার পরিবার পরিজনদের হেফাজত করুন।আপনিই তো যথেষ্ট সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য।

বান্দা আপনার দিকে পুরাপুরি দৌড়ে ছুটে আসতে চায় আর আপনি আসতে দিবেন না,এটা তো হতেই পারে না।বান্দা আপনার কুরআনকে আকঁড়ে ধরতে চায়, সাহাবী ওয়ালা ইমান আমলে টিকে থাকতে চায় তৌফিক চায়,আর আপনি দিবেন না, বান্দা আপনার দ্বীন নিজে মানতে ও প্রতিষ্ঠা করতে চায় আর আপনি সহযোগিতা করবেন না, এটা হতেই পারে না।শয়তান আর নফস সেই বান্দাকে, সেই বান্দার টিমকে কুমন্ত্রণা দিবে,বরবাদ করবে এটা হতেই পারে না।আপনিই তো সেই বান্দাকে বাঁচাবেন।

আপনার বান্দা আপনার উপর সুধারনা রাখে,আপনি অবশ্যই আপনার বান্দাকে রক্ষা করবেনই।এই সুধারনাই যথেষ্ট আলহামদুলিল্লাহ। দুনিয়া আখিরাতের সব প্রয়োজন আল্লাহ অবশ্যই পূরন করবেন।আল্লাহ আমি আপনার কাছে কোন কিছু চাইতে, দুআ করতে ভুলে যেতে পারি কিন্তু আপনি আমার রব।আপনি আমাকে দিতে ভুলবেন না।সেটা আমি জানি।আপনি আমাকে জাহান্নামে দিবেন না।আপনি আমাকে একবার গুনাহ থেকে মুক্ত করে,একবার অন্তর পরিশুদ্ধ করার পর আর একটা কালো দাগ ও আমৃত্যু অন্তরে ফেলতে দিবেন না। আমি জানি।আপনার প্রতি সুধারনা আমার জন্য যথেষ্ট। ইয়া আরহামার রাহিমীন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ ১০ দিন(জিলহজ্জ ১-১০)

১) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলার নিকট জিলহজ্জের (প্রথম) দশ দিনের আমলের চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ ও প্রিয় অন্য কোনো আমল নেই।" [বুখারি, আস-সহিহ: ৯৬৯]

২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চারটি মাসকে 'আশহুরে হুরুম' অর্থাৎ সম্মানিত মাস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এই মাসগুলো হলো: জিলকদ, জিলহজ, মহররম ও রজব। চারটি সম্মানিত মাসের একটি হলো জিলহজ্জ; তাই এই মাসের সম্মানে যথাসম্ভব সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত ফলকে (বছরে) মাসের সংখ্যা বারোটি—আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তার মধ্যে চারটি (মাস) সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা (গুনাহ করার মাধ্যমে) নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না।" [সুরা তাওবাহ, আয়াত: ৩৬]

৩) ইবনু আব্বাস (রা) আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কোন দিন নেই যার আমল আল্লাহর পাকের নিকট যিলহজ্জ মাসের ১ম ১০ দিনের আমল থেকে অধিক প্রিয়। সাহাবীগন জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর পথে জিহাদ ও কি এর চেয়ে উত্তম নয়? তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ ও এর চেয়ে উত্তম নয়, তবে সে ব্যক্তি ব্যতীত যে তার জান ও মাল নিয়ে জিহাদে বের হয়েছে; অতপর তার কিছুই ফেরত আসে নি।" [বুখারি, আস-সহিহ: ৯৬৯; আহমাদ, আল-মুসনাদ: ৬৫০৫; আবু দাউদ, আস-সুনান: ২৪৩৮]

ব্যাখ্যা: এই হাদিসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, জিলহজ্জ মাসের ১ম ১০ দিনের আমল অন্যান্য দিনের তুলনায় আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। এমনকি সাহাবীগন যখন আল্লাহর পথে জিহাদের কথা জিজ্ঞেস করলেন, তখনও তিনি বললেন যে, সেই জিহাদও এই ১০ দিনের আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। যদি না কোন ব্যক্তি তার জান ও মাল উভয়ই আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে এবং কিছুই নিয়ে ফিরে না আসে অর্থাৎ শহীদ হয়ে যায়।

৪) "আরাফার দিনে নিশ্চিতভাবে দুয়া কবুল হয়।" - ইবনে আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ [আত তাহমিদ]

৫) জিলহজ্জের দশকে জুমার দিন অন্য সময়ের জুমার চাইতে উত্তম। কারণ এতে দুই ফজীলত একত্র হয়। (ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ)

৬) আমি বহু আল্লাহওয়ালাকে দেখেছি, তারা বিশেষ দোয়া-চাওয়া গুলো আরাফা দিবসে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নেয়ার জন্য হৃদয় গহীনে সঙ্গোপনে রেখে দিতেন। (ইমাম আওযায়ি রাহিমাহুল্লাহ)

৭) রামাদান মাস, লাইলাতুল কদর এর জন্য যেমন আমরা দুআ করি, ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদের রামাদানে পৌঁছে দিন, লাইলাতুল কদর পর্যন্ত পৌঁছে দিন সে ভাবেই জিলহজ্জ মাসের জন্যও দুআ করব। ইয়া রব আপনি আমাদের জিলহজ্জ পর্যন্ত পৌঁছে দিন, এবং সর্বোত্তম ভাবে এর হক আদায় করার তৌফিক দান করুন। এই সময়টা যেন আমরা হেলাফেলায়, গাফেলতি করে গুনাহে নষ্ট না করি। এর মধ্যেও কত মানুষ কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সে পর্যন্ত আপনি আমাদের কল্যান ও আফিয়াহর সাথে নেক হায়াত দান করুন। বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন গুলো আপনি আমাদের নসীব করুন ইয়া রব। আল্লাহুম্মা আমীন। ইয়া আরহামার রাহিমীন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

বছরের শ্রেষ্ঠ দশ দিন (জিলহজ্জ ১-১০)-এর গুরুত্বপূর্ণ আমল

১) সুবহানাল্লাহ ২) আলহামদুলিল্লাহ ৩) আল্লাহু আকবার ৪) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ৫) বেশি বেশি তাকবির তথা আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করা।

৬) সাধারণভাবে জিলহজ্জের (১-১০) দিন সংক্ষেপে 'আল্লাহু আকবার' বেশি বেশি পড়ুন। সাথে, নিচের বাক্যগুলোও সাধ্যানুসারে পড়ুন। একে তাকবীর বলা হয়। ৯ জিলহজ ফজর থেকে ১৩ জিলহজ আসর পর্যন্ত তাকবির পাঠ করা। প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর এই তাকবির পাঠ করা ওয়াজিব **(**পুরুষরা উচ্চস্বরে**,** নারীরা নিচুস্বরে**)**।

الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

অর্থ: আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ; আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ; আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ; আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ; আর আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।

৭) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আরাফাতের দিনের দোয়াই শ্রেষ্ঠ দোয়া। দোয়া-জিকির হিসেবে সর্বোত্তম হলো ওই দোয়া, যা আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ করেছেন। তা হলো—

لَا إِلَٰهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ: 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদির।'

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তার কোনো শরিক নেই, রাজত্ব একমাত্র তারই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তারই জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।' (জামে তিরমিজি: ৩৫৮৫; শুআবুল ঈমান, বায়হাকি: ৩৭৭৮)

৮) প্রথম নয় দিন রোজা রাখা, বিশেষত আরাফার রোজা। সামর্থ্য থাকলে কুরবানি করা। কুরবানির ইচ্ছাকারীর জন্য এই দশ দিন নখ ও চুল না কাটা। বেশি বেশি তাসবিহ, তাহমিদ, তাহলিল ও তাকবির পাঠ করা এবং আরাফার দিন ফজর থেকে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত তাকবিরে তাশরিক পড়া। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও বেশি বেশি নেক আমল করা।

৯) আরাফার দিনের বিশেষ আমল: সিয়াম পালন, তাকবির পাঠ, ইশরাক ও চাশতের সালাত, তাওবা ও ক্ষমা চাওয়া, আরাফার বিশেষ দোয়া পড়া, দান-সাদাকা করা, কুরআন তিলাওয়াত ও দরুদ পাঠ করা এবং অন্যের জন্য দোয়া করা।

১০) দুআ কবুলের সিক্রেট - ঘুম থেকে ওঠার পর যিক্‌র (রাতে)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، رَبِّ اغْفِرْ لِي

লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া ‘আলা কুল্লি শাই’ইন্ ক্বাদীর। সুবহা-নাল্লাহি, ওয়ালহামদু লিল্লা-হি, ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার, ওয়ালা- ‘হাওলা ওয়ালা- ক্বুওয়্যাতা ইল্লা- বিল্লা-হিল ‘আলিয়্যিল ‘আযীম, রাব্বিগফির লী।

আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রকৃত মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, এবং প্রশংসা তাঁরই। এবং তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাবান। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রকৃত মাবুদ নেই। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। কোনো অবলম্বন নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহ্‌র (সাহায্য) ছাড়া।

‘উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন, “যদি কারো রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায় এরপর সে উপরের যিক্‌রের বাক্যগুলো পাঠ করে এবং এরপর সে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চায় অথবা কোনো প্রকার দোয়া করে বা কিছু চায় তাহলে তার দোয়া কবুল করা হবে। আর যদি সে এরপর উঠে ওযূ করে (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করে তাহলে তার সালাত কবুল করা হবে।” (রেফারেন্স: সহীহ। আবু দাউদঃ ৫০৬০)

- দু'আ কবুলের সিক্রেট: খেয়াল করুন এতে আছে আরাফার দিনের শ্রেষ্ঠ দু'আটি:

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

নবিজীর ﷺ হাদিস থেকে পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার এই (আরাফার দিনের) দু'আটি পড়বে সে:

_১০টি গোলাম মুক্ত করার সওয়াব পাবে।
_তার জন্য ১০০ সওয়াব লেখা হবে।
_তার ১০০ গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে।
_ওই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে এবং (সন্ধ্যায় বা রাতে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে)

_ওই দিনের হিসেবে কেউই তার চেয়ে উত্তম সওয়াবের কাজ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, ওই ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে বেশি পড়বে।

তাহলে এই হাদিসের ওপর আমল করে আপনি যদি দৈনিক ৫০০ বার দু'আটি পড়েন কতোজন গোলাম মুক্ত করার সওয়াব পাবেন? কয়শত সওয়াব লেখা হবে? কয়শত গুনাহ মাফ হবে?

দুআ কবুলের সিক্রেটে থাকা আরাফার দুআর নেকিতেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে বাকি লাইনগুলোতে থাকা তাসবীহ, তাসমিদ তাহলীল তাকবীর ইস্তিগফার সহ সবকিছুর বিনিময়ে আরো কতো কতো নেকি যোগ হবে? বুঝতে পারছেন দু'আটি কিসের ভাণ্ডার**?**

বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ ১০ দিনের জন্য আমরা কি কোন প্রস্তুতি নিয়েছি**?** আগামীবছর এ সময়টাতে আমরা দুনিয়াতে নাও তো থাকতে পারি।

মহররম মাস: গুরুত্ব, ফজিলত ও আমল

মহররম মাস হিজরি সনের প্রথম মাস। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফজিলতপূর্ণ একটি মাস, যার বিশেষ মর্যাদা পবিত্র কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

১. গুরুত্ব ও তাৎপর্য
* সম্মানিত মাস: আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে যে চারটি মাসকে 'হারাম' বা সম্মানিত আখ্যা দিয়েছেন, মহররম তার অন্যতম। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয় আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর কাছে মাসসমূহের সংখ্যা বারোটি, তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।" (সূরা আত-তাওবা: ৩৬) এই চারটি সম্মানিত মাস হলো: জিলকদ, জিলহজ, মুহাররাম ও রজব। (বুখারি, হাদিস নং ১৭৪১; মুসলিম, হাদিস নং ১৬৭৯)

* 'আল্লাহর মাস': রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহররম মাসকে 'শাহরুল্লাহ' বা 'আল্লাহর মাস' বলে আখ্যায়িত করেছেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১১৬৩) 'মুহাররাম' শব্দের অর্থ 'সম্মানিত', এবং এর নামকরণই হয়েছে এর বিশেষ মর্যাদার কারণে। আলিমগণের বড় একটি অংশের মতে, রমাদানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মাস হলো মুহাররাম। (ইবনু রজব, লাত্বাইফুল মা'আরিফ, পৃষ্ঠা: ৭৯-৮০)

* ঐতিহাসিক গুরুত্ব: মহররম মাস, বিশেষ করে এর দশম দিন 'আশুরা' অত্যন্ত ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে। এই দিনে আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.) ও বনি ইসরাইলকে ফেরাউনের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং ফেরাউনকে নীল নদে ডুবিয়েছিলেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় আগমন করলেন, তখন দেখলেন ইহুদিরা আশুরার দিন রোজা রাখে। তিনি জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো, "এটা এক মহান দিন। এ দিনে আল্লাহ মূসা (আ.) ও তাঁর কওমকে রক্ষা করেছেন এবং ফেরাউন ও তার কওমকে ডুবিয়ে মেরেছেন। তাই মূসা (আ.) আল্লাহর শুকরিয়া আদায়স্বরূপ এ দিন রোজা রেখেছেন এবং আমরাও রোজা রাখি।" তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "মূসা (আ.)-এর ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে আমরাই অধিক হকদার।" অতঃপর তিনি নিজেও রোজা রাখলেন এবং সাহাবিদেরকে রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন।" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ২০০৪; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১১৩৯)

২. ফজিলত
* রমজানের পর শ্রেষ্ঠ রোজা: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রমজানের পর সর্বোত্তম রোজা হলো আল্লাহর মাস মুহাররাম (মাসের রোজা); আর ফরজ নামাজের পর সর্বোত্তম নামাজ রাতের নামাজ।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১১৬৩)

* আশুরার রোজার বিশেষ ফজিলত: আশুরার দিনের রোজা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আশুরার দিনের রোজার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি—তিনি (এর দ্বারা) পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৯৬৭ বা ১৯৯৫, বিভিন্ন সংস্করণে নম্বর ভিন্ন হতে পারে; ১১৬২ নম্বরের হাদিসটি অন্য প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে, তবে এই ফজিলত সহিহ মুসলিমের অন্য হাদিসে নিশ্চিত)

৩. আমল
* বেশি বেশি নফল রোজা: মহররম মাসে বেশি বেশি নফল রোজা রাখার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। বিশেষ করে আশুরার দিন (১০ই মুহাররাম) এবং এর সাথে ৯ই মুহাররাম রোজা রাখা সুন্নত।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা ইহুদিদের বিরোধিতা করো—আশুরার আগে বা পরে আরও একদিন রোজা রাখো।" (আহমাদ, আল-মুসনাদ: ২১৫৫; বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা: ৪৩১৫; হাদিসটি হাসান) এর দ্বারা ১০ তারিখের সাথে ৯ তারিখ অথবা ১১ তারিখ রোজা রেখে ইহুদিদের থেকে ভিন্নতা প্রকাশের কথা বোঝানো হয়েছে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১১৩৪)

* আশুরার রোজার হুকুম: আশুরার রোজা ইসলামের প্রথম যুগে ফরজ ছিলো, কিন্তু রমাদানের ফরজ রোজার বিধান আসার পর এটি নফল হয়ে যায়। (নাসাঈ)

* তওবা ও ইস্তিগফার: মহররম মাসে তওবা ও ইস্তিগফারের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে।

৪. বর্জনীয় আমল
মহররম মাসকে কেন্দ্র করে তাজিয়া মিছিল বের করা, মাতম-মর্সিয়া করা, শরীর রক্তাক্ত করা, ঢোল বাজানো ইত্যাদি শরিয়তসম্মত নয়। এ সকল কাজ বিদআত ও গুনাহের শামিল। ইসলাম মহররম মাসকে শোক পালনের চেয়ে ইবাদত ও শুকরিয়া আদায়ের মাস হিসেবেই অধিক গুরুত্ব দেয়।

৫. আশুরার রোজা একদিন। এর আগের দিন বা পরের দিনের রোজা সাধারণ নফলের নিয়তে রাখতে হবে।

মুহাররামকে হাদিসে ‘আল্লাহর মাস’ বলা হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রাহ.) বলেন, মুহাররাম হলো একটি ইসলামি নাম, অপরদিকে অন্য মাসগুলোর নাম জাহেলি যুগে যা ছিলো ইসলাম আসার পরও তাই রয়ে গেছে।

ইসলামপূর্ব যুগে মুহাররামকে ‘সফর আল আউয়াল’ বলা হতো এবং ইসলাম আসার পর আল্লাহ এই মাসের নামকরণ করেন ‘মুহাররাম’। তাই এই মাসকে শাহরুল্লাহ বা ‘আল্লাহর মাস’ বলা হয়। [তুহফাতুল আহওয়াযি লি মুবারকপুরী]

৬. মহররম মাসের বিশেষ ২ টি আমল:

১) বেশি বেশি রোজা রাখা
২) বেশি বেশি তওবা ইস্তিগফার করা। সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার পড়া।

প্রয়োজনীয় ২৫ টি দুআ

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি দোয়া যা আমাদের দুনিয়া আখিরাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ।

১- দুনিয়া আখিরাতের কল্যানের জন্য দোয়া-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উষ্চারনঃ “রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাহ ওয়া ফিল আখিরতি হাসানাহ ওয়া কিনা আজাবান্নার”

অর্থ-‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে আগুনের-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর।’(সুরা বাকারা- আয়াত ২০১)

কাতাদা (রাঃ) আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন কোন দোয়া রাসুল (সাঃ) বেশি পড়তেন তখন আনাস (রাঃ) উপরে দোয়াটির কথা বলেছিলেন (মুসলিম)

২- নিজে এবং নিজের পরিবারের সবার জন্য বিনা হিসাবে বিনা আজাবে জান্নাতুল ফিরদাউস চাওয়ার দোয়া-

اللهم أدخلنا وأهلنا الجنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب

উষ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আদখিলনা ওয়া আহলানা আল জান্নাতাল ফিরদাউস বিগইরি হিসাবিও ওয়া লা আ'যাব।

অর্থঃ ইয়া আল্লাহ তুমি আমাকে আর আমার পরিবারের সবাইকে বিনা হিসাবে, বিনা আজাবে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করো।

৩- হেদায়াতের পর অন্তরের বক্রতা হতে মুক্তি চাওয়া-

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

উষ্চারনঃ রব্বানা-লা-তুযিগ্ কুলূবানা- বা’দা ইয্ হাদাইতানা-অহাবলানা-মিল্ লাদুন্কা রহমাহ , ইন্নাকা আন্তাল্ অহহা-ব্

অর্থঃ হে আমাদের রব, আপনি হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। (সূরা আল ইমরান – আয়াত ৮)

৪- দ্বীনের উপর অটল থাকার দুয়া:

اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ

উচ্চারনঃ আল্লাহুম্মা ইয়া মুক্কাল্লিবাল ক্কুলুব, ছাব্বিত ক্কলবী আ'লা দ্বীনিক

অর্থ:- হে আল্লাহ! হে হৃদয়ের পরিবর্তন কারী! আপনি আমার হৃদয়-কে আপনার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আ'নহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বেশি বেশি বলতেন,

"হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! তুমি আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখো।"

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার প্রতি এবং আপনি যা আনয়ন করেছেন তার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনি কি আমাদের ব্যাপারে ভয় করেন?'

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, হৃদয়সমূহ আল্লাহর আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দু'টি আঙ্গুলের মাঝে আছে। তিনি তা ইচ্ছামত বিবর্তন করে থাকেন।"(তিরমিযী ২১৪০, ইবনে মাজাহ ৩৮৩৪, মিশকাত ১০২)

৫- আল্লাহর কাছে হেদায়েত ও তাকওয়া চাওয়ার দোয়া-

"اللهم إني أسألك الهدى، والتقى، والعفاف، والغنى"

উচ্চারনঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নি আস-আলুকাল হুদা ওয়াত-তুকা ওয়াল আ'ফাফা ওয়াল গিনা।"

অর্থ: হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে হেদায়েত, তাকওয়া, সুস্থতা ও সম্পদ প্রার্থনা করছি।

(সুনানে আত-তিরমিযী: ৩৪৮৯)

৬- দুনিয়া আখিরাতের নিরাপত্তার যেই দুয়াটি রাসুল (সাঃ) কোন দিন সকাল সন্ধ্যায় পড়তে ছাড়তেন না-

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)কখনোই সকাল হলে ও সন্ধ্যা হলে নিচের এই কথাগুলি বলতে ছাড়তেন না (সর্বদা তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় এগুলি বলতেন)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ استُرْ عَوْرَاتي، وآمِنْ رَوْعَاتي، اللَّهمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَينِ يَدَيَّ، ومِنْ خَلْفي، وَعن يَميني، وعن شِمالي، ومِن فَوْقِي، وأعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحتي

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আস্‌আলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল ‘আ-ফিয়্যাতা ফিদ্ দুন্‌ইয়া- ওয়াল আ-খিরাহ। আল্লাহুম্মা, ইন্নী আস্‌আলুকাল ‘আফ্‌ওয়া ওয়াল ‘আ-ফিয়্যাতা ফী দীনী ওয়া

দুন্‌ইয়াই-য়া, ওয়া আহলী ওয়া মালী। আল্লা-হুম্মাস- তুর 'আউরা-তী ওয়া আ-মিন রাউ'আ-তী। আল্লা-হুম্মাহ্ ফাযনী মিম বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খালফী, ওয়া 'আন ইয়ামীনী ওয়া 'আন শিমালী, ওয়া মিন ফাউক্বী। ওয়া আ'উযু বি'আযামাতিকা আন উগতা-লা মিন তাহতী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ইহকালে ও পরকালে নিরাপত্তা চাচ্ছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার ধর্ম ও পার্থিব জীবনে এবং পরিবার ও সম্পদে ক্ষমা ও নিরাপত্তা ভিক্ষা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার লজ্জাকর বিষয়সমূহ গোপন করে নাও এবং আমার ভীতিতে নিরাপত্তা দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার সম্মুখ ও পশ্চাৎ, ডান ও বাম এবং উপর থেকে রক্ষণাবেক্ষণ কর। আর আমি তোমার মাহাত্মের অসীলায় আমার নিচে ভূমি ধসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসনাদ আহমাদ ২/২৫, সুনানু ইবনি মাজাহ ২/১২৭৩, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯৮, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩৮১-৩৮৩, সহীহুত তারগীব ১/৩৪৩)

৭- আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত কখনো যেন হারিয়ে না যায়-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ " .

উচ্চারণঃ আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন যাওয়া-লি নি'মাতিক, ওয়া তাহাও্উলি 'আ-ফিয়াতিক, ওয়া ফুজা-য়াতি নিক্‌মাতিক, ওয়া জামী'ই সাখ-তিক।

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়া হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তি আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে।"(মুসলিম- ৬৮৩৭)

৮- মারাত্মক রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তির দোয়াঃ

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، وَسَيِّئِ الأَسْقَامِ»

উচ্চারনঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল জুনুন, ওয়াল জুযাম, ওয়াল বারস, ওয়া সাইয়িল আসকম।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি পাগলামী, কুষ্ঠ রোগ, শ্বেতরোগ এবং অতি মন্দ রোগ ব্যাধি হতে। (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৫৪৯৩ ; হাদিসের মান: সহিহ হাদিস)

৯- যে কোন অসুস্থ বা বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখে এই দোয়া পড়লে আপনি জীবনে কখনো ঐ অসুখে বা ঐ বিপদে পরবেন না-

উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে লোক কোন বিপদগ্রস্থ লোককে প্রত্যক্ষ করে বলে

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

উষ্চারনঃ আলহামদুলিল্লা হিল্লাযি আ-ফা-নী মিম্মাব তালা-কা বিহ, ওয়া ফাদদলানীয় আলা কাছিইরিম মিম্মান খলাকা তাফদিইলা।

অর্থঃ "সকল প্রশংসা আল্লাহ তা আলার জন্য, তিনি যে বিপদে তোমাকে জড়িত করেছেন তা হতে আমাকে হিফাযাতে রেখেছেন এবং তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির উপর আমাকে সম্মান দান করেছেন"।

সে তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত উক্ত অনিষ্ট হতে হিফাযাতে থাকবে। তা যে কোন বিপদেই হোক না কেন। (ইবনু মাজাহ, হাঃ ৩৮৯২ হাদিসের মানঃ হাসান হাদিস তিরমিজি ৩৪৩১- তাওহিদ পাবলিকেশন)

১০- সকাল সন্ধায় ৩বার করে যেই দোয়া পড়লে আসমান জমিনের কোন কিছুই আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না-

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি সকালে তিনবার ও সন্ধ্যায় তিন বার এই দুআ পড়বে, কোনো কিছুই ঐ ব্যক্তির ক্ষতি করতে পারবেনা।"

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

উষ্চারণঃ বিস্‌মিল্লা-হিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা'আ ইস্‌মিহী শাইউন ফিল্‌ আরদ্বি ওয়ালা ফিস্‌ সামা-ই, ওয়াহুয়াস্‌ সামী'উল 'আলীম। (৩ বার)

অর্থঃ আমি সেই আল্লাহর নামে শুরু করছি, যার নামে শুরু করলে আসমান ও যমীনের কোনো কিছুই কোনো ক্ষতি করতে পারেনা, তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

(আবূ দাউদ, ৪/৩২৩, নং ৫০৮৮; তিরমিযী, ৫/৪৬৫, নং ৩৩৮৮; ইবন মাজাহ, নং ৩৮৬৯; আহমাদ, নং ৪৪৬। আরও দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ, ২/৩৩২। আর আল্লামা ইবন বায রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'তুহফাতুল আখইয়ার' গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠায় এটার সনদকে হাসান বলেছেন- হিসনুল মুসলিম থেকে)

১১- সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া-

আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে কেউ যদি প্রতিদিন সকাল (ফযরের পরে) ও সন্ধ্যায় (আসর বা মাগরিবের পরে) পড়ে আর সে ঐদিন মারা যায় ইন শা' আল্লাহ সে জান্নাতে যাবে। এই গ্যারান্টি দিয়ে গেছেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (বুখারী, তিরমিযী ৫/৪৬৬)

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرِ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আনতা রব্বি লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, খালাক্বতানি ওয়া আনা আ'বদুক, ওয়া আনা-আ'লা আহ'দিকা ওয়া-ওয়াদিকা মাস্তা-তোয়া'ত, আ'উযুবিকা মিন শাররি মা-ছানাআ'ত আবু-উ-লাকা বিনি'মাতিকা আলায়্যা ওয়া-আবু-উ-বি-যামবি, ফাগফিরলী, ফা-ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুযযুনুবা ইল্লা-আনতা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আর আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে যে ওয়াদা করেছি তা পূরণ করার চেষ্টায় রত আছি, আমি আমার কর্মের অনিষ্ট থেকে পানাহ্ চাই, আমি স্বীকার করছি আমার প্রতি তোমার প্রদত্ত নিয়ামতের কথা এবং আমি আরো স্বীকার করছি আমার পাপে আমি অপরাধী, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি ছাড়া ক্ষমা করার আর কেউ নাই।

১২- দুই সিজদার মাঝে বৈঠকের দোয়াতে আপনার সব চাওয়া রয়েছে-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ (وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ) وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ।

উচ্চারণ:- আল্লা-হুম্মাগফিরলী অরহামনী অজবুরনী অরফা'নী অহ্দিনী ওয়া আ-ফিনী অরযুক্বনী।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, আমার প্রয়োজন মিটাও, আমাকে উঁচু কর, পথ দেখাও, নিরাপত্তা দাও এবং জীবিকা দান কর। (আবূদাঊদ-৮৫০, তিরমিযী-২৮৪, ইবনে মাজাহ্-৮৯৮,হাকেম, মুস্তাদরাক)

ক্ষমা, দয়া, সমস্ত প্রয়োজন মিটানো, নিচুতা দূর করে উচু করা, সঠিক পথে পরিচালনা করা, নিরাপত্তা দেওয়া, জীবিকা দেওয়া এই সমস্ত কিছু প্রতি রাকাত সলাতের ১ সিজদা থেকে উঠে বসে আপনি আল্লাহর কাছে চেয়ে নিতে পারছেন আর সলাতটাই তো মুলত মুনাজাত, অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে সলাতের মধ্যে আল্লাহর কাছে দোয়া কবুলের আশা সবচেয়ে বেশি থাকে, আপনি একবার চিন্তা করুন প্রতিদিন এত রাকাত সলাতে আমরা এত বার যদি আল্লাহর কাছে এই দুয়াটা করি আর কোন ১বারও যদি দয়াময় আল্লাহ সুবহানাহু তা'লা কবুল করে নেন তাহলে দুনিয়া আখিরাতে আমাদের আর কোন অপ্রাপ্তি থাকবে কি?

১৩- উত্তম স্বামী/স্ত্রী সন্তান পাওয়ার দোয়া-

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

উচ্চারণঃ রব্বানা-হাব্লানা-মিন্ আয্ওয়া-জ্বিনা-অ যুররিয়্যা-তিনা-কুররতা আ'ইয়ুনিঁও অজ্ব্'আল্না-লিলমুত্তাকিনা ইমা-মা।

অর্থঃ হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী/স্বামী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন। (সূরা আল-ফুরকান- আয়াত ৭৪)

১৪- নিজে এবং নিজের বংশধরদের সালাত কায়েমকারী হওয়ার জন্য দোয়া-

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء

উচ্চারণঃ "রব্বিজ আ'লনি মুকিমাছ্ছলাতি ওয়ামিং যুররিইয়াতি রব্বানা-ওয়া তাকব্বাল দোয়া।

অর্থঃ "হে আমার রব! আমাকে তাদের একজন কর, যারা নিয়মিত সালাত কায়েম করে এবং আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও। হে আমার প্রভু তুমি আমার প্রার্থনা গ্রহণ কর।"(সুরা ইব্রাহিম- আয়াত ৪০)

১৫- জীবিত বা মৃত পিতামাতার জন্য দোয়া-

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

উচ্চারণঃ রব্বীর হাম্হুমা-কামা-রব্বাইয়া-নী সগীইর।

অর্থ :হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন (সূরা আল-ইসরা- আয়াত ২৪)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

উচ্চারণঃ রব্বানাগফিরলি অলিওয়া লিদাইয়্যা অ- লিলমুমিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসা-ব্।

অর্থ: হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। (সূরা ইবরাহিম- আয়াত ৪১)

এখানে পিতামাতার পাশাপাশি অন্য মুমিনদের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে আর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাহলে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য একটি করে সওয়াব আল্লাহ তার আমল নামায় লিখে দেবেন (ত্বাবরানী, শাইখ আলবানী হাদীছটিকে হাসান সহিহ বলেছেন, সহীহুল জামে হা/৬০২৬)

🔶হাদিসটা নিয়ে একটু চিন্তা করে দেখুন, বর্তমান পৃথিবীতেই ২০০ কোটির উপরে মুসলিম রয়েছে আর আদম (আঃ) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমের সংখ্যা কত হবে সেটা ১মাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'লা ছাড়া আর কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয় অথচ তাদের জন্য ১ বার ক্ষমা চাইলেই আপনি সেই সংখ্যক নেকী পেয়ে যাবেন যার পরিমাণ কোন মানুষের কল্পনায়ও আসবে না। ইসলামের সৌন্দর্য দেখুন, ইসলাম শুধু নিজের কথা চিন্তা করতে বলে না বরং অন্যদের কল্লান কামনা, তাদের প্রতি বিদ্বেষ না রাখা, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এটাও শরীয়তে বিরাট ইবাদত হিসাবে বিবেচিত আর সেই কারনেই দেখা যাচ্ছে মুসলিম ভাই বোনদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়াতে তিনি এমন পরিমাণ সওয়াব নির্ধারণ করেছেন যেটা আর কোথাও পাওয়া যায় না।

১৬- যে দোয়া ১ বার পাঠ করলে রাত দিন অনবরত জিকিরের চেয়েও বেশি সওয়াব পাবেন-

আবু উমামাহ আল-বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বসা অবস্থায় আমার ঠোঁট নাড়াচ্ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আসলেন। তিনি (সাঃ) আমাকে বললেন: তোমার ঠোঁট নাড়াচ্ছো কেন? আমি বললাম, আল্লাহর যিকির করছি; হে আল্লাহর রাসূল! তিনি (সাঃ) বললেন : আমি কি তোমাকে এমন কিছু জানাবো না, যখন তুমি তা বলবে তোমার রাত-দিনের অনবরত যিকির পাঠও এর সওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না? আমি বললাম, হাঁ, বলুন। রাসুল (সাঃ) তখন এই দোয়া শিখিয়ে দিলেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا فِي كِتَابِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى خَلْقُهُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَي ماَ فِي خَلْقِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا فِي كِتَابِهِ، وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى خَلْقُهُ، وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَلَي ماَ فِي خَلْقِهِ، وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ

اَللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا فِي كِتَابِهِ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا أَحْصَى خَلْقُهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ عَلَي ماَ فِي خَلْقِهِ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ مِلْءَ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ

উচ্চারনঃ "আলহামদুলিল্লাহি আদাদা মা আহস্ কিতাবুহ্, ওয়াল হামদুলিল্লাহি আদাদা মা ফী কিতাবিহ্, ওয়াল হামদুলিল্লাহি আদাদা মা আহস্ খলকুহ্, ওয়াল হামদুলিল্লাহি আ'লা মা ফী খলক্বিহ্, ওয়াল হামদুলিল্লাহি মিলআ সামাওয়াতিহি ওয়া আরদিহ্, ওয়াল হামদুলিল্লাহি আদাদা কুল্লি শাই-ই, ওয়াল হামদুলিল্লাহি মিলআ কুল্লি শাই-ই।

"সুবহানাল্লহী আদাদা মা আহস্ কিতাবুহ্, ওয়া সুবহানাল্লহী আদাদা মা ফী কিতাবিহ্, ওয়া সুবহানাল্লহী আদাদা মা আহস্ খলকুহ্, ওয়া সুবহানাল্লহী আলা মা ফী খলক্বিহ্, ওয়া সুবহানাল্লহী মিলআ সামাওয়াতিহি ওয়া আরদিহ্, ওয়া সুবহানাল্লহী আদাদা কুল্লি শাই-ই, ওয়া সুবহানাল্লহী মিলআ কুল্লি শাই-ই।

“আল্ল-হু আকবার আদাদা মা আহস্ কিতাবুহ্, অল্ল-হু আকবার আদাদা মা ফী কিতাবিহ্, অল্ল-হু আকবার আদাদা মা আহস্ খলকুহ্, অল্ল-হু আকবার আলা মা ফী খলক্বিহ্, অল্ল-হু আকবার মিলআ সামাওয়াতিহি ওয়া আরদিহ্, অল্ল-হু আকবার আদাদা কুল্লি শাই-ই, অল্ল-হু আকবার মিলআ কুল্লি শাই-ই।

অর্থঃ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য তার কিতাব যা গণনা করেছে সেই পরিমাণ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য তার কিতাব যা গণনা করেছে তা পূর্ণ করে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য তার সৃষ্টি যা গণনা করেছে সেই পরিমাণ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য তার সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু আছে তা পূর্ণ করে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য তার আসমান ও জমিন পূর্ণ করে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য সকল কিছুর সংখ্যার সমপরিমাণ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য সব কিছুর উপর।

“আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার কিতাব যা গণনা করেছে সেই পরিমাণ, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার কিতাব যা গণনা করেছে তা পূর্ণ করে, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার সৃষ্টি যা গণনা করেছে সেই পরিমাণ, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু আছে তা পূর্ণ করে, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার আসমান ও জমিন পূর্ণ করে, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সকল কিছুর সংখ্যার সমপরিমাণ, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সব কিছুর উপর।

“আমি আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করছি তার কিতাব যা গণনা করেছে সেই পরিমাণ, আমি আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করছি তার কিতাব যা গণনা করেছে তা পূর্ণ করে, আমি আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করছি তার সৃষ্টি যা গণনা করেছে সেই পরিমাণ, আমি আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করছি তার সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু আছে তা পূর্ণ করে, আমি আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করছি তার আসমান ও জমিন পূর্ণ করে, আমি আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করছি সকল কিছুর সংখ্যার সমপরিমাণ, আমি আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করছি সব কিছুর উপর।

(ত্ববারানী কাবীর হা/৭৫৮৭, ৮০৪৭, দুটি সানাদে হাদিসের শব্দাবলী তার। আলবানি হাদিসটিকে সহিহ লিগাইরিহি বলেছেন সহীহ্ আত তারগিব হা/১৫৭৫। আবু উমামাহ হতে হাদিসটা কিছুটা ভিন্ন শব্দে বর্ণীত হয়েছে আহমাদ, ইবনু আবুদ দুনিয়া, নাসায়ি, ইবনু খুজাইমা, ইবনু হিব্বান এবং হাকিমে। ইমাম হাকিম বলেনঃ বুখারি ও মুসলিমের শর্তে সহিহ। আলবানি বলেছেন সহিহ, সহিহ আত তারগিব হা/১৫৭৫- আহসানউল্লাহ বিন সানাউল্লাহ রচিত- কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে ফাজায়েলে আমাল বইয়ের ৭৮২ নাম্বার হাদিস)

প্রতিদিন যে কোন সময় পড়তে পারেন, ১বার ই পড়তে হবে এমন নয়, যতবার খুশী পড়তে পারেন তবে দিনে কমপক্ষে ১ বারও যদি এটা পড়েন তবে সারাদিন অনবরত জিকিরের সওয়াব পেয়ে যাবেন ইন শা আল্লাহ তবে দিনে রাতে অন্য যেগুলো সুন্নাতি জিকির আজকার রয়েছে সেগুলো আবার ছেড়ে দিবেন না যেন, জান্নাত পাওয়ার জন্য যতবেশি পাথেয় যোগাড় করতে পারব ততই আমাদের জন্য ভালো সুতরাং প্রতিদিন ১বার অন্তত পড়ার চেষ্টা করুন। প্রথমে একটু কঠিন মনে হতে পারে সেখেত্রে দেখে দেখে পড়তে পারেন কয়েক দিনের মধ্যেই মুখস্ত হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ।

১৭- শিরক থেকে বাঁচার দো'য়াঃ

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ».

উষ্চারনঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া 'আনা আ'লামু ওয়া আস্তাগফিরুকা লিমা লা আ'লাম।

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি জ্ঞাতসারে আপনার সাথে শির্ক করা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই এবং অজ্ঞতাসারে (শির্ক) হয়ে গেলে তার জন্য ক্ষমা চাই।"

(আহমাদ ৪/৪০৩, নং ১৯৬০৬; ইমাম বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, নং ৭১৬। আরও দেখুন, সহীহ আল জামে ৩/২৩৩; সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব লিল আলবানী, ১/১৯। হিসনুল মুসলিম)

১৮- শিরক বাদে বাকি সব পাপ থেকে মুক্তির দোয়াঃ

হযরত আব্দুর রহমান বিন গানম (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মাগরিব ও ফজরের নামায থেকে ফিরে বসা ও পা মুড়ার পূর্বে (অর্থাৎ যেভাবে বসে সলাত শেষ করেছে ওভাবে বসেই) নিম্নোক্ত দোয়াটি ১০ বার পাঠ করবে,

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

উষ্চারনঃ লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মূলকু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ইয়ুহ্‌য়ী ওয়াইয়ুমীতু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বদীর।

অর্থ: "একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তারই এবং সকল প্রশংসা তাঁর। তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান"।

আল্লাহ্‌ তার আমলনামায় প্রত্যেকবারের বিনিময়ে ১০টি নেকি লিপিবদ্ধ করেন, ১০টি গোনাহ মোচন করে দেন, তাকে ১০টি মর্যাদায় উন্নীত করেন, প্রত্যেক অপ্রীতিকর বিষয় এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে (ঐ যিকির) রক্ষামন্ত্র হয়, নিশ্চিতভাবে শির্ক ব্যতীত তার অন্যান্য পাপ ক্ষমার্হ হয়। আর সে হয় আমল করার দিক থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তবে সেই ব্যক্তি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে যে তার থেকেও উত্তম যিকির পাঠ করবে"(আহমাদ,সহীহ তারগীব-হাদিস ৪৭২)

১৯- সকল প্রকার অনিষ্ঠ থেকে বাচ্চাদের হেফাজতের জন্য সকাল সন্ধ্যায় ঝাড়ফুঁকের দোয়া-

ইবনু ‘আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান এবং হুসাইন (রাঃ)-এর জন্য নিম্নোক্ত দু‘আ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

উচ্চারনঃ আঊযু বিকালিমা তিল্লাহিত তাম্মাহ, মিন কুললি শয়ত্বানিও ওয়া হাম্মাহ, ওয়া মিন কুল্লি আইনিল লাম্মাহ।

অর্থ: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি।

পড়ে পানাহ চাইতেন আর বলতেন, তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ)- ইসমাঈল ও ইসহাক (আঃ)-এর জন্য দু‘আ পড়ে পানাহ চাইতেন। (বুখারিঃ ৩৩৭১,আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩১২১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩১২৯)

২০- রোগ মুক্তির অত্যন্ত কার্যকরী দোয়া-

" أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا "

উচ্চারনঃ “আযহিবিল বা’স, রববান্না-স, ইশফি আন্তাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উক, শিফা-আল লা য়ুগা-দিরু সাক্বামা।”

অর্থঃ কষ্ট দূর করে দাও। হে মানুষের রব, আরোগ্য দান কর, তুমিই একমাত্র আরোগ্যদানকারী। তোমার আরোগ্য ছাড়া অন্য কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান কর যা সামান্যতম রোগকেও অবশিষ্ট না রাখে। (বুখারি- ৫৬৭৫)

যে কোন রোগে এই দুয়া পড়ুন, নিজের জন্য বা অন্যের জন্য, এমনকি এটা পড়ে শরীরে ফু নিতে পারেন বা অসুস্থ ব্যক্তিকে দিতে পারেন কিংবা এটা পরে পানিতে ফু দিয়ে খেতেও পারেন বা শরীরে ছিটাতেও পারেন, যে কোন রোগের চিকিৎসায় এটা অত্যন্ত কার্যকর দোয়া।

২১- যে কোন দোয়া কবুল হওয়ার জন্য ইসমে আ‘যম’ সহ দো‘আ করলে সেই দোয়া নিশ্চিতভাবে কবুল হয়-

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

উচ্চারনঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নাকা আনতাল্লা-হুল আহাদুছ ছামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ’।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি; কেননা তুমি আল্লাহ। তুমি একক ও মুখাপেক্ষীহীন। যিনি কাউকে জন্ম দেননি ও যিনি কারো থেকে জন্মিত নন এবং যাঁর সমতুল্য কেউ নেই)।

জনৈক ব্যক্তিকে এটা পড়তে শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে তাঁর ‘ইসমে আযম’ (মহান নাম) সহ দো‘আ করেছে। যে ব্যক্তি উক্ত নাম সহকারে প্রার্থনা করবে, তাকে তা দেওয়া হবে। আর যখন এর মাধ্যমে দো‘আ করা হবে, তা কবুল করা হবে’।

(ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫৭ ‘দো‘আ’ অধ্যায়-৩৪, ‘আল্লাহর ইসমে আযম’ অনুচ্ছেদ-৯; আবুদাঊদ হা/১৪৯৩; ‘আওনুল মা‘বূদ হা/১৪৮২-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ এই দোয়া পড়ার পর নিজের চাহিদা আল্লাহর কাছে জানাবে এতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'লা তার দোয়া কবুল করে নিবেন ইন শা আল্লাহ।

২২- মৃত্যুর আগে তাওবা নসীব হওয়ার জন্য দুয়া:

اللَّهُمَّ أَرْزُقْنِيْ تَوْبَةً نَصُوحَةً قَبْلَ الْمَوتِ

উচ্চারনঃ আল্লাহুম্মারযুক্বনি তওবাতান্নাসু-হাহ, ক্ববলাল মাউত

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মৃত্যুর পূর্বে খাটি দিলে তওবা করার সুযোগ করে দিবেন।

২৩- ভাল মৃত্যু লাভের দুয়া:

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ

উচ্চারনঃ আল্লহুম্মা ইন্নি আসআলুকা হুসনাল খ-তিমাহ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উত্তম মৃত্যু চাই।

২৪- আল্লাহর কাছে ধৈর্য ও মুসলিম হিসাবে মৃত্যু চাওয়ার দোয়া-

رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

উচ্চারনঃ রব্বানা-আফরিগ ‘আলাইনা-সবরওঁ ওয়া তাওয়াফফানা-মুছলিমীন

অর্থ: হে আমাদের রব, আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিম হিসাবে আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন।' (সুরা আল-আরাফ- আয়াত ১২৬)

২৫- মৃত্যুর পর আল্লাহ যেন আমাদের নেককার বান্দাদের সাথে মিলিয়ে দেন সেই মর্মে দোয়া-

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِیِّۦ فِی الدُّنْیَا وَالْـَٔاخِرَةِۖ تَوَفَّنِی مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصّٰلِحِینَ

উচ্চারনঃ ফাতিরিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আনতা ওয়ালিই ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরহ, তাওয়াফফানী মুসলিমাওঁ ওয়া আলহিক্বনী বিসসলিহীন।

অর্থ: হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক, আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং নেককারদের সাথে আমাকে যুক্ত করুন'। (সুরা ইউসুফ- আয়াত ১০১)

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয সালাত শেষ করে যেই ১৩টি দোয়া জিকির করতেন

একদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন দোয়া কবুলের অধিক সম্ভাবনা রাখে? তিনি ইরশাদ করলেন, গভীর রাতের দোয়া আর ফরজ নামাজ পরবর্তী দোয়া। -সহিহ তিরমিজি: ৩৪৯৯

প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর জিকির সমূহ:

১. "আসতাগফিরুল্লা-হ" - ৩ বার। (أَسْتَغْفِرُ اللهَ)

অর্থঃ হে আল্লাহ!আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

২. "আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, তাবা-রাকতা ইয়া যাল-জালা-লী ওয়াল ইকরাম" – ১ বার।

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তুমি শান্তিময়, তোমার কাছ থেকেই শান্তি অবতীর্ণ হয়। তুমি বরকতময়, হে পরাক্রমশালী ও মর্যাদা প্রদানকারী।

সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন "রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম ফেরাতেন তখন তিনি তিনবার ইস্তেগফার পড়তেন অর্থাত 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলতেন। তারপর বলতেনঃ "আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারাকতা ইয়া যাল-জালা-লী ওয়াল ইকরাম"। -মুসলিম ১/২১৮, আবু দাউদ ১/২২১

৩. একবার

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ:- " লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহ্দাহু লা শারীকা লাহ্, লাহুল মুলকু অলাহুলহামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ:- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

৪. একবার

اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الَجدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

উচ্চারণ:- আল্লা-হুম্মা লা মা-নিয়া লিমা আ'ত্বাইতা, অলা মু'তিয়া লিমা মানা'তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না। (বুখারী, মুসলিম, সহীহ , মিশকাত ৯৬২ নং)

৫. একবার

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله

উচ্চারণ:- লা-হাউলা অলা ক্বুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ্।

অর্থ:- আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার শক্তি নেই।(মুসলিম, সহীহ , মিশকাত ৯৬৩ নং)

৬. একবার

لآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

উচ্চারণ:- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অলা না'বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু লাহুন্নি'মাতু অলাহুল ফাদলু অলাহুস সানা-উল হাসান, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিস্বিনা লাহুদ্দীনা অলাউকারিহাল কা-ফিরুন।

অর্থ- আল্লাহ ব্যতীত কেউসত্য উপাস্য নেই। তাঁর ছাড়া আমরা আর কারো ইবাদত করি না, তাঁরই যাবতীয় সম্পদ, তাঁরই যাবতীয় অনুগ্রহ, এবং তাঁরই যাবতীয় সুপ্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই উপাসনা করি, যদিও কাফেরদল তা অপছন্দ করে। (মুসলিম, সহীহ , মিশকাত ৯৬৩ নং)

৭. আয়াতুল কুরসী (সুরা বাক্কারা আয়াতঃ ২৫৫) ১ বার।

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর 'আয়াতুল কুরসী পাঠ করে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখতে পারবেনা"।(নাসায়ী, হাদীস সহীহ, সিলসিলাহ সহিহাহ-হাদিস ৯৭২)

৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' ৩৩ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়ে এবং ১০০ বার পূর্ণ করার জন্য একবার "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ দাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর" পড়ে, তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, যদিও তা সাগরের ফেনাপুঞ্জের সমতুল্য হয়। (মুসলিম-১২২৮)।

৯. সুরা ইখলাস,ফালাক্ব ও নাস ১ বার করে। (আবু দাঊদ২/৮৬, সহীহ তিরমিযী ১/৮, নাসাঈ ৩/৬৮).

ফজর ও মাগরিবের সময়, প্রথমে একসাথে তিন বার সূরা ইখলাস পড়তে হবে। এরপর একসাথে তিনবার সূরা ফালাক্ব, সবশেষে একসঙ্গে তিনবার সূরা নাস।

১০. "আল্লাহুম্মা আ ই'ন্নী আ'লা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হু'সনি ইবাদাতিকা"১বার

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার স্মরণ, তোমার কৃতজ্ঞতা এবং তোমার সুন্দর ইবাদত করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর"। -আবু দাউদ ১/২১৩

১১. একবার

اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

উষ্চারণ:- আল্লা-হুম্মা ক্বিনী আযা-বাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবা-দাক।

অর্থ:- হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবে সেদিনকার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করো। (মুসলিম)

১২. হযরত আব্দুর রহমান বিন গানম (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মাগরিব ও ফজরের নামায থেকে ফিরে বসা ও পা মুড়ার পূর্বে (অর্থাৎ যেভাবে বসে নামাজ শেষ করেছে সেভাবে বসেই, এদিক অদিক ঘুরা বা অন্য রকম করে বসার পূর্বেই) নিম্নোক্ত দোয়াটি ১০ বার পাঠ করবে,

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মূলকু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ইয়ুহ্‌য়ী ওয়াইয়ূমীতু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর)।

“একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তারই এবং সকল প্রশংসা তাঁর। তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান”।

আল্লাহ্ তার আমলনামায় প্রত্যেকবারের বিনিময়ে ১০টি নেকি লিপিবদ্ধ করেন, ১০টি গোনাহ মোচন করে দেন, তাকে ১০টি মর্যাদায় উন্নীত করেন, প্রত্যেক অপ্রীতিকর বিষয় এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে (ঐ যিকির) রক্ষামন্ত্র হয়, নিশ্চিতভাবে শির্ক ব্যতীত তার অন্যান্য পাপ ক্ষমার্হ হয়। আর সে হয় আমল করার দিক থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তবে সেই ব্যক্তি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে যে তার থেকেও উত্তম যিকির পাঠ করবে”(আহমাদ,সহীহ তারগীব-হাদিস ৪৭২)

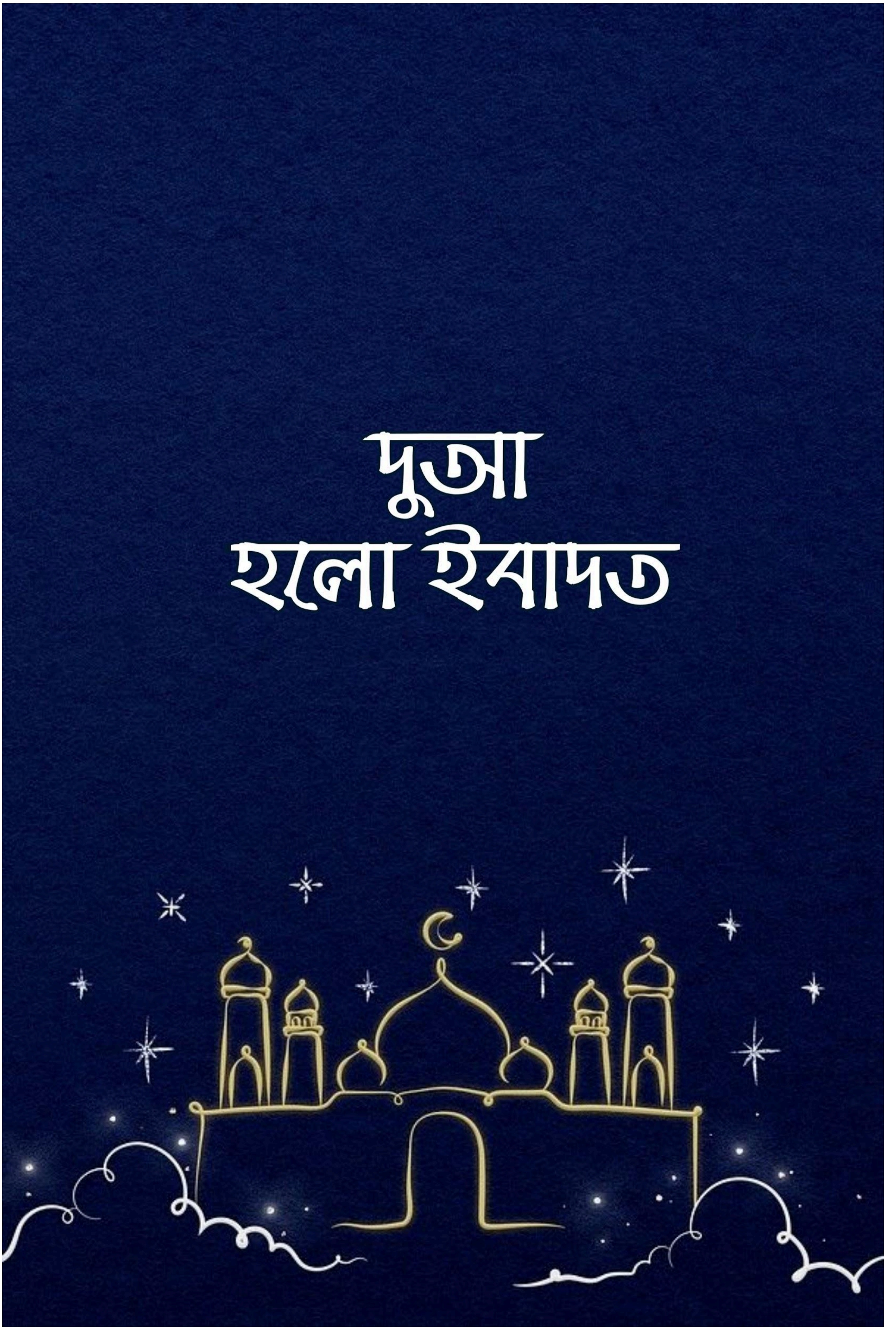
১৩. ফজরের ফরজ সলাতের পর ১ বার

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْماً نَّافِعاً وَّرِزْقاً طَيِّباً وَّعَمَلاً مُّتَقَبَّلاً

উচ্চারণ:- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান না-ফিআ, ওয়া রিযক্বান ত্বাইয়িবা, ওয়া আমালান মুতাক্বাব্বালা।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ফলদায়ক শিক্ষা,হালাল জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।

ফজরের নামাযের পর এটি পঠনীয়। (ইবনে মাজাহ্, সুনান১/১৫২, ত্বাবারানী সাগীর, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/১১১)


দুআ
হলো ইবাদত

প্রথম অধ্যায়

১. কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ
আরবি: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
উচ্চারণ: রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাতাও ওয়াক্বিনা আযাবান্নার।
অর্থ: হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (সূরা বাকারা: ২:২০১)

২. নয়নপ্রীতিকর জীবনসঙ্গী ও সন্তান লাভের দুআ
আরবি: رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
উচ্চারণ: রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা ক্বুর্রাতা আ'ইউনিওঁ ওয়াজ্ব'আলনা লিলমুত্তাক্বীনা ইমামা।
অর্থ: হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন। (সূরা আল-ফুরকান: ২৫:৭৪)

৩. প্রজ্ঞা লাভের দুআ
আরবি: رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ
উচ্চারণ: রাব্বি হাবলি হুকমাওঁ ওয়া আলহিক্বনি বিস-সালিহিন।
অর্থ: হে আমার রব, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে শামিল করে দিন। (সূরা শুআরা: আয়াত ৮৩)

৪. ইব্রাহীম (আঃ) এর বিশেষ দুআ
আরবি: رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَۙ وَاجْعَلْ لِّىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَۙ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِۙ وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّاۤلِّيْنَۙ وَلَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَۙ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَۙ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍۗ
উচ্চারণ: রাব্বি হাবলি হুকমাওঁ ওয়া আলহিক্বনি বিস-সালিহিন। ওয়াজ্ব'আল লি লিসানা সিদ্বিক্বন ফিল আ-খিরিন। ওয়াজ্ব'আলনি মিওঁও রাসাতিন্ জান্নাতিন্ না'ঈম। ওয়াগফির লিআবিয় ইন্নাহু কা-না মিনাদ দ্বোয়া-ল্লিন। ওয়ালা তুখ্যিনি ইয়াওমা ইউব'আছুন। ইয়াওমা লা ইয়ানফা'উ মা-লুওঁ ওয়ালা বানুন। ইল্লা মান আতাল্লা-হা বিক্বলবিন সালীম।
অর্থ: হে আমার রব, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে শামিল করে দিন। এবং পরবর্তীদের মধ্যে আমার সুনাম-সুখ্যাতি অব্যাহত রাখুন। আর আপনি আমাকে সুখময় জান্নাতের ওয়ারিসদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর যেদিন পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না, তবে যে আল্লাহর কাছে আসবে সুস্থ অন্তরে। (সূরা আশ্-শু'আরা - ২৬:৮৩-৮৯)

৫. জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দুআ
আরবি: رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا
উচ্চারণ: রাব্বি যিদনী ‘ইল্মা।
অর্থ: হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন। (সূরা ত্বহা - ২০:১১৪)

৬. মনোবল বৃদ্ধি ও মুখের জড়তা দূর করার দুআ
আরবি: رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ
উচ্চারণ: রাব্বিশ রাহলি সোয়াদ্রী। ওয়া ইয়াস্সিরলি আমরি। ওয়াহ্লুল উক্বদাতাম মিল্লিসানী। ইয়াফক্বাহু ক্বওলী।
অর্থ: হে আমার রব, আমার বুক প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। আর আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা ত্বহা - ২০:২৫-২৮)

৭. পিতামাতার জন্য দুআ
আরবি: رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا
উচ্চারণ: রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী ছোয়াগীরা।
অর্থ: হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন। (সূরা আল-ইসরা - ১৭:২৪)

৮. হিদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার পর পুনরায় পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে আশ্রয় চাওয়া
আরবি: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ
উচ্চারণ: রাব্বানা-লা-তুযিগ কুলুবানা- বা’দা ইয হাদাইতানা-ওয়াহাবলানা-মিল্লাদুন্কা রহমাতান্, ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহহা-ব। রাব্বানায় ইন্নাকা জা-মি’উন্না-সি লিইয়াওমিল লা-রাইবা ফীহ; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুখলিফুল মী’আ-দ।
অর্থ: হে আমাদের রব, আপনি হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি মানুষকে সমবেত করবেন এমন একদিন, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। (সূরা আলে ইমরান - ৩:৮-৯)

৯. নিয়মিত সালাত কায়েম করার শক্তি-সামর্থ্য ও তাওফীক লাভের দুআ
আরবি: رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ
উচ্চারণ: রাব্বিজ্ব’আলনি মুক্বীমাছ ছলা-তি ওয়ামিন যুরিয়্যাতী রব্বানা- ওয়া তাক্বাব্বাল দু’আ-য়। রব্বানাগ্ফিরলি ওলিওয়া লিদাইয়্যা ও- লিলমুমিনীনা ইয়াওমা ইয়াক্বুমুল হিসাব।
অর্থ: হে আমার রব, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব, আর আমার দু’আ কবূল করুন। হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব

কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। (সূরা ইবরাহিম - ১৪:৪০-৪১)

১০. তাওবা - ক্ষমা চাওয়ার দুআ
আরবি: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَاۤ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ
উচ্চারণ: রাব্বানাগ ফিরলানা- ওয়ালিইখওয়ানি নাল্লাযীনা সাবাক্কু-না বিলঈমা-নি ওয়ালা-তাজ্ব'আল ফী কুলুবিনা- গিল্লাল লিল্লাযীনা আ-মানূ রব্বানা য় ইন্নাকা রাঊফুর রহীম।
অর্থ: হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু। (সূরা আল-হাশর: ৫৯:১০)

১১. প্রতিকূল পরিবেশে সহজভাবে চলাফেরা করার প্রার্থনা
আরবি: رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا
উচ্চারণ: রাব্বি আদ্খিলনী মুদখলা সিদ্ক্বিওঁ ওয়া আখরিজনী মুখরাজ্বা সিদ্ক্বিওঁ ওয়াজ্ব'আল্লী মিল্লাদুন্কা সুলত্বোয়া-নান্ নাসীরা-।
অর্থ: হে আমার রব, আমাকে প্রবেশ করাও উত্তমভাবে এবং বের কর উত্তমভাবে। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান কর। (সূরা আল-ইসরা - ১৭:৮০)

১২. সকাল ও বিকালের যিকর (সকালে ১ বার)
আরবি: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِيْ عَلٰى عِبَادِكَ
উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা, ইন্নী ক্বাদ তাসাদ্দাকতু বি'ইরদী ‘আলা- ‘ইবাদিকা।
অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আমার মর্যাদা-সম্মান আপনার বান্দাগণের জন্য দান করে দিলাম।

তাবেয়ী আব্দুর রাহমান ইবনু আজলান অথবা সাহাবী আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা কি আবু দামদামের মতো হতে পার না?” সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: “আবু দামদাম কে?” তিনি বলেন: “তোমাদের পূর্বের যুগের একজন মানুষ। তিনি প্রতিদিন সকালে এ বাক্যটি বলতেন।” অন্য বর্ণনায়: “তিনি বলতেন, আমাকে যে গালি দেয় আমি আমার সম্মান তাকে দান করলাম।” হাদীসটির সনদ সহীহ, তবে মুরসাল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

আবূ দাউদ (কিতাবুল আদাব, বাব মা ফির রাজুলি...) ৪/২৭৩, নং ৪৮৮৬,৪৮৮৭; আল-মাকদিসী, আল-আহাদীসুল মুখতারাহ ৫/১৪৯; নাবাবী, আল-আযকার, পৃ। ১২৭; রাহে বেলায়াত - যিকর নং ১৩৭

▫সকল বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন। অন্তর পরিচ্ছন্ন রাখা। আমাকে গালি দিলে কষ্ট বা ক্ষোভ যেন না থাকে। সম্মানের লোভ যেন অন্তরে না থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১)কালেমা তাইবাঃ
لآ اِلَهَ اِلّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوُل اللهِ
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রসূল।

২)কালেমা শাহাদাতঃ
اشْهَدُ انْ لّآ اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً اعَبْدُهوَرَسُولُه
উচ্চারণ : আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু |

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত না এবং আল্লাহর কোন অংশীদার নেই | আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লার শ্রেষ্ঠ বান্দা এবং আল্লাহ প্রেরিত রসূল।

৩)ভাল মৃত্যু লাভের দুয়া:
اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ
"আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা হুসনাল খতীমাহ।"

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে উত্তম মৃত্যু দান করুন।

৪)সবসময় পড়ার দুআঃ
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ
"আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফিয়াহ।"
অর্থ: হে আল্লাহ আপনার কাছে আমি নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করছি।

৫)জান্নাত ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় পাওয়ার জন্য দুআঃ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ
"আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আউজুবিকা মিনান নার।"
'অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাই।'

৬) মা বাবার জন্য দুআঃ
رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
"রাব্বির হাম-হুমা কামা রাব্বা ইয়ানি ছাগিরা।"
"হে আমার প্রতিপালক! আমার পিতা-মাতার প্রতি দয়া করুন, যেমন তারা দয়া, মায়া, মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।"

৭)শবে কদর এবং সবসময় এই দুআ:
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
"আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওয়ুন; তুহিব্বুল আফওয়া; ফাফু আন্নি।"
অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল; ক্ষমা করতে ভালবাসেন; অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিজি, মিশকাত)

৮)হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বেশি বেশি এই দোয়া করতেন। দ্বীনের উপর অটল থাকার দুআঃ
اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ
‘আল্লাহুম্মা ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব, সাব্বিত কালবি আলা দ্বীনিক’।
অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! হে হৃদয়ের পরিবর্তনকারী! আপনি আমার হৃদয়কে আপনার দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন’।

৯)দ্বীনে ফেরার পর আগের মত হয়ে যাওয়া থেকে আশ্রয় এর উদ্দেশ্যে দুআঃ
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
“রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা, অহাব লানা মিল্লাদুন্‌কা রাহমাহ, ইন্নাকা আন্তাল অহহাব।”
অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করে দিয়ো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে করুণা দান কর। নিশ্চয় তুমি মহাদাতা। (আলে ইমরানঃ ৮)।

১০)দুশ্চিন্তা ও দুঃখ দূর করার দুআঃ
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও পড়তেন-
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَأَضَلَعَ الدَّيْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ
উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযানি, ওয়াল আঝযি ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবনি, ওয়া দালাইদ্দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজাল।’ (নাসাঈ)

হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে। অধিক ঋণ থেকে এবং দুষ্টু লোকের প্রাধান্য থেকে।’

১১)হিংসা বিদ্বেষ দূর করার দুআঃ
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ- رَّحِيمٌ‘

রাব্বানাগফিরলানা ওয়া লি ইখওয়ানিনাল্লাজিনা ছাবাকুনা বিল ইমানি ওয়া লা তাজআল ফি কুলুবিনা গিল্লাল লিল্লাজিনা আমানু রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহিম।' (সুরা হাশর : আয়াত ১০)

'হে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের সেসব ভাইকেও ক্ষমা কর যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে আর মুমিনদের প্রতি আমাদের হৃদয়ে কোনো বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় তুমি অতি স্নেহশীল ও পরম করুণাময়।'

১২)খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা দুআঃ
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
উচ্চারণঃ রব্বানাগফিরলি অলিওয়া লিদাইয়্যা অ- লিলমুমিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসা-ব্।

অর্থ: হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। (সূরা ইবরাহিম- আয়াত ৪১)

১৩) যে দোয়া ১ বার পাঠ করলে রাত দিন অনবরত জিকিরের চেয়েও বেশি সওয়াব পাবেন-

আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বসা অবস্থায় আমার ঠোঁট নাড়াচ্ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আসলেন। তিনি সা আমাকে বললেন: তোমার ঠোঁট নাড়াচ্ছো কেন? আমি বললাম, আল্লাহর যিকির করছি; হে আল্লাহর রাসূল!

তিনি সা. বললেন আমি কি তোমাকে এমন কিছু জানাবো না, যখন তুমি তা বলবে তোমার রাত-দিনের অনবরত যিকির পাঠও এর সওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না? আমি বললাম, হাঁ, বলুন। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন এই দোয়া শিখিয়ে দিলেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا فِي كِتَابِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى خَلْقُهُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَي ماَ فِي خَلْقِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا فِي كِتَابِهِ، وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى خَلْقُهُ، وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَلَي ماَ فِي خَلْقِهِ، وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ

الله أَكْبَرعَدَدَ مَا أحْصَى كِتَابُهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا فِي كِتَابهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا أحْصَى خَلْقُهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ
عَلَي ماَ فِي خَلْقِهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِلْءَ سَمَاوَاتِهِ وَأرْضِهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ

উষ্চারনঃ "আলহামদুলিল্লাহি আদাদা মা আহস্ কিতাবুহ্, ওয়াল হামদুলিল্লাহি আদাদা মা ফী কিতাবিহ্, ওয়াল হামদুলিল্লাহি আদাদা মা আহস্ খলকুহ্, ওয়াল হামদুলিল্লাহি আ'লা মা ফী খলক্বিহ্, ওয়াল হামদুলিল্লাহি মিলআ সামাওয়াতিহি ওয়া আরদিহ্, ওয়াল হামদুলিল্লাহি আদাদা কুল্লি শাই-ই, ওয়াল হামদুলিল্লাহি মিলআ কুল্লি শাই-ই।

"সুবহানাল্লহী আদাদা মা আহস্ কিতাবুহ্, ওয়া সুবহানাল্লহী আদাদা মা ফী কিতাবিহ্, ওয়া সুবহানাল্লহী আদাদা মা আহস্ খলকুহ্, ওয়া সুবহানাল্লহী আলা মা ফী খলক্বিহ্, ওয়া সুবহানাল্লহী মিলআ সামাওয়াতিহি ওয়া আরদিহ্, ওয়া সুবহানাল্লহী আদাদা কুল্লি শাই-ই, ওয়া সুবহানাল্লহী মিলআ কুল্লি শাই-ই।

"আল্ল-হু আকবার আদাদা মা আহস্ কিতাবুহ্, অল্ল-হু আকবার আদাদা মা ফী কিতাবিহ্, অল্ল-হু আকবার আদাদা মা আহস্ খলকুহ্, অল্ল-হু আকবার আলা মা ফী খলক্বিহ্, অল্ল-হু আকবার মিলআ সামাওয়াতিহি ওয়া আরদিহ্, অল্ল-হু আকবার আদাদা কুল্লি শাই-ই, অল্ল-হু আকবার মিলআ কুল্লি শাই-ই।

অর্থঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য তার কিতাব যা গণনা করেছে সেই পরিমাণ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য তার কিতাব যা গণনা করেছে তা পূর্ণ করে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য তার সৃষ্টি যা গণনা করেছে সেই পরিমাণ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য তার সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু আছে তা পূর্ণ করে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য তার আসমান ও জমিন পূর্ণ করে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য সকল কিছুর সংখ্যার সমপরিমাণ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য সব কিছুর উপর।

"আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার কিতাব যা গণনা করেছে সেই পরিমাণ, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার কিতাব যা গণনা করেছে তা পূর্ণ করে, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার সৃষ্টি যা গণনা করেছে সেই পরিমাণ, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু আছে তা পূর্ণ করে, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার আসমান ও জমিন পূর্ণ করে, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সকল কিছুর সংখ্যার সমপরিমাণ, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সব কিছুর উপর।

"আমি আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করছি তার কিতাব যা গণনা করেছে সেই পরিমাণ, আমি আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করছি তার কিতাব যা গণনা করেছে তা পূর্ণ করে, আমি আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করছি তার সৃষ্টি যা গণনা করেছে সেই পরিমাণ, আমি আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করছি তার সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু আছে তা পূর্ণ করে, আমি আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করছি

তার আসমান ও জমিন পূর্ণ করে, আমি আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করছি সকল কিছুর সংখ্যার সমপরিমাণ, আমি আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করছি সব কিছুর উপর।

(ত্ববারানী কাবীর হা/৭৫৮৭, ৮০৪৭, দুটি সানাদে হাদিসের শব্দাবলী তার। আলবানি হাদিসটিকে সহিহ লিগাইরিহি বলেছেন সহীহ্ আত তারগিব হা/১৫৭৫। আবু উমামাহ হতে হাদিসটা কিছুটা ভিন্ন শব্দে বর্ণীত হয়েছে আহমাদ, ইবনু আবুদ দুনিয়া, নাসায়ি, ইবনু খুজাইমা, ইবনু হিব্বান এবং হাকিমে।

ইমাম হাকিম বলেনঃ বুখারি ও মুসলিমের শর্তে সহিহ। আলবানি বলেছেন সহিহ, সহিহ আত তারগিব হা/১৫৭৫- আহসানউল্লাহ বিন সানাউল্লাহ রচিত- কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে ফাজায়েলে আমাল বইয়ের ৭৮২ নাম্বার হাদিস)

প্রতিদিন যে কোন সময় পড়তে পারেন, ১বার ই পড়তে হবে এমন নয়, যতবার খুশী পড়তে পারেন তবে দিনে কমপক্ষে ১ বারও যদি এটা পড়েন তবে সারাদিন অনবরত জিকিরের সওয়াব পেয়ে যাবেন ইন শা আল্লাহ তবে দিনে রাতে অন্য যেগুলো সুন্নাতি জিকির আজকার রয়েছে সেগুলো আবার ছেড়ে দিবেন না যেন, জান্নাত পাওয়ার জন্য যতবেশি পাথেয় যোগাড় করতে পারব ততই আমাদের জন্য ভালো সুতরাং প্রতিদিন ১বার অন্তত পড়ার চেষ্টা করুন। প্রথমে একটু কঠিন মনে হতে পারে সেখেত্রে দেখে দেখে পড়তে পারেন কয়েক দিনের মধ্যেই মুখস্ত হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ।

১৪) প্রতি সেকেন্ড লক্ষ-কোটি নেকীর দোয়া

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন কোন বান্দা সমস্ত মুসলিম নর-নারীর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর বিপরীতে একটি করে নেকী দোয়া কারীর আমলনামায় লেখা হয়।

اللهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
"আল্লা-হুম্মাগফিরলী ওয়া লিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাত"।

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এবং সকল (জীবিত ও মৃত) মুমিন-নর নারীকে ক্ষমা করে দিন।[সহীহুল জামে-৬০২৬]

১৫)একটি বিলুপ্ত প্রায় সুন্নাত

প্রত্যেক অজুর শেষে লজ্জাস্থানের বরাবর কাপড়ের ওপর পুরুষ-মহিলা উভয়ে পানি ছিটানো, এতে মনের ওয়াসওয়াসা দূর হয়। [আবু দাউদ-১৬৮]

১৬) মূসা (আ:) এর দুআ- رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ উচ্চারণ : 'রাব্বি ইন্নি লিমা আনজালতা ইলাইয়্যা মিন খাইরিন ফাকির।'

অর্থ : 'হে আমার প্রভু! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাজিল করবে, নিশ্চয় আমি তার মুখাপেক্ষী।' (সুরা কাসাস : আয়াত ২৪)

🔸 যখন মনে হবে কি করবেন, কি দুআ করবেন, কি করা উচিত কিছুই বুঝতে পারছেন না তখন এই দুআ পড়ুন। আপনার কি প্রয়োজন সেটা আপনি না জানলেও আল্লাহ জানেন। আল্লাহ সে অনুযায়ী সর্বোত্তম ব্যবস্থা করবেন। মূসা (আ:) ভূলবশত মিশরে একটা হত্যার ঘটনার পর জীবন বাঁচাতে মাদইয়ানে চলে আসেন। রাজপুত্র থেকে এক মুহূর্তে পথের ফকির। তিনি গাছের নিচে বসে এই দুআটা করেছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তার রিযিক, কাজ, বিয়ে, পরিবারের ব্যবস্থা এক নিমিষেই করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ।

১৭) মহান আল্লাহ্‌র ইসমে আযম:

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اَللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ اَلَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলূকা বিআন্নী আশহাদু আন্নাকা আনতাল্লা-হু, লা- ইলা-হা ইল্লা-আনতাল আ'হাদুস সামাদুল লাযী লাম ইয়ালিদ, ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুআন আহাদ

হে আল্লাহ্‌, আমি আপনার নিকট এই বলে প্রার্থনা করছি যে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, আপনিই আল্লাহ্‌, আপনি ছাড়া কোনো প্রকৃত মাবুদ নেই। আপনিই একক, অমুখাপেক্ষী, যিনি জন্মদান করেননি ও জন্মগ্রহণ করেননি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (ﷺ) দেখেন যে, এক ব্যক্তি সালাতরত অবস্থায় দোয়ায় উপরের কথাগুলো বলছে। তখন তিনি বলেন:

"যার হাতে আমার জীবন তার শপথ, নিশ্চয় এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর ইসমু আ'যম ধরে প্রার্থনা করেছে, যে নাম ধরে ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নাম ধরে চাইলে তিনি প্রদান করেন।" রেফারেন্স: সহিহ। তিরমিযিঃ ৩৪৭৫

১৮) সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দোয়া)

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

আল্লা-হুম্মা, আনতা রাব্বী, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, খালাক্কতানী, ওয়াআনা ‘আবদুকা, ওয়াআনা ‘আলা- ‘আহদিকা ওয়াওয়া‘অ্দিকা মাস তাতা‘অ্তু। আ‘উযু বিকা মিন শাররি মা- স্বানা‘তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা ‘আলাইয়্যা, ওয়াআবূউ বিযামবি। ফাগ্‌ফিরলী, ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা- আনতা।

হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো। আমি তোমার বান্দা এবং আমি আমার সাধ্যমত তোমার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারবদ্ধ রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আমি আমার উপর তোমার অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমার পাপও স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি ব্যতীত কোন ক্ষমাকারী নেই। (রেফারেন্স: বুখারীঃ ৬৩০৬)

১৯) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস ১০ বার পাঠ করবে আল্লাহ সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি মহল নির্মান করবেন। (আহমাদ: ১৫৬১০)

২০) যে যাকে ভালবাসে সে তার সাথেই থাকবে। এক বেদুইন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলো, কিয়ামত কবে হবে? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি কিয়ামতের জন্য কি সঞ্চয় করেছো?” সে বলল, “আল্লাহ ও তার রাসূলের ভালোবাসা।” রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি তারই সঙ্গী হবে যাকে তুমি ভালোবাসো।” - সহীহ মুসলিম ৬৪৭০

🔸 ইয়া রব! আমি আপনাকে ভালবাসতে জানি না। আপনি আমাকে আপনাকে কিভাবে ভালবাসতে হয় তা শিখিয়ে দিন। আমি জানি না কিভাবে আপনার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভালবাসতে হয়, আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন।

২১)অতিশীঘ্রই বায়তুল্লাহর মেহমান হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত দোয়াগুলো প্রতি নামাযের পর বেশি বেশি পড়া (উস্তাদ যুবায়ের আহমাদ)

(১)আল্লা-হুম্মারযুকনী যিয়া রতাল হারমাইনিশ শারি ফাইন।
اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ زِيَارَةَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنْ
অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে দুই পবিত্র মসজিদে যাওয়ার সুযোগ দান করুন।

(২)আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা যিয়ারতাল হারমাইনিশ শারি ফাইন।
اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ زِيَارَةَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنْ
অর্থ: হে আল্লাহ, আমার জন্য দুই পবিত্র মসজিদে যাওয়ার দরজা খুলে দিন।

(৩)আল্লা-হুম্মাফতাহলানা- আবওয়া-বা যিয়া-রতি বাইতিল্লাহ।
اللّٰهُمَّ افْتَحْ لَنَا اَبْوَابَ زِيَارَةِ بَيتِ اللهِ
অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদের জন্য বাইতুল্লাহ যিয়ারতের দরজা খুলে দিন।

৪) হজ্ব নসীবে জোটার দোয়া-
اللهمَّ ارْزُقْنَا حَجَّ بَيْتِكَ الحَرَام
আল্ল-হুম্মার্ যুকনা হাজ্জা বাইতিকাল হারম।
হে আল্লাহ আমাদেরকে আপনার পবিত্র ঘরের যিয়ারত দান করুন।

হে আল্লাহ আপনি আমাদের সবাইকে বার বার কবুল করুন।

২২) ছোট্ট একটা রুকইয়ার পদ্ধতি: মোটামুটি টানা ৩ থেকে ৫ মাস এটা করতে পারেন। আপনাদের জীবনের অনেক অনেক সমস্যা চলে যাবে ইন শা আল্লাহ। আপনারা যখন প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠবেন। ঘুম থেকে উঠার পর সালাত, দুআ জিকির শেষ করে, আপনারা দেড় লিটার বা দুই লিটার পানির বোতল নিবেন। পানির বোতল নিয়ে নিয়ত করবেন যে,আমার উপর যদি কোন যাদু থাকে, বদ নজর থাকে,হাসাদ থাকে বা কোন জ্বিন শয়তানের সমস্যা থাকে, যা আমার জীবনকে ধ্বংস করছে, আমার ঈমান, আখলাক, পরিবারকে ধ্বংস করছে, অথবা আমার পিছনে এমন কোন চক্রান্ত আছে মানুষ বা জ্বীন শয়তানের যা আমাকে ভেতরে ভেতরে শেষ করে দিচ্ছে। আল্লাহ আপনি সেগুলোকে ধ্বংস করে দিন। আপনি আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আমরা এই দোয়া করবো।

এই দোয়া করে পানির বোতল মুখের সামনে নিবো, মুখের সামনে নিয়ে আমরা কুরআন থেকে যাই পারি সূরা ফালাক, ইখলাস, ফালাক, নাস, কাফিরুন যাই পারি না কেনো আমরা টানা এগুলো পড়তে থাকবো সুস্থতার নিয়তে,যেই দোয়া করেছি সেই দোয়ার নিয়তে। আমরা এরকম করে ১৫/২০/৩০ মিনিট তিলাওয়াত করে মাঝে মাঝে পানিতে ফু দিবো এবং তিলাওয়াত শেষে সেই পানিটা আমরা পেট ভরে পান করবো।এমন অনেক কিছু দেখতে পারবেন, অনেক সফলতা, এমন অনেক সমস্যার সমাধান আপনি দেখতে পাবেন, আপনি অনুভব করতে পারবেন, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন যার জন্য ইতিমধ্যে আপনি লাখ লাখ টাকা খরচ করেছেন অথবা আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

🔺 মেহমানের খেয়ে রাখা খাবার বা গ্লাস/প্লেট ধুয়ে রাখার আগে কিছু করনীয়:

আমাদের সবার বাসাতেই মেহমান আসে, প্রতিবেশিরা আসে, আত্মীয়রা আসে। এসে আমাদের অনেক কিছুর প্রতিই তারা মুগ্ধ হয়, তাদের ভাল লাগে, প্রশংসা করে। কেউ আমাদের বাচ্চাদের সুন্দর স্বাস্থ্য দেখে অবাক হয়, বাচ্চাদের খাওয়া অবস্থায় দেখে প্রশংসা করে, কিংবা আমাদের সুন্দর চুল, স্কিন, রূপ এসব দেখে অবাক হয়, প্রশংসা করে সাথে নিজের নষ্ট হয়ে যাওয়া চুল/রূপ নিয়ে আফসোস করে। আবার অনেকে রান্নার প্রশংসা করে, ফার্নিচারের প্রশংসা করে। অনেকে এসব প্রশংসার আড়ালে নিজের কষ্ট লুকিয়ে রাখে, মা শা আল্লাহ বলে না, বারাকাল্লাহ বলে না।

যার ফলে বদ নজর লেগে যায়, নষ্ট হতে থাকে চুল, রূপ, স্বাস্থ্য, বাচ্চাদের খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি।

এরপর শুরু হয় পেরেশানি, মন খারাপ। দিনের পর দিন অবনতি। হবেই না কেন, বদনজর সত্য এবং বদনজর মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যায়।

আমরা অনেকেই ধরতে পারি না এসব যে বদনজরের কারণে হতে পারে। ডাক্তারের পিছনে দৌড়াই, মেডিসিনের স্তূপ করি। তাও কোনো সুরাহা মেলেনা। অনেকে একটা পর্যায়ে বুঝতে

পারি যে বদনজর লেগেছে, আবার অনেকে কখনই বুঝতে পারি না। এভাবে সময়ের সাথে সমস্যাগুলো ভালমতো শেকড় মজবুত করে গেড়ে বসে। তখন সমাধান করতেও লেগে যায় অনেক সময়।

বদনজর থেকে পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব রুকইয়াহ করা। আর সবচেয়ে সহজ রুকইয়াহ হচ্ছে যার নজর লেগেছে বলে মনে হয় তার ওজুর পানি, কিংবা ঝুটা খাবার, কিংবা শরীরের কোনো স্পর্শ, ঘাম বা কাপড় ইত্যাদি। এসবের কোনো একটাও যদি পাওয়া যাওয়া তবে তা দিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকে মুছে দিলে, বা খাওয়ালে ইন শা আল্লাহ নজর কেটে যাবে। আর যদি এসবের কোনোটিই না পাওয়া যায় তবে বদনজরের আয়াত ও দুয়া দিয়ে টানা নিজে নিজেই রুকইয়াহ করে যেতে হবে, যা সময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর।

তো সবচেয়ে সহজ হচ্ছে ব্যক্তির ঝুটা দিয়ে চিকিৎসা করা। আর এই ঝুটা পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে ব্যক্তির খেয়ে রাখা গ্লাস, চামচ বা প্লেট।

যখনই ঘরে মেহমান আসবে, মেহমানের খেয়ে রাখা গ্লাস, চামচ, প্লেট, হাত-মুখ মুছে ফেলে রাখা টিস্যু বা টাওয়াল এসব আলাদা করে রাখবেন। ধুয়ে ফেলার জন্য বেসিনে রাখবেন না। মেহমান চলে গেলে সেসব ঝুটা ধুয়ে পানি নিয়ে তা খাওয়া গেলে একটু করে খেয়ে নিবেন, বাচ্চাদেরও খাওয়াবেন, কিংবা গায়ে মাখিয়ে নিবেন, বাচ্চাদেরও মাখিয়ে দিবেন, ঘর বাড়িতেও ছিটিয়ে দিবেন। এতে করে ইন শা আল্লাহ নজর লাগলে তা সহজেই কেটে যাবে।

- নিজের উপর নিজের বদনজর লাগা—

অনেকের এই সমস্যা আছে। নিজে নিজের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করলে নিজেই মুগ্ধ হওয়ার পর চেহারা মলিন হয়ে যাওয়া, ব্রণ উঠা। নিজের কোন কাজ হওয়ার আগে বেশি উৎসাহিত হলে সেটা নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

আমার একজন পরিচিত আছেন। যিনি নিজের ব্যাপারে যদি কিছু বলেন সেটাতেই ঝামেলা লাগে। এটা ১-২ বার না, নিয়মিত হচ্ছে।

এর মূল কারন হচ্ছে ব্যক্তি জ্বীন দ্বারা আক্রান্ত। মূলত তার চোখ দিয়ে তার ভিতরে থাকা শাইত্বন বদনজর দেয়।

চিকিৎসা— নিজের অযুর পানি দিয়ে নিজে গোসল করে নেওয়া ৩-৭ দিন। (ট্যাপের নিচে বালতি রেখে পানি ছেড়ে ওযু করবেন। ওযুতে ব্যবহার করা পানি যেন বালতিতে পড়ে। বালতিতে জমাকৃত পানি প্রথমে মাথায়, শরীরে ঢালবেন, এরপর ফ্রেশ পানি দিয়ে গোসল করে নিবেন।)

🔶২৩) ফিতনামুক্ত মৃত্যুর জন্য দুআ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ফিলাল খাইরাতি ওয়া তারকাল মুনকারাতি ওয়া হুব্বাল মাসাকিনি ওয়া আন তাগফিরালি ওয়া তারহামানি ওয়া ইজা আরাদতা ফিতনাতা ক্বাওমিন ফা-তাওয়াফ্ফানি গাইরা মাফতুন। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মান ইয়ু হিব্বুকা ওয়া হুব্বা আমালীন ইয়ুক্বাররিবু ইলা হুব্বিকা।

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আমাকে সৎ কাজ করার, অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার ও দরিদ্রদের ভালোবাসার তাওফিক দিন। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার উপর দয়া করুন। আর আপনি যখন কোনো জাতিকে কোনো ফিতনায় (পরীক্ষা) ফেলার ইচ্ছা করেন, তখন আমাকে ফিতনাহমুক্ত মৃত্যু দান করুন।

হে আল্লাহ! আমি আপনার ভালোবাসা প্রার্থনা করি। যাঁরা আপনাকে ভালোবাসে, তাঁদের ভালোবাসাও প্রার্থনা করি এবং এমন আমলের ভালোবাসা প্রার্থনা করি, যেই আমল আমাকে আপনার ভালোবাসার কাছে পৌঁছে দেবে।’ (তিরমিজি)

২৪) সকালের যিক্‌র সমূহ:
৩ বার বলবে -

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

সুব’হা-নাল্লা-হি ওয়াবি’হামদিহী, ‘আদাদা খাল্‌ক্বিহী, ওয়ারিদ্বা- নাফ্‌সিহী, ওয়া ঝিনাতা ‘আরশিহী ওয়া মিদা-দা কালিমাতিহী।

পবিত্রতা আল্লাহ্‌র এবং প্রশংসা তাঁরই, তাঁর সৃষ্টির সমসংখ্যক, তাঁর নিজের সন্তুষ্টি পরিমাণে, তাঁর আরশের ওজন পরিমাণে এবং তাঁর বাণীসমূহ লেখার কালি পরিমাণ (অগণিত অসংখ্য)

উম্মুল মুমিনীন জুআইরিয়্যা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ফজরের সালাতের পরে তাকে তার সালাতের স্থানে যিক্‌র-রত অবস্থায় দেখে বেরিয়ে যান। এরপর তিনি অনেক বেলা হলে দুপুরের আগে ফিরে এসে দেখেন তিনি তখনও সে অবস্থায় তাসবিহ তাহলীলে রত রয়েছেন। তিনি বলেন: “তুমি কি আমার যাওয়ার সময় থেকে এ পর্যন্ত এভাবেই যিক্‌রে রত রয়েছ?” তিনি বললেন: “হ্যা।” তখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন: “আমি তোমার কাছ থেকে বেরিয়ে চারটি বাক্য তিন বার করে বলেছি (উপরের বাক্যগুলো)। তুমি সকাল থেকে এ পর্যন্ত যত কিছু বলেছো সবকিছু একত্রে যে সাওয়াব হবে, এ বাক্যগুলোর সাওয়াব একই পরিমাণ হবে। (মুসলিমঃ ২৭২৬)

২৫)ফেরেশতারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যান যে দুআ পড়লে:

বান্দা যখন এই তাসবীহ পাঠ করে আল্লাহর প্রশংসা করে তখন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় এবং এই তাসবীহর নেকী কি লিখবে এবং এই ব্যাপারে আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করে। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ফেরেশতাদের বলেন এটা এভাবে লিখে রাখো! বান্দার সাথে আমার সাক্ষাতকালে আমি তাকে এর সওয়াব (পুরস্কার) দিবো।

তাসবীহ টি হলোঃ
يَا رَبِّ! لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَ لِعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ.

ইয়া রব্বি! লাকাল হামদু কামা ইয়ামবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া লি আজীমি সুলত্বনিক। [ইবনে মাজাহ - ৩৮০৩]

অর্থঃ হে আমার প্রভু! আপনার মহিমান্বিত চেহারা এবং আপনার রাজত্বের উপযোগী প্রশংসা শুধু আপনার জন্য।

২৬) দুআ কবুলের সিক্রেট - ঘুম থেকে ওঠার পর যিক্‌র (রাতে)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، رَبِّ اغْفِرْ لِي

লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া ‘আলা কুল্লি শাই’ইন্ ক্বাদীর। সুবহা-নাল্লাহি, ওয়ালহামদু লিল্লা-হি, ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার, ওয়ালা- ‘হাওলা ওয়ালা- ক্বুওয়্যাতা ইল্লা- বিল্লা-হিল ‘আলিয়্যিল ‘আযীম, রাব্বিগফির লী।

আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রকৃত মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, এবং প্রশংসা তাঁরই। এবং তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাবান। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রকৃত মাবুদ নেই। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। কোনো অবলম্বন নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহ্র (সাহায্য) ছাড়া।

'উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন, "যদি কারো রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায় এরপর সে উপরের যিক্‌রের বাক্যগুলো পাঠ করে এবং এরপর সে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চায় অথবা কোনো প্রকার দোয়া করে বা কিছু চায় তাহলে তার দোয়া কবুল করা হবে। আর যদি সে এরপর উঠে ওযূ করে (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করে তাহলে তার সালাত কবুল করা হবে।" (রেফারেন্স: সহীহ। আবু দাউদঃ ৫০৬০)

- দু'আ কবুলের সিক্রেট: খেয়াল করুন এতে আছে আরাফার দিনের শ্রেষ্ঠ দু'আটি:

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

নবিজীর ﷺ হাদিস থেকে পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার এই (আরাফার দিনের) দু'আটি পড়বে সে:

_১০টি গোলাম মুক্ত করার সওয়াব পাবে।
_তার জন্য ১০০ সওয়াব লেখা হবে।
_তার ১০০ গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে।
_ওই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে এবং (সন্ধ্যায় বা রাতে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে)
_ওই দিনের হিসেবে কেউই তার চেয়ে উত্তম সওয়াবের কাজ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, ওই ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে বেশি পড়বে।

তাহলে এই হাদিসের ওপর আমল করে আপনি যদি দৈনিক ৫০০ বার দু'আটি পড়েন কতোজন গোলাম মুক্ত করার সওয়াব পাবেন? কয়শত সওয়াব লেখা হবে? কয়শত গুনাহ মাফ হবে?

দুআ কবুলের সিক্রেটে থাকা আরাফার দুআর নেকিতেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে বাকি লাইনগুলোতে থাকা তাসবীহ, তাসমিদ তাহলীল তাকবীর ইস্তিগফার সহ সবকিছুর বিনিময়ে আরো কতো কতো নেকি যোগ হবে? বুঝতে পারছেন দু'আটি কিসের ভাণ্ডার**?**

২৭) حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ
উচ্চারণ **:** হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান-নাসির'

অর্থ : আল্লাহ তাআলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই হলেন উত্তম কর্মবিধায়ক; আল্লাহ তাআলাই হচ্ছে উত্তম অভিভাবক এবং উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা ৩ঃআয়াত ১৭৩,সূরা ৮ঃ আয়াত ৪০)

মুফতি কাশেম বলেছেন, যেকোন প্রয়োজনে প্রতিদিন ১০০০ বার এ দুআ পড়া যতদিন প্রয়োজন পূরন না হয়।

- ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন-

যখন ইবরাহিম আঃ-কে আগুনের কুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন- “হাসবিয়াল্লাহু ওয়া নি’মাল ওয়াকিল।” ফলে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। সেই জ্বলন্ত আগুন তাঁর জন্য শীতল হয়ে পড়েছিল। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি তখন বলেছিলেন, যখন লোকেরা বলেছিল, “(কাফির) লোকেরা তোমাদের মোকাবিলার জন্য সমবেত হয়েছে।” ফলে তোমরা তাদের ভয় করো।” কিন্তু এ কথা তাঁদের ঈমানকে বাড়িয়ে দিলো এবং তাঁরা বলল- “হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি’মাল ওয়াকিল।” অর্থাৎ “আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।” আর সাহাবিরা এই দুআ আমল করেছিলেন খন্দকের যুদ্ধের সময়। যখন সাহাবিরা জানতে পারলেন ৭০ হাজার সেনা এসে মদিনা শহরকে ঘেরাও করতে যাচ্ছে, তখনও তাঁরা আল্লাহর কাছে এই বলে সাহায্য কামনা করেছিলেন- “হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি’মাল ওয়াকিল।” (বুখারিঃ ৪৫৬৩-৪৫৬৪)

তিরমিজি শরিফে একটি হাদিস আছে। হাদিসটি যে পরিচ্ছেদে আছে, তার নাম হলো- ‘বিপদে আপনি যা করবেন।’ অর্থাৎ যখন বিপদে পড়েন অথবা আশঙ্কা করবেন বা কারও আক্রমণের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা দেখবেন, তখন আমাদের করণীয় কী?

আবু সাঈদ খুদরি রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- “আমি কেমন করে হাসি খুশি থাকব, অথচ শিঙ্গাওয়ালা (ইসরাফিল তো ফুৎকার দেওয়ার জন্য) শিঙা মুখে ধরে আছেন যে, আর তিনি কান লাগিয়ে আছেন যে, তাঁকে কখন ফুৎকার দেওয়ার আদেশ করা হবে এবং তিনি ফুৎকার দেবেন।” অতঃপর এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর সাহাবিরা রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। এমনটা দেখে প্রিয় নবি ﷺ তাঁদের বললেন- “তোমরা বলো, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি’মাল ওয়াকিল।” অর্থাৎ, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম সাহায্যকারী।” (তিরমিজিঃ ২৪৩১, ৩২৩৩)

এই দুআ যা কঠিন যেকোনো সময় করা যায়। অসুস্থ বা উদ্বিগ্ন অবস্থায়, কোনো ক্ষতির আশঙ্কায় অথবা শত্রুর হাত থেকে মুক্তির জন্য এ দুআটি বিশেষ কার্যকর। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই দুআর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সরাসরি কিছু চাওয়া হয় না। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম সাহায্যকারী—এখানে আমরা এই মর্মে একটি মন্তব্য করছি, কিন্তু অন্য দুআগুলোর মতো আল্লাহর কাছে কোনো আবেদন করছি না। তাহলে কেন এই

দুআটি এত গুরুত্বপূর্ণ, যার কারণে ইবরাহিম আ: কিংবা আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ বা সাহাবায়ে কেরামগণ কঠিন সময়গুলোতে এই দুআটি করতেন?

কারণ, এই দুআর মাধ্যমে আমরা আল্লাহকে একমাত্র রব, একমাত্র নিয়ন্ত্রক, একমাত্র সক্ষম, একমাত্র আশ্রয়দাতা হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছি। আমরা এক আল্লাহর উপর ষোলআনা নির্ভর করছি। আর আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য এই সাক্ষ্যটুকু, স্বীকৃতিটুকুই যথেষ্ট। যখন আমরা আল্লাহর সক্ষমতা, তাঁর নির্ধারিত ফয়সালা ও তাকদীরের উপর আন্তরিকভাবে নির্ভর করে বিপদের সময় এই দুআ করতে পারব, তখন আল্লাহর সাহায্য চলে আসবে।

২৮) আল্লাহর বিশেষ দৃষ্টি লাভ করার দুআ:
«يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِيَ كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ».

(ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যূমু বিরহ্মাতিকা আস্তাগীসু, আসলিহ্ লী শা’নী কুল্লাহু, ওয়ালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা ‘আইন)।

“হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! আমি আপনার রহমতের অসীলায় আপনার কাছে উদ্ধার কামনা করি, আপনি আমার সার্বিক অবস্থা সংশোধন করে দিন, আর আমাকে আমার নিজের কাছে নিমেষের জন্যও সোপর্দ করবেন না।” হাকেম ১/৫৪৫, তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, আর যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। আরও দেখুন, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১/২৭৩।

২৯) ১) খাওলা বিনতে হাকিম আস-সুলামিয়্যা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো স্থানে অবতরণ করে এই দু'আটি পড়বে:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
(আউ'যু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক।)

অর্থ: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমা বা বাক্যসমূহের দ্বারা তাঁর সৃষ্ট অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই।

সে স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭১৩)

অন্যান্য হাদীসের কিতাবেও এই দু'আর উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে এর তাৎপর্য ও কার্যকারিতা বর্ণিত হয়েছে। এটি একটি শক্তিশালী দু'আ যা আল্লাহর আশ্রয়ে থাকার এবং সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার জন্য পাঠ করা হয়।

২) বিপদ ও ক্ষতি থেকে সুরক্ষার দোয়া
৩ বার, ফজর ও মাগরিবের পর
* আরবি: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
* উচ্চারণ: বিসমিল্লাহিল্লাজি লা ইয়াদুররু মাআসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়া লা ফিস সামায়ি ওয়া হুয়াস সামিউল আলিম।
* অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি, যার নামের সাথে পৃথিবীর ও আকাশের কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।
* ফজিলত: সকল প্রকার বিপদাপদ ও অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা লাভ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল ও সন্ধ্যায় এই দোয়াগুলো পড়া ছাড়তেন না: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আমার দ্বীন, আমার দুনিয়া, আমার পরিবার ও আমার সম্পদের ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমার দোষত্রুটি ঢেকে রাখুন এবং আমার ভয় দূর করুন। হে আল্লাহ! আমার সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান, বাম ও উপর দিক থেকে আমাকে রক্ষা করুন এবং আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আমার নীচ থেকে আকস্মিক ধ্বংস থেকে।" আব্দুর রহমান (রহঃ) বলেন, আমি এর সাথে এই দোয়াটি যোগ করেছি: "আল্লাহর নামে শুরু করছি, যার নামের সাথে পৃথিবীর ও আকাশের কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" আমার পরিবারের কাউকে কোনো বিষাক্ত কিছু কামড়ালে আমি তার উপর এটি পড়তাম, ফলে তার কোনো ক্ষতি হতো না। সুনানে তিরমিযি, হাদিস নম্বর ৩৩৮৮ (সহীহ)

৩) পেরেশানি ও উৎকন্ঠা দূর করার দোয়া
৭ বার, ফজর ও মাগরিবের পর
* বর্ণনাকারী: হযরত আবু দারদা (রাঃ)
* আরবি: حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
* উচ্চারণ: হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আজিম।
* অর্থ: আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁর উপরই ভরসা করি। তিনিই মহা আরশের অধিপতি।
* ফজিলত: পেরেশানি ও উৎকন্ঠা দূর হয় এবং আল্লাহর উপর ভরসা বৃদ্ধি পায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় সাতবার এই দোয়া পাঠ করবে: 'আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁর উপরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি', আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেবেন।" রেফারেন্স: সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নম্বর ৫০৮১ (হাসান)

৪) চোখের সমস্যার জন্য রুকইয়াহ
চোখের সমস্যার জন্য সূরা ক্বাফ-এর ২২ নং আয়াতের শেষ অংশ বেশ উপকারী। এর সাথে সূরা ফাতিহা।
আয়াতের অংশটি হচ্ছে -
فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ
উচ্চারণ: ফাকাশাফনা 'আনকা গিত্বাআকা ফাবাসারুকাল ইয়াওমা হাদীদ।
অনুবাদ: আমি তোমার থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, তাই আজ তোমার দৃষ্টি হয়েছে প্রখর। (সূরা ক্বাফ : ২২)

▪রুকইয়াহ: নামাজ শেষ করার পর সূরা ফাতিহা এবং এই আয়াতটি পড়ুন, এরপর মুখের কাছে এক হাত নিয়ে ফু দিন, যেন ফু চোখে লাগে। অথবা আঙ্গুলের মাথায় ফু দিয়ে চোখে মাখুন। এভাবে প্রতিদিন নামাজের পরেই করুন।

🔸 সালাতের পরে করতে বলার কারণ হচ্ছে, সে সময় দোয়া কবুল হয়। রুকইয়াহ যেহেতু এক প্রকার দোয়া, তাই নামাজ শেষে রুক্বইয়াহ করলে উপকার বেশি পাওয়া যায়। এছাড়া অন্য সময়েও আপনি করতে পারেন, কোন সমস্যা নেই।
https://ruqyahbd.org/blog/637/eye-problem

৫) স্মরণশক্তি বৃদ্ধির দোয়া
১.
رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا
উচ্চারণ: "রব্বি যিদনী ইলমা।"
অর্থ: "হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো।" (সূরা ত্বাহা ১১৪)
২.
رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي
উচ্চারণ: "রব্বিশ রাহলী সদরী ওয়া ইয়াসসিরলী আমরী, ওয়াহলুল উক্বদাতাম মিল লিসানী ইয়াফক্বাহূ ক্বওলী।"
অর্থ: "হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজ সহজ করে দাও এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।" (সূরা ত্বাহা : ২৫-২৮)

▪রুকইয়াহ:
১) প্রতি ফরজ নামাজের পর বুকের বাম পাশে হাত রেখে ২১ বার বলুন (সূরা ত্বাহা ১১৪ নং আয়াত):
رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا
২) ফজর এবং মাগরিবের পর এর সাথে ৭ বার যোগ করুন (সূরা ত্বাহা ২৫-২৮ নং আয়াত):
رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

এটা ফলো করলে ইনশাআল্লাহ আপনার সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে মনভোলা সমস্যা।

৩০) উত্তম আখলাক সম্পন্ন হওয়ার দুআ:

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি আমার দৈহিক অবয়ব যেমন সুন্দর করেছ তেমনি আমার চরিত্রও সুন্দর করে দাও। (মুসনাদ আহমদ ৫০৯৯)

اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي
উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা কামা হাসসানতা খালকি ফা আহসিন খুলুকি।

৩১) আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেনঃ তুমি বলঃ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي وَاذْكُرْ بِالْهُدَى

আল্লাহুম্মাহ দ্বীনি ওয়া সাদ্দিদনী, ওয়াজকুর বিল হুদা।

“হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত দান কর, আমাকে সরল পথে পরিচালিত কর।” তিনি আমাকে আরও বলেছেন, (এ দু’আর সময়)هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهْمِ তোমার সোজা রাস্তায় চলার মত হিদায়াত এবং তীর সোজা করার মত সঠিকতার সাথে তুমি স্মরণ করবে।” (সহীহ মুসলিম ৬৬৬৩)

৩২) চারটি জিনিস থেকে পানাহ চেয়ে দুআ: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দু’আয়) বলতেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلاَءِ الأَرْبَعِ
আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিন ক্বলবিন লা ইয়াখশা‘উ, ওয়া দু‘আইন লা ইউসমাউ’ ওয়া মিন নাফসিন লা তাশবা‘উ, ওয়া মিন ‘ইলমিন লা ইয়ানফা‘উ; আউযু বিকা মিন হা-উলা-ইল আরবা’।

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই এমন হৃদয় থেকে যা বিনীত নয়, এমন দু’আ থেকে যা কবুল হয় না, এমন প্রাণ থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না এমন ইলিম থেকে যা উপকার করে না। আমি তোমার কাছে এই চারটি থেকে পানাহ চাই।

সহীহ, তা’লীকুর রাগীব ১/৭৫-৭৬, সহীহ আবু দাউদ ১৩৮৪-১৩৮৫, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ৩৪৮২ [আল মাদানী প্রকাশনী]

৩৩) কৃপনতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্য এবং ফিতনা থেকে আশ্রয় চাওয়ার দুআ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ».

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘উযু বিকা মিনাল বুখলি, ওয়া ‘আউযু বিকা মিনাল জুবনি, ওয়া আ‘উযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল্ ‘উমুরি, ওয়া আ‘ঊযু বিকা মিন্ ফিতনাতিদ দুনইয়া ও আযা-বিল ক্বাবরি।

“হে আল্লাহ ! আমি আপনার আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, আপনার আশ্রয় চাই কাপুরুষতা থেকে, আপনার আশ্রয় চাই চরম বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে, আর আপনার আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে।” বুখারি, (ফাতহুল বারীসহ) ৬/৩৫, নং ২৮২২ ও নং ৬৩৯০।

৩৪) সকাল-সন্ধ্যার যিক্‌রসমূহ ৩ বার বলবে -

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

রাদ্বীতু বিল্লা-হি রাব্বান, ওয়া বিল ইসলা-মি দীনান, ওয়া বিমু'হাম্মাদিন নাবিয়্যান

আমি সন্তুষ্ট-পরিতৃপ্ত আল্লাহ্‌কে প্রভু হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে ও মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে নবী হিসেবে গ্রহণ করে। রেফারেন্স: সহিহ লি গাইরিহি (শুয়াইব আল-আরনাঊত)। তাখরিজুল মুসনাদঃ ২৩১১২

৩৫) (ফজর ও মাগরিবের পর ৭ বার)
اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ
উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নার।
অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।

ফযীলত: ফজর ও মাগরিবের পর কারো সাথে কথা বলার পূর্বে ৭ বার এ দু'আ পাঠ করলে সেদিনে বা সেই রাতে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। (হিব্বান ২০২২)

এ হাদীসটিকে ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) হাসান বলেছেন, আলবানী (রাহ.) সহীহ্ বলেছেন। মুসনাদে আবূ ইয়া'লার এক বর্ণনায় দিনে সাতবার জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। সেই বর্ণনাকে সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ সহীহ্ বলা হয়েছে।

৩৬) আমি বহু আল্লাহওয়ালাকে দেখেছি, তারা বিশেষ দোয়া-চাওয়া গুলো আরাফা দিবসে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নেয়ার জন্য হৃদয় গহীনে সঙ্গোপনে রেখে দিতেন। (ইমাম আওযায়ি রাহিমাহুল্লাহ)

তাই আপনিও কী আল্লহ'র কাছে চাওয়ার জন্য হৃদয়ের খুব গোপনে, সঙ্গোপনে কিছু লুকিয়ে রেখেছেন**?**

আরাফার দিন চাওয়ার জন্য আগাম কিছু দু'আ হৃদয়ের গহীন ভেতর নোট করে ফেলুন আজই (যাতে ভুলে না যান):

১। সর্বোচ্চ জান্নাতের উচ্চ শ্রেণীতে রবের কাছেই, নবিজীর ﷺ প্রতিবেশীর হয়ে একটি ঘর। দিদারে ইলাহি (جل جلاله) দিদারে হাবিবুল্লহ (ﷺ)....

২। হাকীকী শাহাদাত। জাফরান রঙা রক্ত। মেশকের খুশবোওয়ালা মৃত্যু। আল্লহ'র ﷻ প্রেমাষ্পদ রসূলের ﷺ শহরের পবিত্র মাটিতে দাফন। বারযাখের জিন্দেগীতেও রসূলের ﷺ প্রতিবেশী হওয়া।

৩। হাউজে কাউসারের পাড়ে প্রিয় নবিজীর ﷺ সাক্ষাৎ এবং শাফায়াত। সেদিন নবিজীর ﷺ মিটিমিটি হাসি দেখার মহা-সৌভাগ্য লাভের দু'আ।

৪। কোনো এক জুম্মার রাতের পবিত্র লগ্নে রোজাদার হালাতে স্বপ্নের জগতে প্রিয় নবিজীর ﷺ সাক্ষাৎ লাভের জন্য কান্না।

৫। নবিজীর ﷺ স্মৃতি বিজড়িত সমস্ত জায়গা, যেখানে যেখানে নবিজী ﷺ মুবারাক কদম ফেলেছেন, সমস্ত জায়গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখার তাওফীক চেয়ে দু'আ, কল্যাণকর সময়ে। শ্রেষ্ঠ সময়ে।

৬। আল্লহ'র রাস্তায় জান, মাল, সন্তানাদিসহ সমস্ত কিছু দিয়ে বিলীন হতে পারার জন্য এক গভীর সেজদায় লুটিয়ে পড়া কান্না।

৭। আল্লহ যেন এমন অসংখ্য সন্তাদানি দান করেন যাদের জন্ম -ই হবে আল্লহ'র কাছে বিক্রি হওয়ার জন্য। যারা মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রদ্বিআল্লহু আনহুর যোগ্য উত্তরসূরী হয়ে লড়বে! যারা সালাহ উদ্দিন আইয়ুবি রহিমাহুল্লহ'র যোগ্য উত্তরসূরী হয়ে লড়বে। যারা ইমাম মাহদীর বাহিনী হয়ে লড়বে। মায়ের উদর থেকে ওদের জন্ম -ই হবে শাহাদাতের জন্য। তাঁদের চেহারার সৌন্দর্য, ফিগার ও ফিটন্যাস দেখে পর্যন্ত কুফফারদের বুকে ত্রাস তৈরি হবে, ত্রাস।

৮। 'হে প্রশান্ত আত্মা, প্রবেশ করো আমার সৃজিত জান্নাতে' - রব এই কথা যাদের বলবেন, তাঁদের-ই দলভুক্ত হওয়ার দু'আ।

৯। ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের মতো 'কঠিন ঈমান' যা রবের খুবই পছন্দ, যা কখনোই হারিয়ে যাবে না। উমার রদ্বিআল্লহু আনহু'র মতো এমন হিদায়াত, যা রবের খুবই পছন্দ এবং যা থেকে কখনোই পা পিছলে যায় না।

১০। 'দুনিয়া ও আখেরাতের' এমন সব 'কল্যাণ' যা রব নবিজী ﷺ-কে দিয়েছেন! এমন সব আখলাক, এমন সব সৌন্দর্য, যা নবিজী ﷺ-পেয়েছেন। নবিজীর ﷺ মতো হাসি, খুশি, চালচলন, কান্না, রাগসহ সব। মানে সব....

১১। জীবনে সর্বাবস্থায় আল্লহ'র রসূল ﷺ এবং তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম রদ্বিআল্লহু আনহুম আজমাইনগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার জন্য দু'আ চেয়ে কান্না।

১২। লক্ষ্য কোটি মুসলমানের মতো আপনিও যেন খুব কাছ থেকে কাঁদতে পারেন- 'লাব্বাইক, আল্লহুম্মা লাব্বাইক। হাজির হে আল্লহ, আমি হাজির' -সেইজন্যেই আরাফার দিনের হৃদয় ছেঁড়া কান্না।

১৩। এমন একটি অসম্ভব সুন্দর মৃত্যুর জন্য দু'আ **'যখন আপনার রব আপনার ওপর খুশি'**।

এমন এক অসম্ভব সুন্দর মৃত্যু যখন ফেরেশতারা এক টুকরো রেশমি কাপড় নিয়ে আপনার কাছে আসবেন**,** যাতে **'মিশক'** ও **'সুগন্ধি ফুল'** থাকবে। আর বলা হবে :

'হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি আপন খুশিতে বের হয়ে এসো এবং তোমার রবও তোমার ওপর সন্তুষ্ট আছেন। আল্লহ'র রহমত ও আজমতের দিকে চলো'।

অতঃপর খুব যতনে রুহটি বের হয়ে এলে তাকে সেই মিশক ও ফুলের ওপর রাখা হবে বিইযনিল্লাহ এবং রেশমি কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে- ইল্লিয়িনের দিকে।

ফেরেশতারা আপনার খুশবুদার রুহ নিয়ে শুঁকতে শুঁকতে উড়াল দেবেন আসমান থেকে আসমানে। বদল হতে থাকবে হাত। আসমানের দরজা খুলে যাবে। দরজার কাছে পৌঁছে গেলে, আসমানের ফেরেশতারা বলবেন: **'**তোমরা পৃথিবী থেকে কতো মনকাড়া সুবাস নিয়ে ফিরেছো**' !**

৩৭) এ নিয়তে আমল করো যে, হে আল্লাহ! আপনার মহব্বত যেন সৃষ্টি হয়। এরপর দেখো, ইনশাআল্লাহ কেমন প্রভাব হয়? দ্বিতীয় জরুরী বিষয় এই যে, আল্লাহর নাম নাও। অর্থাৎ, কোনো এক সময় মন লাগিয়ে অল্প পরিমাণ 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' ও করো। তৃতীয় বিষয় এই এবং এটা খুবই জরুরী যে, মহব্বতওয়ালাদের সোহবত অবলম্বন করো। -হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. [মাআসিরে হাকীমুল উম্মত : ৪৯৮]

৩৮) হযরত থানভী রহ. যিকর ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে একটি শর্তের কথা বলতেন। তিনি বলতেন, কোনো নিয়ত ছাড়া খালি মনে কেবল সংখ্যা পূরণের জন্য যিকর করবে না; বরং উপকার ও বরকত লাভের নিয়তে করবে। সর্বদাই মনে এ নিয়ত তাজা রাখবে। তবে উপকার লাভের পর্যবেক্ষণ ও তার প্রতীক্ষায় থাকবে না। কেননা তাতে পেরেশানি দেখা দেয় এবং সে কারণে এটা ক্ষতিকর। মানুষ সাধারণত বরকত থেকে যে মাহরুম থাকে, তার একটি বড় কারণ তারা বরকত ও উপকার লাভের নিয়তে যিকর করে না। (আশরাফুস-সাওয়ানিহ,২/২১৬) [বাছায়েরে হাকীমুল উম্মত : ১৯০]

৩৯) কুদৃষ্টির কুফলগুলোর মধ্যে এটিও একটি যে, কুদৃষ্টির কারণে মানুষের রিযিক এবং সময় থেকে বরকত উঠিয়ে নেয়া হয়। ছোট ছোট কাজ বিশদাকার ধারণ করে। যে কাজের চেষ্টাই করুক তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বাহ্যিকভাবে মনে হয় কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু যথাসময়ে গিয়ে হতে হতে কাজ অসম্পন্ন থেকে যায়। এতে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী বাড়ে। মানুষেরা মনে করে, কেউ হয়তো (জাদুটোনা) কিছু করেছে। আসলে সে স্বীয় প্রবৃত্তির কুকর্মের কারণে বিপদে পড়ে গেছে। সে নিজেই তা স্বীকার করে বলে, 'একটা সময় ছিল যখন স্পর্শ করলে মাটিও সোনায় পরিণত হতো। আর এখন তো সোনা স্পর্শ করলেও তা মাটি হয়ে যাচ্ছে।' বোঝা গেল, কুদৃষ্টির প্রভাবে মানুষের জীবন থেকে বরকত উঠিয়ে নেয়া হয়। [এখন যৌবন যার : ৬২]

৪০) যদি পরকালের ভাবনা ব্যক্তিকে পেয়ে বসে, আর মৃত্যুর ভয় উপস্থিত থাকে, তাহলে যে কারও পক্ষে যেকোনো আমল করা সহজ হয়ে যায়। -শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ.

তৃতীয় অধ্যায়

১)নবিজির শাফা'আত লাভের দরুদ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

[আল্লা-হুম্মা সল্লি 'আলা মু'হাম্মাদ, ওয়া আনযিলহুল মাক্ব'আদাল মুক্বাররবা 'ইনদাকা ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ্]

(হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং কিয়ামতের এই দিন আপনার নিকটেই তাঁকে স্থান দিন)

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "যে এটি বলবে, তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে।" [ইমাম তাবারানি, মু'জামুল কাবির: ৪৪৮০; ইমাম হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ: ১৭৩০৪; হাদিসটির সনদ দুর্বল, তবে আমলযোগ্য]

২)যে দরুদে আছে সাদাকাহর সওয়াব:

.
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

.
[আল্লা-হুম্মা সল্লি 'আলা মু'হাম্মাদিন 'আবদিকা ওয়া রাসু-লিক, ওয়া সল্লি 'আলাল মুঅ্মিনি-না ওয়াল মুঅ্মিনা-ত, ওয়াল মুসলিমি-না ওয়াল মুসলিমা-ত]

.
(হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দা ও রাসুল মুহাম্মাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং সকল মুমিন-মুমিনা ও মুসলিম-মুসলিমার উপরও রহমত বর্ষণ করুন)

.
আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে-মুসলমানের দান-সাদাকাহ করার মতো কিছু নেই, সে যেন দু'আ করার সময় এটি বলে। এটি তার জন্য জাকাতস্বরূপ।" [ইমাম ইবনু হিব্বান, আস-সহিহ: ৯০৩; শায়খ আলবানি ও শু'আইব আরনাউত্ব (রাহিমাহুমাল্লাহ) হাদিসটির সনদ দুর্বল বলেছেন, তবে অন্য কয়েকজন মুহাদ্দিস হাদিসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য (হাসান) বলেছেন]

৩)সবচেয়ে ছোট বিশুদ্ধ দরুদ:

.
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ
[আল্লা-হুম্মা সল্লি 'আলা মু'হাম্মাদ, ওয়া 'আলা আ-লি মু'হাম্মাদ]
অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের পরিবারের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

.
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমরা আমার প্রতি দরুদ পড়ো এবং সাধ্যানুযায়ী দু'আ করো ও বলো (উপরের দরুদটি)।” [ইমাম নাসায়ি, আস-সুনান: ১২৯১; হাদিসটি সহিহ]

৪)দরুদে ইবরাহিম (সর্বশ্রেষ্ঠ দরুদ):

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আ'লা ইব্‌রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্‌ মাজীদ, আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্‌তা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্‌ মাজীদ।

হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহিম ও ইবরাহিমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহিম ও ইবরাহিমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

বুখারী শরীফ হাদীস নং (৩৩৭০) মুসলিম শরীফ হাদীস নং ৯০৮

৫)সবচেয়ে ছোট দুরদ:

ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি (নবী মুহাম্মাদ) তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন।

- আজকে দুরদ পড়েছি তো আলহামদুলিল্লাহ? যতটুকু সম্ভব?

- আজকের টার্গেট: ২০০ বার দুরদ, ২০০ বার ইস্তিগফার, ২০ বার সূরা ইখলাস পড়েছি তো? ১০ বার সূরা ইখলাস= জান্নাতে একটি বাড়ি। সুবহানাল্লাহ।

<u>নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ পাঠের অনন্য ১০ টি লাভ ও উপকারিতা (নির্ভরযোগ্য হাদিস থেকে)</u>

(১) সকল দুশ্চিন্তামুক্তি ও প্রয়োজন পূরণ**:** একজন সাহাবি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন, তিনি তাঁর উপর সর্বদা দরুদ পাঠ করবেন। তখন রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, "যদি তুমি তাই করো, তবে তোমার সকল চিন্তা-উৎকন্ঠা দূর করা হবে (প্রয়োজন পূরণ হবে) এবং তোমার পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে।" [ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান: ২৪৫৭, হাদিসটি হাসান সহিহ]

(২) রহমতপ্রাপ্তি**,** গুনাহমুক্তি ও মর্যাদাবৃদ্ধি**:** রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।" [ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ৭৯৮]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেন, "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তার প্রতি ১০ বার রহমত বর্ষণ করবেন, তার থেকে ১০ টি গুনাহ মুছে দেওয়া হবে এবং তার জন্য ১০ টি স্তর উন্নীত করা হবে।" [ইমাম নাসায়ি, আস-সুনান: ১২৯৭; হাদিসটি সহিহ]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবিজি বলেন, "আমার উম্মতের যে ব্যক্তি মন থেকে ইখলাসের (একনিষ্ঠতার) সাথে আমার উপর একবার দরুদ প্রেরণ করবে, আল্লাহ্ তার প্রতি ১০ বার রহমত বর্ষণ করবেন, তার জন্য ১০ টি স্তর উন্নীত করবেন, তার জন্য ১০ টি নেকি লিখবেন এবং তার থেকে ১০ টি গুনাহ মুছে দেবেন।" [ইমাম নাসায়ি, আস-সুনানুল কুবরা: ৯৮৯৩; ইমাম বাযযার, আল-মুসনাদ: ৩৭৯৯; হাদিসটি হাসান]

(৩) দরুদ মুমিনের জন্য যাকাতস্বরূপ**:** নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার উপর দরুদ পড়ো। কেননা এটা তোমাদের জন্য যাকাতস্বরূপ।" [ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ: ৮৭৭০; হাদিসটির সনদ দুর্বল]

(৪) কিয়ামতের মাঠে নবিজির সান্নিধ্য**:** রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি সব লোকের চাইতে আমার বেশি নিকটবর্তী হবে, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমার উপর দরুদ পড়বে।" [ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান: ৪৮৪; শায়খ আলবানি, সহিহুত তারগিব: ১৬৮৮; হাদিসটি হাসান (Al Hadith অ্যাপে হাদিসটিকে 'দুর্বল' দেখাচ্ছে। তবে, বাস্তবতা হলো, শায়খ আলবানি প্রথমে হাদিসটিকে 'দুর্বল' বললেও পরে মত পরিবর্তন করে 'হাসান' বলেছেন]

(৫) রাসুলের কাছে দরুদ পেশ করা হয়**:** রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুমু'আর দিন। সুতরাং এই দিনে তোমরা

আমার উপর বেশি করে দরুদ পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার কাছে উপস্থাপন করা হয়।" [ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান: ১০৪৭; হাদিসটি সহিহ]

(৬) নবিজির শাফা'আত **(**সুপারিশ**)** লাভ**:** রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আমার প্রতি সকালে ১০ বার এবং বিকালে ১০ বার দরুদ পাঠ করবে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত (সুপারিশ) লাভ করবে।" [ইমাম হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ: ১৭০২২; শায়খ আলবানি, সিলসিলা দ্বয়িফাহ: ৫৭৮৮; হাদিসটির সনদকে শায়খ আলবানি 'দুর্বল' বললেও ইমাম সাখাবি এর একটি সনদকে 'জায়্যিদ' বলেছেন এবং ইমাম সুয়ুতি 'হাসান' বলেছেন]

(৭) দরুদ দু'আ কবুলের অন্যতম উপায়**:** একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাজে দু'আ করতে শুনলেন। সে আল্লাহর প্রশংসাও করলো না, নবিজির উপর দরুদও পড়লো না। তখন নবিজি তাকে বললেন, "হে মুসল্লি! তুমি খুব তাড়াহুড়া করে ফেললে!" তারপর নবিজি তাদের শিক্ষা দিলেন (কীভাবে দু'আ করতে হয়)। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে নামাজ আদায় করলো এবং আল্লাহর গুণ (মাহাত্ম্য) বর্ণনা করলো, তাঁর প্রশংসা করলো এবং রাসুলের উপর দরুদ পাঠ করলো। তখন নবিজি (তাকে) বললেন, "তুমি দু'আ কর, কবুল করা হবে; (আল্লাহর কাছে) চাও, তোমাকে দেওয়া হবে।" [ইমাম নাসায়ি, আস-সুনান: ১২৮৪; হাদিসটি সহিহ]

(৮) রাসুলের দু'আ লাভের সুযোগ**:** রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে, আমি তার জন্য ১০ বার সালাত পাঠ করি (দু'আ করি)।" [ইমাম তাবারানি, মু'জামুল আউসাত্ব: ১৬৪২; ইমাম তাবারানি হাদিসটির সনদ নির্ভরযোগ্য বলেছেন]

(৯) দরুদ **(**গুনাহর**)** কাফফারাস্বরূপ**:** নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা আমার উপর দরুদ পড়ো। কেননা, আমার উপর দরুদ পড়া তোমাদের জন্য কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত)।" [ইমাম ইবনু আবি আসিম, আস সলাতু 'আলান নাবিয়্যি: ৭৮, ইমাম ইবনু হাজারের মতে, হাদিসের রাবিগণ সহিহ হাদিসের রাবি]

(১০) অনন্য মর্যাদা ও বৈশিষ্টপূর্ণ আমল**:** কুরআন কারিমে এসেছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবির প্রতি সালাত (দরুদ) প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি সালাত (দরুদ) ও সালাম প্রেরণ করো।" [সুরা আহযাব, আয়াত: ৫৬]

আল কুরআনে অন্য কোনো আমলের ক্ষেত্রে এমনটি বলা হয়নি যে, 'স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ এরূপ করেন, সুতরাং তোমরাও করো।' নিঃসন্দেহে এটি দরুদের বিশেষ মর্যাদা ও অনন্য বৈশিষ্টের প্রমাণ।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের তাওফিক দিন, যেন আমরা সর্বাবস্থায় রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ পাঠ করতে পারি এবং দরুদময় জীবন গঠন করতে পারি। আমিন।

আমরা অনেকেই জানি বান্দা যখন একবার রাসূল ﷺ এর প্রতি দুরুদ পড়ে তখন আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি ১০ বার সালাত বা দুরুদ প্রেরন করেন।

আপনি যখন ১ বার দুরুদ পাঠ করেন তখন আরশে আজিমে কি হয়? তখন স্বয়ং আল্লাহ নিজেই অগনিত ফেরেশতার সামনে আপনার উপর ১০ বার দুরুদ পাঠ করেন। আর বান্দার উপর আল্লাহর সালাওয়াত অর্থাৎ দুরুদ পড়ার একটা অর্থ হলো স্বয়ং আল্লাহ নিজেই আপনার নাম ধরে অগনিত ফেরেশতার মাঝে আপনার প্রশংসা করেন।

দুনিয়াতে কেউ প্রশংসা করুক আর না করুক আল্লাহ আপনার নাম ধরে প্রশংসা করবে যদি আপনি ১ বার দুরুদ পাঠ করেন। পাশাপাশি আপনার উপর রহমত, বরকত নাযিল হবে, আপনার ১০ টা গুনাহ মাফ করবেন, ১০ টা নেকী দান করবেন, জান্নাতে যাওয়ার ১০ টা ধাপ বাড়িয়ে দিবেন।

স্বয়ং আল্লাহ আমাদের নবীর উপর দুরুদ পাঠ করেন, ফেরেশতারা নবীর উপর দুরুদ পাঠ করেন, রাসূল নিজেই নিজের উপর দুরুদ পাঠ করতেন।দুরুদ সমাধানের বারুদ,দুয়া কবুলের হাতিয়ার।আপনি কি এই দুরুদ পাঠ থেকে দূরে থাকতে চান?

কাজের ফাঁকে আমরা দুরুদ পড়তে যেন না ভুলি।নূন্যতম ১০০ বার দুরুদ পড়ার টার্গেট রাখতে পারি ইনশাআল্লাহ। (শায়েখ মিশারি আল খারাজের একটি আরবী লেকচারের অবলম্বনে লিখিত।)

🟢<u>ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহি. বলেন, </u>'কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর রাসূল ﷺ এর উপর নিঃশ্বাস সমপরিমাণ দরুদ ও সালাম পড়ে, তবুও সে নবিজী ﷺ এর হক আদায় করতে সক্ষম হবে না।' [জালাউল আফহাম, পৃষ্ঠা: ৩৪৪]

🟢সবচেয়ে ছোট ২ টি দুরুদ:

১)আল্লা-হুম্মা সল্লি ‘আলা মুহাম্মাদ, ওয়া ‘আলা আ-লি মুহাম্মাদ।
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ
অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের পরিবারের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

২)ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি (নবী মুহাম্মাদ) তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন।

১) একবার একজন প্রখ্যাত শায়েখের নিকট এক ব্যক্তি আগমন করলেন।

অতঃপর প্রশ্ন করলেন, "আপনি কিভাবে জনস্মুখে চলাফেরা করার পরেও নিরাপদ আছেন ?

আপনি এমন কী আমল করেন যার মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করছেন ?

এর উত্তরে শায়েখ বললেন,

দোয়াটি হলঃ انت ربي انت حسبي انت لي نعم الوكيل
উচ্চারণ : আনতা রব্বী, আনতা হাসবী, আনতা লী নি'মাল ওয়াকীল।

অর্থঃ আপনি আমার রব,আমার জন্য আপনিই যথেষ্ট। আপনি আমার জন্য কতইনা উত্তম অভিভাবক।

এই দোয়ার বরকতেই হয়তো আল্লাহ আমাকে হেফাজত করছেন।

এছাড়া সহিহ হাদিস সমূহে এসেছে, সুরাহ নাহল: ১০৮, কাহফ: ৫৭, জাসিয়া: ২৩ এবং সুরাহ ইয়া সীনের ১-৯ নং আয়াত।

উপর্যুক্ত আয়াত সমূহের উপর ইমাম কুরতুবী (রহ.) নিজে আমল করে প্রমাণ পেয়েছেন। তিনি খোলা মাঠে বসেছিলেন, শত্রুরা তার সামনে দিয়ে গেছে তবুও তাঁকে দেখেনি। সুবহানআল্লাহ।

২) কুরআনকে অন্তরের নূর বানানোর জন্য দুআ:

اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي
উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ'আলিল কুরআনা রাবী'আ ক্বালবী, ওয়া নূরা সাদ্‌রী, ওয়া জিলাআ হুযনী, ওয়া যাহাবা হাম্মী।

অর্থ: হে আল্লাহ! কুরআনকে তুমি আমার হৃদয়ের বসন্তকাল, আমার বুকের নূর বানিয়ে দাও, এবং কুরআনকে আমার দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূর করার মাধ্যম বানিয়ে দাও। (মুসনাদে আহমাদ - ৩৭০৪)

৩) রোগ মুক্তির জন্য দুআ:

◆ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি এমন কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায়, যার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়নি, আর সে

তার কাছে সাতবার বলে: 'আসআলুল্লাহাল আযীম, রাব্বাল আরশিল আযীম, আই-ইয়াশফিয়াক' (আমি মহান আল্লাহর কাছে, যিনি মহান আরশের রব, তার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন তোমাকে শিফা দান করেন), তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে সেই রোগ থেকে আরোগ্য দান করবেন।"

🔸 যখন নিজের জন্য এই দোয়াটি পড়বেন, তখন "তোমাকে শিফা দান করেন" (يشفيك - ইয়াশফিয়াক) অংশের পরিবর্তে "আমাকে শিফা দান করেন" (يشفيني - ইয়াশফিয়ানি) বলতে হবে।

"আসআলুল্লাহাল আযীম, রাব্বাল আরশিল আযীম, আই-ইয়াশফিয়ানী।"

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَنِي
অর্থ: "আমি মহান আল্লাহর কাছে, যিনি মহান আরশের রব, তার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাকে শিফা (রোগমুক্তি) দান করেন।"

এই পরিবর্তনটুকু করলে দোয়াটি নিজের জন্য প্রযোজ্য হবে।

সূত্র:
* সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ৩১০৬
* সুনানে তিরমিযী: হাদিস নং ২০৮৩ (তিরমিযী বলেছেন এটি হাসান গ্যারিব হাদিস)
* মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ২১৩৯

৪) ফজর নামাযের সুন্নাত এবং ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে শুরু এবং শেষে ১১ বার করে দুরূদ শরীফ পড়ে ৪১ বার সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। এই আমলটি 'পরশপাথর'-তুল্য, নিয়মিত আমল করলে অসংখ্য সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে। অধিকাংশ বুযুর্গানে দ্বীন এর উপর নিয়মিত আমল করে থাকেন। যদি সুন্নাত আর ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে ফজর নামাজের পর পাঠ করে বুকে ফুঁক দিবে। [আত্মশুদ্ধি : ১২৩-১২৪]

৫) হে আল্লাহ! কুরআনকে আমার রিযিক বানিয়ে দিন। আমাকে আপনি কুরআন ওয়ালা বানিয়ে দিন। আমি যেন সম্পূর্ণ কুরআন হিফজ করতে পারি, কুরআন অনুযায়ী আমল করতে পারি। আমার জন্য কুরআন শেখা সহজ করে দিন। কুরআন দ্বারা আমার একাকীত্ব দূর করুন। আমার উপর রহম করুন। কুরআনকে আমার জন্য পথ প্রদর্শক, আলো, হিদায়াত, রহমত বানিয়ে দিন। আমাকে দিন ও রাতের বেলা কুরআন তিলাওয়াত এর মাধ্যমে বরকত দান করুন এবং এটিকে সুন্দর করুন।

ইয়া রব! আপনি কুরআনকে আমাদের জন্য এমনভাবেই অন্তরের নূর করে দিন যেভাবে আমি একজন জীবন্ত কুরআন হতে পারি। যে কুরআন পড়েই সাহাবীদের ঈমান বেড়েছে, সেই

কুরআন আমরাও পড়ি কিন্তু অন্তরের এই কি হালত? ইয়া রব! এই কুরআনকে আপনি আমাদের জন্য অন্তরকে দ্বীনের পথে দৃঢ় রাখার সর্বোত্তম মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। আমার জীবনে কুরআনই লাগবে। কুরআনের আগে কোন কিছুই না হোক। আমিন। ইয়া আরহামার রাহিমীন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়ুম। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৬) **"**হে পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ**!** আমি তোমার প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অকৃত্রিমভাবে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভালোবাসি। তুমি ভালো করেই জানো**,** তাঁদের প্রতি আমার এ ভালোবাসা শুধুমাত্র তোমারই নিমিত্তে। তাই কিয়ামতের সেই ভয়ংকর দিনে আমাকে তাঁদের যেকোনো একজনের সাথে হাশর নসিব করো।**"** - ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা

৭) দৃষ্টি,শ্রবণের সুস্থতা,দারিদ্র্যমুক্তি ও নিরাপত্তার দোয়া

اللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ .

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আফিনি ফি বাদানি, আল্লাহুম্মা আফিনি ফি সাময়ি, আল্লাহুম্মা আফিনি ফি বাসারি, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল কুফরি, ওয়াল ফাকরি, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আজাবিল কাবরি, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে শারীরিক সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ! আমার শ্রবণে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করুন। আমার দৃষ্টিতে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করুন। আপনি ব্যতিত কোনো ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি কুফুরী ও দারিদ্র্য থেকে। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই কবরের আজাব থেকে। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। (উৎসঃ আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)

চলুন জেনে নেই এই দুআর চমৎকার ব্যাখ্যাঃ

🔷১)আমরা প্রথমে আল্লাহর কাছে চাচ্ছি "আল্লাহুম্মা আফিনি ফি বাদানি", অর্থঃ**"**হে আল্লাহ আমাকে শারীরিক সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করুন।**"** অর্থাৎ আমি আল্লাহর কাছে শারীরিক নিরাপত্তা চাচ্ছি সব ধরনের অসুস্থতা থেকে।হতে পারে ছোটখাটো অসুস্থতা অথবা কোন কঠিন রোগ।সব ধরনের অসুস্থতা থেকে নিরাপত্তা চাচ্ছি।কারন,শরীর সুস্থ থাকলে আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার আনুগত্য করতে পারব,বেশি করে তাঁর ইবাদত করতে পারব।মানুষ হিসেবে আমাদের দুনিয়াতে পাঠানোর পিছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো তাঁর ইবাদত করা।এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এসেছে যে, আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে। **(**সূরা আয যারিআতঃ আয়াত ৫৬**)**

আমরা যেন এই উদ্দেশ্য পূরন করতে পারি,আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার আনুগত্য করতে পারি এজন্য আমাদের সুস্থ শরীর প্রয়োজন।

এখানে, "বাদান" শব্দটির মধ্যে শাব্দিক ভাবে যদিও শরীরকে বুঝানো হয়েছে কিন্তু এখানে ২ টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। শরীর এবং কলব/অন্তর।আমরা যখন কারো কাছে জানতে চাই সে কেমন আছে,উত্তরে বলে সে ভাল আছে বা ভালো নেই।এই ভালো থাকার অর্থ আসলে কি?এর অর্থ শরীর এবং অন্তর দুটোরই ভালো থাকা।কোন ব্যক্তি যার কোন রোগ/ অসুখ নেই কিন্তু তার অন্তর যদি অসুস্থ থাকে তাহলে তাকে সুস্থ বা ভালো থাকা বলে না।আবার একই ভাবে কারো যদি অন্তর স্বাভাবিক সুস্থ থাকে কিন্তু শরীরে নানাবিধ অসুস্থতা থাকে সেক্ষেত্রেও তিনি সুস্থ নন।অর্থাৎ, আমরা এই "বাদান" শব্দের মাধ্যমে শরীর ও কলব/অন্তর উভয়েরই নিরাপত্তা ও সুস্থতা চাচ্ছি।

🔷২)দুআর পরবর্তী অংশে আমরা বলছি, "আল্লাহুম্মা আফিনি ফি সাময়ি, আল্লাহুম্মা আফিনি ফি বাসারি," অর্থঃ**"**হে আল্লাহ আমার শ্রবনে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করুন।আমার দৃষ্টিতে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করুন।**"**

প্রথমেই ব্যাপকভাবে শারীরিক নিরাপত্তা ও সুস্থতা চাওয়ার পরে নির্দিষ্টভাবে শ্রবন ও দৃষ্টিশক্তির নিরাপত্তা চাওয়া হয়েছে। কারন,এই দুটি ইন্দ্রিয় কোন কিছু মানুষের অন্তরের পৌঁছে দেয়ার মাধ্যম।কান দিয়ে শোনার মাধ্যমে কোন তথ্য মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে,চোখ দিয়ে দেখার মাধ্যমে সেটা মানুষের অন্তরে গেঁথে যায়। অন্তর সুস্থ থাকার দ্বারা মানুষের সমস্ত শরীর সুস্থ থাকে, অন্তর নষ্ট থাকার কারনে মানুষের সমস্ত শরীর রোগাক্রান্ত হয়ে যায়।এ বিষয়ে হাদিসে এসেছে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **"**শরীরের মধ্যে একটি মাংসের টুকরা আছে**,** তা যখন ঠিক হয়ে যায়**,** গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়**,** গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ**,** সে মাংসের টুকরোটি হল কলব/অন্তর।**"(**বুখারীঃ হাদিস নং ৫০**)**

অন্তরে কোন কিছু প্রবেশের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে কান ও চোখ। এজন্য সমস্ত শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গের সুস্থতা ও নিরাপত্তার চাওয়ার সাথে সাথে বিশেষভাবে চোখ ও কানের সুরক্ষা চাচ্ছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে।কান ও চোখের মাধ্যমে যেন কোন খারাপ কিছু আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে অন্তরকে কলুষিত করতে না পারে। কান ও চোখের নিয়ামতের মাধ্যমে যেন আমাদের অন্তর সুস্থ,সচল,নিরাপদ থাকে এবং এর মাধ্যমে ইতিবাচক প্রভাব যেন আমাদের শরীরেও বিদ্যমান থাকে এজন্য আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে কান ও চোখের নিরাপত্তা চাচ্ছি।

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো কান ও চোখের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার আয়াহ/নিদর্শন পর্যবেক্ষন করতে পারি।আমরা আমাদের রবের ধারনা লাভ করতে পারি

তাঁর সৃষ্টিকে দেখে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নৈকট্য অর্জনের উপায় হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সম্পর্কে জানা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন; **"**আর অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষকে। তাদের রয়েছে অন্তর**,** তা দ্বারা তারা বুঝে না**;** তাদের রয়েছে চোখ**,** তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের রয়েছে কান**,** তা দ্বারা তারা শুনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত**;** বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট। তারাই হচ্ছে গাফেল।**"(**সূরা আরাফঃ আয়াত ১৭৯**)**

এই আয়াতের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবনশক্তির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। অন্তর থাকার পরও আমরা যদি বুঝতে না পারি,চিন্তা ভাবনা না করি। দেখা ও শোনার পরও যদি আমরা অন্ধ ও বধির থাকি তাহলে আমাদের মধ্যে আর জীব জন্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই এমন গাফেল হয়ে যাওয়া থেকে।

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করব যেন আমরা আমাদের চোখ ও কান দিয়ে আল্লাহর নিয়ামত উপভোগ করতে পারি,তাঁর দেয়া নিয়ামত যেন তাঁরই বিরুদ্ধে কাজে না লাগাই,তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত না হই। আমরা ভালো কে ভালো হিসেবে,খারাপ কে খারাপ হিসেবে যেন গ্রহন করতে পারি। চারপাশের কলুষিত পরিবেশ এর কারনে আমাদের ফিতরাত নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এ কারনে আমরা ভালো কে ভালো হিসেবে, খারাপ কে খারাপ হিসেবে অনুভব করতে পারি না। যেমন,গান শুনতে আমাদের যতটা ভাল লাগে কুরআন শুনতে ততটা ভাল লাগে না। এর অন্যতম কারণ হলো আমাদের অন্তর/কলবে মরিচা ধরে গিয়েছে। আমাদের ফিতরাত নষ্ট হয়ে গিয়েছে। হারাম কাজ দেখতে দেখতে করতে করতে এখন আমরা ভালো কাজে তৃপ্তি অনুভব করি না।

সিনেমা দেখা হারাম,সেসবে এমন সবকিছু দেখানো হয় যা হারাম। বান্দা আল্লাহর ভয়ে যদি এসব থেকে বিরত থাকে,একটা পর্যায়ে সে বান্দার জন্য হারাম সহ্য করা কষ্টকর হয়ে যায়। এজন্যই আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করব যে, হে আল্লাহ যেসব বিষয় আপনি নিষেধ করেছেন সেসব বিষয় যেন আমরা আমাদের চোখ কান দিয়ে উপভোগ না করি,আপনি যা ভালবাসেন সেসবকে ভালবাসার তৌফিক দিন। আপনি যা অপছন্দ করেন সেসব বিষয় কে অপছন্দ করা আমাদের জন্য সহজ করে দিন।

🔷৩)দুআর পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে "লা ইলাহা ইল্লা আন্তা", অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।

এই যে আমাদের শরীরের,কলবের সুস্থতা নিরাপত্তা, চোখের কানের সুরক্ষা কে দিচ্ছেন? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা। যিনি আমাকে এত নিয়ামত দিচ্ছেন তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। এখানে তাওহীদের ঘোষনা দেয়া হচ্ছে।

🔶৪)আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল কুফরি, ওয়াল ফাকরি, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আজাবিল কাবরি, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি কুফুরী ও দারিদ্র্য থেকে। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই কবরের আজাব থেকে। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

এখানে কুফরি থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। কুফরি থেকে বড় কোন গুনাহ আর নেই।কুফুরির কারনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যিনি আর রহমান,আর রহীম তাঁর রহমতের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।যে ব্যক্তি কুফরি নিয়ে মৃত্যুবরন করে সে জাহান্নামের অধিবাসী হয়।এই দুআর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছে কুফরি থেকে আশ্রয় চাই।ঈমান আনার পরও একজন আবার কুফরিতে ফেরত যেতে পারে। আমরা যেন মৃত্যু পর্যন্ত কখনোই ঈমানহারা না হই,কুফরির মধ্যে নিমজ্জিত না হই এজন্য আল্লাহর কাছে দুআ করছি।

কুফরির পাশাপাশি "ফাকরি" অর্থাৎ দারিদ্র থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।আমরা লক্ষ্য করে থাকব যে বিভিন্ন দুআয় "কুফরি" এবং "ফাকরি" এই দুটা শব্দ পাশাপাশি থাকে।দারিদ্র্য থেকে কেন আশ্রয় চাচ্ছি?দারিদ্র্য বান্দাকে কুফরির দিকে ধাবিত করে অনেক ক্ষেত্রে।

বান্দা যখন নিয়ামত প্রাপ্ত হয় তখন সে তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহ যখন বান্দার কাছ থেকে কোন কিছু নিয়ে নেন তখন বান্দা আল্লাহ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকার কারনে আল্লাহর প্রতি সুধারনা রাখতে পারে না,তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারে না।সে তার অন্যান্য সব নিয়ামত অগ্রাহ্য করতে করতে অকৃতজ্ঞ বান্দায় পরিনত হয়।আমরা আল্লাহর কাছে দারিদ্র্য থেকে আশ্রয় চাই আমরা যেন দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে কুফরিতে নিমজ্জিত না হয়ে যাই।আল্লাহ আমাদের মাফ করুক।আমরা আল্লাহর কাছে দারিদ্র্য এবং কুফরি দুটা থেকেই আশ্রয় চাই।

🔶৫)আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আজাবিল কাবরি। অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই কবরের আজাব থেকে।

কবরের আযাব সত্য।অনেকে এ বিষয়ে বিশ্বাস করেন না কিংবা মনে করেন যে কবরের আযাব অমুসলিম বা মুশরিকদের জন্য।মুসলিম ব্যক্তিরও গুনাহের কারনে কবরের আযাব হয়। এজন্য আমরা সেসব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকব যেসব গুনাহের কারনে কবরের আযাব হয়।প্রতিনিয়ত সকাল সন্ধ্যার দুআর মাধ্যমে আমরা আশ্রয় চাইব যে "আল্লাহ আমি এমন সব কাজ থেকে আশ্রয় চাই যা আমার কবরের আযাবের কারন হবে।"

🔶৬)লা ইলাহা ইল্লা আন্তা।অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।

সর্বশেষে তাওহীদ এর ঘোষনা দেয়া হয়েছে। মৃত্যু পর্যন্ত যে তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে জান্নাত নিশ্চিত ইনশাআল্লাহ।

চমৎকার এই দুআটি আমরা সকাল সন্ধ্যা অর্থ বুঝে পড়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের সে তৌফিক দান করুক। আমিন।

৮) নূর বৃদ্ধির দুআ: নামাজের উদ্দেশ্যে ঘরে থেকে বের হয়ে মসজিদে দিকে হেঁটে যেতে যেতে চমৎকার একটি দোয়া পড়তেন নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর এ দোয়ায় আবেদনগুলো ছিল হৃদয়গ্রাহী ও অনেক উপকারী। সত্যিই প্রত্যেক নামাজির জন্য কার্যকরী এ দোয়া। কী আবেদন আছে এই দোয়ায়?

اَللهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْراً وَفِىْ لِسَانِىْ نُوْراً وَاجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْراً وَاجْعَلْ فِىْ بَصَرِىْ نُوْراً وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِىْ نُوْراً وَمِنْ أَمَامِىْ نُوْراً وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْراً وَ مِنْ تَحْتِىْ نُوْراً اَللهُمَّ أَعْطِنِىْ نُوْراً

উষ্চারণ : আল্লাহুম্মাজআল ফি ক্কালবি নুরাও ওয়া ফি লিসানি নুরাও ওয়াজআল ফি সাময়ি নুরাও ওয়াজআল ফি বাসারি নুরাও ওয়াজআল মিন খালফি নুরাও ওয়া মিন আমামি নুরাও ওয়াজআল মিন ফাউক্বি নুরাও ওয়া মিন তাহতি নুরা। আল্লাহুম্মা আঅত্বানি নুরা।'

অর্থ : হে আল্লাহ!আমার অন্তরে নূরের ব্যবস্থা করে দিন;আমার জিহ্বায় নূর দিন;আমার কানে নূর দিন;আমার চোখে নূর দিন;আমার পেছনে নূর দিন;আমার সামনে নূর দিন; আমার উপর থেকে নূর দিন;আমার নিচ থেকে নূর দিন। হে আল্লাহ! আমাকে নূর দান করুন।'(বুখারী ৭/১৪, মুঃ ১/৫৩০)

৯) দুয়া ইউনুস কি এবং দুয়া ইউনুস কিভাবে পড়তে হয়?

গভীর সমুদ্রের নীচে, মাছের পেটের ভেতরে নিকষ অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়ার অবস্থায় ইউনুস আ'লাইহিস সালাম নীচের এই দোয়া করেছিলেন এবং সেই কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন।

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
উচ্চারণঃ লা- ইলা-হা ইল্লা-আংতা সুবহা'-নাক, ইন্নি কুংতু মিনায-যোয়ালিমিন।

অর্থঃ (হে আল্লাহ!) তুমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নাই, তুমি পবিত্র ও মহান! নিশ্চয় আমি জালিম (অত্যাচারী বা অপরাধী ব্যক্তির) অন্তর্ভুক্ত।

ক্বুরআনুল কারীমে এই দুয়া বর্ণিত হয়েছে সুরা আল-আম্বিয়াতে, ৮৭ নাম্বার আয়াত।

দুয়া ইউনুসের ফযীলত : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি এই দুয়া ইউনুসের সাহায্যে আল্লাহর নিকট কিছু চাইবে, আল্লাহ তা কবুল করবেন।" অন্য হাদীস অনুযায়ী, "এই দুয়া পড়লে আল্লাহ তার দুঃশ্চিন্তা দূর করে দিবেন।" সুনানে আত-তিরমিযীঃ ৩৫০৫, শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

দুয়া ইউনুস কিভাবে পড়তে হবে

বিপদ আপদ বা দুঃশ্চিন্তার সময় এই দুয়া বেশি বেশি করে পড়তে হয়। আপনার যতবার ইচ্ছা ও যতবার সম্ভব হয়, ততবার পড়বেন। তবে আমাদের দেশে টাকা কিংবা হাদিয়ার বিনিময়ে হুজুর বা মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে ভাড়া করে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার এই দুয়া পড়ে যে 'খতমে ইউনুস' পড়ানো হয়, এমন দুয়া কেনাবেচা করা বিদআ'ত। এরকম খতম করানোর কোনো দলীল নেই। আপনার যতবার সম্ভব হয় ততবার দুয়া ইউনুস পড়বেন, এত এত বার পড়তে হবে, এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। আপনি নিজের জন্য নিজে যেই দুয়া করবেন, আল্লাহ তাআ'লার কাছে সেটাই বেশি পছন্দনীয়। ভাড়া করে হুজুর দিয়ে দুয়া পড়ানো বা ক্বুরআন খতম পড়ানোর কোন উপকারীতা বা প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অতুলনীয় রহমতের ছায়ার মধ্যে আশ্রয় দিন, আমীন।

🔶দুয়া ইউনুসের মাঝে কি রয়েছে?

(১) لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ - "হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নাই" – এই কথার মাঝে রয়েছেঃ আল্লাহর 'উলুহিয়াত' এবং 'তাওহীদের' সাক্ষী।

(২) سُبْحَانَكَ - "তুমি পবিত্র ও মহান" – এই কথার মাঝে রয়েছেঃ আল্লাহর পবিত্রতার ঘোষণা।

(৩) إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ – "নিশ্চয় আমি জালিম (অত্যাচারী বা অপরাধী ব্যক্তির) অন্তর্ভুক্ত"। এই কথার মাঝে রয়েছেঃ আল্লাহর কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

(৪) সর্বোপরি এই দুয়ার মাঝে রয়েছেঃ আল্লাহর উলুহিয়াত এবং তাওহীদের স্বীকৃতি জ্ঞাপন, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা এবং নিজের কৃত দোষ-ত্রুটি স্বীকার করার বিনিময়ে বান্দা তার উপস্থিত বিপদ থেকে আল্লাহ কাছে মুক্তির জন্য দুয়া করা।

ইউনুস আ'লাইহিস সালাম মাছের পেটের অন্ধকারে এই দুয়া করেছিলেন, যার ফলে আল্লাহ তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আর নয়তো ক্বিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাকে মাছের পেটেই রেখে দিতেন।

মহান আল্লাহ বলেন, আর নিশ্চয় ইউনুস ছিল রাসুলদের একজন। স্মরণ করুন, যখন তিনি বোঝাই নৌযানের দিকে পালিয়ে গেলেন। অতঃপর (দোষী খোঁজার জন্য যে লটারী করা হল সেই) লটারীতে তিনি অংশ নিলেন আর তাতে হেরে গেলেন। অতঃপর একটি বড় আকারের মাছ তাঁকে গিলে ফেলল, আর তিনি ছিলেন ধিকৃত। অতঃপর তিনি যদি আল্লাহর 'তাসবীহ' (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারীদের) অন্তর্ভুক্ত না হতেন, তাহলে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত তাঁকে (মাছের) পেটে থাকতে হতো। [সুরা আস-সাফফাতঃ আয়াত নং ১৩৯-১৪৪]

🟢ইউনুস আঃ এর ঘটনাঃ আল্লাহ তাকে মসুলের নাইনাওয়াবাসীর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর তাওহীদ ও ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানান। তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং নিজেদের কুফরী ও অবাধ্যতায় অটল থাকে। তাদের এ অবস্থা দীর্ঘায়িত হলে ইউনুস 'আলাইহিস সালাম রাগে-ক্ষোভে তাদের ছেড়ে চলে আসেন। তিনি তাদেরকে তিনদিন পর আযাব নাযিলের সতর্কবার্তা ঘোষণা করেন। রাগত অবস্থায় ইউনুস 'আলাইহিস সালাম তাদের ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন এ কথা ভেবে যে পৃথিবীর ব্যাপ্তি অনেক, গ্রামের সংখ্যা বহু ও জাতির ধরন বিভিন্ন। ফলে আল্লাহ একে সংকীর্ণ করবেন না।

আর এরা যেহেতু দাওয়াতের অবাধ্যতায় অপরিবর্তিত, সেহেতু আল্লাহ হয়তো অন্য জাতিকে তাঁর প্রতি ঝুঁকে দেবেন। আর এটাই আল্লাহর বাণীর মর্ম: "আর স্মরণ কর যুন-নূনের কথা, যখন সে রাগান্বিত অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল যে, আমি তার ওপর সংকীর্ণ করব না।" {সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৮৭}

অর্থাৎ তার জন্য দুনিয়াকে সংকীর্ণ করব না। এদিকে ইউনুস 'আলাইহিস সালামের উম্মত যখন দেখল নবী চলে গেছেন এবং তাদের ওপর আযাব অবতরণ অবধারিত, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরে তাওবা ও অনুশোচনা ঢেলে দিলেন। নবীর সঙ্গে কৃত আচরণের জন্য তারা অনুতপ্ত হলো। আল্লাহর প্রতি বিনত হলো এবং তাঁর সামনে বিগলিত হলো। এ ছিল এক বড়

মুহূর্ত। ফলে নিজ শক্তি ও সামর্থ্য এবং দয়া ও করুণায় আল্লাহ তাদের পরিত্রাণ দিলেন। তাদের আযাব উঠিয়ে নিলেন যার কারণ ও অনুঘটক কেবল তাদের সঙ্গেই মিলে গিয়েছিল, তারা ছাড়া অন্য কারও ছিলো না। যখনই কোনো উম্মত তাদের নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে অতঃপর তাদের ওপর আযাব নাযিল হয়েছে, তখন তারা ঈমান এনেছে আর সে ঈমান তাদের কাজে এসেছে এমনটি দৃশ্যমান হয় না, তবে ইউনুসের কাওম এর ব্যতিক্রম।

আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউনুসে বলেন: "সুতরাং কেন হল না এমন এক জনপদ, যে ঈমান এনেছে এবং তার ঈমান তার উপকারে এসেছে? তবে ইউনুসের কওম ছাড়া যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমরা তাদের থেকে দুনিয়ার জীবনের লাঞ্ছনাকর আযাব সরিয়ে দিলাম এবং আমরা তাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত ভোগ করতে দিলাম।" {সূরা ইউনুস, আয়াত : ৯৮}

অসন্তুষ্টি ইউনুস 'আলাইহিস সালামকে সমুদ্রতীরে নিয়ে উপনীত করল। সেখানে তিনি যাত্রী ও মাল বোঝাই এক জাহাজে চড়লেন। মাঝ দরিয়ায় ঢেউ ও বাতাস জাহাজটিকে ঝুঁকিয়ে ফেলল। সহযাত্রীরা এ থেকে ইঙ্গিত খুঁজে পেল যে যাত্রীদের মধ্যে কেউ একজন রয়েছে যার ওপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট। তিনি কোনো অনুচিত কাজ করে এসেছেন। সেহেতু জাহাজটিকে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচাতে তাকে পানি ফেলে দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

অথবা ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচাতে জাহাজের বোঝা হাল্কা করতে চাইল। এ লক্ষ্যে তারা যাত্রীদের নামে লটারি দিল। দেখা গেল ইউনুস 'আলাইহিস সালামের নামই বেরিয়ে এলো। তাদের অন্তর তাঁকে ফেলে দিলে সায় দিচ্ছিল না। কিন্তু বারবার লটারি দিলেও একের পর এক শুধু তার নামই বেরিয়ে আসতে থাকল।

আল্লাহ বলেন: "আর নিশ্চয় ইউনুসও ছিল রাসূলদের একজন। যখন সে একটি বোঝাই নৌযানের দিকে পালিয়ে গিয়েছিল।" {সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ১২৯-১৪০}

আল্লাহ তাঁর বেরিয়ে যাওয়াকে পালানো বলেছেন যেভাবে গোলাম তার মুনিবকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। কারণ তিনি আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই জনপদ থেকে বেরিয়েছিলেন। পরের আয়াতে আল্লাহ বলেন: "অতঃপর সে লটারিতে অংশগ্রহণ করল এবং তাতে সে হেরে গেল।" {সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ১৪১}

এরপর তাকে সাগরে নিক্ষেপ করা হলো। আল্লাহ বলেন: "তারপর বড় মাছ তাকে গিলে ফেলল। আর সে (নিজেকে) ধিক্কার দিচ্ছিল।" {সূরা সাফফাত, আয়াত: ১৪২}

তিনি ধিক্কারযোগ্য হয়ে যান। কারণ তিনি সে মহান দায়িত্ব ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন আল্লাহ যা দিয়ে তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ তাঁকে অনুমতি না দিতেই তিনি স্বজাতিকে ত্যাগ করে যাচ্ছিলেন অসন্তুষ্টিবশত।

মাছ তাঁকে আহার বানাল অথচ তাঁর এতটুকু গোশত খেল না কিংবা তার কোনো হাড্ডিতে ঠোকর দিল না। মাছের পেটে তিনি থাকলেন যতক্ষণ আল্লাহ তাঁকে রাখতে চাইলেন।

মাছের অন্ধকার, সাগরের অন্ধকার ও রাতের অন্ধকার- অন্ধকারের পর অন্ধকারে তিনি নিজের রবকে কাতরভাবে ডাকলেন: **"আপনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয় আমি ছিলাম যালিম।" {**সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত**: ৮৭}**

বর্ণিত হয়েছে যে ফেরেশতারা তাঁর এ কাতর প্রার্থনা শুনে বললেন, হে রব, এ দেখি অচেনা দেশ থেকে আসা চেনা মানুষের ক্ষীণ কণ্ঠ! আল্লাহ তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করলেন।

আল্লাহর ভাষায়: "অতঃপর আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলাম। আর এভাবেই আমরা মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।" {সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৮৮}

এমন ঘনঘোর বিপদে ইউনুস 'আলাইহিস সালাম মাছের পেটে আল্লাহর তাছবীহ পড়তে লাগলেন এবং দো'আ করতে থাকলেন। মাছ তাঁকে সমুদ্রতীরে উগড়ে দিল। এমন স্থানে যেখানে কোনো উদ্ভিদ বা ছায়া ছিল না। তিনি তখন শারীরিকভাবে একেবারে দুর্বল। আল্লাহ বলেন: "অতঃপর আমরা তাকে তৃণলতাহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম এবং সে ছিল অসুস্থ। আর আমরা একটি ইয়াকতীন (লাউজাতীয়) গাছ তার ওপর উদগত করলাম।" {সূরা আস-সাফফাত, আয়াত : ১৪৫-১৪৬}

এটি এমন গাছ যা তাকে বড় পাতা দিয়ে ছায়া দেয় এবং তার গায়ে মাছি বসতে বাধা দেয়। নবী ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে তিনি লাউ পছন্দ করতেন এবং বাসনের পাশ থেকে খুঁজে নিয়ে খেতেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে উম্মতের কাছে ফিরে যেতে নির্দেশ দেন। তারা তাঁকে সত্য বলে গ্রহণ করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনে। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লাখ। আল্লাহ ভাল জানেন।

এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবীকে সম্মানিত করা ও শ্রেষ্ঠত্ব দানের নমুনা। আর আমাদের নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন উম্মতের সংখ্যার দিক দিয়ে সব নবীর সেরা। যেমন আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'প্রত্যেক নবীকেই এমন কিছু (অলৌকিক নিদর্শন) প্রদান করা হয়েছে যার অনুযায়ী তাঁর ওপর মানুষ ঈমান এনেছে। আর আমাকে যে নিদর্শন দেওয়া হয়েছে তা হলো অহী, যা আল্লাহ আমার ওপর প্রত্যাদেশ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। (যা কিয়ামত পর্যন্ত অবিকল টিকে থাকবে)। সেহেতু আমি আশা করি আমি কিয়ামতের দিন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুসারীর অধিকারী হব।' [বুখারী : ৪৯৮১]

এ হলেন ইউনুস 'আলাইহিস সালাম। আল্লাহর একজন সম্মানিত নবী। আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'কারও জন্য এমন বলা সমীচীন নয় যে আমি ইউনুস ইবন মাত্তা থেকে উত্তম।' [বুখারী : ৪৬০৩; মুসলিম : ২৩৭৬]

এমন সম্মানিত নবী সূরা নিসা ও আন'আমে উল্লেখিত সম্মানিত নবীদের কাতারে যাকে রাখা হয়েছে আর যাদের সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অনুসরণের। আল্লাহর ভাষায়: "এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন। অতএব তাদের হিদায়াত তুমি অনুসরণ কর।" {সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৯০}

আর ইউনুস 'আলাইহিম সালামের এ ঘটনায় মহান অনুসরণ হলো ওই হিদায়াত বা পথনির্দেশ যার কথা আল্লাহ বলেছেন নিম্নোক্ত আয়াতে।

আল্লাহ বলেছেন: "অতএব তুমি তোমার রবের হুকুমের জন্য ধৈর্যধারণ কর। আর তুমি মাছওয়ালার মত হয়ো না, যখন সে দুঃখে কাতর হয়ে ডেকেছিল।" {সূরা কলম, আয়াত: ৪৮}

অতএব দাওয়াতপ্রচারকদের কাজ হবে যে কোনো মূল্যে নিজের দায়িত্ব পালন করে যাওয়া এবং এ পথে পাওয়া কষ্ট ও মিথ্যা অভিযোগে ধৈর্য ধরা। অটল অবিচল থাকা এবং বারবার সুপথে আহ্বান অব্যাহত রাখা।। মানুষ যতই বিমুখতা দেখাক তাদের সংশোধন থেকে নিরাশ না হওয়া। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদেরও অবশ্য কর্তব্য হবে, ধৈর্যধারণ করা এবং সহ্য করা। অবিচল থাকা এবং অধ্যবসায় চালিয়ে যাওয়া। সর্বোপরি বারবার দাওয়াতের পুনরাবৃত্তি করতে থাকা।

তেমনি তার জন্য বৈধ নয় মানুষের অন্তর সংশোধিত হওয়া বা হৃদয় সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে হতাশ হওয়া। যতই তারা অস্বীকার বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক কিংবা অবাধ্যতা ও বিমুখতা দেখাক না কেন।

ডাকে সাড়া না দেওয়ায় মানুষের ওপর রাগ করা তো সংশোধন প্রত্যাশীদের জন্য সহজ বৈ কি। কিন্তু এটা তো সত্যকে সাহায্য করবে না। মুমিন তাই নিজের ক্রোধ হজম করে এবং চলমান থাকে। তার জন্য সবরই শ্রেয়। আর শেষ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।

আল্লাহর ভাষায়: "আর অবশ্যই আমরা জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়। সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর ইয়াকীন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর।" {সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯৭-৯৯}

হে বিপন্ন ব্যথিত চিন্তিত ব্যক্তি, নবীদের দোয়ায় তোমার জন্য রয়েছে আদর্শ। ইমাম আহমদ ও তিরমিযী রহিমাহুমাল্লাহ সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাছ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'মাছের পেটে করা জুন্নুনের (মাছওয়ালা অর্থাৎ ইউনুস 'আলাইহিস সালামের) দো'আ 'আপনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, আপনি সপ্রশংস মহান, নিশ্চয় আমি জুলুমকারীদের অন্তর্ভুক্ত।' (উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লা আনতা ছুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনায যোলিমীন) এটি যে কোনো মুসলিম কোনো সময় পড়বে, আল্লাহ অবশ্যই তার দো'আ কবুল করবেন।' [তিরমিযী : ৩৫০৫; মুসনাদ আহমাদ : ১৪৬২]

আমাদেরকে অবশ্যই অমূল্য এ দো'আটি নিয়ে ভেবে দেখা দরকার। এতে রয়েছে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা, অংশীদারিত্বের অস্বীকৃতি ও নিজের যাবতীয় ভুলের স্বীকারোক্তি। (অতএব নিজের দো'আ কবুলের জন্য এ তিন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে করা দরকার।)

ইমাম আহমদ (রা:) আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো বিপদ বা দুশ্চিন্তায় পড়ে বলবে; 'হে আল্লাহ, নিঃসন্দেহে আমি তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র ও তোমার দাসীর পুত্র, আমার ললাটের কেশগুচ্ছ তোমার হাতে। তোমার বিচার আমার জীবনে বহাল। তোমার মীমাংসা আমার ভাগ্যলিপিতে ন্যায়সঙ্গত। আমি তোমার নিকট তোমার প্রত্যেক সেই নামের অসীলায় প্রার্থনা করছি- যে নাম তুমি নিজে নিয়েছ। অথবা তুমি তোমার গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তা শিখিয়েছ, অথবা তুমি তোমার গায়বী ইলমে নিজের নিকট গোপন রেখেছ, তুমি কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত কর, আমার বক্ষের জ্যোতি কর, আমার দুশ্চিন্তা দূর করার এবং আমার উদ্বেগ চলে যাওয়ার কারণ বানিয়ে দাও। আল্লাহ তার দুশ্চিন্তা দূর করবেন এবং তার বিষাদকে হর্ষে বা আনন্দে পরিণত করে দেবেন।' **[**মুসনাদ আহমাদ **: ৪৩১৮]**

একইভাবে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদের সময় বলতেন: "আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই; যিনি সর্বজ্ঞ, সহিষ্ণু। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই; যিনি মহান 'আরশের প্রতিপালক। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য আরাধ্য নেই; যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও সম্মানিত 'আরশের অধিপতি। **[**বুখারী **: ৭৪২৬]**

এ হলো দুশ্চিন্তা/টেনশনের নববী চিকিৎসা। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সঙ্গে এসব পড়বে, আল্লাহ তার অন্তর উন্মোচন করে দেবেন ফলে তার কষ্টের কারণ দূর হয়ে যাবে।

🔶আমাদের জন্য চিন্তার খোরাকঃ

১)আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ইউনুস আঃ কে তিন স্তরের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

১)মাছের পেটের অন্ধকার, ২)রাতের অন্ধকার ৩)সাগরের নিচের অন্ধকার।

এ দুআর কারনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা নবী ইউনুস আঃ কে সেই ভয়ংকর বিপদের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়েছেন,তিনি আমাদের জীবনের বিপদের অন্ধকার ও দূর করতে সক্ষম।

২)আমরা কি আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখতে পারি?আমরা কি বিশ্বাস করি যে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লাই পারেন আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসতে?

৩)আমাদের পরিবার পরিজন বা পরিচিত জনদের আগে যদি আমরা হিদায়ত প্রাপ্ত হই,সেক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার সময় ধৈর্য্য ধারন করতে পারি? খারাপ আচরন করি?খুব দ্রুত হতাশ হয়ে যাই, এমন চিন্তা করি যে তারা কখনো পরিবর্তন হবে না?আমরা কি হাল ছেড়ে দেই?বিরক্ত হয়ে তাদের দাওয়াহ দেয়া বন্ধ করে দেই?

৪)আমরা যখন ভুল করে ফেলি সাথে সাথে সেটা কি স্বীকার করি?ভুলের জন্য অনুতপ্ত হই?বান্দার হক নষ্ট করলে তার কাছে সহজে মাফ চাইতে পারি?আল্লাহর হক নষ্ট করলে আল্লাহর কাছে তওবা করে ফিরে আসতে পারি?ছোটদের কাছেও কি মাফ চাওয়ার মত মনমানসিকতা আছে আমাদের?ছোটদের কাছ থেকে শেখার মত,ছোটদের সাথে ভুল করে সেটা স্বীকার করার মন মানসিকতা আছে আমাদের?

৫)বিপদের সময় আমরা কি অন্য যে কোন জায়গায় গিয়ে সাহায্য চাওয়ার আগে একমাত্র আল্লাহর কাছে দুআ করি?দুআ ইউনুস পড়ে দুআ করি আমরা?এই দুআ আমাদের বিপদ থেকে মুক্তির জন্য যথেষ্ট হতে পারে ইনশাআল্লাহ আমরা কি এটা বিশ্বাস করি?

১০) সন্তানের জন্য কি দুআ করবেন বুঝতে পারছেন না?অনেক অনেক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলাদা আলাদা করে দুআ করতে করতে এক পর্যায়ে গিয়ে দেখলেন কি যে বাদ রয়ে গেল?নাকি কি বৈশিষ্ট্য চেয়ে দুআ করবেন আল্লাহর কাছে সে শব্দগুলোই বুঝে উঠতে পারছেন না।

সমাধান একমাত্র কুরআনেই খুঁজে পাবেন। যাকারিয়া (আঃ) এর একটা চমৎকার দুআ আছে পবিত্র কুরআনে।সূরা মারইয়াম এর ৬ নং আয়াত টা লক্ষ্য করুন।

🔶সূরা মারইয়ামঃ আয়াত ৬

يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

'যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকূবের বংশের উত্তরাধিকারী হবে। হে আমার রব, আপনি তাকে পছন্দনীয় বানিয়ে দিন'।

🔶আয়াতের শেষ শব্দটা হলো "রদিয়্যা"। অর্থটা এমন, যার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট।

এবার আমরা একটু চিন্তা করি, আমরা সন্তান কেন চাই?উদ্দেশ্য কি?ঘুরে ফিরে কিন্তু নিয়তের বিষয় টা চলেই এসেছে।নিয়তের উপর বরকত নির্ভরশীল।সন্তান কি এজন্য প্রয়োজন সম্পদ যেন অন্যরা ভোগ না করতে পারে,ওয়ারিশ প্রয়োজন?নাকি এজন্য সন্তান চাই যে দ্বীনের দাওয়াহ দেয়ার জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তি হবে,উম্মাহর জন্য সম্পদ হবে,কল্যানকর হবে।আমাদের মৃত্যুর পরও লেগাসি হিসেবে দুনিয়ায় থাকবে,আমাদের জন্য সাদাকা জারিয়া হবে?নিয়ত বারবার যাচাই করি।

এমন সন্তান যার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন।যার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন সে কিভাবে মা বাবার কষ্টের কারন হতে পারে?সে কিভাবে মানুষের অকল্যানের কারন হতে পারে?

🔶যাকারিয়া (আঃ) এর দুআ থেকে আমরা দুআ কিভাবে, কোন শব্দ চয়নে করতে পারি সে শিক্ষা নিতে পারি।

ইয়া রব! আপনি আমাদের এমন সন্তান দান করুন যার উপর আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন।

এই একই দুআকে আমরা আরো অনেক বিষয় নিয়ে করতে পারি।যেমনঃ ইয়া রব! আপনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন এমন বানিয়ে দিন।আপনি আমাদের বাবা মার উপর সন্তুষ্ট হবেন তাদের তেমন বানিয়ে দিন।আপনি আমাদের স্বামী স্ত্রী সন্তান পরিবার পরিজনের উপর সন্তুষ্ট হবেন, তাদের তেমন বানিয়ে দিন।

যে সম্পর্কের মানুষগুলোর জন্য আমরা দুআ করতে যাচ্ছি তাদের উপর যদি আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন,তাহলে তারা কিভাবে আমাদের কষ্টের কারন হতে পারে? আবার একই বিষয় এভাবে প্রযোজ্য যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যদি আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে আমরা কিভাবে অন্যের জন্য অকল্যানকর হতে পারি?

কুরআনের আয়াতের সাথে সংযুক্ত করে আমরা দুআ করতে পারি ইনশাআল্লাহ।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের কল্যানকর ও কবুলযোগ্য দুআ করার তৌফিক দিন।আমিন।

১১) মূসা (আঃ) এর দুআ থেকে আমাদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয়ঃ সূরা ত্বহাঃ ২৫-২৮

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي

সম্ভাব্য উচ্চারনঃ “রব্বিশ রহলি, সদরি, ওয়াস-সিরলী, আমরী, ওয়াহ্লুল উক্বদাতাম মিল-লিসানি, ইয়াফকাহু ক্বউলি।”

অর্থঃ “হে আমার পালনকর্তা আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন।আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দিন,যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে’।"

মূসা (আঃ) এর এ দুআর মধ্যে থাকা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যা আমরা সচারাচর লক্ষ্য করতে পারি না সেগুলো হলঃ

১)এ দুআর প্রথমে লক্ষ্য করি।বক্ষ প্রশস্ত করা।কোন ভাল বিষয়ও আমরা অনেক সময় অপছন্দ করতে পারি,হতে পারে সেটার ধরন বা সম্পূর্ন বিষয়টাই আমার ভাল লাগছে না কিন্তু সেটাই কল্যানকর।আমাদের অন্তর/বক্ষ যদি প্রশস্ত হয়,আমাদের এ বিষয় গুলো গ্রহন করতে সহজ হবে।

২)যে কোন কাজের জন্য সহজতা চাওয়া।আমরা আমাদের সব ধরনের কাজের জন্যই আল্লাহর কাছে সহজতা চাইব।কঠিন কাজ অনেক সময় করতেও ইচ্ছে করে না,কাজের প্রতি বিরক্তি চলে আসে।সহজতা খুব গুরুত্বপূর্ন বিষয়।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা চাইলে কঠিনকেও সহজ করে দিতে পারেন।সুবহানাল্লাহ!

৩)আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন।নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে জানা জরুরি। সেটা জানা থাকলে সেটা থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে।

৪)তারা যেন সহজে আমার কথা বুঝতে পারে। আমরা লক্ষ্য করলে দেখব বেশিরভাগ সমস্যা শুরুই হয় ভুল বুঝাবুঝির কারনে। অপরপক্ষ সঠিক অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে সেখান থেকেই বিপদ শুরু। সহজে কথা বুঝতে ও বুঝাতে পারলে অনেক কিছু সহজ হয়ে যায়।

আমরা কোন কাজের শুরুতে, পড়াশুনার শুরুতে,কাজের সহজতার জন্য,সাফল্যের জন্য এ দুআকে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে নিতে পারি ইনশাআল্লাহ।

১২) যখন আল্লাহ্ কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তিনি তাকে সহজ কোনো নেক আমলের তাওফিক দেন, যার সওয়াব খুবই বড়। আর এমন কোনো ইবাদত নেই যা কাজের দিক থেকে সহজ এবং সওয়াবের দিক থেকে বড়, যতটা আল্লাহর যিকর বড়। আর কোনো ব্যক্তির বঞ্চিত হওয়া তখনই স্পষ্ট হয়ে যায়, যখন সে যিকরেরও তাওফিক পায় না।

১৩) সালাফরা দোয়া করতেন, "আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াবিমুখ করে দিন এবং দুনিয়াকে আমাদের জন্য প্রশস্ত করে দিন। দুনিয়া এমনভাবে আমাদের থেকে গুটিয়ে নিবেন না যার ফলে আমরা দুনিয়ামুখী হয়ে যাই।" - সুফইয়ান সাওরী রাহিমাহুল্লাহ
[জামিউল উলূমি ওয়াল-হিকাম: ২/১৭৪]

১৩) ❝'ইমাম আহমাদ [রাহ.] বললেন, যার নিয়ত বিশুদ্ধ তার জন্য ইলমের সমতুল্য কোনো কিছু নেই।লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, বিশুদ্ধ নিয়ত কেমন হবে?তিনি বললেন, সে নিজের ও অপরের অজ্ঞতাকে দূর করার নিয়ত করবে।' কেননা তোমার মূল অবস্থা যেমন অজ্ঞতা, মানুষের মূল অবস্থাও তেমনই। কাজেই তুমি যখন এই উম্মাহ থেকে অজ্ঞতা দূর করতে কাজ করবে তখন তুমি সেসকল মুজাহিদীন ফী সাবিলিল্লাহর একজনে পরিণত হবে যারা আল্লাহর দ্বীন প্রচারে কাজ করছে❞।~ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন [রাহ.] [কিতাবুল ইলম, পৃ: ২২, দারুল বাসীরাহ, আলেক্সান্দ্রিয়া, মিসর]

১৪) রব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া মানুষেরা! আপন রবকে ছেড়ে কার গিয়েছেন? মহান রবের চেয়ে অধিক উত্তম ও সম্মানিত কারো কাছে? নাকি তাঁর চেয়ে বেশি দয়ালু ও হৃদয়বান কারো কাছে?হে গাইরুল্লাহকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত মানুষ, কার মাধ্যমে আপনি নিজের রবকে পরিবর্তন করে ফেলেছেন?সে কি আল্লাহর চেয়েও অধিক ধনভান্ডারের মালিক? তাঁর চেয়েও অধিক সম্মান ও পদবির অধিকারী? কিংবা তার চেয়েও অধিক শক্তিশালী?নিশ্চয় নয়!

আপনার কি জানা নেই, গোলাম যদি মনিব ব্যতীত অন্য কারো কাছে হাত পাতে, তাতে অসম্মান হয়? মনিবের প্রতি কৃপণতা কিংবা অক্ষমতার অপবাদ আরোপ করা হয়?তিনি তো কখনোই আপনার সাথে তাঁর আচরণ পাল্টাবেন না। সবসময় তিনি আপনার প্রতি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল। অথচ আপনি তাঁর সামনে সর্বক্ষণই ভোল পাল্টাচ্ছেন!কতবার আপনি তাঁর সাথে আনুগত্যের কথা দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন! কতবার অঙ্গীকার করে ভঙ্গ

করেছেন!জেনে রাখুন, যদি হাজার বারও তাঁর সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করে থাকেন, তবু হাজার তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন! বই: জিলহজ্জ এর উপহার

১৫) রিজিকে বরকতের পরীক্ষিত আমল।ইন শা আল্লাহ সহজে উপার্জনের ব্যবস্থা হয়ে যাবে এবং রিজিকে বরকত হবে।

🔶প্রতি নামাজের পর:

১. দরুদে ইব্রাহিম ১ বার
২. সূরা কুরাইশ ৭ বার
৩. দরুদের ইব্রাহিম ১ বার।

শর্ত: ১. ৫ ওয়াক্ত নামাজের পাবন্দি করা।২. গুনাহ থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকা। -মাওলানা জুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি হাফিযাহুল্লাহ

১৬)উক্বাহ ইবনে আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কিসে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব?' তিনি বললেন, তুমি নিজ জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। তোমার ঘর তোমার জন্য প্রশস্ত হোক। (অর্থাৎ, অবসর সময়ে নিজ গৃহে অবস্থান কর।) আর নিজ পাপের জন্য ক্রন্দন কর। (তিরমিযী ২৪০৬, হাসান সহীহ)

সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যে তার জিহবাকে বশীভূত রাখে, স্বগৃহে অবস্থান করে এবং স্বকৃত পাপের উপর কান্না করে। (সহীহুল জামে' ৩৯২৯)

ব্যাখ্যা
এ হাদীসে উকবা ইবন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরকালে নাজাত কিসে নিহিত, সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। আর পরকালীন মুক্তি লাভ করার আগ্রহ প্রত্যেক মুসলিমের চরম লক্ষ্য হওয়া চাই। তিনি তাকে বললেন, "তুমি তোমার যবানকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখো"।

অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের যবান নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার উপদেশ দিয়েছেন। কেননা যবানের ক্ষতি ভয়াবহ এবং এর অকল্যাণ প্রচুর। সুতরাং মুসলিমের উচিত স্বীয় যবানকে হিফাযত করা এবং আখিরাতের জন্য কল্যাণকর না হলে অযথা কথা বলা থেকে বিরত থাকা।

"তোমার ঘর যেন তোমাকে ঘিরে রাখে" অর্থাৎ মানুষ স্বীয় ঘরে অবস্থান করবে এবং বিনা প্রয়োজন তার থেকে বের হবে না। তাতে অবস্থান করাকে বিরক্তিকর মনে করবে না; বরং এটিকে বিশেষ গনীমত মনে করবে। কেননা এটি ফিতনা ও অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণের পথ।

“আর স্বীয় গুনাহের জন্য ক্রন্দন কর।” অর্থাৎ সম্ভব হলে ক্রন্দন করো। আর কান্না না আসলে তোমার পাপের অনুশোচনায় কান্নার ভান করো। আর তোমার থেকে যা সংঘটিত হয়ে গেছে সেজন্য আল্লাহর কাছে তাওবা কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার তাওবা কবুল করেন এবং তার গুনাহসমূহ মাফ করেন।

🔶আমাদের জন্য করনীয় কি?

১)জিহবা সংযত করা
২)প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে না যাওয়া
৩)নিজের পাপের জন্য কান্না করা,আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া

১৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের জন্য রাসূলদের পাঠিয়েছেন,কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।আমাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন।আমাদের নিয়ামতরাজি ঢেলে দিয়েছেন।কিন্তু বরাবরের মতই আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লাকে এড়িয়ে গিয়েছি।

এতকিছুর পরও তিনি আমার,আপনার খোঁজে প্রতি রাতে সর্বশেষ আসমানে চলে আসেন।তিনি আমাদের ডাকতে থাকেন।বান্দা তোমার কি কিছু লাগবে**?**তোমার কিছু প্রয়োজন**,**তুমি আমাকে বলো**,**আমি তোমার প্রয়োজন পূরন করব।আমরা তাঁকেই ভুলে গেলাম**!**

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা প্রতি রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করে বলেন, 'কেউ কি আছে যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিবো?কেউ কি আছে যে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করবো?কেউ কি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো।'(বুখারী হাঃ ১১৪৫)

১৮) কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।(সূরা বাকারাঃ ২:২০১)

রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া..... কোন মামুলি দুয়া নয়। এক নজর দেখে নিন কি আছে এই দুয়ায়।

আনাস ইবনু মালিক রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে এক মুসলিম ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়লে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে যান। গিয়ে দেখেন, সে অসুখে কাতর হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। পরিবার জানায়, তার অবস্থা চরম সংকটাপন্ন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কোনো দুআ করেছিলে? আল্লাহর কাছে বিশেষ কিছু চেয়েছিলে? লোকটি বলে, হ্যাঁ করেছিলাম। বলেছিলাম, আল্লাহ! যদি পরকালে আমার কপালে কোনো শাস্তি থাকে, তাহলে তা দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি এমন দোয়া করতে পারো না। পরকালের শাস্তি তুমি দুনিয়াতে বহন করার ক্ষমতা রাখো না। তুমি এমন কেন বললে না, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ইহ-পরকালে যাবতীয় কল্যাণের অধিকারী করুন এবং আমাকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দিন)। এই বলে আল্লাহর রাসুল তার সুস্থতা চেয়ে দুআ করলে, লোকটি দ্রুতই সুস্থ হয়ে ওঠে।'

তাফসিরে রুহুল মাআনিতে আল্লামা আলুসি রহ. এই হাসানাহ বা ইহ-পরকালের কল্যাণ সংক্রান্ত বেশকিছু ব্যাখ্যা এনেছেন। যেমন, ইহকালের হাসানাহ বা কল্যাণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

• কাতাদা রহ.-এর মতে, হাসানাহ মানে সুস্থতা ও অল্পেতুষ্টি।
• আলি রা. বলেন, হাসানাহ দ্বারা উদ্দেশ্য নেককার স্ত্রী।
• হাসান বাসরি রহ. বলেন, হাসানাহ মানে ইলম ও ইবাদত।
• সুদ্দি রহ. বলেন, এ শব্দের উদ্দেশ্য হালাল রিজিক।
• ইবনে উমর রাদি.-এর মতে, হাসানাহ মানে অনুগত সন্তান।
• তিনি আরও বলেন, হতে পারে এর উদ্দেশ্য জগতজোড়া খ্যাতি।
• জাফর রহ. বলেন, দুনিয়াবি হাসানাহ মানে সুস্থতা ও পর্যাপ্ত সম্পদ।
• অনেকের মতে, হাসানাহ বলতে শত্রুদের উপর বিজয় অর্জন উদ্দেশ্য।
• একদল আলিম বলেন, বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য কিতাবুল্লাহর ফাহম।
• আরও অনেকে বলেন, মূলত হাসানাহ মানে পুণ্যবান লোকদের সাহচর্য।

এরপর পরকালীন কল্যাণের ব্যাখ্যায় এসে আলুসি রহ. বলেন:

• পরকালের কল্যাণ হিসেবে কেউ বলেছেন বান্দার জান্নাতপ্রাপ্তির কথা।
• কারো মতে, কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা ও কঠিন হিসাব থেকে মুক্তি।
• আলি রাদি. বলেন, এর দ্বারা বরং হুরে-ঈন লাভ করা উদ্দেশ্য।
• অনেকের দাবি, পরকালের কল্যাণ মানে আল্লাহর দিদার লাভ করা।

ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন: সর্বোপরি, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে 'হাসানাহ' বা কল্যাণ শব্দটিকে নাকিরা বা অনির্দিষ্ট

রেখেছেন এ-জন্যই যে, ইহ-পরকালের যাবতীয় কল্যাণ যেন বান্দা খুব সহজেই এই দুআর মাধ্যমে চেয়ে নিতে পারে।

এরপর তিনি একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন: একদল লোক হজরত আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে দোয়া চাইলে, তিনি তাদের জন্য উপরোক্ত দুআটি করেন। বলেন: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ইহ-পরকালে যাবতীয় কল্যাণের অধিকারী করুন এবং আমাদের সবাইকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দিন)। তারা যেন তুষ্ট হতে পারল না। বলল, আরও কিছু দুআ করুন না! আনাস রা. বললেন, আর কী চাও? ছোট্ট এ দুআয় ইহ-পরকালের সবই তো তোমাদের জন্য চেয়ে নিলাম।

- সুরা বাকারা, আয়াত: ২০১
- সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৫৯১
- তাফসিরে রুহুল মাআনি ১/৪৮৬
- তাফসিরে কুরতুবি ২/৪৩৪

১৯) আপনি কি মনে করছেন যে, আপনার পাপের জন্য আপনাকে শাস্তি দেওয়া হয়নি?

১. অথচ আপনার ইবাদতের স্বাদ হারিয়ে গেছে।
২. গুনাহের প্রতি ঘৃণা দিন দিন কমে যাচ্ছে।
৩. আপনি রাতের নামাজ তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।
৫. আপনার কোরআন তেলাওয়াত ছুটে গেছে।
৬. প্রতি নামাযের আগে বা পরের সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ছুটে যাচ্ছে।
৭. আপনার জিহ্বাকে আল্লাহর জিকির থেকে বিরত রাখা হয়েছে।

আপনি বুঝতে পারছেন না যে, এভাবেই আপনার হৃদয়ে ধীরে ধীরে মহর মেরে দেওয়া হচ্ছে। আপনি তো দুনিয়াবী কোনো পরীক্ষায় পতিত হননি বিধায় ভাবছেন রব আপনার উপর সন্তুষ্ট আছেন, কোনো শাস্তি পাননি। কিন্তু রবের ইবাদত থেকে বঞ্চিত হওয়া ও তার থেকে দূরে চলে যাওয়া কি শাস্তি নয়? - মুফতি আনিসুর রহমান

২০) "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার পর মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে ৪ রাকাত (নফল নামাজ এক সালামে) সালাত আদায় করে, তবে এই নামাজ তার জন্য শবে কদরের সমান হয়ে যায়।" (২/১২৭ মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা।)

২১) সম্মানিত একজন শিক্ষিকা বোন বলেন, আমি স্কুল থেকে ফিরে রান্নাঘরের কাজ শেষ করে বের হতে প্রায় অর্ধ রাত হয়ে যায়। একদিন আমার ভাই এসেছিল।সে এসব দেখে বলল,

আমি তো সবসময়ই তোমাকে রান্নাঘরে দেখি! আমি বিরক্তির সুরে বললাম, তাহলে কেন তুমি লাইলাতুল কদরে আমার জন্য দোয়া কর না যে, আল্লাহ যেন আমাকে রান্নাঘরের জ্বালা থেকে মুক্তি দান করেন!

এই বলে আমি কিছু সময় চুপ রইলাম কিন্তু মাথায় ইমাম আহমাদ (রহ)-এর ঘটনাটি ঘুরপাক খেতে শুরু করল। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, "হে আল্লাহ! আমাকে হাদিস হিফজ করার মতো সময় দাও।"

কিন্তু তিনি আফিয়াতের কথা বলতে ভুলে যান। ফলে তিনি সুযোগ তো পেয়েছিলেন তবে তা বন্দি অবস্থায় জেলখানায়। তাই তো কেউ যখন আল্লাহর কাছে কিছু চাইবে তার তো আফিয়াত ও উত্তম বস্তুটি চাওয়া উচিত।

তাই ঝটপট করে ভাইকে বললাম, "দেখ, আমার রান্নাঘরের ঝামেলা থেকে মুক্তির দোয়া যদি তোমার করতেই হয়, তবে এই দোয়া করবে, যে আল্লাহ যেন আমাকে আফিয়াতের সাথে মুক্তি দান করেন।"

পরেরদিন ছাত্রীদেরকে এই বিষয়টি আমি বুঝিয়ে বলছিলাম এবং সতর্ক করছিলাম। তাদেরকে ইমাম আহমাদের গল্পও শুনালাম।

তাদের মধ্য থেকে একজন ছাত্রী দাঁড়িয়ে পড়ল এবং বলা শুরু করল, উস্তাদ! আমাদের বাড়ির পাশে এক মহিলা আছে। আমি তাকে চিনি। সে সবসময় দোয়া করেন, "হে আল্লাহ! আমাকে বিনা পরিশ্রমে ঘরে বসে বসে তিন মিলিয়ন টাকার মালিক বানিয়ে দাও।" সে যেকোন সম্মানিত জায়গায় যেতেন বা যেকোন বরকতময় রজনীতে এই একি দোয়া করতেন, "তিন মিলিয়ন টাকা বিনা পরিশ্রমে ঘরে বসে বসে।"

উস্তাদ, আল্লাহর শপথ! এভাবে দোয়া করার ফলে কিছুদিন পর তার দোয়া অনুযায়ী ৩ মিলিয়ন টাকা ঘরে বসে বসে কাছে তো আসল কিন্তু-----

কিন্তু তার যেহেতু এ পরিমাণ টাকা কামানোর যোগ্যতা ছিল না। আর তার দোয়া ছিল তার লাগবেই। তাই তো তার ছেলেকে যখন কিছু ব্যক্তি হ**ত্যা করে তার দিয়াত হিসেবে সে ৩ মিলিয়ন পেয়ে যায়।

উস্তাদ- এইজন্যই আমি তোমাদেরকে সতর্ক করেছি। অর্থাৎ যখন দোয়া করবে তখন আফিয়াত ও খায়েরও চাইবে।

যদি সম্পদ চাও তাহলে বলবে, 'হে আল্লাহ! আমাকে এতটুকু সম্পদ দেন যেন সে সম্পদ আমার দুনিয়া ও আখিরাতে আফিয়াত ও কল্যাণময় জীবন কাটানোর জন্য যথেষ্ট হয়।'

যদি পাত্র/পাত্রী কামনা কর তাহলে বলবা, 'হে আল্লাহ! আমাকে এমন ভাল ছেলে/মেয়ে মিলিয়ে দিন যাকে পেয়ে আমি দুনিয়া ও আখিরাত আফিয়াত এবং কল্যাণের সাথে কাটিয়ে দিতে পারি। এবং সে আমার চক্ষু শীতলকারী হওয়ার পাশাপাশি আমার সাহায্যকারীও হতে পারে।'

[আফিয়াত = নিরাপত্তা, সুস্থতা ইত্যাদি।
খায়ের- উত্তম, কল্যাণ ইত্যাদি]

– শায়েখ রাতিব নাবুলুসী (হাফি); অনুবাদ - আব্দুর রহমান

২২) আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো রোগাক্রান্ত বা বিপদগ্রস্ত লোককে প্রত্যক্ষ করে এই দোয়া পড়বে, সে ওই ব্যাধিতে/বিপদে কখনো আক্রান্ত হবে না। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৪৩২)

দোয়াটি হলো -
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ – وَ فَضَّلَنِىْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا
উচ্চারণ : আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আফানি মিম্মাবতালাকা বিহি; ওয়া ফাদ্দালানি আলা কাছিরিম মিম্মান খালাকা তাফদিলা।'

অর্থ : সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে বিপদাক্রান্ত করেছেন; তা থেকে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং আমাকে তিনি তার মাখলুক থেকে মাখলুকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।' তখন তাকে এ মুসিবত কখনো স্পর্শ করবে না।' (তিরমিজি. মেশকাত, মকবুল দোয়া : ১৪৯)

২৩) দুষ্টু জ্বীন ও জাদু থেকে বাঁচার আমলঃ

১)প্রতিদিন ফজর নামাযের পর মাসনুন আমল গুলো করতে হবে। বাদ দেয়া যাবে না।

২) ১ বার আয়াতুল কুরসী,

৩৩ বার সুবহানাল্লাহ
৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ
৩৪ বার আল্লাহু আকবর

সূরা কাহফের প্রথম ১০ আয়াত,
সূরা বাকারাহ এর শেষ ২ আয়াত পড়া।

৩)এ দুআ ৩ বার পড়াঃ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

উচ্চারণ : 'আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন সাররি মা খালাকা।'

অর্থ : আমি আল্লাহর পূর্ণ কালিমাসমূহের সাহায্যে তাঁর সকল সৃষ্টির অকল্যাণ-অনিষ্ট থেকে পানাহ গ্রহণ করছি।' (মুসলিম)

৪)এ দুআ ৩ বারঃ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তিনবার বলবে-

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

উচ্চারণ : 'বিসমিল্লাহিল্লাজি লা ইয়াদুররু মাআসমিহি শাইউন ফিল আরদ্বি ওয়ালা ফিসসামায়ি, ওয়া হুয়াসসাম উল আলিম।'

সকাল হওয়া পর্যন্ত ওই ব্যক্তির উপর আকস্মিক কোনো বিপদ আসবে না। আর যে ব্যক্তি সকালে তিনবার এ দোয়া পড়বে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ওপর কোনো বিপদ আসবে না।' (তিরমিজি, আবু দাউদ)

অর্থ : ‘আল্লাহর নামে, যার নামের বরকতে আসমান ও জমিনের কোনো বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না, তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।’

৫)এ দুআ ১০০ বারঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ:- “ লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহ্‌দাহু লা শারীকা লাহ্‌, লাহুল মুলকু অলাহুলহামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ:- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

৬)চার কুল ৩ বার করে পড়তে হবে। ১১ বার করে পড়লে এর প্রভাব অনেক বেশি হয়।

সূরা ইখলাস ৩ বার
সূরা ফালাক ৩ বার
সূরা নাস ৩ বার
সূরা কাফিরূন ৩ বার

এই আমল গুলো নিয়মিত করতে পারলে দুষ্ট জ্বীন ও জাদু ইত্যাদি বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। - মাওলানা হিসাম ইলাহি জহির হাফিজাহুল্লাহ

২৪) তোমার কি লজ্জা করে না?তোমার বয়স কি তোমায় সতর্কতা দেয় না?নিশ্চয়ই এই উপদেশে কোন সন্দেহ নেই।বরং তুমিই না শোনার ভান করে আছো।মৃত্যু কি তোমায় ডাকছে না**?**তুমি কি এই ডাক শুনতে পাও না**?**তোমার কি ভয় করে না যে তোমার সময় ফুরিয়ে আসছে?তাই সতর্ক হও আর লেগে পড়ো। -একটি আরবি কবিতার অনুবাদ

২৫) সারা দিনের নিরাপত্তায় তিন সময়ে 'তিন কুল' পড়ার কথা হাদিসে এসেছে।

তিন কুল হলো—১. সুরা ইখলাস, ২. সুরা ফালাক ও ৩. সুরা নাস। আর তিন সময় হলো—১. ফজর ও মাগরিবের পর তিনবার করে। ২. জোহর, আসর ও ইশার পর একবার করে। ৩. রাতে শোয়ার আগে বিছানায় তিন কুল তিনবার করে পাঠ করবে।

🔶পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের পর সুন্নত আমল হলো, জোহর, আসর ও এশার সালাতের পর সুরা ইখলাস সহ সুরা ফালাক ও সুরা নাস একবার করে পাঠ করা।

উকবাহ ইবনে আমির (রা.) থেকে বলেন, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রত্যেক সালাতের পর মুআওয়াজাত তথা আশ্রয় প্রার্থনার সুরাগুলো পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ১৫২৩)

ওই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন, 'ওই হাদিসে মুআওয়াজাত তথা আশ্রয় প্রার্থনার সুরাগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তিনটি সুরা।

সুরা নাস ও ফালাকের সঙ্গে সুরা ইখলাসকেও শামিল করা হয়েছে 'তাগলিব' (আরবি ব্যাকরণরীতি)-এর ভিত্তিতে।

🔶আর ফজর ও মাগরিব সালাতের পর অথবা সকাল বিকালে সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস তিনবার করে পাঠ করা।

একবার (সা.) আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রা.)-কে বলেন, 'তুমি প্রতিদিন বিকেলে ও সকালে উপনীত হয়ে তিনবার করে সুরা কুল হুআল্লাহু আহাদ অর্থাৎ সুরা ইখলাস এবং মুআওবিজাতাইন অর্থাৎ সুরা ফালাক ও সুরা নাস পাঠ করবে, তাহলে তা তোমার প্রত্যেক বিষয়ের জন্য যথেষ্ট হবে।' (তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৭৫)

🔶ঘুমানোর আগে হাত দ্বারা মাসাহ করার কথা হাদিসে এসেছে।

আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় আসতেন, তখন তিনি তাঁর দুই হাতের তালুতে সুরা ইখলাস এবং মুআওব্বিজাতায়ন পড়ে ফুঁ দিতেন। তারপর

উভয় তালু দ্বারা আপন চেহারা ও দুই হাত শরীর যত দূর পৌঁছায় মাসাহ করতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৭৪৮)

প্রতি রাতে বিছানায় যাওয়ার প্রাক্কালে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আমল তিনবার করতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫০১৭) ।

অসুস্থ অবস্থায় যেকোনো সময় এ আমল করা যায়।

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, যখনই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হতেন তখনই তিনি 'সুরা মুআব্বিজাত' পড়ে নিজের ওপর ফুঁ দিতেন। যখন রোগ কঠিন হয়ে গেল, তখন বরকত অর্জনের জন্য আমি এই সুরা পাঠ করে তাঁর হাত দিয়ে শরীর মাসাহ করিয়ে দিতাম। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫০১৬)

২৬) "যে ব্যক্তির জুমার দিন ঠিক ও নিরাপদ থাকল, তার সারা সপ্তাহ নিরাপদ থাকল।

যে ব্যক্তির রমাদান ঠিক ও নিরাপদ থাকল, তার সারা বছর নিরাপদ থাকল।

যে ব্যক্তির হজ্ব ঠিক ও নিরাপদ থাকল, তার সারা জীবন ঠিক থাকল।

জুমার দিন সপ্তাহের মানদণ্ড,
রমাদান বছরের মানদণ্ড,
আর হজ্ব জীবনের মানদণ্ড।"

- ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ [যাদুল মা'আদঃ ১/৩৮৬]

২৭) 🏡 জান্নাতে একটি বাড়ি তৈরির আমল:

১। সূরাহ ইখলাস ১০ বার পড়া [আল জামি আস সাগীর]
২। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ বানিয়ে দেওয়া [ইবন মাজাহ]
৩। দৈনিক বারো রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদা সালাত আদায় করা [সহীহ আত তারগিব]
৪। জামাতে সালাতের সময় কাতারের ফাঁকা স্থান ভরাট করা [সহীহ আত তারগিব]
৫। সঠিক থাকার পরও তর্ক পরিহার করা
৬। কৌতুক করেও মিথ্যা না বলা
৭। উত্তম আখলাক বজায় রাখা [আবু দাউদ]
৮। বাজারে প্রবেশের সময় এই দুআটি পড়া-

لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيي ويُميتُ وهو حَيٌّ لا يَموتُ بِيَدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.
[সুনানে নাসাঈ]
৯। সন্তান মারা যাওয়ার পর সবর করা [জামে' আত-তিরমিযী]
১০। ঈমান আনার পর আল্লাহর জন্য হিজরত করা ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা [সুনানে নাসাঈ]

🌳 জান্নাতে গাছ লাগানোর আমল:

"সুবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদুলিল্লাহ, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার।" এর প্রত্যেকটির জন্য ১ টি করে গাছ। (তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

🌴 জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানোর আমল:
سبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ
"সুবহানাল্লাহিল আযীম, ওয়া বিহামদিহী" (তিরমিযী)

২৮) হাসান বসরি থেকে হিশাম বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেন,[ইমাম হাসানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল]

নারী কি তার ভাইয়ের সামনে খিমার খোলা রাখতে পারবে**?**জবাবে তিনি বলেন,'আল্লাহর কসম**,** নারীর জন্য তা বৈধ নয়।'[মুসান্নাফু ইবনি শাইবা : ১৭৫৬৮]

বই **-** <u>হিজাবঃ আসমানি সৌন্দর্য</u> - শাইখ আব্দুল আযীয আল তারিফী ফাক্কাল্লাহু আসরহ

২৯) একদা সুনান আবু দাউদের লেখক ইমাম আবু দাউদ (রহ) জাহাজে ছিলেন। হঠাৎ করে এক প্রান্ত থেকে কারও হাঁচির শব্দ এবং 'আলহামদুলিল্লাহ্' শুনলেন। তিনি দ্রুত একটা ছোট নৌকা ভাড়া করলেন এক দিরহামের বিনিময়ে এবং নৌকা দিয়ে হাঁচিওয়ালার কাছে গিয়ে জবাব দিলেন 'ইয়ার-হামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমাকে রহম করুক)। এরপর তিনি আবার জাহাজে ফেরত আসলেন।

জাহাজের মানুষেরা অবাক হয়ে তার কর্মকাণ্ড দেখে জিজ্ঞেস করলো,"আপনি এমনটা কেন করলেন? "

তিনি জবাব দিলেন, "হতে পারে আমার এই দুয়া আল্লাহ ক্ববুল করে নিবেন"।

পরে জাহাজের সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়লো,তখন তারা এক আহবানকারীর আওয়াজ শুনতে পেলো। সে বলছিলো, "হে জাহাজের লোকসকল! আবু দাউদ তো আল্লাহর কাছ থেকে জান্নাতকে এক দিরহামের বিনিময়ে কিনে নিয়েছে"।

ইমাম ইবনু আব্দিল বার সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন। *(*ফাতহুল বারী ইবনু হাজার,১০/৬১০*)*

নবীর ﷺ এর কোন সুন্নাহকেই ছোট করে দেখবেন না,হতে পারে সেটা আপনার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ!

৩০) নারীতে-নারীতেই কতো তফাত তাই না!কিছু বাসার বারান্দায় বা জানালায় অবলীলায় অন্তর্বাস ঝুলে থাকে। আর কিছু বাসার ভেতরে গেলেও নারীর কোনো পোশাক চোখে পরে না।পরপুরুষের চোখ থেকে তারা শুধু নিজেদেরকেই নয়, পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত আড়াল করে রাখে।এজন্য জীবনসঙ্গিনী বাছাই করার সময় তার পড়াশোনা, ধর্মজ্ঞাণ, পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড, বিশেষত তার মা-নানিদের ব্যাপারে পর্যাপ্ত খোঁজ খবর নেয়া উত্তম।

[প্রাইভেসী জিনিসটা জড়িত মূলত নিজের হায়া (লজ্জার) সাথে। এগুলো কাউকে শিখিয়ে পরিয়ে নেয়া যায় না।] - শাইখ আবদুল্লাহ আল ফারুক হাফিযাহুল্লাহ

৩১) হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির হলো- لا إله إلا الله 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আর সর্বোত্তম দোয়া হলো- আলহামদুলিল্লাহ। (মুসতাদরাকে হাকেম)

সর্বোত্তম জিকির সম্পর্কে হাদিসের অন্য বর্ণনায় এসেছে-হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসা আলাইহিস সালাম একবার আল্লাহর কাছে আরজ করেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিন, যার মাধ্যমে আমি আপনার জিকির করব এবং আপনার কাছে প্রার্থনা করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন- হে মুসা! তুমি বল- لا إله إلا الله 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

৩২) উকবাহ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে) বললাম, হে আল্লাহর রসূল! (বিপদাপদে পড়লে) আমি কি 'সূরা হুদ' পড়ব, না 'সূরা ইউসুফ'? তিনি উত্তরে বললেন, এ ক্ষেত্রে তুমি আল্লাহর কাছে কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক-এর চেয়ে উত্তম কোন সূরা পড়তে পারবে না। ইবনে হিব্বান-৭৯৫, আহমাদ-১৭৪৫৫

যাদের জীবনের সবকিছুতেই একেরপর এক বাঁধা লেগেই আছে, তাদের জন্য ছোট্ট একটি পরামর্শ। উঠতে বসতে সারাদিন যতবার সম্ভব 'সূরা ফালাক' পড়ুন।

৩৩) আপনার আমল আছে মানেই এই নয় যে, আপনি জান্নাত অর্জন করে ফেলেছেন। বৃষ্টি হলে ফসলের ফলন বাড়ে। এটি একটি কারণ মাত্র। ফসল বৃদ্ধির জন্য বৃষ্টি যেমন একটি কারণ, জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমলও তেমনি একটি কারণ। শুধু বৃষ্টি কি ফসল বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট? না। অন্যান্য উপাদানেরও প্রয়োজন রয়েছে। যেমন- বাতাস, মাটি, সূর্যের আলো ইত্যাদি।

জান্নাতে প্রবেশেরও তেমনি কিছু কারণ রয়েছে; তার একটি হচ্ছে আমল। কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি প্রয়োজন, তা হলো - " আল্লাহর অনুগ্রহ। " - শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল হাফিজাহুল্লাহ

৩৪) কুরআন পড়ার আগে আমরা যেভাবে নিয়ত করতে পারি ইনশাআল্লাহঃ

১)হে আল্লাহ! কুরআনের মাধ্যমে আমার প্রতি রহম করুন।

২)কুরআনকে আমার জন্য পথ প্রদর্শক,আলো, হিদায়ত ও রহমত বানিয়ে দিন।

৩)রাত ও দিনের বেলা কুরআন তিলাওয়াত এর মাধ্যমে আমাকে বরকত দান করুন এবং এটিকে সুন্দর করুন।

৩৫) ইমাম হাসান আল বসরী (রহঃ) বলেন, আমরা হাসছি অথচ এখনো জানি না আমাদের কোন কাজের দ্বারা আল্লাহর কাছে সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেছে। হয়তো আল্লাহ্ আমাদের এমন কিছু কাজের দ্বারা অসন্তুষ্ট হলেন আর বললেন, "তোমাদের কোন আমলই গ্রহণ করা হবে না!" আদম সন্তানের জন্য এর চেয়ে বড় দুর্ভোগ আর কি হতে পারে! সত্যিই যদি এমনটা হয় তোমরা কি করতে পারবে? তোমরা কী চাইলে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে?

সাহাবাদের দেখলে আজ তোমরা তাদেরকে পাগল বলতে। তারা যদি তোমাদের সবচেয়ে উত্তম লোকদেরও দেখত তবে বলতো, 'এই লোকগুলো আখিরাতে তো কিছুই পাবে না"।

আর তোমাদের মধ্যে যারা আমলের দিক থেকে খারাপ তাদের দেখলে তারা বিস্ময় প্রকাশ করতো আর বলতো, 'এরা নিশ্চয় বিচার দিবসে বিশ্বাসই করে না'। আমি এমন আল্লাহর বান্দাদের দেখেছি যাদের কাছে এই দুনিয়া তাদের পায়ের ধুলোর চেয়েও মূল্যহীন ছিলো। যারা রাতে ঘরে ফিরে খাবার জন্য খুব অল্প কিছু পেত অথচ সেই খাবারটুকু নিয়েও তারা বলতো, 'অবশ্যই আমি এখান থেকে কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় করবো' এরপর সেখান থেকে কিছু তারা দান করে দিত যদিও যাকে দান করা হয়েছে তার চেয়ে দানকারীর প্রয়োজন বেশী ছিলো। [আবু নুআইম এটি আলকামা ইবনে মারথাদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হিলইয়া আল আউলিয়া]

৩৬) "আল্লাহর প্রতি সুধারণা হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দেয়। কারন যে নিজের কল্যাণ চায়, আল্লাহ তার অকল্যাণ চান না। সুতরাং যে আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা রাখে এবং নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখে, আল্লাহ তার চেষ্টার শেষটা ভালই করবেন,শুরুটা যদিও তার অপছন্দের ছিল!" - শাইখ আবদুল আযীয আল তারিফী ফাক্কাল্লাহু আসরহ

৩৭) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই আয়াতটি পাঠ করতে শুরু করলেন –

ومن يتق الله يجعل له مخرجا

“যে আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তাকে (বিভিন্ন সমস্যা থেকে) উত্তরণের কৌশল দেখিয়ে দেন।” [সুরা আত-তালাক্ব, আয়াত ২]

তারপর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু যার আল গিফারী (রাদিআল্লাহু আনহু) কে বললেন –

يا ابا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم
"হে আবু যার, সকল মানুষ যদি এই আয়াতটিকে মনের ভেতর স্থান দিতো, তাহলে এটিই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো।"

আবু যার (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন – 'তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই আয়াতটি আমার সামনে এতো বেশী পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন যে একপর্যায়ে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম।' [সূত্রঃ হাদীসঃ ১৯৩, কিতাবুয যুহদ (ইমাম আহমাদ রহঃ)। আবু যার আল গিফারী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত]

৩৮) কিভাবে বুঝবেন আপনার তওবাহ পরিশুদ্ধ হয়নি**?**

ইবনুল কাইয়্যুম (রহঃ) তাওবা কবুল না হওয়ার কিছু লক্ষণ উল্লেখ করেছেন :

১। তাওবাকারীর সংশোধনে দুর্বলতা। পাপ কাজের আনন্দ তার মনে পড়ে যায় এবং তার মন তাতে ডুবে যায়।

২। তাওবাকারী নিজের তাওবা কবুল হবার বিষয়ে এতোটাই নিশ্চিত হয়ে যায় যে সে মনে করে তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে।

৩। চোখে পানি আসে না, গুনাহের শাস্তির কথা ভুলে যায়, মন শক্ত হয়ে যায়।

৪। তাওবাকারী নিজের নেক আমল বাড়ানোর কোন চেষ্টা করে না।

৩৯) খারাপ আর ভালো কাজ করার অনুভূতি শুধু মুমিনই বুঝতে পারে। খারাপ কাজ করলে অস্থিরতা তৈরি হয়,আর ভালো কাজ করলে প্রশান্তি অনুভূত হয়। মু'মিন ছাড়া কেউ এ অনুভূতি টের পায় না।

হাদীসে আছে,"বদ আমল করে ফেললে যদি তোমার কাছে খারাপ লাগে আর নেক আমল করলে ভালো লাগে,তাহলে তুমি ঈমানদার।" (মুস্তাদারাক হাকিমঃ৩৩,মুসনাদ আহমাদঃ২২২২০) - শাইখ আব্দুল আযীয আল তারিফী ফাক্কাল্লাহু আসরহ

৪০) ১) শোবার আগে, মাত্র দুটি রাকাত হতে পারে, আমার সারাদিনের যাবতীয় উদ্বেগ, অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেয়ে, আরামদায়ক ঘুমের সহজতম উপায়। - শাইখ আতিক উল্লাহ

২) সাহাবীদের হিফজ পদ্ধতি ছিল: দিনে মুখস্থ করতেন, রাতে সেটা তাহাজ্জুদে পড়তেন। একটা পৃষ্ঠা সকালে ২০ বার। দুপুরে ২০ বার। রাতে ২০ বার পড়তেন। - শাইখ আতিক উল্লাহ

৩) ফিতনা থেকে বাঁচার সহজ উপায় কি**?**- বেশি বেশি কুরআন পড়া। নিজের চারপাশে কুরআনের বেষ্টনী গড়ে তোলা। কুরআনি মানুষের সাথে লেগে থাকা। - শাইখ আতিক উল্লাহ

৪১) শাইখ জুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী হাফিযাহুল্লাহ বলেন,

"আমার বয়স যখন ৩০ বছর, এর মধ্যেই আমি একশতের-ও অধিক সংখ্যক বার প্রিয় নবী ﷺ কে স্বপ্ন দেখেছিলাম। অধমের মতে এটা এজন্যই হয়েছিল, আমি আমার নজরের খুব হিফাযাত করতাম। আর বাস্তবিকভাবেই এটা সত্য যে,

যে চোখ আল্লাহ'র নিষিদ্ধকৃত জিনিস দেখায় লিপ্ত, সে ঐ অপবিত্র চোখে রসুলুল্লাহ ﷺ কে স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য সচরাচর পায় না। বরং পবিত্র, গোনাহমুক্ত চক্ষুকেই আল্লাহ তাঁর পবিত্র রাসূল ﷺ কে দেখার তাওফীক দিয়ে থাকেন।"

৪২) "কুরআনের সাথে বন্ধুত্ব করুন। এর সাথে আপনার বন্ধুত্ব যত বেশি হবে,আপনি তত বেশি এর গোপন রহস্যগুলো উদ্ধার করতে পারবেন। প্রথম দেখাতে কোনো বন্ধুই তার গোপন জিনিস প্রকাশ করে দেয় না। " - শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল হাফিজাহুল্লাহ

৪৩) সাহাবায়ে কেরাম জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের জন্য কুরআন পড়তেন না। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ জানার জন্য, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার জন্য পড়তেন। - শাইখ আতিক উল্লাহ হাফিজাহুল্লাহ

৪৪) ❝ আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের শোকর আদায় করলে দুইটি নিয়ামত পাওয়া যায়ঃ**-**

- একটি হলো স্হায়ী সেই নিয়ামতটি স্হায়ী হওয়া,
- আরেকটি হলো সেটিতে বরকত লাভ করা।

নিয়ামতের না শোকরি করলে আল্লাহ সেই নিয়ামত ছিনিয়ে নেন।

আর যদি ছিনিয়ে না-ও নেন,তাহলে তার মধ্য থেকে বরকত উঠিয়ে নেন। ❞

— শাইখ আব্দুল আযীয আল তারিফী ফাক্কাল্লাহু আসরহ

৪৫) আল্লাহর সাথে যেদিন দেখা হবে সেদিন যেন ধরা না পড়ে যাই। -প্রফেসর হামিদুর রহমান

৪৬) যেমন ছিলেন কিংবদন্তীদের মায়েরা:

সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.)-এর বয়স তখন বেশি না। তাঁর মা একদিন তাকে বললেন-

❝ প্রিয় ছেলে,
ইলম অর্জন করতে থাকো। আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট।

প্রিয় ছেলে,
যখন তুমি দশটি হাদীস লিখবে তখন নিজের দিকে তাকাবে। এগুলো তোমার হাঁটা-চলা, ধৈর্য ও গাম্ভীর্যে কোনো বৃদ্ধি ঘটিয়েছে কি না দেখবে। যদি দেখো তোমার কোনো পরিবর্তনই হয়নি, তাহলে জেনে নিয়ো,এই ইলম তোমার কেবল ক্ষতিই করছে, কোনো উপকার করতে পারেনি। ❞

এই মহীয়সী মা সন্তানকে এই কথা বলেননি, এমন কিছু করো যাতে গৌরবে আমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি। পাশের বাসার চাচাতো ভাইকে দেখো, তোমাকে কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। বরং তিনি বলেছিলেন, "আমি চাই, তোমার ইলম যেন তোমার চরিত্রে প্রভাব ফেলে।" মা তার সন্তানকে ইলমের আমানত শিখাতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

ইমাম আহমাদ এবং ইমাম শাফিয়ি *(রহ.)* দুজনই ইয়াতীম অবস্থায় বেড়ে উঠেছিলেন। তাদের তরবিয়তের সবটুকু দায়িত্ব তাদের মায়েরাই আঞ্জাম দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তারা হয়ে উঠলেন উম্মাহর ইলম ও আমলের নাবিক।

ইসলাম যখন মাকে সম্মান দেয়, যখন তার পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত বলে ঘোষণা করে, তখন অবাক হবার কিছু নেই। কারণ,<u>একজন মায়ের দায়িত্ব শুধু এটুকুই নয় যে, তিনি সন্তান প্রসব করে সন্তানকে কেবল রক্ত, গোশত আর হাড়ে বড়ো করে তুলবেন। মায়ের দায়িত্ব ব্যাপক।</u> ওপরের বলা সবগুলো বিষয়ই তাকে খেয়াল রাখতে হয়, যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে হয়। ইসলাম মায়ের যে বিশাল মর্যাদা দিয়েছে, তার একটি অন্যতম কারণ হলো - মায়ের এই মহৎ দায়িত্ব পালন। - ড. ইয়াদ কুনাইবী হাফিজাহুল্লাহ

৪৭) রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ❝ যে ব্যক্তি অন্যের গুনাহ নিয়ে খোঁটা দেয়, আল্লাহ তাকে সেই গুনাহ না করানো পর্যন্ত মৃত্যু দিবে না। ❞ *[তিরমিযী, ২৫০৫]*

🟢রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ❝ নিশ্চয়ই বান্দা যখন গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর যদি সে তা ত্যাগ করে, (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করে

ও তাওবাহ করে, তখন সেটি (কালো দাগ) দূর হয়ে আগের অবস্থায় চলে যায়। যদি সে আবার গুনাহে ফিরে আসে, তখন তার দাগ বৃদ্ধি পায়, এমনকি তা দাগে উঁচু হয়ে যায় (ছেয়ে যায়)। আর এটিই হলো 'রান' বা মরিচা, যার কথা মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। ❞

আল্লাহ তা'আলা বলেন—
কখনই নয়। বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং বা মরিচা ধরিয়েছে। *(সুরা মুতাফফিফিন, আয়াত: ১৪) [ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান: ৩৩৩৪; ইমাম ইবনু মাজাহ, আস-সুনান: ৪২৪৪; হাদিসটি হাসান সহিহ]*

আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন—গুনাহ করতে করতে এক পর্যায়ে অন্তর মরে যায়, কালো কুচকুচে হয়ে যায়। আর, এটিই হলো অন্তরে মরিচা পড়া।

যাদের অন্তরে এই জং বা মরিচা পড়েছে তাদের জন্য হাদিসে কিছু প্রতিকার বর্ণিত হয়েছে।

১**)** তাওবাহ**-**ইস্তিগফার**:**

রাসুল ﷺ বলেন—
❝ নিশ্চয়ই বান্দা যখন গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর যদি সে তা ত্যাগ করে, (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাওবাহ করে, তখন সেটি (কালো দাগ) দূর হয়ে আগের অবস্থায় চলে যায়। ❞ *[ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান: ৩৩৩৪; হাদিসটি হাসান সহিহ]*

২**)** যিকর**-**আযকার**:**

সাহাবি আবুদ দারদা (রা.) বলেছেন,
প্রত্যেক জিনিসেরই বার্নিশ (প্রতিষেধক) আছে, আর অন্তরের বার্নিশ হলো যিকর। *[ইমাম বাইহাকি, শু'আবুল ঈমান: ৫২৩]*

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন—
জেনে রেখো**,** আল্লাহর স্মরণেই হৃদয়গুলো প্রশান্ত হয়। *[সুরা রা'দ, আয়াত: ২৮]*

৩**)** মৃত্যুর স্মরণ ও কুরআন তিলাওয়াত**:**

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন—
❝ যারা ঈমান এনেছে, তাদের কি সেই সময়টি আসেনি যে, তারা আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য (কুরআন) অবতীর্ণ হয়েছে, তার জন্য তাদের অন্তর বিগলিত হয়ে যাবে? আর তারা

যেন তাদের মত না হয়, যাদের আগে (ঐশী) কিতাব দেওয়া হয়েছিলো। অতঃপর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের অন্তরগুলো কঠিন হয়ে পড়েছিলো। আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। ❞ *[সুরা হাদিদ, আয়াত: ১৬]*

রাসুল ﷺ বলেন,
❝ লোহায় যেমন মরিচা পড়ে, তেমনি অন্তরেও মরিচা পড়ে। ❞ তখন সাহাবিগণ প্রশ্ন করলেন, 'এর প্রতিকার কী?' উত্তরে বলা হলো,

বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা আর কুরআন তিলাওয়াত করা। *[ইমাম বাইহাকি, শু'আবুল ঈমান: ১৮৫৯; খতিব, মিশকাতুল মাসাবিহ: ২১৬৮; হাদিসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) দুর্বল, তবে বক্তব্যটি সঠিক]*

৪**)** প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা না বলা**:**

রাসুল ﷺ বলেন—
❝ আল্লাহর যিকর ব্যতীত বেশি কথা বলো না। কেননা, আল্লাহর যিকর ছাড়া বেশি কথা বললে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। আর নিঃসন্দেহে কঠিন অন্তরের লোকই আল্লাহ তা'আলা থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে থাকে। ❞ *[ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান: ২৪১১; হাদিসটির সনদে দুর্বলতা আছে, তবে বক্তব্যটি সহিহ]*

৪৮) মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে যাতে তিনি তাদেরকে তাদের কোন কোন কাজের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা (অসৎ পথ হতে) ফিরে আসে। (সূরা রুম : আয়াত ৪১)

আর তোমাদের প্রতি যে মুসীবত আপতিত হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। আর অনেক কিছুই তিনি ক্ষমা করে দেন। (সূরা আশ শুরা : ৩০)

⛔ আমাদের সাথে যা বিপদ আপদ ঘটে সেগুলো আমাদের গুনাহের কারনে হয়, আমাদের হাতের কামাই। আল্লাহ পাক আমাদের কিছু শাস্তি দেন যাতে সময় থাকতে আমরা একমাত্র আল্লাহর দিকে ফিরতে পারি। আমরা যত দ্রুত বুঝতে পারবো, তত দ্রুত নিজেদের সংশোধন করার জন্য চেষ্টা করতে পারব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের বুঝার ও মেনে চলার তৌফিক দিন। আমিন। ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়ুম। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া আরহামার রাহীমিন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৪৯) প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ৪০ টি হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহঃ

১)রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো
২)কোন খুশির সংবাদ শুনলে শুকরিয়া সিজদাহ্ দেয়া
৩)কোন গুনাহ করে ফেললে ২ রাকাত সালাতুত তওবা পড়া
৪)কোন ভুলের পর নামাযের সাথে কিছু দান সাদাকা করা
৫)কোন মজলিসের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মধ্যে আস্তগফিরুল্লাহ পড়া।

৬)ওসিয়ত লেখার মত কিছু থাকলে সেটা লিখে রাখা
৭)এশার পর দ্রুত ঘুমানো
৮)এশার নামায একটু দেরীতে পড়া এবং এশার আগে খাবার খাওয়া
৯)জিলকদ,জিলহজ্ব, মহররম,রজব এ ৪ মাসে গুনাহ থেকে বাঁচার বিশেষ চেষ্টা করা।
১০)মহররম মাসে বেশি করে নফল রোজা রাখার চেষ্টা করা।

১১)বৃষ্টি হলে শরীরে একটু হলেও বৃষ্টির পানি লাগানো
১২)তাহিয়াতুল ওযুর ২ রাকাত নামায পড়া
১৩)বিক্রিত মাল ফেরত নেয়া
১৪)পরিচিত অপরিচিত সবাইকে বেশি বেশি সালাম দেয়া
১৫)বেশি বেশি মিসওয়াক করা

১৬)আযানের জবাব দেয়া
১৭)তাহাজ্জুদ পড়া।ভোর রাতে না পারলে এশার পরে হলেও ২ রাকাত ২ রাকাতের নিয়তে পড়া
১৮)সালাতুত দুহা,চাশতের নামাজ পড়া
১৯)যেকোন কাজ পরামর্শ করে করা
২০)কোথাও যাওয়ার সময় ২ রাকাত নামায পড়া

২১)বাচ্চাদের সালাম দেয়া
২২)ইফতার জলদি করা,সাহরী দেরীতে করা
২৩)অসুস্থতার সময় কুরআন থেকে শিফা নেয়া,আরোগ্য লাভের চেষ্টা করা
২৪)সকালে ফজরের পর না ঘুমানো
২৫)কোন খাবার নিচে পরে গেলে সেটা তুলে খাওয়া

২৬)সফর থেকে ফিরে আসলে মসজিদে ২ রাকাত নামায পড়ার পর তারপর বাসায় আসা
২৭)মাঝেমধ্যে খালি পায়ে হাঁটা
২৮)মুচকি হাসা
২৯)নিচে নামতে সুবহানাল্লাহ, উপরে উঠতে আল্লাহু আকবার বলা

৩০)কাউকে ভালবাসলে তাকে জানিয়ে দেয়া যে আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসি

৩১)ঘুমানোর সময় ওযু করে ঘুমানো
৩২)কেবলার দিকে থুথু না ফেলা
৩৩)আঙ্গুল চেটে খাওয়া
৩৪)ইফতার ও সাহরীর সময় খেঁজুর খাওয়া
৩৫)পাত্রের বাইরে নিঃশ্বাস ফেলা,ভিতরে নিঃশ্বাস না ফেলা

৩৬)আশ্চর্যজনক কিছু দেখলে সুবহানাল্লাহ বলা।
৩৭)বাচ্চাদের সন্ধ্যার সময় বাসার বাইরে বের হতে না দেয়া।
৩৮)শুক্রবার দিবাগত রাত দিনে বেশি বেশি দুরুদ পড়া
৩৯)পেট কিছু খালি রেখে খাওয়া
৪০)শিশু জন্মের পর ডান কানে আযান বাম কানে ইকামত দেয়া

৪১)দুধ পান করার পর দুআ করা
৪২)আইয়ামে বীজের রোজা রাখা

(শায়েখ আহমাদুল্লাহ এর লেকচার অবলম্বনে লেখা হয়েছে)

৫০) যে বান্দা ইবাদত বন্দেগিতে শক্তি ব্যয় করে, তার (মনের) শক্তি বেড়ে যায়। অন্যদিকে যে ইবাদত বন্দেগিতে অলসতা করে, সে (মানসিকভাবে) দূর্বল হয়ে যায়। — ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ; সূত্র: আয-যুহদ, ইমাম আহমাদ, ২১৯১

৫১) “ইয়া জামিউ” (يا جامعُ) অর্থ হলো “হে একত্রিতকারী”। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হলেন “আল-জামি'”, যিনি যা চান, যেখানে চান, যেভাবে চান, সবকিছু একত্রিত করেন।

🔸 বিস্তারিত অর্থ: আল-জামি' (اَلْجَامِعُ) হলেন সেই মহান সত্তা,

যিনি বিচ্ছিন্ন বস্তু, মানুষ বা ঘটনা একত্র করতে সক্ষম। যিনি কিয়ামতের দিনে সকলকে একত্র করে হিসাব নেবেন। যিনি মানুষের হৃদয় একত্রিত করতে পারেন একতা, ভালোবাসা ও ঈমানের মাধ্যমে।

🔸 আমাদের জীবনে প্রভাব: আমরা যখন পরিবারের বা সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বা ভাঙ্গন দেখি, তখন "ইয়া জামিউ" বলে আল্লাহর কাছে ঐক্যের জন্য দোয়া করতে পারি। শান্তি, ঐক্য এবং মিলে চলার জন্য আল্লাহর এই গুণের মাধ্যমে আমরা তাঁর কাছে সাহায্য চাই। "ইয়া জামিউ, আমাদের হৃদয়গুলোকে আপনার ভালোবাসা ও আনুগত্যে একত্রিত করুন।"

- **বিয়ের জন্য আমল:** এই আমল প্রতিদিন একবার করে লাগাতার ৪০ দিন করতে হবে।

১) দুরূদ শরীফ ১১ বার
২) "ইয়া জামিউ**"** ৩০০ বার
৩) দুরূদ শরীফ ১১ বার
৪) সূরা কাসাসে একটি দোয়ার উল্লেখ আছে**,** যে দোয়া পড়ার পর আল্লাহ তা'আলা মুসা আলাইহিস সালামের থাকা**-**খাওয়ার ব্যবস্থাসহ উত্তম জীবনসঙ্গীনির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। দোয়াটি হলো— **رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ** উচ্চারণ**:** রাব্বি ইন্নি লিমা**-** আনজালতা ইলাইয়া মিন খাইরিন ফাকির। অর্থ**:** হে আমার পালনকর্তা**,** তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ পাঠাবে**,** আমি তার মুখাপেক্ষী। **(**সুরা কাসাস**:** ২৪**)**

- যেকোন দুরূদ ৭ বার

সূরা কাসাস**:** আয়াত ২৪ **(**১০০ বার প্রতিদিন**)**

(বিয়ের জন্য উল্লেখিত আমল দিয়েছেন মাওলানা আতহারুল ইসলাম)

৫২) আমল করার চেয়ে আমল হেফাজত করা যেনো বেশি কঠিন

খাজা আহমাদ ইবনে আবুল হাসান রহিমাহুল্লাহ নিজের আমলের হিসাব করতে গিয়ে বলেনঃ "আমার বয়স এখন ৬০ বছর। রোজ যদি পরনিন্দা**,** অন্যকে কষ্ট দেওয়া**,** আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনে আলস্য প্রভৃতি মিলিয়ে গড়ে ৫ টি গুনাহ করে থাকি**,** তবে সব মিলিয়ে এখন ১ লক্ষ ৮ হাজার গুনাহের ভার আমার মাথার উপর আছে। সুতরাং এই অবস্থায় আমার মুক্তির আশা কতটুকু**?"** একথা বলে তিনি শিশুর মতো কান্নাকাটি শুরু করেন। [সিফাতুস সাফওয়া]

৫৩) জুমার দিন দুয়া কবুলের সংক্ষেপ আমল:

মাওলানা হুসান আহমাদ মাদানি রহিমাহুল্লাহ বলেন, জুমার দিন বাদ আসর

৩ বার সূরা ফাতিহা
৩ বার আয়াতুল কুরসি
২৫ বার দুয়া ইউনুস এবং
১১ বার দরুদে ইব্রাহিম পড়ে

আল্লাহর কাছে দুয়া করতে থাকলে, ইন শা আল্লাহ কয়েক জুমার মধ্যে দুয়া কবুলের সম্ভাবনা আছে। - মুফতি জারওয়ালি খান রহিমাহুল্লাহ এর বয়ান থেকে সংগৃহীত। নোট: এটা সুন্নত কোন আমল নয়, বুজুর্গানে দ্বীনের অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া।

৫৪) একটি অবহেলিত নেকীর ভান্ডার

একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল যে ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই উদাসীন এবং এর আমলকারী কম যা হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন – দুটি অভ্যাস এমন আছে, যে ব্যক্তি এর পাবন্দী করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তা অত্যন্ত সহজ, কিন্তু তার আমলকারী নিতান্তই কম।

(এক) প্রত্যেক নামাজের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদুলিল্লাহ, দশবার আল্লাহু আকবার পড়া। হযরত আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি নিজ আঙ্গুলীর উপর তিনি তা গুনছিলেন। এইভাবে তিনটি কালেমা প্রত্যেক নামাজের পর দশবার করে পড়ার দ্বারা একশ পঞ্চাশবার হবে, কিন্তু আমল ওজন করার পাল্লায় (দশগুন বৃদ্ধির কারণে) পনেরশ হয়ে যাবে।

(দুই) যখন শোয়ার জন্য বিছানায় যাবে, তখন সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার পড়বে এবং আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার পড়বে। সব মিলে একশ কালেমা পড়া হলেও সওয়াবের হিসাবে (দশ গুণ বৃদ্ধির কারণে) এক হাজার নেকী হল। এখন এটা ও সারা দিনের নামাযের পরের সংখ্যা মিলিয়ে মোট দুই হাজার পাঁচশ নেকী হয়ে গেল।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সারাদিন দুই হাজার পাঁচশ গুনাহ কে করে? অর্থাৎ এই পরিমাণ গুনাহ হয় না অথচ এই আমল করার দ্বারা দুই হাজার পাঁচশ নেকী হয়ে যায়।

হযরত 'আবদুল্লাহ রা. জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই অভ্যাসগুলোর উপর আমলকারী কম হওয়ার কারণ কী?

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, (কারণ এই যে) শয়তান নামাযের মধ্যে এসে বলে, অমুক প্রয়োজন বা অমুক কথা স্মরণ কর। অবশেষে তাকে বিভিন্ন খেয়ালে মশগুল করে দেয়, যেন এই কালেমাগুলো পড়ার কথা খেয়াল না থাকে। আর বিছানায় এসে তাকে ঘুম পাড়াতে থাকে। এইভাবে সে কালেমাগুলো না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

[সহীহ ইবনে হিব্বান, হা. ২০১২;সুনানে আবু দাউদ, হা. ৫০৬৭;জামে তিরমিযী, হা. ৩৪১০]

৫৫) দুটি আমল যে নিয়মিত করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সকল প্রকার বদ নজর, জ্বীনের প্রভাব, কালোজাদু ইত্যাদি থেকে হিফাজত করবেন:

১. কুরআন সুন্নাহয় বর্ণিত সকাল সন্ধ্যার দুয়া জিকির গুলো নিয়মিত আদায় করা।
২. আইয়ামে বিজ অর্থাৎ প্রতি আরবি মাসের ১৩,১৪,১৫ রোজা রাখা।

-শাইখ আহমাদ উল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ

৫৬) দুয়া কবুলের সহজ আমল

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, উম্মে সুলায়ম (রহঃ) রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! আমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা দিন যা আমি আমার সালাতে পাঠ করতে পারি। তিনি বললেন, তুমি
<u>সুবহানাল্লাহ দশবার,</u>
<u>আলহামদু লিল্লাহ দশবার এবং</u>
<u>আল্লাহু আকবার দশবার</u> বলে আল্লাহর কাছে তোমার যা প্রয়োজন হয় তা চাইবে। তিনি বলবেন- হ্যাঁ, হ্যাঁ অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি তোমার দোয়া কবুল করবেন। (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ১২৯৯; হাদিসের মান: হাসান হাদিস)

৫৭) শুক্রবারের বিশেষ ৪টি আমল
• সূরা আল-কাহাফ পাঠ করা
• অধিক পরিমাণে দরুদ পড়া
• বেশি বেশি ইস্তেগফার করা
• আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে দু'আ করা।

-দারেমী, হা/৩৪০৭, সূনান আবু দাউদ ১০৪৭,১০৪৮

৫৮) এই পৃথিবীর সমস্ত ভালো আমল কিয়ামতের সাথেই শেষ হয়ে যায়। এরপর তো হিসাব শুরু। শুধু একজন হাফেজের জন্য তার এই দুনিয়াতে মুখস্থ করা কুরআন সেদিনও তার সাথে থাকবে। তাকে বলা হবে, "পড় এবং উঠতে থাকো।"

৫৯) আপনি যদি দুনিয়ায় কোন কিছু পেতে চান তাহলে তিনটি বিষয়ে মনোযোগ দিন:
১. অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার
২. অধিক পরিমাণে দুয়া
৩. অধিক পরিমাণে নেক আমল।
-শাইখ সুলাইমান আর রুহাইলি হাফিযাহুল্লাহ

৬০) হাশরের মাঠে সবচেয়ে বেশি সওয়াব নিয়ে উঠার আমল

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ সকাল সন্ধ্যায় ১০০ বার করে পড়া।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি সকালে এবং সন্ধ্যায় ১০০ বার করে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার চেয়ে উত্তম কোনো আমল নিয়ে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না। তবে সে ব্যক্তি ছাড়া, যে একই পরিমাণ বা তার চেয়েও বেশি পড়েছে।"

* আমলটি কখন করতে হবে?
  * সকাল এবং সন্ধ্যা এই দুই সময়ে।
  * সকাল: ফজরের নামাজের পর থেকে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত।
  * সন্ধ্যা: আসরের নামাজের পর থেকে সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত।
* কতবার পড়তে হবে?
  * প্রতিদিন সকালে ১০০ বার এবং সন্ধ্যায় ১০০ বার। (সহিহ মুসলিম - ৬৫৯৯ ইসলামি ফাউন্ডেশন)

৬১) তাকওয়ার (আল্লাহকে ভয় করার) ১০ টি ইহকালীন উপকারিতা:
১. রিযক বৃদ্ধি পায়।(সূরা তালাক:২-৩)
২. দুনিয়ার কাজ সহজ হয়।(সূরা তালাক:৪)
৩. শয়তানের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা দেয়।(সূরা আ'রাফ:২০১)
৪.আসমান জমিনের বরকত উন্মুক্ত হয়।(সূরা আ'রাফ:৯৬)
৫. হক ও বাতিল এর মধ্যে পার্থক্য করা যায়।(সূরা আনফাল:২৯)
৬. কাফেরদের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ।(সূরা আলে ইমরান:১২০)
৭. আমল বিশুদ্ধ হয় এবং পাপ মোচন হয়।(সূরা আহযাব:৭০-৭১)
৮.আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায়। (সূরা আলে ইমরান:৭৬)
৯.ইলম ও জ্ঞান অর্জন হয়।(সূরা বাকারা:২৮২)
১০.প্রতিদান নষ্ট হয় না।(সূরা ইউসুফ:৯০)

৬২) সূরা ফুরকানের আলোকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে হলে যে ১৩টি গুনের প্রয়োজনঃ

রহমান রহীম আল্লাহ্ তায়ালার নামে-

১) আল্লাহ তাআলার দাসত্ব করা। (সুরা ফুরকান-৬৩)
২) পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করা। (সুরা ফুরকান-৬৩)
৩) মূর্খজনোচিত আচরণের বিপরীতে শান্তির বার্তা প্রদান করা। (সুরা ফুরকান-৬৩)
৪) সিজদা ও নামাজরত অবস্থায় রাত্রিজাগরণ করা। (সুরা ফুরকান-৬৪)
৫) জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া করা। (সুরা ফুরকান-৬৫)
৬) অপচয় ও কার্পণ্য না করা। (সুরা ফুরকান-৬৭)
৭) শিরক থেকে বেঁচে থাকা। (সুরা ফুরকান-৬৮)
৮) অন্যায় হত্যাকাণ্ডে না জড়ানো। (সুরা ফুরকান-৬৮)
৯) ব্যভিচার লিপ্ত না হওয়া। (সুরা ফুরকান-৬৮)
১০) অনৈতিক ও মিথ্যা কাজে যোগদান না করা। (সুরা ফুরকান-৭২)
১১)অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হলে ভদ্রভাবে পাশ কেটে যাওয়া। (সুরা ফুরকান-৭২)
১২) আল্লাহর নিদর্শনাবলীর আলোচনা করা হলে বধিরের মতো আচরণ না করা। (সুরা ফুরকান-৭৩)
১৩) স্ত্রী-সন্তানের মাঝে চোখের শীতলতা চেয়ে দোয়া করা। (সুরা ফুরকান-৭৪)

উপর্যুক্ত ১৩ গুণে যারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবেন, তাঁদের কি পুরস্কার দেওয়া হবে, সে ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তাদের ধৈর্য্য ধারণের বিনিময়ে জান্নাতে কক্ষসমূহ দেওয়া হবে এবং সেখানে তাদের অভিবাদন ও সালাম জানানো হবে। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করতে থাকবে। অবস্থান ও আবাসস্থল হিসেবে তা কতই না চমৎকার! (সুরা ফুরকান ৭৫-৭৬)

আল্লাহ তাআলা আমাদের এসব গুণাবলিতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন। আসুন নিজে জানি, জেনে আমল করি এবং অন্যকে জানাই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "কেউ হেদায়েতের দিকে আহবান করলে যতজন তার অনুসরণ করবে প্রত্যেকের সমান সওয়াবের অধিকারী সে হবে, তবে যারা অনুসরণ করেছে তাদের সওয়াবে কোন কমতি হবেনা" [তিরমিযীঃ২৬৭৪]

৬৩) শীতের এই সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আমলঃ আবু হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যদি কোনো বান্দা তীব্র শীতের সময় বলে, "(لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ) (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই), আজকের দিনটি কতই না শীতল। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে জামহারির জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন"

তখন আল্লাহ জাহান্নামকে লক্ষ্য করে বলেন, “আমার এক বান্দা তোমার জাহান্নাম থেকে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। আমি তোমাকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, আমি তাকে মুক্তি দিলাম”

সাহাবিরা বলেন, জামহারির কী?

জবাবে রাসুল (ﷺ) বললেন, ‘জামহারির জাহান্নামের এমন একটি ঘর, যেখানে কাফিরদের নিক্ষেপ করা হবে। শীতের তীব্রতায় তারা বিবর্ণ হয়ে যাবে’ (আস-সিলসিলাতুদ-দায়িফাহঃ ৬৪২৮, আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলঃ ৩০৬)

৬৪) রজব মাসে করনীয়:

১)রজব মাসের প্রধান আমল হলো নিজের উপর জুলুম না করা।
২)এটি নিষিদ্ধ মাসের অন্তর্ভুক্ত
এসব মাসে পাপের হিসাব দ্বিগুন ধরা হয়।
৩)এই মাসে বিশেষ কোনো ইবাদত নেই।রজব মাসের কোনো সিয়াম ও নেই ফজিলতের আলাদা কোনো নামাজ ও নেই।
৪)রজব মাসের একমাত জরুরী আমল হলো -- অন্তর কে পরিস্কার করা,আল্লাহ মুখী হওয়া,ইবাদত গুলো উত্তম ভাবে আদায় করা,হারাম থেকে বেঁচে থাকা।
৫)এসব নিষিদ্ধ মাসে নিজেদের উপর জুলুম করো না।
৬)রজব মাসের পাপ রমজান মাসের ঈমানের প্রদীপকে গুলো নিভিয়ে দেয়।

🔶 আমাদের মধ্যে কে প্রকৃতি মুত্তাকি?

যে ওয়াক্তের আগেই কিংবা ওয়াক্তমত নামাজে আসে সে।আর যে জামাত শুরু হয়ে যাবার পর হন্তদন্ত হয়ে আসে,অথবা তাকবীর শোনার পর ঘর থেকে বের হয়,সে তো আসলে খোদাভীতির একেবারে তলানিতে আছে।

৬৫) আবূ হুরায়রা **(**রাঃ**)** থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ **(**সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম**)** বলেনঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ তা’আলার দরবারে আমল পেশ করা হয়। সুতরাং আমার আমলসমূহ যেন রোযা পালনরত অবস্থায় পেশ করা হোক এটাই আমার পছন্দনীয়।
• জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৭৪৭ • হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

৬৬) 'কান্তারা' কি জেনে নিন:

কান্তারা হল একটি চেকপোস্ট। কোনো মানুষের যখন সারাজীবনের হিসাব নিকাশ নেয়ার পর জান্নাতের ফায়সালা পেয়ে যাবে, এবার সে জান্নাতের দিকে ছুটবে। যেতে যেতে মাঝখানে একটা চেকপোস্ট পড়বে।

সেখানে মানুষের উপর সে যে যুলুম করেছিল! সেটার হিসাব নিকাশ হবে। দুনিয়াতে কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল, কারো থেকে টাকা মেরে দিয়েছিল, কাউকে ওজনে কম দিয়েছিল, কাউকে থাপ্পড় মেরেছিল, কাউকে গালি দিয়েছিল, কাউকে এমন কথা বলেছিল যে তার মাথাটা সবার সামনে নিচু হয়ে গিয়েছিল; মোটকথা, অন্যায়ভাবে মানুষকে কষ্ট দিয়েছে।

মানুষ মানুষের উপর যত যুলুম করেছে। যখন কেউ কান্তারা নামক জায়গাতে পৌঁছবে, তখন সে দেখবেন-তার সমস্ত পাওনাদারেরা সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে!

এবং তারা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কাছে বিচার দিবে যে- হে আল্লাহ, এই লোকটা আমাকে অন্যায়ভাবে থাপ্পড় মেরেছিল।একজন বলবে যে,আমার টাকা ধার নিয়ে আর দেয়নাই।একজন বলবে, আমার রক্ত বের করে দিয়েছিল।একজন বলবে, আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সমাজে ছোট করে দিয়েছিল, আমি এর বিচার/প্রতিকার পাইনি।

তখন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এগুলোর সমাধান করবেন এই স্টেশনটাতে।আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এখন তুমি তোমার আমল দিয়ে-তুমি যে তাহাজ্জুদ পড়েছ, দ্বীন চর্চা করেছ, হজ্জ-ওমরা করেছ, সলাত, সিয়ামগুলো করেছ সেগুলোর সাওয়াব গুলো তাদের দিতে থাকো। এভাবে পাওনাদার সবাইকে নিজের আমল দ্বারা পরিশোধ করা হবে। একসময় দেখা যাবে যে তার সব সাওয়াব শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু পাওনাদার এখনো রয়ে গেছে।

তখন আল্লাহ তা'আলা বিচার করবেন যে,যেহেতু দেয়ার কিছুই নেই, এবার তুমি তাদের পাপের বোঝাটা মাথায় নাও; তাহলে ওরা হালকা হবে জান্নাতে চলে যাবে।

তখন এই ব্যক্তি কি করবে? আসলে সে কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার সাওয়াব পেয়েছিল। কিন্তু মানুষের উপর যেসব অবিচারগুলো করেছিল তার দেনা-পাওনা পরিশোধ করতে করতে তার সমস্ত সাওয়াব শেষ হয়ে যাবে এবং অন্যদের গুনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে নিঃস্ব,অসহায়ের মতো সে জাহান্নামে যাবে!

এ সম্পর্কে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "তোমরা কি জানো যে নিঃস্ব, হতভাগা কে?" তখন সাহাবায়ে কেরাম বলেছিল,আমাদের মধ্যে নিঃস্ব,অসহায় বলতে আমরা বুঝি-যার দিনার, দিরহাম/টাকা-পয়সা নাই।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেছিলেন- "আমার উম্মাতের মধ্যে নিঃস্ব হল-যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সলাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ-ওমরা সবই করেছিল। অথচ দুনিয়াতে কাউকে থাপ্পড় মেরেছে, কাউকে রক্ত বের করে দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো টাকা মেরে দিয়েছে ইত্যাদি। আল্লাহ যেদিন ফায়সালা করবেন, সেদিন তাদের আমল দিয়ে পরিশোধ করবেন আর যখন আমল শেষ হয়ে যাবে তখন তাদের পাপের বোঝাগুলো এই ব্যক্তির মাথায় দেয়া হবে। এবং অসহায়, নিঃস্ব হয়ে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।"

এই ফায়সালাটা যেই জায়গায় হবে সে জায়গাটার নামই "কান্তারা।"

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কান্তারার কঠিন পরিস্থিতি থেকে হেফাজত করুন এবং মৃত্যুর আগে দুনিয়াতেই মানুষের দেনা পাওনা যদি কিছু থেকে থাকে আমরা যেন তা পরিশোধ করে নিতে পারি সেই তৌফিক দান করুন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন, বোঝার তৌফিক দান করুন।আল্লাহ আমাদের সবাইকে মাফ করে দিন। আমীন ইয়া রব্বুল আলামিন। -শায়খ আব্দুল্লাহ আল বাকী

৬৭) ফজরের সালাতের পর (সালাতের স্থানে) বসে থাকা এবং সকালের আযকার ও কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকা সেসকল সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো আমল করার আকাঙ্ক্ষী হওয়া প্রত্যেক মুসলিমের জন্য মুস্তাহাব। [ফাতাওয়াউল লাজনাতিদ দাইমাহ (আল মাজমূআতুল ঊলা): ২৪/১৭৭]

৬৮) আল্লাহ যখন কোনো মানুষকে অধিক পরিমাণে যিকির করার তাওফিক (সুযোগ-সক্ষমতা) দেন, তখন তার সময় ও আমলে বারাকাহ (প্রাচুর্য-কল্যাণ) দান করেন। -শায়খ ইবনু উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ) [আত-তালিক আলা সহিহ মুসলিম:২/২৯১]

৬৯) ঈমানী মৃত্যুর আমল*[খুতুবাতে জুলফিকার - ২৭/ ১৮৮-২০৬]*

১. কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা
২. নিয়মিত মিসওয়াক করা
৩. শুকরিয়া আদায় করা
৪. সদাকা করা
৫. নেক ব্যক্তিদের সাহচর্য
৬. আল্লাহ তা'আলার সাথে মুহাব্বত রাখা
৭. আল্লাহ তা'আলা কে গোপনে প্রকাশ্যে ভয় করা
৮. অধিক পরিমাণে দুয়া করা
৯. অধিক পরিমাণে কালিমা পাঠ
১০. আযানের জবাব দেওয়া

৭০) একটা গুরুত্বপূর্ণ রিমাইন্ডারঃ

শয়তান যখন ই কোন নিয়মিত নফল আমলে হাত দিয়ে ফেলে (হোক সেটা জিকির, তিলাওয়াত বা অন্য ওয়াজিফা) সাথে সাথে সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত। খুব দ্রুতই সে ফরজ ওয়াজিব নষ্ট করে ফেলবে। যে মুসলিম ভাই বোনদের ফরজ ওয়াজিব আমলে ঘাটতি হচ্ছে, একটু চিন্তা করে দেখুন শুরুটা কোন একটা নফল আমল ছুটে যাওয়ার মাধ্যমে হয়েছিল। পরীক্ষিত বিষয়।

৭১) সারাদিন তো দোকানের চিন্তা করি, বাজারের চিন্তা করি। নিজের চিন্তা তো আর করা হলো না! এই ছেলেমেয়ের চিন্তা করতে করতে, বউয়ের চিন্তা করতে করতে জীবন শেষ হয়ে গেল, মরার পরে বউ আর আমার কথা মনে রাখবে না! রাখবে ভাই? কিচ্ছু না! একবেলা না খেয়েও থাকবে না! আমার লাশ পড়ে থাকবে- তারা খাবে!

নিজের জন্য চিন্তা করা হলো না! একটু সময় পেলে পরের দোষ চিন্তা না করে, নিজেরটা চিন্তা করি ভাই। কি করলাম? কতটুকু নেক আমল আল্লাহর জন্য করেছি? কয় রাকাআত নামাজ বুঝে পড়ছি? কয়টা দোআ আল্লাহর কাছে চোখের পানি দিয়ে করতে পেরেছি? কয়জন মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে পেরেছি? *[ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ]*

৭২) ঘুমানোর আগে গুরুত্বপূর্ণ আমল:

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"যে ব্যক্তি ঘুমের পূর্বে তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার) পাঠে নিজেকে অভ্যস্ত করবে তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ ও ইবাদতে উদ্দীপনা ও শক্তি দিয়ে সাহায্য করা হবে।" [মাজমাউল ফাতাওয়া:০৭/৪৯৩]

৭৩) দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার মত বিপদ উপস্থিত হলে ৪ টি আমল করতে থাকুন। আল্লাহ তা'আলা অলৌকিকভাবে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেনঃ

১। অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার
২। অধিক পরিমাণে দরুদ
৩। দু'আ ইউনুস
৪। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরম পাঠ করা।

-শাইখ আহমাদ উল্লাহ হাফি.

ধৈর্য্যর সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব। *[সুরা বাকারাহ ২:৪৫]*

৭৪) "কেউ যদি কোনো স্থানে এসে বলে,
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

(আঊযু-বিকালিমাতিল্লা-হিত্তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক্ব)

'আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে তাঁর সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি' তাহলে সেই স্থান ত্যাগ করার আগে কোনো কিছুই তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না"। ~ রাসূলুল্লাহ ﷺ

[ইমাম মুসলিম (রাহ.), আস সহিহ, হা: ২৭০৮]

🟢রুকাইয়াহর রোগীদের জন্য অন্যতম গুরত্বপূর্ণ আমল। যারা ঘুমে ভয় পান, সমস্যা হয় তারা ঘুমানোর আগে ১০ বার পড়ে ঘুমাবেন ইন শা আল্লাহ। বাসার ছোট বাচ্চাদের বেশি করে মুখস্থ করাবেন ইন শা আল্লাহ।

৭৫) 'যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে, তার সেই দিনের সকল প্রয়োজন পুরা হয়ে যাবে।' — রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম; উমেদ প্রকাশিত 'ফাযায়েলে আমল (তাহকীক)' বই থেকে।

৭৬) হাতেম আল-আছাম রহ. বলেন, কেয়ামতের দিন ঐ আলেমের চেয়ে বেশি আফসোসকারী কেউ হবে না, যার কারণে অন্যরা ইলম শিখেও এর ওপর আমল করে সফল হয়ে গিয়েছে, অথচ সে নিজে আমল না করার কারণে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।

ইবনে সিমাক রহ. বলেন, কত মানুষ এমন আছে যে, যারা অন্যদেরকে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অথচ নিজেরা আল্লাহ তাআলাকে ভুলে থাকে। অন্যদেরকে আল্লাহ তাআলার প্রতি ভয় প্রদর্শন করে, অথচ নিজেরাই আল্লাহ তাআলার ওপর দুঃসাহস দেখায়। অন্যদেরকে আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী করে দেয়, কিন্তু নিজেরা আল্লাহ তাআলার থেকে অনেক দূরে। অন্যদেরকে আল্লাহ তাআলার দিকে আহ্বান করে, অথচ নিজেরা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে পলায়ন করে। [ফাযায়েলে সাদাকাত]

৭৭) শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হিফাজত থাকার আমল:

رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ - وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

উচ্চারণ : রাব্বি আউ-জুবিকা মিন্ হামাযা-তিশ শায়া-ত্বী-ন। ওয়া আউ-জুবিকা রাব্বি আইঁ ইয়াহদুরু-ন।

অর্থ : 'হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমার প্রভু! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' (সুরা মুমিনূন : আয়াত ৯৭-৯৮)

🔶অনেক সময় দেখা যায় কোন কারন ছাড়াই বিভিন্ন উদ্ভট চিন্তা ভাবনা মাথায় ঘুরতে থাকে,কারো কারো ভয় লাগে, বিভিন্ন কুমন্ত্রনা সহ ইত্যাদি বিষয়। এসবের কারনে নামায,দুআ ইত্যাদিতে মনযোগ দেয়া খুবই কষ্টকর হয়ে যায়।

আমরা এই আয়াত গুলো মুখস্ত রাখতে পারি ইনশাআল্লাহ। যখনই এ ধরনের কোন বিষয় আমরা অনুভব করব,তখনই এই দুআ পড়া শুরু করব।ইনশাআল্লাহ আমাদের মধ্যকার ভয়,কুমন্ত্রণা,বিভিন্ন নেগেটিভ বিষয় গুলো আল্লাহ রহমতে দূর হয়ে যাবে।

৭৮) শাবান মাসে করণীয়:

১)সবচেয়ে বেশি নফল রোজা রাখা
২)আমল ইবাদত এ মাসে বেশি করা,এর মাধ্যমে রামাদানের প্রস্তুতি নেয়া
৩)আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে শাবান মাসে আমলনামা পেশ করা হয়।সে সময় আমরা যেন সিয়ামরত অবস্থায় থাকতে পারি ইনশাআল্লাহ।
৪)বেশি বেশি তওবা ইস্তেগফার করা।
৫)শাবানের প্রথম দিকে বেশি বেশি নফল রোজা রাখা।শাবানের শেষের দিকে রাখা যাবে না। কাযা রোজা থাকলে এ মাসেই দ্রুত শেষ করে নিতে হবে।

৭৯) এদিক-সেদিক ছোটাছুটি না করে কুরআনকে যথার্থভাবে আঁকড়ে ধরো। কারণ, কুরআন হচ্ছে আমাদের জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। সান্ত্বনা ও স্বস্তি লাভের একমাত্র স্থান। যে এর ওপর আমল করবে তার সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাবে পৃথিবীর সব ধরনের জ্ঞানভান্ডার। তাকে অবহিত করা হবে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে। যাদের উদ্দেশ্য মানুষকে অসৎপথ থেকে সৎপথে নিয়ে আসা। [কুরআন অনুধাবন : পদ্ধতি ও সতর্কতা, ১৪৬]

৮০) নিয়মিত আমল এর গুরুত্ব: আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "তোমরা ঠিকভাবে নিষ্ঠাসহ কাজ করে নৈকট্য লাভ কর। জেনে রেখ, তোমাদের কাউকে তার 'আমল জান্নাতে প্রবেশ করাবে না এবং আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় 'আমল হলো, যা সদাসর্বদা নিয়মিত করা হয় যদিও তা অল্প হয়।" • সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬৪৬৪

৮১) সমস্ত রকম দুষ্টু জিন এবং কালো জাদুটোনা থেকে বাচার ৫টি গুরুত্বপূর্ণ আমল:

১ ➪ নিজের ঘর কুরআন দিয়ে আলোকিত করা। অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত বিশেষ করে ঘরে দৈনিক সূরা বাক্বারা তিলাওয়াত করা। এর ফলে শয়তান এবং দুষ্ট জিন থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

২ ➪ সকাল সন্ধ্যার হাদিসে বর্ণিত দুয়া অবশ্যই নিয়মিত পড়া।

৩ ➪ ঘরে কোন হারাম জিনিস যেমন প্রাণীর ছবি, বাদ্যযন্ত্র, টেলিভিশন ইত্যাদি না রাখা।

৪ ➪ যতবার ঘরে প্রবেশ করবে সালাম দিয়ে প্রবেশ করা, বিসমিল্লাহ বলে প্রবেশ করা। প্রত্যেক বৈধ কাজ যেমন খাওয়া, কাপড় পরা, ঘুম, ইস্তিঞ্জা এসবের শুরু তে বিসমিল্লাহ বলার অভ্যাস করা।

৫ ➪ সকাল সন্ধ্যা এবং ঘুমের আগে ৩ বার করে মোট ৯ বার এবং প্রত্যেক নামাজের পর সূরা ইখলাস ফালাক নাস তিলাওয়াত করা।

✎ শাইখ আহমাদ উল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ

৮২) ❝ আপনি যখন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবেন, আল্লাহ আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন। ওয়াল্লাহি, যখন আল্লাহর জন্য পূর্ণ ইখলাসের সাথে আপনি কোনো আমল করবেন, আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই এর পুরস্কার পাবেন! ❞ - শায়খ মুসা জিবরিল حفظه الله

৮৩) বান্দার আমল কমে গেলে, আল্লাহ তায়ালা তাকে দুশ্চিন্তার পরীক্ষায় ফেলেন। —ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) [সূত্র: কিতাবুত যুহুদ, ৬৪]

৮৪) একবার কথা প্রসঙ্গে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) ইরশাদ করেন, বর্তমানে লোকেরা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এবং বিপদ-আপদ ও রোগ-শোক থেকে মুক্তিলাভের জন্য তাবীয-কবয ইত্যাদিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং সেজন্য অনেক চেষ্টা-ফিকিরও করে থাকে। কিন্তু আসল যে ব্যবস্থা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা, সে ব্যাপারে অলসতা করে।

হযরত থানবী (রহ.) বলেন, এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, কোনো নকশা বা তাবীয দুআর সমান কাজ করে না, তবে সে দুআ হতে হবে দুআর মতো এবং যেসব কারণে দুআ কবুল হয় না সেগুলো থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

এ ব্যাপারে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) আরো বলেন, যখন আমি কানপুরের জামিউল উলুম মাদরাসায় শিক্ষক ছিলাম, সে সময় হঠাৎ সেখানে ব্যাপক আকারে মহামারী

দেখা দিলো। তখন আমি খাবে দেখলাম, এক বুযুর্গ বলছেন, খানাপিনার বস্তুর উপর তিনবার পূর্ণ সূরায়ে কদর অর্থাৎ, 'ইন্না আনযালনা' সূরা পাঠ করে খেলে বা পান করলে অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যাবে এবং সুস্থ ব্যক্তি রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। অতঃপর হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, তার উপর আমল করার পর বাস্তবে তার সুফল প্রমাণিত হয়েছে। [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত : ১৮৮-১৮৯]

🔸 হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) সূরা কদরের বিশেষ তাৎপর্য এবং উপকারিতার কথা উল্লেখ করেছেন। কানপুরের মহামারীর সময় স্বপ্নে পাওয়া এই আমলটির কার্যকারিতা প্রমাণিত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, অন্য কোনো সূরা থাকতে সূরা কদরকেই কেন বিশেষভাবে নির্বাচন করা হলো? এর কিছু সম্ভাব্য কারণ আলোচনা করা হলো:

* কদরের রাতের ফজিলত ও বরকত: সূরা কদরে লাইলাতুল কদরের মহিমা ও ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। এই রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এই রাতে আল্লাহর বিশেষ রহমত ও বরকত নাজিল হয়। সম্ভবত এই রাতের বিশেষ বরকতের কারণে এই সূরার তেলাওয়াতকে রোগমুক্তি ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন।

* কোরআন নাজিলের রাত: এই রাতেই আল্লাহ তাআলা মানবজাতির হেদায়েতের আলোকবর্তিকা মহাগ্রন্থ আল-কোরআন নাজিল করেছেন। কোরআন মাজিদ সর্ব রোগের শেফা ও হেদায়েতের উৎস। সূরা কদরের মাধ্যমে সেই রাতের বিশেষ রহমত ও কোরআনের বরকত লাভ করা যায়।

* ফেরেশতাদের অবতরণ: এই রাতে অসংখ্য ফেরেশতা ও রুহ (জিবরাঈল আ.) আল্লাহর নির্দেশে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। ফেরেশতাদের আগমন রহমত ও শান্তির বার্তা নিয়ে আসে। সূরা কদরের তেলাওয়াতের মাধ্যমে সেই রহমত ও শান্তির প্রত্যাশা করা হয়।

* আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ: মহামারী একটি কঠিন পরীক্ষা। সম্ভবত আল্লাহ তাআলা হযরত থানবী (রহ.)-কে স্বপ্নে এই বিশেষ আমলের কথা জানিয়ে তাঁর বান্দাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন এবং এর মাধ্যমে বিপদ থেকে মুক্তির একটি উপায় বাতলে দিয়েছেন।

* হযরত থানভীর (রহ.) আধ্যাত্মিক উপলব্ধি: এটা হযরত থানভীর (রহ.) আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও কাশফের মাধ্যমেও হতে পারে যে, এই বিশেষ পরিস্থিতিতে সূরা কদরের তেলাওয়াত বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর নেক বান্দাদের বিশেষ জ্ঞান দান করেন।

যদিও এর নির্দিষ্ট ও চূড়ান্ত কারণ আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন, তবে উপরোক্ত বিষয়গুলো সূরা কদরের বিশেষ তাৎপর্য ও ফজিলতের দিকে ইঙ্গিত করে, যার কারণে সম্ভবত হযরত

থানবী (রহ.) স্বপ্নে এই সূরার আমলের কথা জানতে পেরেছিলেন এবং এর বাস্তব সুফলও প্রমাণিত হয়েছিল।

৮৫) এ নিয়তে আমল করো যে, হে আল্লাহ! আপনার মহব্বত যেন সৃষ্টি হয়। এরপর দেখো, ইনশাআল্লাহ কেমন প্রভাব হয়? দ্বিতীয় জরুরী বিষয় এই যে, আল্লাহর নাম নাও। অর্থাৎ, কোনো এক সময় মন লাগিয়ে অল্প পরিমাণ 'আল্লাহ' 'আল্লাহ'ও করো। তৃতীয় বিষয় এই এবং এটা খুবই জরুরী যে, মহব্বতওয়ালাদের সোহবত অবলম্বন করো। -হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. [মাআসিরে হাকীমুল উম্মত : ৪৯৮]

৮৬) "কোনো আলিম যখন স্বীয় ইলম অনুযায়ী আমল করেনা, তখন তার উপদেশসমূহ (ওয়াজ) মানুষের অন্তরগুলো থেকে এভাবে দূর হয়ে যায় যেভাবে মসৃণ পিচ্ছিল প্রস্তরখণ্ড থেকে পানি চুয়ে চুয়ে পড়ে"। ~ ইমাম মালিক [রাহ.] [ইমাম খতীব বাগদাদী (রাহ.), ইক্বতিদ্বাউল ইলম, পৃ: ৬১]

৮৭) প্রেগনেন্সির সময় সবসময় পড়ার জন্য:

১) সূরা মারইয়াম- প্রেগনেনন্সি জার্নি সহজতার জন্য
২) সূরা ইউসুফ- বাচ্চার সৌন্দর্যের জন্য
৩) সূরা মুহাম্মদ -উত্তম আখলাকের জন্য

৪) ইয়া সালামু পড়া সবসময়, ডেলিভারির সময় পড়া।

৫) সকালে আর রহমান,সূরা ইয়াসিন (নিয়মিত আমল সবার জন্য)

৬) এই দুআ বেশি বেশি পড়া।

وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ

আর বল, ‘হে আমাদের রব, আপনি ক্ষমা করুন, দয়া করুন এবং আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।’ (সূরা মুমিনুন: ১১৮)

৭) লাব্বাঈক আল্লাহুম্মা লাব্বাঈক সম্পূর্ন দুআ প্রতি নামাজের পর নূন্যতম ৩ বার পড়া।

لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيْكَ لَكَ
উচ্চারণ : লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা, ওয়ান নি’মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারিকা লাক।

অর্থ : আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি, হে আল্লাহ! আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি। আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি, আপনার কোন শরীক নেই, আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা, নিয়ামত এবং সাম্রাজ্য আপনারই। আপনার কোনো শরিক নেই। (বুখারি, হাদিস : ১৫৪৯; মুসলিম, হাদিস : ২৮১১)

৮) আযানের পরে দুরূদ পড়া,আযানের দুআ পড়া,তারপর লাব্বাঈক সম্পূর্ন দুআ পড়া। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক সেই বছরই আল্লাহর ঘরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

৯) বৃষ্টির পানি জমিয়ে ৭০ বার সূরা ফাতিহা, ৭০ বার আয়াতুল কুরসি, ৭০ বার সূরা ইখলাস, ৭০ বার সূরা ফালাক, ৭০ বার সূরা নাস পড়ে পানি তে ফু দিয়ে ৭ দিন টানা খাওয়া।

১০) দুআর আগে পিছে ৩ বার করে দুআ ইউনুস পড়া।

১১) প্রতি ফরজ নামাজের পরে ৩ বার করে আয়াতুল কুরসি, ঘুমানোর আগে,ঘর থেকে বের হওয়ার আগে, বাচ্চাদের ফু দেয়া পড়ে।

"রব্বি হাবলি মিনাস সলেহীন।"

১২) রিযিকে বরকতের জন্য ৬ বার বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়ে, সূরা কাফিরুন,সূরা নাসর, ৩ কুল বিসমিল্লাহ সহ।

১৩) হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া হুয়া রব্বুল আরশিল আযীম মনযোগ দিয়ে বা দিয়েন যেভাবেই পড়ুকনউপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ

১৪) মাগরিবের পর সূরা আর রহমান, সূরা ওয়াকিয়াহ রিযিকের বরকতের জন্য পড়া।

🔸 বি:দ্র: এখানে শুধুমাত্র প্রেগনেন্সির আমল না, আরো অন্যান্য আমল ও দেয়া আছে। সাধারন সময়ের জন্য সবাই করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। একসাথে অনেকগুলো আমল একসাথে দেয়া। আলেম উলামাদের লেকচার থেকে সংগৃহীত।

৮৮) "ইয়া সালামু" (يا سلام) হলো আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম, যার অর্থ শান্তিদাতা, ত্রুটিমুক্ত, এবং নিরাপত্তার উৎস। এই নামটি পাঠ করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, সুরক্ষা ও সুস্থতা লাভের আশা করা হয়। "ইয়া সালামু" জিকিরের উপকারিতা ও পাঠের সংখ্যা এখানে উল্লেখিত আমলগুলো বেশিরভাগই বুজুর্গদের পরীক্ষিত (মুজাররাবাত) এবং অভিজ্ঞতালব্ধ।

* ১. মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা দূর করতে:
  * কতবার: অনির্দিষ্ট, যত বেশি সম্ভব।
  * কেন: আল্লাহর এই নামটি মনের অস্থিরতা দূর করে শান্তি ও প্রশান্তি আনে।
  * ইনশাআল্লাহ: আল্লাহ আপনার মনে শান্তি দান করবেন।

* ২. বিপদাপদ ও অপ্রত্যাশিত ক্ষতি থেকে সুরক্ষার জন্য:
  * কতবার: প্রতিদিন ১১৫ বার।
  * কেন: আল্লাহ সকল নিরাপত্তার উৎস। এই জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সুরক্ষা চাওয়া হয়।
  * ইনশাআল্লাহ: আপনি দৈনন্দিন বিপদাপদ থেকে আল্লাহর হেফাজতে থাকবেন।

* ৩. রোগমুক্তি ও সুস্থতার জন্য (বিশেষ আমল):
  * কতবার: ৩০০০ বার (এক বৈঠকে বা কয়েক দফায়)।
  * পদ্ধতি: গোসল করে পবিত্র অবস্থায় ৩ বার দরূদ শরীফ, তারপর "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ইয়া সালামু" ৩০০০ বার, সবশেষে আবার ৩ বার দরূদ শরীফ পড়ুন। এরপর রোগীর উপর ফুঁক দিন এবং পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করান। এই আমল ৩, ৫ বা ৭ দিন করুন।
  * কেন: "আস-সালাম" নামের একটি অর্থ হলো "সুস্থতার উৎস"। এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সুস্থতা কামনা করা হয়।
  * ইনশাআল্লাহ: আল্লাহ রোগীর সুস্থতা দান করবেন।

* ৪. অজ্ঞান ব্যক্তির জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য:
  * কতবার: ৩০০ বার।
  * পদ্ধতি: অজ্ঞান ব্যক্তির কাছে বসে "ইয়া রাহমানু ইয়া সালামু" পাঠ করুন।
  * কেন: "ইয়া রাহমানু" আল্লাহর রহমত ও দয়া বোঝায়, আর "ইয়া সালামু" সুস্থতা ও শান্তি। উভয় নামের সমন্বয়ে আল্লাহর কাছে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার আবেদন করা হয়।
  * ইনশাআল্লাহ: আল্লাহ অজ্ঞান ব্যক্তির জ্ঞান ফিরিয়ে দেবেন।

* ৫. মৃত্যুর সময় সুস্থ ও শান্ত থাকার জন্য:
  * কতবার: ফজরের নামাজের পর প্রতিদিন ১০০০ বার।
  * কেন: "আস-সালাম" অর্থ "শান্তিদাতা"। এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর কাছে সুস্থ, শান্ত ও ঈমানী হালাতে মৃত্যুর প্রার্থনা করে।
  * ইনশাআল্লাহ: আল্লাহ আপনাকে সুস্থ, শান্ত ও ঈমানী হালাতে মৃত্যু দান করবেন।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:
* যেকোনো আমলের আগে ও পরে দরূদ শরীফ পাঠ করা উত্তম।
* পূর্ণ বিশ্বাস ও আন্তরিকতার সাথে জিকির করুন। ফলাফল একমাত্র আল্লাহর হাতে।

৮৯) আল্লাহ্ তার বান্দাকে কীভাবে হেফাজত করেন সেই বিষয়ে ইবনে রজব হাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"বান্দার দ্বীনকে হেফাজত করার জন্য আল্লাহ্‌র আরেকটি পদ্ধতি হলো বান্দার দুনিয়াবি কামনা ব্যর্থ করে দেওয়া। বান্দা হয়তো নেতৃত্ব বা ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো কোনো দুনিয়াবি জিনিসের পেছনে ছুটছে। কিন্তু এটা তার দ্বীনের জন্য কল্যাণকর নয় বলে আল্লাহ্ তাকে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ করে দেন। বান্দা এর পেছনে আল্লাহ্‌র হিকমাহ বুঝতে না পেরে দুঃখিত হয়ে যায়।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, “বান্দা হয়তো ব্যবসায় বা নেতৃত্বের জন্য তোড়জোড় করে এই আশায় যে, তা তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তাকে দেখে ফেরেশতাদের আদেশ দেন, ‘তাকে এ থেকে বিরত রাখো। কারণ আমি যদি তার জন্য এটির ইচ্ছা করতাম, তাহলে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাতাম।’ ফলে আল্লাহ্ তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখবেন। বান্দা রাগে-দুঃখে বলতে থাকবে, ‘অমুক আমাকে হারিয়ে দিলো! তমুক আমাকে ছাড়িয়ে গেলো!’ অথচ এ সবই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার দয়া।”

আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, বান্দা হয়তো কোনো নেক আমল করতে তৎপরতা চালাচ্ছে, কিন্তু তা তার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পথ নয়। ফলে আল্লাহ্ তার ও তার আমলের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যান আর বান্দা সেটা টেরও পায় না।

তাবারানিতে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন, “আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, ‘আমার বান্দাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাদের ঈমান কেবল দারিদ্র্যের মাধ্যমে উন্নত করা সম্ভব। আমি যদি তাকে প্রাচুর্য দিতাম, তার ঈমান হ্রাস পেতো। আমার বান্দাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাদের ঈমান কেবল প্রাচুর্যের মাধ্যমে উন্নত করা সম্ভব। আমি যদি তাকে দারিদ্র্য দিতাম, তার ঈমান হ্রাস পেতো। আমার বান্দাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাদের ঈমান কেবল সুস্বাস্থ্যের মাধ্যমে উন্নত করা সম্ভব। আমি যদি তাকে অসুস্থতা দিতাম, তার ঈমান হ্রাস পেতো। আমার বান্দাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাদের ঈমান কেবল অসুস্থতার মাধ্যমে উন্নত করা সম্ভব। আমি যদি তাকে সুস্বাস্থ্য দিতাম, তার ঈমান হ্রাস পেতো। আমার বান্দাদের মাঝে অনেকে কোনো একটি ইবাদাত করতে চায়, কিন্তু আমি তাদের তা থেকে বিরত রাখি যাতে তারা অহংকারে পতিত না হয়। বান্দাদের অন্তরে কী আছে, তার ব্যাপারে আমার জ্ঞানের ভিত্তিতে আমি তাদের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করি। আমি সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ।"

(ইবনু আবিদ্দুনিয়া, আল-আওলিয়া, পৃষ্ঠা ১০০; আবু নুয়াইম, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৩১৮; বায়হাকি, আল-আসমা ওয়াসসিফাত, পৃষ্ঠা ১৫০)

বইঃ নবীজির ﷺ পদাঙ্ক অনুসরণ
মূলঃ ইবনে রজব হাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ)
অনুবাদ, পরিমার্জন এবং সম্পাদনাঃ সীরাত অনুবাদক টিম ; শার'ঈ সম্পাদনাঃ আবু মুহাম্মাদ

৯০) দু'আ এর অর্থ:

১. দু'আ করা মানে বান্দা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে যে তার একজন রব আছে।
২. সেই রব তার ডাক শোনেন, তিনি জানেন মনের প্রতিটি কথা, প্রতিটি আবদার।
৩. দু'আ অর্থ, বান্দা বিশ্বাস করে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরে, এবং তিনি সক্ষম সবকিছু পাল্টাতে।
৪. রবের সামনে বিনয়াবনত হওয়ার, নিজেকে মেলে ধরার সর্বোত্তম উপায়গুলোর একটি হলো 'দু'আ'।
৫. দু'আ জানান দেয়, আমরা কতটা দুর্বল, কতটা অসহায়। আর তিনি কতটা মহান, কতটা অমুখাপেক্ষী।
৬. দ্বীনদারিতার ওপর দু'আর প্রভাব তাৎক্ষণিক, অবশ্যম্ভাবী। দু'আ করছেন মানে এর প্রভাব আপনার দ্বীনদারিতায় পড়বেই!
৭. দু'আ শুধু ধার্মিকদের জন্যই নয়, শুধু ধার্মিকদের দু'আই কবুল হয় না। দু'আ দেখে না কে ধনী আর কে গরিব, কে আলেম আর কে জাহিল। সে শুধু দেখে অন্তর।
৮. আর তাই অন্তরের অন্তস্থল থেকে করা দু'আ কখনো ভেস্তে যায় না। দুনিয়ায় উত্তর না মিললেও ওপারে জমা থাকে, আরও ভালো কিছু!
৯. দু'আকারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন, তবে এই ভালোবাসা কোনো সাধারণ ভালোবাসা নয়।
১০. দু'আ করা যায় ছোট-বড়, জাগতিক কিংবা পারলৌকিক যে কোনো হালাল বিষয়ে।
১১. আল্লাহর নিকট এই ইবাদত এতই প্রিয় যে, আমরা দু'আ ছেড়ে দিলে তিনি রাগান্বিত হন।
১২. দু'আ করা যায় স্বশব্দে, নিভৃতে, কিংবা মনে মনে। মাওলার সাথে হৃদয়ের বন্ধন গড়তে নেই কোনো বাধা!
১৩. দু'আ এমন এক বাহিনী, যা বান্দার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। আসন্ন বিপদের রাস্তায় পাঁচিল হয়ে দাঁড়ায় এই দু'আ।
১৪. দু'আ হবে নিশ্চিত মনে, দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে: আল্লাহ কবুল করবেন, তিনি অবশ্যই বান্দার জবাব দেবেন। বান্দাকে একা ছেড়ে দিতে পারেন না। কারণ, বান্দাকে তাড়িয়ে দেওয়া যে তাঁর ইজ্জতের সাথে মানায় না! Dr. Shadee Elmasry

৯১) ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী রহ. একজন জ্ঞানী ব্যক্তির উক্তি বর্ণনা করেন যে, আমরা চারটি জিনিস তালাশ করেছি এবং এর তালাশ করতে গিয়ে ভুল পথ অবলম্বন করেছি।

১. আমরা ধনাঢ্যতাকে সম্পদের মধ্যে তালাশ করেছি, অথচ তা সম্পদের মধ্যে ছিল না; বরং অল্পে তুষ্টির মধ্যে ছিল। (আমরা অনবরত একে সম্পদের মধ্যেই তালাশ করেছি। অথচ সম্পদের মধ্যে যখন এটা ছিলই না, তাহলে তা কীভাবে পেতে পারি?)

২. আমরা (জান ও মালের) প্রাচুর্যে আরাম তালাশ করেছি। অথচ এসব কম হওয়ার মধ্যেই আরাম ছিল।

৩. আমরা মাখলুকের মধ্যে ইজ্জত-সম্মান তালাশ করেছি, (সুতরাং মাখলুককে সন্তুষ্ট করার পন্থা অবলম্বন করি। যাতে তাদের কাছে আমাদের ইজ্জত-সম্মান হয়।) কিন্তু তা তাকওয়ার মধ্যে পেয়েছি (আর এটা তো একেবারেই সত্য কথা যে, মানুষের মধ্যে যত বেশি তাকওয়া হবে, ততই তার ইজ্জত-সম্মান বেশি হবে।)

৪. আমরা আল্লাহ তাআলার নেয়ামতকে খাবার-দাবার আর পোশাক-পরিচ্ছেদের মধ্যেই তালাশ করেছি। (এবং মনে করেছি যে, এগুলোই আল্লাহ তাআলার বড় নেয়ামত।) অথচ আল্লাহ তাআলার বড় নেয়ামত হলো, ইসলামের দৌলত এবং গুনাহসমূহ ঢেকে রাখা। (এই দুই নেয়ামত যার লাভ হয়েছে, তার ওপর আল্লাহ তাআলার বড় নেয়ামত রয়েছে।)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়া যার আসল উদ্দেশ্য হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরের ওপর তিনটি জিনিস চাপিয়ে দেন :

এক. অনবরত দুঃশ্চিন্তা, যা কখনোই শেষ হয় না।

দুই. এমন ব্যস্ততা, যা থেকে অবসর হওয়া যায় না।

তিন. এমন অভাব, যা কখনো শেষ হয় না। (তাম্বিহুল গাফিলীন)

[ফাযায়েলে সাদাকাত, দারুল ফিকর]

৯২) "দশটি আয়াতের উচ্চারণ, তিলাওয়াত, ভাষা, অর্থ, ইলম ও আমল শিক্ষা করার পর নতুন দশ আয়াত শুরু করাই সুন্নাত পদ্ধতি"।

~ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর [রাহ.] [রাহে বেলায়াত, পৃ: ৬২৪, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, মার্চ ২০১৩ ঈ.]

৯৩) হাফেয ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, দশটি বস্তু ফলহীন, যা কোন কাজে লাগে না।

১. ঐ ইলম, যে মোতাবেক আমল করা হয় না।
২. ঐ আমল, যার মধ্যে ইখলাস নেই।
৩. ঐ সম্পদ, যা আল্লাহর পথে খরচ করা হয় না।
৪. ঐ অন্তর, যা আল্লাহর ভালবাসা হতে খালি।
৫. ঐ দেহ, যা আল্লাহর আনুগত্য হতে মুক্ত।
৬. ঐ ভালবাসা, যা আল্লাহর হুকুম মানতে আগ্রহী নয়।
৭. ঐ সময়, যা ক্রুটি সংশোধন ও নেকী অর্জন হতে শূন্য।
৮. ঐ চিন্তাধারা, যা অনুপকারী কাজে বেষ্টিত থাকে।
৯. ঐ খিদমত, যা আল্লাহর নিকটবর্তী করে না বা দুনিয়াতেও কোন কল্যাণ বয়ে আনে না।
১০. ভয় করা ঐ বস্তুকে বা আকাঙ্ক্ষা করা ঐ বস্তুর নিকটে, যে নিজে আল্লাহর হাতের মুঠির মধ্যে বন্দী। ~ (আল-ফাওয়ায়েদ, পৃঃ ১/১৭২)

৯৪) ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ. বলেন, একদা আমি যাত্রাকালে একটি পাথরে লেখা দেখলাম, তুমি যেই ইলম অর্জন করেছ, যদি তদনুযায়ী আমল করো না, তাহলে কীভাবে তুমি ইলম বৃদ্ধির আশা করো। [সালাফচরিত : ৩৭]

৯৫) আবু সুলাইমান আদ দারানী রহ. বলেন, আমি কখনো কখনো পাঁচ রাত যাবৎ একটি আয়াত পড়ে কাটিয়ে দিই। বারবার পড়তে থাকি এবং এর মধ্যে আমল করার মতো কী আছে তা খুঁজতে থাকি। যদি আমার মাঝে অলসতা না থাকত, তাহলে আমি সারাজীবন একটি আয়াত পড়ে কাটিয়ে দিতে পারতাম। কারণ, যেকোনো একটি আয়াতকে আমি যতবার তাদাব্বুরের সাথে পড়ি, ততবার তাতে নতুন আমলের সন্ধান পেয়ে থাকি। কারণ, আল-কুরআন হচ্ছে এক অসীম জ্ঞানভান্ডার, যা কখনো শেষ হওয়ার নয়। [কুরআন অনুধাবন : ১২৬]

৯৬) আসল সমাধানের প্রতি এখনও কারও লক্ষ নাই। তা হলো, নিজেদের আমল সংশোধন করা। এটা করা হলে ইনশাআল্লাহ কিছু দিনের মধ্যেই শত্রু ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। -হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. [মালফূযাতে হাকীমুল উম্মত : ১/৫২]

৯৭) কুরআন পড়ার সময় মৌলিক পাঁচটা উদ্দেশ্য একজন পাঠকের সামনে থাকা দরকার :
১. ইলম অর্জন,
২. কুরআন অনুযায়ী আমল,
৩. রবের সাথে কথোপকথন,
৪. সাওয়াব লাভ ও
৫. রোগ থেকে শিফা লাভ। [কুরআন অনুধাবন (পদ্ধতি ও সতর্কতা) : ৪০]

৯৮) ইয়াহইয়া ইবনু মুয়াজ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ৫ কাজের দ্বারা আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয়:
১। কুরআন তিলাওয়াত, এর উপর আমল ও তাদাব্বুর করা।
২। পরিমিত আহার করা।
৩। কিয়ামুল লাইল/ তাহাজ্জুদ আদায় করা।
৪। ভোরবেলা আল্লাহ তা'আলার যিকির।
৫। নেক ও দ্বীনদার মানুষের সাহচর্য গ্রহণ। [জামে কাসওয়াতুল ক্বলব - পৃষ্ঠা ৩]

৯৯) আমি শুনেছি, রিযিকের প্রতিটি দানার ওপর মোহরাঙ্কিত রয়েছে, এটি অমুকের মুখে যাবে। হায়! এ কথা যদি আমরা মনের মাঝে গেঁথে নিতে পারতাম। [মাজালিসে যাকারিয়া : ২২৮]

১০০) ফরয আমলই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নৈকট্য অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও কার্যকর উপায়। কারণ, কোনো কিছুই বান্দাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নৈকট্যের এত কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে না, যতটা ফরয আমল নিয়ে যায়।

ফরযের অন্তর্ভুক্ত হলো প্রতিটি বাধ্যতামূলক বিধান, তা হোক করণীয় বা বর্জনীয়। -শায়খুল হাদীস মাওলানা সালীম ধোরাত হাফি. [আল্লাহর প্রিয় হওয়ার উপায় : ৩]

কেবল দুই ব্যক্তিকে নিয়েই হিংসা করা যায়- এক. যাকে আল্লাহ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন আর সে তা রাত ও দিনের বিভিন্ন প্রহরে তিলাওয়াত করতে থাকে; তার প্রতিবেশী তার তিলাওয়াত শুনে আক্ষেপ করে- আমিও যদি তার মতো শিখতে পারতাম, তাহলে এমন আমল আমিও করতাম! আরেকজন, আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে সত্যের পথে তা ব্যয় করতে থাকে। (তাকে দেখে) অন্যরা বলে, আমারও যদি তার মতো সম্পদ থাকত, তাহলে আমিও এমন করতাম! -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৬

কেউ যখন কাউকে কোনো ভালো কাজের পথ দেখিয়ে দেয়, সে ব্যক্তি কাজটি করে যে সওয়াব পাবে, যে তাকে এর পথ দেখিয়ে দিল সেও অনুরূপ সওয়াব লাভ করবে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫১৩১

ইমাম মালেক রাহ. বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আট বছর ধরে কেবল সূরা বাকারাই শিখেছেন। (মুয়াত্তা মালেক, হাদীস ৪৭৯)

হাসান বসরী রাহ. থেকে বর্ণিত, কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল : যারা তাহাজ্জুদ পড়ে, তাদের চেহারায় এক ধরনের সৌন্দর্য দৃষ্টিগোচর হয়। এর কারণ কী?

হাসান বসরী রাহ. বলেন : সে অন্ধকার রাতে রহমানের নূরে (তিলাওয়াত ও ইবাদতে) ব্যস্ত থাকে। তাই আল্লাহ তাআলা তাকে নিজের বিশেষ নূর ও বরকত দান করেন। [ত্রৈমাসিক নারী : ৪৫; জুন-আগস্ট ২০২৫]

কুদৃষ্টির কুফলগুলোর মধ্যে এটিও একটি যে, কুদৃষ্টির কারণে মানুষের রিযিক এবং সময় থেকে বরকত উঠিয়ে নেয়া হয়। ছোট ছোট কাজ বিশদাকার ধারণ করে। যে কাজের চেষ্টাই করুক তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বাহ্যিকভাবে মনে হয় কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু যথাসময়ে গিয়ে হতে হতে কাজ অসম্পন্ন থেকে যায়। এতে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী বাড়ে।

মানুষেরা মনে করে, কেউ হয়তো (জাদুটোনা) কিছু করেছে। আসলে সে স্বীয় প্রবৃত্তির কুকর্মের কারণে বিপদে পড়ে গেছে। সে নিজেই তা স্বীকার করে বলে, 'একটা সময় ছিল যখন স্পর্শ করলে মাটিও সোনায় পরিণত হতো। আর এখন তো সোনা স্পর্শ করলেও তা মাটি হয়ে যাচ্ছে।' বোঝা গেল, কুদৃষ্টির প্রভাবে মানুষের জীবন থেকে বরকত উঠিয়ে নেয়া হয়। [এখন যৌবন যার : ৬২]

১০১) প্রশ্নঃ আমরা কি মাসিকের সময় স্মার্টফোন ব্যবহার করে কুরআন পড়তে পারি?

উত্তর: উত্তরটি হলো হ্যাঁ। আমার এ্যাপে, আমার কাছে যে কোরআন আছে, আমি আমার এ্যাপ খুললেই কোরআনের কপি খুলি। এটা কুরআন নিজেই নয়।

এটি X এবং O এর। এইভাবে এটি X এবং O এর X এবং O এর X এবং O এর বা X এবং I এর বা যাই হোক না কেন প্রোগ্রাম করা হয়েছে।

তাই একবার আমি এটি বন্ধ করে দিলে এটি আর মুসহাফ নয়। একবার আমি এটি চালু করলে এটি এখনও কাগজ এবং কালিতে লেখা মুসহাফের মতো নয় যে স্পর্শ করার জন্য আমার শারীরিকভাবে বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকা প্রয়োজন।

তাই অধিকাংশ স্কলার বলেছেন স্মার্টফোন বা পিডিএ বা অন্য যেকোন কিছু থেকে কুরআন ধরতে বা পড়তে কোনো সমস্যা নেই। - শাইখ আসিম আল হাকিম (সৌদি আরব)

১০২) সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ﷺ) একবার হজ্বের সময় সবার কাছাকাছি অবস্থিত সারিফ নামক জায়গায় থামলেন। এসময় তিনি আইশা (রাঃ)-কে কাঁদতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?" আইশা দুঃখের সাথে বললেন, "আমি যদি এ বছর হজ্ব না করতাম!" তিনি কীসের কথা বলছেন তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাথে সাথেই বুঝে গেলেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "সম্ভবত তোমার হায়েজ শুরু হয়েছে!" আইশা (রাঃ) জবাব দিলেন, "হ্যাঁ!" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "এই ব্যাপারটি আল্লাহ তাআলা আদমের সকল কন্যার জন্য নির্ধারণ করেছেন।" সান্ত্বনা দেবার পর তিনি এই অবস্থায় করণীয় শিখিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, "হাজ্বীরা যা করে, তুমিও তা করো। তবে পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত কাবার তাওয়াফ করতে পারবে না।" (সহীহ বুখারি ২৯৪)

রেফারেন্স https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=24130

হজ্বের বরকতময় সময়ে তাওয়াফ করতে না পারায় মা আইশা (রাঃ) অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন, এভাবেই রমাদানেও কিছু দিন ইবাদাত করতে অপারগ আমাদের বোনদেরও অত্যন্ত চাপা কষ্ট আর বেদনা অনুভব করবেন।

বৈধ কারণে ইবাদাতে অপারগ ব্যক্তির পুরস্কার: সালাতের জন্য আনন্দের সংবাদ এই যে, যদি কোনো বোন আন্তরিকভাবে সালাত-সাওমের জন্য নিয়ত করে, হোক সেটা ফরয বা নফল, কিন্তু কোনোমাত্র হায়েজের কারণে সেই বোন ইবাদাত করতে পারছে না। এক্ষেত্রে ইবাদাত করলে যে সাওয়াব পাওয়া যেত, ইবাদাত না করেও ঠিক একই রকম সাওয়াব পাওয়া যাবে—সাওয়াবে এতটুকু কম হবে না।

সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "কেউ অসুস্থ হলে অথবা সফরে থাকলে যেমন সাওয়াবই পাবে, যেমনটা সে সুস্থ অবস্থায় বা সফরে না থাকা অবস্থায় পেতো।" (বুখারি: ২৯৯৬)

🟢একজন নারী কি ঋতুবতী অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে?

কুরআন স্পর্শ না করে মুখস্থ তিলাওয়াতের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সঠিক মতটি ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) তাঁর ফাতাওয়ার ২১তম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন। ইমাম মালিক, আশ-শাফিঈ এবং আরও অনেকে একই মত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে, মুখস্থ পড়া বা কুরআন স্পর্শ না করে পড়া বৈধ। এ ধরনের বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে হারাম প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত হালাল হিসেবে সাব্যস্ত হয়। আর আলোচ্য বিষয়ে হারাম সাব্যস্তকারী কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই। এমন কোনো অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই—যা দ্বারা ঋতুবতী নারীর কুরআন তিলাওয়াত করাকে হারাম বলা যায়।

ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ, আশ-শাওকানী ও ইবনু তাইমিয়াহ বলেছেন—একজন নারী কুরআন মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পারে। কারণ এ ব্যাপারে কোনো অকাট্য দলীল নেই যে—হায়েজ অবস্থায় নারীর কুরআন মুখস্ত তিলাওয়াত হারাম। “নারীরা হায়েজ অবস্থায় কুরআন পড়তে পারবে না” এমন একটি কথাকে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর উক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এটি আছে ইবনু মাজাহ ও তিরমিযীতে। কিন্তু হাদিসটি এতটাই দুর্বল যে, একে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) প্রতি সম্পর্কিত করা যায় না।

কেউ কেউ বড় অপরিচ্ছন্নতা (জুনুব) অবস্থায় থাকা পুরুষের সাথে নারীকে তুলনা করে কিয়াস করেছেন। একটি সহিহ ও স্পষ্ট হাদিসে বলা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) জুনুব অবস্থায় তিলাওয়াত করতেন না। যা হোক, বড় অপবিত্রতায় থাকা পুরুষের সাথে ঋতুবতী নারীকে তুলনা করে কিয়াস করতে চাইলে অবস্থা দুটিকে পুরোপুরি একই হতে হবে। জুনুবী (বড় অপবিত্রতা) অবস্থায় থাকাটা পুরুষের জন্য ইচ্ছাধীন, এ অবস্থায় সে বাধ্য থাকে না। সে অলস বসে না থেকে উঠে গোসল করে ফেললেই পবিত্রতা অর্জিত হয়ে যায়। কিন্তু নারীদের ব্যাপারটা তেমন নয়। তাকে পবিত্র হবার জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করতে হয়। কাজেই দুই ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকায় দুটিকে তুলনা করা যাবে না, এবং কিয়াস করার সুযোগ নেই।

হায়েজ সকল নারীর জীবনে ঘটে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগেও তা ছিল, এমনকি এর আগেও ছিল। তখন অনেক মুসলিম মহিলা ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর বেশ কয়েকজন স্ত্রী ছিলেন, যারা আমাদেরকে রাসূল (ﷺ)-এর জীবনের এবং তাদের নিজেদের জীবনের সকল বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ শিক্ষা দিয়েছেন। আপনার কি মনে হয়, ঋতুবতী নারীর কুরআন তিলাওয়াত সত্যিই হারাম হয়ে থাকলে একে হারাম সাব্যস্তকারী অন্তত একটিও সর্বজনসম্মত ও নির্ভরযোগ্য হাদিস থাকত না?

🟢ঋতুবতী নারী কি কুরআন স্পর্শ করে পড়তে পারে?

এটা জানতে হলে যে মূল বিষয়টির দিকে ফিরে যেতে হবে তা হলো—অপবিত্র অবস্থায় কি কুরআন স্পর্শ করা যায়? বেশিরভাগ আলিমদের মত অনুযায়ী, কুরআন স্পর্শ করার আগে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। অপরদিকে অল্প সংখ্যক আলিম বলেছেন যে অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা বৈধ। তাদের মধ্যে আছেন ইবনু আব্বাস, আশ-শাবি, আয যাহহক, আল হাকম ইবনু উতাইবাহ, হাম্মাদ ইবনু আবি সুলাইমান, দাউদ আয যাহিরি এবং আয যাযারিয়াহ। যা হোক, ফয়সালা ভোটের ভিত্তিতে হবে না, আমরা প্রমাণের ভিত্তিতে এগোবো। কারণ এটা গণতন্ত্র নয়।

মদীনায় শরীয়াহ দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় আমাকে প্রত্যেকটি ক্লাসের ওপর একটি করে সংক্ষিপ্ত নোট লিখতে হত। আমার মনে হয় আমার নোটটি প্রায় ১৫ পৃষ্ঠার মতো অথবা কাছাকাছি ছিল। ফিকহ ক্লাসের জন্য আমার শিক্ষক আমাকে বললেন, “তোমার বিষয়বস্তু

হলো এই, তোমাকে এর ওপর লিখতে হবে।" এটি ছিল নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে। ইসলামি জ্ঞান নিয়ে আপনি যতই গবেষণা চালিয়ে যাবেন, সময়ের সাথে সাথে আপনার জ্ঞান ততই বাড়তে থাকবে। যতই সময় যাবে, ততই আপনি দেখবেন, আগে যে হাদিস আপনি পাননি, যে মতটির কথা আপনি আগে জানতেন না অথবা মনোযোগ দেননি, সেসব খুঁজে পাচ্ছেন। আপনি দেখবেন, আপনি যে হাদিসটিকে সহিহ ভেবেছিলেন তা দুর্বল, কিংবা উল্টোটা। কিন্তু তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি এ সিদ্ধান্তের ওপরই স্থির আছি, যা আমি এই বিষয়ে আমার থিসিসের শেষ বাক্যে লিখেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, উপসংহার হলো, এ প্রসঙ্গে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য বিশুদ্ধ নয়, আর যা কিছু বিশুদ্ধ তা স্পষ্ট নয়।

উদাহরণস্বরূপ, অনেক অনির্ভরযোগ্য হাদিস আছে, কিন্তু একটা প্রমাণ অনেকেই ব্যবহার করে, তা হলো কুরআনের একটি আয়াত। আল্লাহ বলেন, "এটি এমন এক কিতাব যা পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না।" (সুরাহ আল ওয়াকিয়াহ: আয়াত ৭৯)

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, এটি হলো আসমানে তথা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত কিতাব। এখানে কুরআনের কথাও বলা হচ্ছে না। এখানে ফেরেশতাদের কথা বলা হচ্ছে এবং লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ফলকগুলোকে বোঝানো হচ্ছে। আমাদেরকে কিংবা আমার কাছে থাকা কুরআনকে বোঝানো হচ্ছে না।
আরবিতে 'মুত্বাহহার' (مطهر) শব্দটি সাধারণ 'পবিত্র' বোঝাতে ব্যবহার করা হয় না, বরং 'সন্দেহাতীতভাবে ভুলের ঊর্ধ্বে' বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। আপনার-আমার জন্য এই শব্দ ব্যবহার করা হবে না। যদিও আমরা শুধু ওযু করার সময় 'পবিত্র' বোঝাতে কাছাকাছি শব্দ 'মুতাত্বাহহির (متطهر) ব্যবহার করি, মুত্বাহহার নয়। মুত্বাহহার ব্যবহার করা হয় তাঁদের জন্য যারা কখনো ভুল করেন না, যেমন-ফেরেশতাগণ।

উপরন্তু, প্রথমে যে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছিল, যখন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আইশাহ (রা:) কে বললেন, নারীরা যা করে তা-ই করতে, কেবল তাওয়াফ ও সালাত ছাড়া। হজ্জের সময় মানুষ কুরআন পড়ে এবং স্পর্শ করে। এবং তারা এটা প্রতিদিনই করে থাকে। হজ্জে তো অবশ্যই আরও বেশি করে থাকে। তো রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আইশা (রা:)-কে কেন কুরআন স্পর্শ করতে ও পড়তে নিষেধ করলেন না?

আল-হাকিম, আহমাদ, মালিক ও অন্যান্য বর্ণনায় একটি বিশুদ্ধ হাদিস আছে, রাসুল (ﷺ) বলেন, "পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না।"

কিন্তু এখানে 'ত্বাহির' শব্দটি দ্বারা "কুফর থেকে পবিত্র" এমনও বোঝানো হতে পারে। "ওজুর মাধ্যমে পবিত্র" বোঝানো না-ও হতে পারে।

আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই মুশরিক মাত্রই অপবিত্র।" (সুরাহ আত-তাওবাহ আয়াত ২৮)

এ থেকে বোঝা যায়, মুমিনরা পবিত্র। কাজেই "ত্বাহির" শব্দ দ্বারা ইসলামের পবিত্রতা বোঝানো হতে পারে।

অন্য একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “মুসলিম ব্যক্তি অপবিত্র হয় না।”

সুতরাং এটি কুফরের বিরুদ্ধে ইসলামের পবিত্রতা হতে পারে। হাদিসটি ছিল রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে আমর ইবনু হিজামের প্রতি লেখা একটি চিঠিতে। তখন আমর ইবনু হিজাম থাকতেন নাজরানে, খ্রিস্টানদের সাথে। কাজেই এটি হতে পারে যে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি কাফিরদেরকে কুরআনের পৃষ্ঠা স্পর্শ করতে না দেন।

সুতরাং অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করে এমন কোনো স্পষ্ট বিশুদ্ধ হাদিস নেই। আর যেসব বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে, তাদের অন্য অর্থ আছে।

শ্রদ্ধা সংক্রান্ত ব্যাপার: হালাল-হারামের বিষয়টিকে বাদ দিলেও এখানে শ্রদ্ধার একটি ব্যাপার আছে। কুরআন অর্থাৎ আল্লাহর বাণীর প্রতি সম্মান বজায় রাখা প্রয়োজন। সেটা ভিন্ন কথা। যদিও আমি বিশ্বাস করি কুরআন স্পর্শ করতে চাইলে পবিত্র হতে হবে এমন কোনো স্পষ্ট বিশুদ্ধ হাদিস নেই, তবুও আমার মনে পড়ে না ছোটবেলা থেকে কখনও জেনেশুনেও ওযুবিহীন অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করেছি। এটি যদি আবশ্যক না-ও হয়, তবুও এখানে শ্রদ্ধার বিষয়টি জড়িত। আল্লাহ বলেন, “এবং যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, এটি নিশ্চয়ই অন্তরের তাকওয়ার কারণে।” (সুরাহ আল-হজ্জ: আয়াত ৩২)

সালাফদের কেউ কেউ, যেমন ইবনু উমার, কুরআন স্পর্শ করার পূর্বে ওযু করতেন। অনেকে শ্রদ্ধার কারণে ওযু করতেন, মিসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজতেন, কিবলার দিকে মুখ করে বিনীতভাবে বসতেন, সম্মানের সাথে কুরআন পড়তেন। কারণ এটি তো আল্লাহর বাণী!

কোনো নারী চাইলে এই পুরো মতভেদটা এড়িয়ে যেতে পারেন এবং মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক দিয়ে রেখে (স্পর্শ না করেই) কুরআন পড়তে পারেন। এটি বৈধ। কিংবা তিনি চাইলে শেষ উপায় হিসেবে আইফোন, আইপ্যাড বা কম্পিউটার থেকে পড়তে পারেন। কেননা এগুলো মুসহাফ হিসেবে বিবেচিত হয় না, এবং এক্ষেত্রে আগের উল্লেখিত বিধান প্রযোজ্য নয়। কাজেই ঐ সকল ডিভাইস থেকে পড়া অবশ্যই বৈধ, কারণ সেক্ষেত্রে মুসহাফের বিধান খাটে না। (ধূলিমলিন উপহার রামাদান: শায়েখ আহমাদ মূসা জিবরীল; পৃ: ৩৯-৪৬)

চতুর্থ অধ্যায়

১) "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কুল মুবিন" - এর অর্থ হলো: "আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি প্রকৃত মালিক এবং স্পষ্ট সত্য।"

এই বাক্যটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা আল্লাহর একত্ববাদকে তুলে ধরে এবং তার সার্বভৌমত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।

🔸 প্রত্যহ ১০০ বার لاإلهإلااللهالملكالحقالمبين পাঠ করা : হযরত আলি রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যহ ১০০ বার “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কুল মুবিন “পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তার অভাব অনটন দূর করে দিবেন, তার কবরের ভীতি ও অন্ধকার দূর করে দিবেন এবং তার জন্যে জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিবেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

মূল : আল্লামা ইদরিস কান্ধলভি [রহ.] অনুবাদ : মাওলানা মিরাজ রহমান

🔸 যে ব্যক্তি প্রতিদিন ফজরের নামায আদায় করে ১০০ বার পড়বে,
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ
আল্লাহ তা'য়ালা তার রিযিকের পেরেশানী দূর করবেন, স্বচ্ছলতা দান করবেন। জান্নাতের দরজা খুলে দিবেন এবং কবরের মুনকির নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দানে সহজ হবেন। (আমালিয়াত কা ফাযায়েল)

কেউ যদি এই দোয়া প্রতিদিন ১০০ বার পড়ে তবে তা দারিদ্র্যতার বিরুদ্ধে তাকে নিরাপত্তা দিবে, সম্পদ অর্জনের মাধ্যম হবে এবং কবরের পরীক্ষা থেকে সে মুক্ত থাকবে। (উৎস: তারিখে বাগদাদ, খন্ডঃ ১২, পৃষ্ঠাঃ ৩৫৮, আল হিলিয়া, খন্ডঃ ৮, পৃষ্ঠাঃ ৩০৯)

২) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন নির্ধারিত ফিরিশতা আছেন। কোনো বান্দা (দোয়া) তিনবার
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
"ইয়া আরহামার রাহিমীন"
বললে সে ফিরিশতা বলেন, আরহামার রাহিমীন তোমার প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। এখন তুমি চাও। (আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং: ১৯৯৬)

৩) ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম, ইয়া আরহামার রাহিমীন, ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বইয়্যুম।

৪)সূরা আলে ইমরান: ২৬

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
কুল্লিলা-হুম্মা মা-লিকাল মুলকি তু’তিল মুলকা মান তাশাউ ওয়া তানঝি‘উল মুলকা মিম্মান তাশাউ ওয়াতু‘ইঝঝুমান তাশাউ ওয়া তুযিল্লুমান তাশাউ বিইয়াদিকাল খাইরু; ইন্নাকা ‘আলা-কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

"বল, ‘হে আল্লাহ! তুমি সমুদয় রাজ্যের মালিক, যাকে ইচ্ছে রাজ্য দান কর আর যার থেকে ইচ্ছে রাজ্য কেড়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছে সম্মানিত কর আর যাকে ইচ্ছে অপদস্থ কর, তোমারই হাতে সব রকম কল্যাণ, নিশ্চয়ই তুমি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান’।"

সূরা আলে ইমরান: ২৭
تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
তূলিজুল লাল্লাইলা ফিন্নাহা-রি ওয়াতূলিজুন্নাহা-রা ফিল্লাইলি ওয়াতুখরিজুল হাইইয়া মিনাল মাইয়িতি ওয়াতুখরিজুল মাইয়িতা মিনাল হাইয়ি ওয়াতারঝুকুমান তাশাউ বিগাইরি হিছা-ব।

"তুমিই রাতকে দিনের ভিতর আর দিনকে রাতের ভিতর ঢুকিয়ে দাও, তুমিই জীবিতকে মৃত হতে বের কর এবং মৃতকে জীবিত হতে বের কর আর যাকে ইচ্ছে বেহিসাব রিযক্ব দান কর।"

সূরা ইয়াসিন: আয়াত ৮২
إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ
ইন্নামাআমরুহূ ইযাআরা-দা শাইআন আইঁ ইয়াকূলা লাহূকুন ফাইয়াকূন।

"তাঁর কাজকর্ম কেবল এ রকম যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছে করেন তখন তাকে হুকুম করেন যে হয়ে যাও, আর অমনি তা হয়ে যায়।"

৫) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুরূদ না পড়া পর্যন্ত প্রত্যেক দোআ আটকে রাখা হয়। (নাসাঈ সহিহুল জামি ৪৩৯৯)

৬) ৩ টি দুআ:

رَبَّنَا أَعْتِقْ رِقَابَنَا مِنَ النَّارِ
'রব্বানা আ'তিক রিক্বাবানা মিনান নার'
অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ঘাড়গুলোকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করুন।

اَللّٰهُمَّ بَلِّغْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ
'আল্লাহুম্মা বাল্লিগনা লাইলাতুল ক্বদর'
অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে লাইলাতুল ক্বদর পর্যন্ত পৌঁছানোর তাওফিক দিন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
'রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আংতাস সামী'উল 'আলিম'।
অর্থ: হে আমাদের রব! আমাদের তরফ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৭) শাহাদাতের মৃত্যু ও মদিনায় মৃত্যু চাওয়ার দোয়া:
(اَللَّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِيْ فِي بَلَدِ رَسُوْلِكَ (ﷺ).

আল্লা-হুম্মার্ যূক্বনী শাহাদাতান ফি সাবিলিক, ওয়াজ্'আল মাওতি ফি বালাদি রাসূলিক (ﷺ)

হে আল্লাহ, আমাকে আপনার পথে শাহাদাত দান করুন এবং আপনার রাসূল (ﷺ)-এর শহরে (মদীনায়) আমাকে মৃত্যু দান করুন। (বুখারীঃ ১৮৯০)

৮) হে আল্লাহ! আমাদের বিতাড়িত শয়তান থেকে হেফাজত করুন। হে আমার রব! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমার রব! শয়তান আমার কাছে পৌঁছা থেকেও আমি আপনার আশ্রয় গ্রহন করছি। (মুসান্নাফু আব্দির রাযযাক ২৫৭৮, তাউস রহ: এর দুআ)

৯) হে আমার রব! আমাকে আবৃত করে দিন এবং ঢেকে রাখুন। আমার কাফন বৃদ্ধি করে দিন।

১০) উমার (রা) এর দুআ: হে আল্লাহ! আমার সকল আমলকে নেক আমল বানিয়ে দিন। আর এগুলো যেন খালিসভাবে আপনার সন্তুষ্টির জন্যই কৃত হয় তেমন বানিয়ে দিন। এর এগুলোতে অন্য কারো (গাইরুল্লাহর) সামান্য অংশও রাখবেন না। অর্থাৎ এগুলো যেন শতভাগ আপনার জন্যই করা হয়।

১১) ইবনু মাস'ঊদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি এই দু'আ পড়বে, তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে—যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়নকারী হয়।"

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

[আসতাগফিরুল্লাহ আল্লাযি (অথবা আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযি) লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল 'হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহি]

অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোনো সার্বভৌম সত্তা নেই—তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী—এবং আমি তাঁর নিকট তাওবাহ্ করছি। [আবু দাউদ: ১৫১৭, তিরমিযি: ৩৫৭৭, হাদিসটি বিশুদ্ধ]

১২) যখন সাহায্যের প্রয়োজন, কিছু করতে পারছেন না। সূরা নাসর পড়া শুরু করে দিন।

১৩) শত্রুর দৃষ্টি থেকে আড়াল হতে সূরা ইয়াসিন: আয়াত ৯ পড়ুন খুব বিশ্বাস করে। হিজরতের সময় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুর দৃষ্টি হতে আড়াল হতে এ আয়াত পড়েছেন। তিনি তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যান কিন্তু তারা তাঁকে দেখতেও পায় নি। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

- সূরা ইয়াসিন: আয়াত ৯

وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
ওয়া জা'আল না-মিম বাইনি আইদীহিম ছাদ্দাওঁ ওয়া মিন খালফিহিম ছাদ্দান ফাআগশাইনা-হুম ফাহুম লা-ইউবসিরূন।

"তাদের সামনে আমি একটা (বাধার) প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, আর পেছনে একটা প্রাচীর, উপরন্তু তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি; কাজেই তারা দেখতে পায় না।"

১৪) যখন সব পথ বন্ধ তখন এই আয়াত পড়ুন: সূরা শুআরা ২৬: ৬২

قَالَ كَلَّآ ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ
কা-লা কাল্লা- ইন্না মা'ইয়া রাববী ছাইয়াহদীন।

(ইন্না মাইয়া রব্বি ছাইয়াহদীন, এতটুকু পড়তে হবে।)

"মূসা বলল- 'কক্ষনো না, আমার রব আমার সঙ্গে আছেন, শীঘ্রই তিনি আমাকে পথ নির্দেশ করবেন।"

🔸 সামনে বিশাল সমুদ্র আর পিছনে ফিরআউনের বাহিনী এ অবস্থায় মূসা (আ:) এ দুআ পড়েছিলেন। তখন আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য সমুদ্রের মাঝপথে রাস্তা তৈরি করে দেন। আমরা যখন আমাদের জন্য কোন পথ পাবো না, সব বন্ধ মনে হবে তখন এ দুআ বিশ্বাস করে পড়ব। ইনশাআল্লাহ আমাদের জন্যও পথ খুলে যাবে যা আমরা চিন্তাও করতে পারব না।

১৫) অসুস্থতার সময় আইয়ুব (আ:) যে দুআ করেছেন: সূরা আম্বিয়া: আয়াত ৮৩
وَأَيُّوبَ إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ

ওয়া আইয়ুবা ইযনা-দা-রাব্বাহূ আন্নী মাছছানিয়াদদু ররু ওয়া আনতা আরহামুররা-হিমীন ।

(রব্বি আন্নী মাছছানিয়াদদু ররু ওয়া আনতা আরহামুররা-হিমীন। এতটুকু পড়তে হবে।)

"স্মরণ কর আইয়ূবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকেছিল : (এই ব'লে যে) আমি দুঃখ কষ্টে নিপতিত হয়েছি, তুমি তো দয়ালুদের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।"

🔸 আইয়ুব (আ:) শারীরিক অসুস্থতা, ধন সম্পদের কষ্ট (দারিদ্র্যতা) র মত পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি এ দুআ করেছেন। তারপর আল্লাহ পাক তাকে সুস্থতা, পরিবার, সম্পদ সব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। দুআ করার ভাষার প্রতি লক্ষ্য করুন। সুবহানাল্লাহ!

আমার দু:খ কষ্ট আল্লাহকে জানাবো। আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখব। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু, তিনি আমাকে বিপদ থেকে মুক্ত করবেনই। সেই রব এখনো আছেন। আমাদের মত নগন্য অসহায় সৃষ্টি বিশ্ব জাহানের প্রভুর কাছে চেয়ে পাবো না, এটা হতে পারে না। আমরা জানি না কিভাবে চাইতে হয়। আমাদের বিশ্বাস বড়ই দুর্বল।

১৬) দোয়া ইউনুস:

لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লা আংতা, সুবহানাকা ইন্নি কুংতু মিনাজ জ্বালিমিন।'

অর্থ : 'আপনি ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই; আপনি পূতঃপবিত্র, নিশ্চয় আমি জালিমদের দলভুক্ত।' (সূরা আম্বিয়া: ৮৭)

◆ ইউনুস (আ:) তিন স্তর অন্ধকারে ছিলেন। পানির নিচের অন্ধকার, মাছের পেটের অন্ধকার, রাতের অন্ধকার। তখন মাছের পেটে থাকা অবস্থায় তিনি এ দুআ করেছিলেন। আল্লাহ তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। দুআ করার আদব লক্ষ্য করুন। আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ, নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

১৭) পূর্বসূরি মনীষীদের জীবনীতে দেখা যায়—তাঁরা জমজমের পানি পানের সময় সুন্দর নিয়ত ও বিভিন্ন দোয়া করতেন। এখানে কয়েকজন মনীষীর উদ্ধৃতি দেওয়া হলো—

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ.) বলেন, হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জমজমের পানি পান করেছিলাম স্মৃতিশক্তিতে হাফিজ শামসুদ্দিন জাহাবি (রহ.)-এর স্তরে পৌঁছার নিয়তে। সুয়ুতি বলেন, ইবনে হাজার ওই স্তরে পৌঁছেছিলেন; বরং তাঁর স্মৃতিশক্তি আরো অধিক প্রখর হয়েছিল। (তাবাকাতুল হুফফাজ: ১/৫২২)

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন, আমার হাদিস শিক্ষাজীবনের প্রথম দিকে একবার আমি জমজমের পানি পান করলাম এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম যে, তিনি যেন আমাকে হাদিস মুখস্থ করার ক্ষেত্রে হাফিজ জাহাবি (রহ.)-এর অবস্থা দান করেন। তারপর যখন আমি ২০ বছর পর আবার জমজমের পানি পান করলাম এবং ওই স্তর থেকে বেশি কিছুর জন্য প্রার্থনা করতে মন চাইল, তখন আমি আরো উঁচু স্তরের জন্য দোয়া করলাম। আমি আশাবাদী যে, আল্লাহ তা-ও আমাকে দান করবেন। (মাওয়াহিবুল জালিল: ৩/১১৬)

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ.) জমজমের পানি পান করেন এই নিয়তে যে, আল্লাহ তাআলা যেন তাঁকে ফিকহশাস্ত্রে ইমাম সিরাজুদ্দিন আল বুলকিনি (রহ.)-এর স্তরে এবং হাদিসশাস্ত্রে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.)-এর স্তরে পৌঁছে দেন।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির আল্লামা ইবনুল আরাবি (রহ.) বলেন, ৪৮৯ হিজরির জিলহজ মাসে আমি মক্কায় অবস্থান করছিলাম। আমি খুব বেশি করে জমজমের পানি পান করতাম। প্রতিবার পানের সময় আমি ইলম ও ঈমানের নিয়ত করতাম। ফলে আল্লাহ তাআলা এর বরকত আমাকে দান করেন এবং আমি যথাসাধ্য ইলম হাসিল করলাম। কিন্তু আমলের নিয়তে

জমজমের পানি পান করতে ভুলে গেলাম। হায়! যদি আমলের নিয়তেও পান করতাম, তবে আল্লাহ আমাকে ইলম ও আমল উভয়টির বরকত নসিব করতেন। কিন্তু তা হলো না। (আহকামুল কোরআন: ৩/৯৮)

আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জাফর বলেন, হাদিসশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম ইবনে খুজায়মা (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, এত ইলম আপনি কিভাবে অর্জন করলেন? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, নবীজি (স.) ইরশাদ করেছেন, 'জমজমের পানি যে নিয়তে পান করা হয় তা-ই কবুল হয়। ' আর আমি যখন জমজমের পানি পান করেছিলাম, তখন আল্লাহর কাছে উপকারী ইলম প্রার্থনা করেছিলাম। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৪/৩৭০)

শায়খ ইয়াহইয়া ইবনে আহমদ আল আনসারি (রহ.) কোরআন হিফজের নিয়তে জমজমের পানি পান করেন। ফলে তিনি খুবই স্বল্প মেয়াদে কোরআন হিফজ করতে সক্ষম হন।

হাকিম আবু আবদুল্লাহ (রহ.) জমজমের পানি পান করেন উৎকৃষ্ট রচনা সংকলনের নিয়তে। ফলে তিনি ছিলেন স্বীয় যুগের সবচেয়ে ভালো মানের লেখক ও সংকলক। (ফাতহুল কাদির: ২/৩৯৮-৪০০)

বড় উদ্দেশ্য সামনে রেখেও জমজমের পানি পান করতেন আলেমরা। যেমন—হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.) বর্ণনা করেন, ইমাম শাফেয়ি (রহ.) তীর নিক্ষেপে পারদর্শিতা অর্জনের নিয়তে জমজমের পানি পান করেন। ফলে প্রতি ১০টি তীরের ৯টিই তিনি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দিতে পারতেন। (ফায়জুল কাদির: ২/৫০৭)

হাফিজ সাখাওয়ি (রহ.) ইবনুল জাজারি (রহ.)-এর জীবনালোচনায় লেখেন, তাঁর পিতা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। ৪০ বছর পর্যন্ত কোনো সন্তান লাভ করেননি। এরপর তিনি হজে গেলেন এবং পুণ্যবান সন্তান পাওয়ার নিয়তে জমজমের পানি পান করলেন। পরে এক রাতে সালাতুত তারাবির পর মুহাম্মদ আল জাজারির জন্ম হয়। আর জ্ঞান-গরিমায়, বিশেষত কিরাতশাস্ত্রে ইবনুল জাজারি (রহ.)-এর যে শীর্ষ অবস্থান ছিল, তা তো বিজ্ঞজনের জানাই আছে। (আল গায়াহ: ১/৫৮)

কোনো কোনো আলেমের ব্যাপারে বর্ণনা পাওয়া যায় যে যখন তিনি জমজমের পানি পান করেন, দোয়া করেন, ইয়া আল্লাহ! আপনার নবী আমাদের বলে গেছেন—'জমজমের পানি যে নিয়তে পান করা হয় তা-ই কবুল হয়। ' ইয়া আল্লাহ! আমি এই জমজমের পানি পান করছি, যেন কেয়ামত দিবসে তৃষ্ণার্ত না হই। (আখবারু মক্কা: ২/৩২)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে পবিত্র জমজমের পানি নেক নিয়তে পান করার তাওফিক দান করুন। ইসমাঈল (আ.)-এর স্মৃতিবিজড়িত জমজমের বরকত মুসলিম উম্মাহকে দান করুন। আমিন।

১৮) প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন, “তোমাদের মধ্যে যে কেউই পরিপূর্ণরূপে ওযু করার পর (নিম্নের যিক্‌র) পড়ে তার জন্যই জান্নাতের আটটি দ্বার উন্মুক্ত করা হয়; যে দ্বার দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারে।

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ।

“আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহ্‌।”

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন অংশী নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রসূল। (মুসলিম ২৩৪নং, আবু দাঊদ, ইবনে মাজাহ্‌)

তিরমিযীর বর্ণনায় এই দুআর শেষে নিম্নের অংশটিও যুক্ত আছে:-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ।

উচ্চারণ:- আল্লাহুম্মাজ আলনী মিনাত তাওয়াবীনা, অজ্‌আলনী মিনাল মুতাত্বাহ্‌হিরীন।

অর্থ:- হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের দলভুক্ত কর। (মিশকাত ২৮৯নং)

ওযুর শেষে নিম্নের দুআ পাঠ করলে তা শুভ্র নিবন্ধে লিখে সীল করা হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা নষ্ট করা হয় না।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ।

“সুবহানাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত , আস্তাগফিরুকা অ আতূবু ইলাইক।”

অর্থাৎ, তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমিই একমাত্র সত্য উপাস্য। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন

(তওবা) করছি। (ত্বাহাবী, সহিহ তারগিব ২১৮নং, ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ১/১৩৫, ৩/৯৪)

🟢ওযুর সময় আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ! এই যে ওযুর সময় মুখ ধৌত করেছি, এই মুখ দিয়ে যত গীবত ও পাপ করেছি আপনি সেসব মাফ করে দিন। হাত ধৌত করেছি, এই হাত দিয়ে যত গুনাহ করেছি আপনি সেসব মাফ করে দিন। এই যে কানে পানি দিচ্ছি, এই কান দিয়ে যত হারাম শুনেছি, আপনি সেসব মাফ করে দিন। এই যে মাথা মাসেহ করেছি, এই মাথাকে আপনি জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। এই যে পায়ে পানি দিচ্ছি, এই পা দিয়ে যেন আমি জান্নাতুল ফেরদৌসের বাগানে প্রবেশ করতে পারি এবং আপনার সান্নিধ্যে বিচরন করতে পারি। আমিন। ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া আরহামার রাহীমিন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

১৮.১) ৭০ হাজার ফেরেশতার দু'আ - হাশরের শেষ তিন আয়াত

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (٢٢) هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٢٣) هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

হুওয়াল্লা-হুল্লাযী লাইলা-হা ইল্লা-হুওয়া 'আ-লিমুল গাইবি ওয়াশশাহা-দাতি হুওয়াররাহমা-নুর রাহীম।

হুওয়াল্লা-হুল্লাযী লাইলা-হা ইল্লা-হুওয়া আলমালিকুল কুদ্দূছুছ ছালা-মুল ম'মিনুল মুহাইমিনুল 'আঝীঝুল জাব্বা-রুল মুতাকাব্বিরু ছুবহা-নাল্লা-হি 'আম্মা-ইউশরিকূন।

হুওয়াল্লা-হুল খা-লিকুল বা-রিউল মুছাওবিরু লাহুল আছমাউল হুছনা-; ইউছাব্বিহুলাহূ মা-ফিছ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি ওয়াহুওয়াল ' আঝীঝুল হাকীম।

তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; দৃশ্য- অদৃশ্যের জ্ঞাতা; তিনিই পরম করুণাময়, দয়ালু।

তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান।

তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী; তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ; আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তার মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশারী, প্রজ্ঞাময়।

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত

তিরমিযি শরীফে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) এর বর্ণিত রেওয়ায়েত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি সকালে ৩ বার "আউযুবিল্লাহিস্সামিউল আলিমি মিনাশ শাইতোয়ানির রাজিম" পাঠ করার পর

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

সুরা হাশরের সর্বশেষ তিন আয়াত পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন, তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত পাঠকারীর জন্য রহমতের দোয়া করবে। যেদিন এই আয়াত তিনটি পাঠ করিবে সেদিন পাঠকারী মারা গেলে শহীদের মৃত্য হাসিল করবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে সেও একই মর্যাদা লাভ করবে।

১৯) শরীরে ব্যথা পেলে দুআ: বিসমিল্লাহ ৩ বার বলার পর ৭ বার বলবে এই দুআ পড়তে হবে;

أَعُوْذُ بِاللَّهِ (بِعِزَّةِ اللَّهِ) وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

আ'ঊযু বিল্লা-হি (দ্বিতীয় বর্ণনায়: আঊযু বি'ইয্যাতিল্লা-হি) ওয়া ক্বুদরাতিহী মিন শার্রি মা-আজিদু ওয়া উ'হা-যির।

আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহ্র (দ্বিতীয় বর্ণনায়: আল্লাহ্র মর্যাদার) ও তার ক্ষমতার, যা আমি অনুভব করছি এবং ভয় পাচ্ছি তা থেকে।

উসমান ইবন আবিল আস (রাঃ) বলেন, তার শরীরের ব্যাখ্যার কথা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে জানান। তিনি বলেন: তোমার শরীরের যে স্থানে ব্যাথা সেখানে তোমার হাত রাখ এবং তিন বার বিসমিল্লাহ এবং সাত বার এ দোয়াটি বল। (দোয়াটি উপরে উল্লেখিত হয়েছে) (মুসলিমঃ ২২০২, সহীহ। আবু দাউদঃ ৩৮৯১)

২০) শয়তান দূরে রাখার দুআ (শয়তান সারা দিনের জন্য এ দোয়া পাঠকারী থেকে দূরে সরে যায়।)

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

উচ্চারণ: 'আউযুবিল্লাহিল আযীম ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম ওয়া সুলত্বানিহিল কাদিম মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম।'

অর্থ: 'আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, অতীব মর্যাদা ও চিরন্তন পরাক্রমশালীর অধিকারী মহান আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে।' (সুনান আবু দাউদ: ৪৬৬)

🔶 হায়াওয়াহ ইবনু শুরায়িহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হজরত উক্কবাহ ইবনে মুসলিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলি, আমি জানতে পারলাম যে, আপনার কাছে হজরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশের সময় বলতেন-

أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

উচ্চারণ : ‘আউজুবিল্লাহিল আজিম ওয়া বিওয়াজহিল কারিম ওয়া সুলত্বানিহিল কাদিমি মিনাশ শাইত্বানির রাজিম।’

অর্থ : ‘আমি মহান আল্লাহর, তাঁর সম্মানিত চেহারার এবং তাঁর চিরন্তন কর্তৃত্বের মাধ্যমে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হজরত উক্কবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু (প্রশ্ন রেখে) বললেন, এত টুকুই?

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’

(এবার) হজরত উক্কবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘কেউ এ দোয়া পড়লে শয়তান বলতে থাকে যে, এ লোকটি আমার (অনিষ্ট ও কুমন্ত্রণা) থেকে সারা দিনের জন্য বেঁচে গেল।’ (আবু

দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, মুসনাদে আহমাদ, বুখারি ও মুসলিম,আবূ দাউদ : ৪৬৬)

মনে রাখা জরুরি এ দোয়াটি শুধু মসজিদে প্রবেশের জন্য পড়ার দোয়াই নয় বরং সারাদিন শয়তানের আক্রমণ (অনিষ্টতা ও কুমন্ত্রণা) থেকে নিরাপদ থাকতে প্রতিদিন পড়া জরুরি। যদিও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিতে প্রবেশ করতেই এ দোয়াটি পড়তেন। আর শয়তান সারা দিনের জন্য এ দোয়া পাঠকারী থেকে দূরে সরে যায়। -শায়েখ আহমাদুল্লাহ এ দুআ পড়ার জন্য বলেছেন।

রেফারেন্স: https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=16889

🟢‘আউজুবিল্লাহ’র অর্থ ও উপকারিতা

‘আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজিম’। শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার মূলমন্ত্র। এটি পাঠ করার মাধ্যমেই মানুষের মুখ পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার যোগ্যতা অর্জন করে। বিতাড়িত শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষাকবচও এটি। এর সঙ্গে পরিচয় নেই, মুসলিম সমাজে এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। এটির অর্থ ও ফজিলত কী?

আউজুবিল্লাহ’র অর্থ

‘আউজুবিল্লাহ’ আরবি শব্দ। পূর্ণ বাক্যটি হলো- ‘আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম’। এর অর্থ হলো- বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। পুরো আউজুবিল্লাহকে এক কথায় ‘তাউজ’, ‘তায়াউজ এবং ‘ইস্তেআজাহ’ও বলা হয়।

ফজিলত

আউজুবিল্লাহ পড়ায় রয়েছে অনেক ফজিলত। কিন্তু আউজুবিল্লাহ পাঠের গুরুত্ব ও ফজিলত অনেকেই জানে না। যা জানা থাকা অত্যন্ত জরুরি। আউজুবিল্লাহ পাঠের উপকারিতা ও ফজিলত হলো-

১. আল্লামা ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বেশি পরিমাণ আউজুবিল্লাহ পাঠে মানুষের জিহ্বা মন্দ ও নিন্দনীয় কথার প্রতিক্রিয়া থেকে পবিত্রতা লাভ করে। শয়তান দূরে সরে যেতে বাধ্য হয় এবং মানুষ আল্লাহ তাআলার আশ্রয় লাভ করে। অন্যায়-অশ্রাব্য বাক্য উচ্চারণের ফলে মুখে যে অপবিত্রতা লেগে যায়, আউজুবিল্লাহ পাঠ করার ফলে তা পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।

২. মুখ হচ্ছে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের অঙ্গ। আউজুবিল্লাহ পাঠের মাধ্যমে মুখ কোরআন তেলাওয়াতের যোগ্যতা অর্জন করে। শয়তানের মারাত্মক আক্রমণের মোকাবিলার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া হয়। এ কারণেই মহান আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে নবিজিকে লক্ষ্য করে এ মর্মে নির্দেশ দিয়ে বলেন-

'অতএব যখন আপনি কোরআন তেলাওয়াত করবেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করুন।' **(সুরা নাহল : আয়াত ৯৮)**

৩. বান্দার অন্তরকে শয়তাদের ধোঁকায় গাইরুল্লাহর ছোঁয়া থেকে রক্ষা করার জন্যই তাউজ পড়া জরুরি। শয়তান মানুষকে দেখে, কিন্তু মানুষ শয়তানকে দেখে না।

আবার আল্লাহ শয়তানকে দেখেন কিন্তু শয়তান তাকে দেখে না, বিধায় সেই মহান শক্তির আশ্রয় ছাড়া শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার কোনো বিকল্প পথ নেই।

৪. আউজুবিল্লাহ পাঠেই রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন উপকার।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে দুই ব্যক্তি দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হলো। তাদের মধ্যে একজন খুব বেশি রেগে গেলো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি সে 'আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম' পাঠ করে, তাহলে তার রাগ-ক্রোধ দূর হয়ে যাবে।' **(তিরমিজি, আবু দাউদ)**

৫. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজেও শয়তানের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকতে তাউজ পড়তেন এভাবে-

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজে সুরা বা কেরাত শুরুর আগেও ইস্তেআজাহ তথা আউজুবিল্লাহ পড়তেন। শয়তানের প্ররোচনা ও ধোঁকা থেকে আশ্রয় চাইতেন। তিনি বলতেন-

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

উচ্চারণ : **'**আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজিম**;** মিনহামযিহি ওয়া নাফখিহি ওয়া নাফছিহি।**'**

অর্থ : 'আমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে তার প্ররোচনা ও ফুৎকার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

হাদিসের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে**-**

আবু সাঈদ আল-খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে নামাজের জন্য দাঁড়ালেন তাকবিরে তাহরিমা (আল্লাহু আকবার) বলার পর এই দোয়া পড়তেন-

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

উচ্চারণ : **'**আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজিম**;** মিনহামযিহি ওয়া নাফখিহি ওয়া নাফছিহি।**'**

অর্থ : 'আমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে তার প্ররোচনা ও ফুৎকার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

হাদিসের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে**-**

হজরত আবু সাঈদ আল-খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে নামাজের জন্য দাঁড়ালেন তাকবিরে তাহরিমা (আল্লাহু আকবার) বলার পর এই দোয়া পড়তেন-

سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ : সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা '

এরপর তিনবার- (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও তিনবার- (اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا) 'আল্লাহু আকবার কাবিরা' বলার পর বলতেন-

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

উচ্চারণ : আউজুবিল্লাহিস সামিয়িল আলিমি মিনাশ শাইত্বানির রাজিম; মিনহামযিহি ওয়া নাফখিহি ওয়া নাফছিহি।

অর্থ : 'আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে তার প্ররোচনা ও ফুৎকার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' তারপর (সুরা ফাতেহাসহ) কেরাত পাঠ করতেন।' (আবূ দাউদ, দারাকুতনি, তিরমিজি, মুসতাদরাকে হাকেম, ইবনে হিব্বান)

সুতরাং প্রত্যেক বনি আদমের উচিত, দুনিয়ার সব কাজের শুরুতেই আউজুবিল্লাহ পড়ে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত থাকা। সব সময় আউজুবিল্লাহ পড়ার মাধ্যমে শয়তানের অনিষ্টতা থেকে মুক্ত থাকা।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে বেশি বেশি আউজুবিল্লাহ পড়ে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হেফাজত থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

২১) হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন ব্যক্তি যখন "ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম" (يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) বলছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন, "তুমি আল্লাহর কাছে চাও, তোমার দোয়া কবুল করা হবে।" এই হাদিসটি (তিরমিযী: ৩৫২৭) এই নামের অসাধারণ গুরুত্ব তুলে ধরে। এটি নির্দেশ করে যে, এই নামের মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকা হলে দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম” (হে মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী)

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম" এই বাক্যটি আল্লাহর একটি মহিমান্বিত নাম, যা দোয়ার সময় অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এর অর্থ হলো "হে মহিমা ও সম্মানের অধিকারী" বা "হে প্রতাপ ও অনুগ্রহের অধিকারী"। এই নামের মাধ্যমে আল্লাহর বিশালতা, ক্ষমতা, মহিমা, এবং তাঁর অসীম দয়া ও অনুগ্রহ উভয়ই প্রকাশ পায়। যখন বান্দা এই নামের মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকে, তখন সে আল্লাহর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং পূর্ণ নির্ভরতা প্রকাশ করে, যা দোয়া কবুলের জন্الْجَنَّةِ।

২২)ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "যার জুমআর দিন ঠিক হয়ে যাবে তার পুরো সপ্তাহ ঠিক হয়ে যাবে।"

আরবি: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى مِنَ الْجَنَّةِ

বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল ফিরদাউসাল আ'লা মিনাল জান্নাহ।

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর-জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করি।"

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ এই দোয়াটির ব্যাপারে বলতেনঃ "আপনি যদি কাউকে এই দোয়াটি বেশি বেশি করতে দেখেন তাহলে নিশ্চিত থাকুন যে, আল্লাহ তার জন্য তা লিখে রেখেছেন।"

২৩) আসমানের দরজা খুলে যায় যে দুআর কারনে:

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা: আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসে ছিলাম। এক ব্যক্তি বলে উঠল:

আল্লাহু আকবার কাবীরা। ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাসীরা। ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসিলা।

রাসূলে পাক জিজ্ঞেস করলেন, এই তাসবীহ কে পড়েছে? লোকটা বললো, আমি। রাসূলে আকরাম শুনে বললেন,

ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জান! আমি দেখছি কালিমাগুলো উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। উঠতে উঠতে একপর্যায়ে আসমানের দরজাগুলো পর্যন্ত খুলে গেলো।

ইবনে উমার বলেন: ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জান! যেদিন থেকে রাসূলের মুখে একথা শুনেছি সেদিন থেকে আর ছাড়িনি এই কালিমা গুলো।

আওন রহিমাহুল্লাহ বলেন: যেদিন থেকে ইবনে উমারের মুখে একথা শুনেছি সেদিন থেকে আর ছাড়িনি এই কালিমা গুলো। [তাখরীজুল মুসনাদ: ৫৭২২]

🔷সালাতের মধ্যে একটি তাসবীহ যা উত্তোলনের জন্যে আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। আকাশের দরজা যেহেতু খোলা, হালাল রিযিক থাকলে দুআ কবুল হবে ইনশাআল্লাহ।

এ তাসবীহ নফল+সুন্নাত সালাতে পড়া যাবে। সালাতের মাঝে সিজদা, শেষ বৈঠক, রুকু, কওমাহ (রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায়) এ তাসবীহ পড়া যাবে। রুকু আর সিজদা এর মূল তাসবীহ পাঠের পরে এটা পড়া যাবে। আকাশের দরজা যেহেতু খোলা হয়েছে তখন এই তাসবীহ পাঠের পর পরই যেকোন দুআ আরবিতে করা যাবে।

🟢দুআঃ

اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবর কাবিরা, ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাসিরা,ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসিলা।

অর্থঃ আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব সবার উপর, বিপুল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, সকাল-সন্ধ্যার সকল মহিমা আল্লাহ্‌র।

রেফারেন্স: https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=47998

২৪) ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া (আ.)-এর দু'আ:

رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

উচ্চারণ: রাব্বিবনি লি 'ইনদাকা বাইতান ফিল জান্নাহ।

"হে আমার রব! আপনার নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি ঘর বানিয়ে দিন।” [সূরা আত-তাহরিম: আয়াত ১১]

এটি ছিল ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া (আ.)-এর দু'আ। তাঁর এই দু'আ ঈমানের দৃঢ়তা এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর অগাধ ভরসার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখের পরিবর্তে জান্নাতে আল্লাহর সান্নিধ্য কামনা করেছিলেন।

২৫) সু-সন্তান লাভের জন্য ৪টি দুআ:

১. সূরা আম্বিয়া (২১:৮৯)

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

উচ্চারণ: রব্বি লা-তাযারনী ফারদাঁও ওয়া আন্তা খাইরুল্ ওয়ারিছীন্।

অর্থ: "হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিস।"

২. সূরা আল-ইমরান (৩:৩৮)

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

উচ্চারণ: রাব্বি হাবলি মিল্লাদুনকা যুররিয়্যাতান ত্বাইয়্যিবাতান, ইন্নাকা সামিউ’দ দুআ’ই।

অর্থ: "হে আমাদের প্রভু! আপনার নিকট থেকে আমাকে পূত-পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা কবুলকারী।"

৩. সূরা সফফাত (৩৭:১০০)

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

উচ্চারণ: রব্বি হাব্লি মিনাস সলেহিন।

অর্থ: "হে পরওয়ারদিগার! আমাকে একটি সৎকর্মশীল সন্তান দাও।"

৪. সূরা ফুরকান (২৫:৭৪)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

উচ্চারণ: রব্বানা-হাবলানা-মিন্ আয্ওয়া-জ্বিনা-ওয়া যুরিয়্যা-তিনা-কুররতা আ'ইয়ুনিঁও অজ্ব'আল্না-লিল্মুত্তাকীনা ইমা-মা।

অর্থ: "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর করো এবং আমাদেরকে সংযমীদের আদর্শস্বরূপ করো।"

২৬) মাদ্রাসায় ছোট্ট ছোট্ট ত্বলিবুল ইলমদের জন্য খাবারের জন্য যখন ডাকা হয়। অদ্ভুত একটি বাক্য বলা হয়। 'এসো, এসো, সবাই চটজলদি দস্তরখানের আমলে শরীক হও।' দস্তরখানের আমল! সুবহানাল্লাহ কি সুন্দর শব্দগুচ্ছ! ছোট্ট শব্দগুচ্ছটা-ই বলে দেয়, মু'মিনের জন্য খাবার খাওয়া কিন্তু স্রেফ উদর পুর্তি নয়। এটাও একটি ইবাদাত! এটাও একটি আমাল!

🔶'দস্তরখানের আমল' এর সুন্নাহসমূহ:

১। জুতা খুলে নেওয়া

২। উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধোয়া।

৩। জমিনের(যেকোনো সমতল) ওপর দস্তরখান বিছিয়ে বসা এবং বসা বরাবর খাবারের প্লেট রাখা।

উল্লেখ্য যে, বর্তমান যুগে চেয়ার টেবিলে খাওয়ার ব্যাপক প্রচলন ঘটায় এতে شبه بالكفار বা বিধর্মীদের বৈশিষ্ট্যের অনুকরণের। এই দৃষ্টিকোণ থেকে চেয়ার টেবিলে খাওয়া নিষিদ্ধ না-হলেও যেহেতু চেয়ার টেবিলে খাওয়াতে অনেকগুলো সুন্নাত ও আদব বর্জিত হয়, তাই তা পরিত্যাজ্য।

৪। খাওয়ার সময় এক পা উঁচু রাখবে এবং অপর পা (হাঁটু) বিছিয়ে তার ওপর বসবে; অথবা উভয় পা (হাঁটু) জমিনের ওপর বিছিয়ে (আত্তাহিয়্যাতু পড়ার মতো) সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে বসবে।

৫। হেলান দিয়ে বসে না খাওয়া।

৬। একসাথে অনেকে খেতে বসলে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যেই ব্যক্তি সবচেয়ে বড়, তাঁর দ্বারা খাওয়া শুরু করা।

৭। খাবারের শুরুতে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া।

অথবা, যদি খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া ভুলে যায়, তা হলে যখন মনে হবে তখন সাথে সাথে নিম্নোক্ত দুআ পড়ে নেবে-

بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَه

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আওওয়ালাহু ওয়া আখিরাহ।

অর্থ: আল্লাহর নামে, এর শুরু এবং শেষে।

৮। ডান হাত দিয়ে খাওয়া।

৯। তিন আঙুলের (বৃদ্ধা, তর্জনী ও মধ্যমা) দ্বারা খাওয়া সুন্নাত। প্রয়োজনে তিনের অধিকও ব্যবহার করা যেতে পারে।

১০। খুব গরম খাবার না খাওয়া।

১১। গরম খাবার বা পানীয়তে ফুঁ দিয়ে ঠান্ডা না করে খাওয়া।

১২। নিজের সামনে থেকে খাওয়া শুরু করা। মাঝখান থেকে না।

১৩। যে পরিমাণ বা যেরকম খাবারই হোক, আল্লাহ তাআলার নেয়ামত মনে করে খাওয়া।

১৪। খাদ্যের সমালোচনা না করা।

১৫। খাদ্যের কোন অংশ পড়ে গেলে
উঠিয়ে প্রয়োজনে পরিস্কার করে খাওয়া।

১৬। কয়েকজন মিলে খাবার খেতে বসলে নিজের খাওয়া শেষ হলেও অপরের খাবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকা।

১৭। খাওয়ার শেষে পাত্র সমূহ আঙ্গুল দ্বারা ভালোভাবে পরিষ্কার করে খাওয়া।

১৮। আঙুল চাটার সুন্নাত তারতিব হলো। প্রথমে মধ্যমা, তর্জনী, বৃদ্ধা, অনামিকা, তারপর কনিষ্ঠা।

১৯। খাবার খেয়ে উভয় হাত ধোয়া।

২০। কুলি করে মুখ পরিষ্কার করা।

২১। খাওয়া শেষ হলে নিম্নোক্ত দুআ পড়া-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আত্ব'আমানা ওয়া সাক্বানা ওয়া জা'আলানা মিনাল মুসলিমীন।

অর্থ : সকল প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে (খানা) খাওয়ালেন এবং পান করালেন এবং যিনি আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন।

২২। প্রথমে দস্তরখান উঠানো এরপর নিজে ওঠা সুন্নাত।

২৩। দস্তরখানা উঠানোর সময়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِىٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

উচ্চারণঃ আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাছিরান ত্বাইয়্যিবান মুবা-রাকান ফিহ গায়রা মাকফিয়্যিন ওয়ালা মুওয়াদ্দাইন অলা মুস্তাগনান আনহু রাব্বানা।

অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্যে। অনেক অনেক প্রশংসা এবং পবিত্র ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা। হে প্রভু! এ খানাকে না যথেষ্ট মনে করা যেতে পারে (যে আর প্রয়োজন হবে না), আর না একে সম্পূর্ণ বিদায় দেয়া যেতে পারে (যে আর তার সাক্ষাতের প্রয়োজন হবে না), না এ হতে অমুখাপেক্ষী হওয়া যেতে পারে। (বুখারী হাঃ ৫৪৫৮, সুনান তিরমিজি, হাদীস নং-৩৪৫৬)

মোট ২৩ টি সুন্নাহ! ৩ দফা খেতে বসলে একদিনেই মোট ৬৯ টি সুন্নাহ মানা সম্ভব।

দিনে অন্তত ৬৯ বার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটির প্রতি মুহাব্বাতের প্রকাশ! সুবহানাল্লাহ।

কে আছেন এমন বোকা যে এই সুযোগ থেকে মাহরুম হতে চান?

প্রয়োজনে খেতে বসার আগে খাতা কলম সামনে নিয়ে বসবো। দু'আ মুখস্থ না থাকলে দেখে দেখে পড়বো। মাত্র ৩/৪ দিন এভাবে মেহনত করে দেখুন। আপনাআপনি সবগুলো সুন্নাহ আয়ত্বে চলে আসবে ইন শা আল্লহ। সর্বোপরি, সব অসম্ভব ই সম্ভব ইন শা আল্লহ, যদি ক্বলব সত্যি-ই আশিক হয় তাঁর ﷺ জন্য। صلى الله عليه وسلم

২৭) কুরআন হাদীসে যত আমলের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফজিলতপূর্ণ, লাভজনক কিন্তু সহজ ৬টি যিকির বা আমলের কথাই ঘুরে ফিরে এসেছে:

১) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ পাঠ করা সালাত এবং সালাম এর মাধ্যমে।

২) বেশি বেশি ইস্তেগফার করা।

৩) ইয়া- যাল জালা-লি ওয়াল ইকর-ম।
আরবি: يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
অর্থ: হে পূর্ণতার অধিকারী, বড়ত্বের অধিকারী, হে দাতা, হে দানশীল।

৪) লা- হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ্।
আরবি: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
অর্থ: আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে বাঁচার) কোনো উপায় এবং (ভালো কাজ করার) কোনো শক্তি নেই।

৫) লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা সুবহানা-কা ইন্নি কুনতু মিনাজ জ-লিমীন।
আরবি: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
অর্থ: আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; আপনি পবিত্র! নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।

৬) সুবহানা-ল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।
আরবি: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
অর্থ: আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।

২৮) রুকইয়াহ কিভাবে করব?

উত্তর: সকল বিষয় আল্লাহ পাক ভাল জানেন। আমরা এভাবে রুকইয়াহ করতে পারি ইনশাআল্লাহ:

দুরূদ
সূরা ফাতিহা
সূরা ইখলাস
সূরা ফালাক
সূরা নাস
আয়াতুল কুরসী
বাকারাহ ২৮৬,২৮৬
দুরূদ

ইনশাআল্লাহ ১/৩/৫/৭ বার করে পানিতে ফু দিয়ে রুকইয়াহর গোসল করতে পারি। পানিতে ফু দিয়ে খেতে পারি, পানি ছিটিয়ে দিতে পারি শরীরে, ঘরে। শারীরিক মানসিক আত্মিক সুস্থতার জন্য, বদনজর ও হিংসা থেকে হেফাজত, জ্বিন ও মানুষের অনিষ্ট থেকে হেফাজত, বিভিন্ন ব্যথা দূর করার নিয়ত করতে পারি, বা যেকোন সমস্যার জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের কুরআন দ্বারা চিকিৎসা করার তৌফিক দিন। আমাদের জন্য সহজ করুন। বারাকাল্লাহু ফিকুম। জাযাকুমুল্লাহু খাইরন ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ।

২৯) দ্বীনে অটল থাকার জন্য ছোট কর্মতালিকা:

১. আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ
২. নামাজ কি শুদ্ধ হচ্ছে/ নামাজে কি মনযোগী হতে পেরেছি?
৩. কুরআন শুদ্ধ করা
৪. নজরের হেফাজত
৫. পর্দা নিয়ে সচেতনতা (এমনভাবে পর্দা করা যেন আমি অন্ধ, বধির পরপুরুষ এর ক্ষেত্রে)
৬. ফরজ ইবাদত আদায় নিয়ে সচেতনতা
৭. তওবা, ইস্তেগফার, দুরদ
৮. দুআ, দুআ, দুআ
৯. সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা
১০. আল্লাহর প্রতি, আল্লাহর বান্দার প্রতি সুধারনা রাখা।

৩০) আমল চেকলিস্ট

১. আযানের উত্তর দেওয়া
২. দুনিয়া বিমুখতা
৩. ফরজ সালাতের পর আমল
৪. সুন্নাত নামায
৫. ওযুর পূর্বে মিসওয়াক
৬. ইস্তিগফার ১০০ বার
৭. দরুদ ১০০ বার
৮. মাসনুন আমল (তিন কুল, আয়াতুল কুরসী)
৯. দস্তরখানের আমল
১০. ওযুর পর লজ্জাস্থান বরাবর কাপড়ের উপর পানি ছিটানো
১১. স্মরণশক্তি বৃদ্ধির রুকইয়াহ করা প্রতি ফরজের নামাযের পর
১২. চোখের জন্য রুকইয়াহ করা

১৩. বিসমিল্লাহিল্লাজি লা ইয়াদুররু মাআসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামায়ি ওয়া-হুয়াস সামিউল আলিম। ৩ বার পড়া

১৪. হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া, আলাইহি তাওয়াক্কালতু, ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আজীম। ৭ বার পড়া

১৫. সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার ১ বার
১৬. কুরআন পড়া
১৭. দুআ করা

৩১) প্রতিদিনের দুআ ও যিকির চেকলিস্ট

১) সুবহান আল্লাহ (سبحان الله) - ১০ বার
* অর্থ: আল্লাহ পবিত্র।

২) আলহামদুলিল্লাহ (الحمد لله) - ১০ বার
* অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

৩) আল্লাহু আকবার (الله أكبر) - ১০ বার
* অর্থ: আল্লাহ মহান।

৪)লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ (لا إله إلا الله) - ১০ বার
* অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

৫) লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (لا حول ولا قوة إلا بالله) - ১০ বার
* অর্থ: আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নেই।

৬) আস্তাগফিরুল্লাহ (أستغفر الله) - ১০ বার
* অর্থ: আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

৭) সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আজিম (سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) - ১০ বার
* অর্থ: মহান সেই আল্লাহ এবং তারই সকল প্রশংসা। মহান সেই আল্লাহ যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

৮) আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ (اللهم صل وسلم على نبينا محمد) - ১০ বার
* অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রহমত ও শান্তি দান করুন।

৯) আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান নার (اللهم أجرني من النار) - ১০ বার
* অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও।

১০) আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা হুসনাল খাতিমাহ (اللهم إني أسألك حسن الخاتمة) - ১০ বার
* অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উত্তম মৃত্যু চাই।

পঞ্চম অধ্যায়

১) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি আমার বান্দার কাছে তার ধারণা অনুযায়ী। যখন সে আমার যিকির করে তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। বান্দা আমাকে একাকী (তার মনে মনে) স্মরণ করলে আমিও তাকে একাকী স্মরণ করি। আর যদি সে কোনো মজলিসে আমার যিকির (স্মরণ) করে তাহলে আমি তাকে তাদের চাইতে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে তাহলে আমি তার দিকে এক হাত নিকটবর্তী (অগ্রসর) হই। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে অতি দ্রুত আসি।' (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৫৬১; সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৫০৫)

২) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা আল্লাহর সর্বোত্তম ইবাদতের অন্যতম।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৯৩)

৩) জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর তিন দিন আগে তাকে আমি এ কথা বলতে শুনেছি যে, "তোমাদের সবাই যেন আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা পোষণরত অবস্থায় মারা যায়।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭১২১)

৪) ফাযালাহ ইবনে উবাইদ এবং উবাদা ইবনে ছামেত রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন,

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বান্দাদের হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করবেন। শুধু দু জন বাকি থাকবে। তাদের জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ হবে। যাওয়ার সময় একজন শুধু ফিরে ফিরে চাইবে।'

আল্লাহ বলবেন, 'তাকে ফিরিয়ে আনো তো।'

ফেরেশতারা তাকে ফিরিয়ে আনলে আল্লাহ বলবেন:

'কী হলো, ফিরে ফিরে তাকাও কেন?'

সে বলবে, 'আমার আশা, আপনি আমাকে জান্নাত দেবেন।'

আল্লাহ বলবেন, 'যাও, তোমাকে জান্নাত দিয়ে দিলাম।'

লোকটি জান্নাতে গিয়ে বলবে, 'আমার প্রভু আমাকে এত দিয়েছেন যে, সারা জান্নাতবাসীকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেও সামান্য কমবে না।"

বর্ণনাকারী বলেন, 'এ ঘটনা বলার সময় নবিজির বদন আনন্দে ঝলমল করছিল।'

(মুসনাদে আহমাদ: ২২৭৯৩, ২৩৯২৪। হিজরী অষ্টম শতাব্দীর বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও মুফাসসির, বিখ্যাত ঐতিহাসিক, হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর রহ. বলেছেন, 'হাদিসটির সনদ 'হাসান'। দেখুন- জামেউল মাসানিদ: ৪৯০৯। ইমাম হাইসামী রহ. বলেছেন সনদটির রাবীগণ সকলেই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু একজনের মধ্যে দুর্বলতা আছে। দেখুন- মাজমাউয-যাওয়ায়েদ: ১৮৫৫৭।) বই: আল্লাহর প্রতি সুধারনা ; মুহাম্মদ ইবনু আবিদ দুনইয়া

নোট

নোট

নোট

নোট

নোট

নোট

নোট